মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলির সংকলন

২০১৬-২০২০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলির সংকলন

২০১৬-২০২০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল
ভাদ্র ১৪২৮
সেপ্টেম্বর ২০২১
© মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ অধিশাখা কর্তৃক প্রকাশিত।

মুখবন্ধ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নীতি নির্ধারণ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিভাগের সামগ্রিক কার্যাবলি Rules of Business 1996 (Revised up to December 2014)-এর Schedule I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions)-এ বর্ণিত আছে।

০২। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পালনের নিমিত্ত এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন, বিধি, পরিপত্র, অফিস আদেশ, অনুশাসন ও সরকারি আদেশ নির্দেশসমূহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য অনুসরণীয়। দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে জারিকৃত সকল সরকারি নির্দেশাবলি সমন্বিত করে এ বিভাগ হতে সংকলনটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে অক্টোবর ২০০৫, ডিসেম্বর ২০১০ ও আগস্ট ২০১৬ সময়েও অনুরূপ নির্দেশাবলির সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

০৩। ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, জাতিসংঘ উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার), উদ্ভাবনী ব্যবস্থার প্রয়োগ প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনমুখি প্রশাসনের ভূমিকা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হচ্ছে। সরকারি অফিসের পাশাপাশি সেবা প্রত্যাশীরাও এ সংকলন হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। প্রশাসনিক কার্যব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এ সংকলনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা রাখি।

০৪। এ সংকলনের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, মুদ্রণপ্রমাদ পরিলক্ষিত হলে এবং এ বিভাগকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা নিরসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিজি প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সংকলনটি সকলের জন্য কার্যসহায়ক হবে-এটাই প্রত্যাশা।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সাধারণ অধিশাখা	
১.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন (জাতীয় দিবসের সমন্বিত পরিপত্র)।	৩-৬
২.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে ঐতিহাসিক দিবস হিসাবে ঘোষণা এবং দিবসটিকে ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।	৭
৩.	১৮ অক্টোবর ‘শেখ রাসেল দিবস’ হিসাবে পালন এবং দিবসটিকে ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।	৮
৪.	১৮ ডিসেম্বর তারিখ-কে ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস’ হিসাবে উদ্‌যাপন এবং দিবসটিকে ‘গ’ শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।	৯
৫.	৬ অক্টোবর তারিখ-কে ‘জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস’-এর পরিবর্তে ‘জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস’ হিসাবে উদ্‌যাপন এবং দিবসটিকে ‘গ’ শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।	১০
৬.	সরকারি কাজে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ফ্লাইট ব্যবহার সংক্রান্ত।	১১
৭.	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বিশেষ ধরণের উইং/সেটআপ-এ কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন।	১২-১৩
	প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা	
৮.	অফিস আদেশ (গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিটে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পত্রাদি গ্রহণের সময় এবং গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিটে সংরক্ষিত রেজিস্টারে এন্ট্রি করার সময় নাম, পদবি, তারিখসহ স্বাক্ষর করা)	১৭
৯.	আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনে যুগপৎ অনুবাদ ব্যবস্থা প্রবর্তন।	১৮
১০.	অফিস আদেশ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোটাভুক্ত বাসাসমূহ বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে কমিটি পুনর্গঠন)	১৯
১১.	অফিস আদেশ (স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০-এর স্বর্ণপদক ক্রয়/তৈরির নিমিত্ত পিপিআর, ২০০৮-এর বিধি-৮ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের আলোকে ১০ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন ও ভেজালমুক্ত স্বর্ণপদক তৈরি সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটি গঠন)	২০
১২.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে/জাতীয় পুরস্কারের নির্ধারিত মানের ভেজালমুক্ত স্বর্ণ পদক তৈরীর জন্য সমন্বয় কমিটি গঠন	২১
১৩.	বিদেশী দূতাবাস/মিশন এবং বিদেশী সাহায্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ।	২২
১৪.	অফিস স্মারক (বিদেশী দূতাবাস/মিশন এবং বিদেশী সাহায্য সংস্থা ইত্যাদি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তার যোগদান)	২৩-২৪
১৫.	অফিস আদেশ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিরাপত্তা জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর *২৫১ সংখ্যক নির্দেশনার আলোকে ভিজিলেন্স টিম গঠন)	২৫-২৬
	সাধারণ সেবা অধিশাখা	
১৬.	অফিস আদেশ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দরপত্র উন্মুক্তকরণের নিমিত্ত স্থায়ী দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি গঠন)	২৯
১৭.	অফিস আদেশ (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল ধরণের সম্পদ/ সেবা সংগ্রহ/ ক্রয়-এর নিমিত্ত Tender Evaluation Committee (TEC) কমিটি গঠন)	৩০

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮.	অফিস আদেশ {মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মোটরযান, কম্পিউটার এবং অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি অকেজো ঘোষণা করার জন্য ১৬-১১-২০০৩ তারিখের মপবি (সাসেশা)/৪(২১)/ ২০০৩-১৩৬২ সংখ্যক আদেশমূলে গঠিত 'কনডেমনেশন কমিটি'-এর সদস্য সচিব হিসাবে উপসচিব (প্রশাসন) এর স্থলে উপসচিব (সংস্থাপন)-কে অন্তর্ভুক্ত}	৩১
	পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা	
১৯.	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেটে বরাদ্দকৃত সিলিং (ব্যয়সীমা)-এর মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ।	৩৫
	তোশাখানা ইউনিট	
২০.	তোশাখানা ইউনিটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯	৩৯-৪৭
২১.	Toshakhana (Maintenance and Administration) Rules, 1974 (Revised up to June, 2012)	৪৮-৫২
	বিধি অধিশাখা	
২২.	বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ এর বিধান প্রতিপালন	৫৪
২৩.	প্রজ্ঞাপন (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত Warrant of Precedence, 1986 (Revised up to December, 2003) এর Notes এর ক্রমিক 1 প্রতিস্থাপন)	৫৫
২৪.	রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬	৫৬-৫৭
২৫.	The President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 (Act No. VII of 1975)-এর অধিকতর সংশোধন	৫৮
২৬.	The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 (Act No. IX of 1975) এর অধিকতর সংশোধন	৫৯
২৭.	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর অধিকতর সংশোধন	৬০-৬১
২৮.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and Forest)-এর নাম পরিবর্তন	৬২
২৯.	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (Bank and Financial Institutions Division)' এর নাম পরিবর্তন	৬৩
৩০.	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)-কে পুনর্গঠন	৬৪
৩১.	MINISTRY OF EDUCATION (শিক্ষা মন্ত্রণালয়)-কে পুনর্গঠন	৬৫
৩২.	Rules of Business, 1996-এর সংশোধন (PRIME MINISTER'S OFFICE)	৬৬
৩৩.	Rules of Business, 1996-এর সংশোধন (MINISTRY OF POSTS, TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY)	৬৭-৬৮
৩৪.	Rules of Business, 1996-এর সংশোধন (MINISTRY OF FINANCE)	৬৯-৭০
৩৫.	Rules of Business, 1996-এর সংশোধন (MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)	৭১-৭৫
৩৬.	Rules of Business, 1996-এর সংশোধন (MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY)	৭৬

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৭.	Rules of Business, 1996-এর সংশোধন (MINISTRY OF EDUCATION)	৭৭-৮০
৩৮.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার।	৮১
৩৯.	মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাগমনের সময় বিমানবন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।	৮২-৮৪
৪০.	মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার।	৮৫
৪১.	বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ১ (এক) দিনের শোক পালন	৮৬
৪২.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ সারাদেশে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।	৮৭
৪৩.	বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ওমানের সুলতান কাবুস বিন সাইদ আল সাইদের ইন্তেকালে ১৩ জানুয়ারি ২০২০ সোমবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ১ (এক) দিনের শোক পালন	৮৮
৪৪.	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ বুধবার রাতে রাজধানীর চকবাজারের নন্দকুমার দত্ত রোড ও চুরিহাট্টা শাহী জামে মসজিদ রোড এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশের লক্ষ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ১ (এক) দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালিত	৮৯
৪৫.	১২ মার্চ ২০১৮ তারিখ সোমবার নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনায় বাংলাদেশের বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস বাংলার বিএস ২১১ নম্বর ফ্লাইটটি বিধ্বস্ত হয়ে মর্মান্তিকভাবে নিহত দেশী-বিদেশী ৫১ জন আরোহীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশের লক্ষ্যে ১৫ মার্চ ২০১৮ তারিখ ১ (এক) দিনের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোক পালন	৯০
৪৬.	মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি থেকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত।	৯১
৪৭.	১ জুলাই ২০১৬ তারিখ শুক্রবার রাতে রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত হলি আর্টিজান বেকারি রেস্টুরেন্টে একদল সন্ত্রাসীর হাতে নৃশংসভাবে শাহাদৎ বরণকারী ২ জন পুলিশ কর্মকর্তা এবং সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত নিরীহ দেশী-বিদেশী ব্যক্তিবর্গের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন	৯২
৪৮.	দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ এবং ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি আয়োজন স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে	৯৩
৪৯.	শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ এবং ২৬ মার্চ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি আয়োজন প্রসঙ্গে।	৯৪-১০০
৫০.	মন্ত্রণালয়/বিভাগে ব্যবহৃত সরকারের বিভিন্ন পদনাম ও পদবিসমূহের বিধি বহির্ভূত ব্যবহার।	১০১
৫১.	শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০১৯ এবং ২৬ মার্চ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি আয়োজন প্রসঙ্গে।	১০২-১০৯

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন, নাম পরিবর্তন এবং কার্যতালিকা সংশোধন।	১১০-১১১
৫৩.	শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজন।	১১২-১১৬
৫৪.	MINISTRY OF INFORMATION নাম পরিবর্তন করে MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING	১১৭
	মন্ত্রিসেবা অধিশাখা	
৫৫.	মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিলের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত।	১২১-১২২
৫৬.	মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের চিকিৎসা ব্যয় পুনর্ভরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসৃত বিষয়াদি	১২৩-১২৪
৫৭.	মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের ভ্রমণ ব্যয় খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসৃত বিষয়াদি।	১২৫
৫৮.	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার সম্পর্কে।	১২৬-১২৭

আইন অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	আইন-১ শাখা	
৫৯.	উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে জনবল স্থানান্তর/নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সিভিল আপীল নম্বর-৪৬০/২০১৭-এর রায়।	১৩১-১৩২
	আইন-২ শাখা সম্পর্কিত	
৬০.	আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন।	১৩৫
৬১.	আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে অনুসরণীয় রূপরেখা।	১৩৬-১৪০

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মন্ত্রিসভা-বৈঠক অধিশাখা	
৬২.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত আদেশ/আইন ইত্যাদি সংশোধন/পরিমার্জনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সংক্রান্ত।	১৪৩-১৪৪
৬৩.	মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অংশগ্রহণ এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি।	১৪৫-১৫১
	রেকর্ড অধিশাখা	
৬৪.	প্রজ্ঞাপন (আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি’র মতামতসমূহ WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-এর খসড়ায় অন্তর্ভুক্তসহ সমরপুস্তক চূড়ান্তকরণ)	১৫৫-১৫৬

কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখা	
৬৫.	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন, প্রেরণ এবং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি, পদ্ধতি ও চেকলিস্ট প্রেরণ।	১৫৯-১৬৬
৬৬.	মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ এবং মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি।	১৬৭-১৭২
	কমিটি বিষয়ক অধিশাখা	
৬৭.	নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি	১৭৫
৬৮.	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০	১৭৬
৬৯.	পরিকল্পিত উপায়ে বস্তি অপসারণ এবং বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি	১৭৭
৭০.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮	১৭৮-১৭৯
৭১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির পিতার নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন সম্পর্কিত কমিটি	১৮০
৭২.	জেলা সদরে কোর ভবন এলাকায় নির্মাণ সংক্রান্ত জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি	১৮১
৭৩.	জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স	১৮২
৭৪.	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নিমিত্ত জাতীয় কমিটি	১৮৩-১৮৪
৭৫.	উচ্চ আদালতে চলমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি	১৮৫
৭৬.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৮৬-১৮৭
৭৭.	বাংলাদেশ সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস)-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে ‘সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি	১৮৮
৭৮.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি	১৮৯-১৯০
৭৯.	নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি-তে সদস্য অন্তর্ভুক্ত	১৯১
৮০.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি-তে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট	১৯২
৮১.	সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন	১৯৩-১৯৪
৮২.	বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে বিদেশে অনুপ্রবেশ/মানব পাচার প্রতিরোধকল্পে করণীয় নির্ধারণ সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন	১৯৫
৮৩.	বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বিদেশে অবস্থানরত আসামীদের (বাংলাদেশের নাগরিক) বাংলাদেশে আনয়নের বিষয়ে পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত টাস্কফোর্স গঠন	১৯৬
৮৪.	চামড়া শিল্পখাতের উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন টাস্কফোর্স গঠন	১৯৭-১৯৮
৮৫.	দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ এবং এ কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন	১৯৯-২০০

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৬.	জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কাউন্সিল	২০১-২০২
৮৭.	জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) গঠন	২০৩-২০৪
৮৮.	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’, ‘স্বাধীনতা জাদুঘর’ ও ‘শিখা চিরন্তন’ এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিধানকল্পে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি	২০৫
৮৯.	মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ	২০৬-২০৭
৯০.	হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা জাতীয় সমন্বয় পরিষদ গঠন	২০৮-২০৯
৯১.	আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি পুনর্গঠন	২১০
৯২.	দেশের পররাষ্ট্র নীতি অধিকতর বাস্তবানুগ ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন	২১১-২১২
৯৩.	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন	২১৩
৯৪.	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন	২১৪-২১৫
৯৫.	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির নির্বাহী কমিটি	২১৬-২১৭
৯৬.	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি	২১৮-২১৯
৯৭.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত উপজেলা কমিটি	২২০-২২১
৯৮.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত জেলা কমিটি	২২২-২২৩
৯৯.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত বিভাগীয় কমিটি	২২৪
১০০.	বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে Joint Venture (JV) প্রকল্প, উৎপাদন খাতে আঞ্চলিক বিনিয়োগ, প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিষয়ে গৃহীতব্য কার্যক্রম যথাদ্রুত বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদানের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি	২২৫
১০১.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ওয়ার্কিং-গ্রুপকে সহায়তা করার জন্য আটটি সাব-গ্রুপ গঠন	২২৬-২৩১
১০২.	নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি পুনর্গঠন	২৩২-২৩৩
১০৩.	দেশে সুষ্ঠু শিল্পায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সার্বিক দিক-নির্দেশনা কমিটি	২৩৪
১০৪.	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCID)	২৩৫-২৩৬
১০৫.	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)	২৩৭-২৩৮
১০৬.	বিদেশে অবস্থানরত আসামীদের (বাংলাদেশের নাগরিক)-কে বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বাংলাদেশে আনয়নের বিষয়ে পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত টাস্কফোর্স	২৩৯
১০৭.	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	২৪০
১০৮.	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)	২৪১
১০৯.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’-তে ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট	২৪২
১১০.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি’-তে ১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট	২৪৩
১১১.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৪৪
১১২.	জাতীয় পল্লী উন্নয়ন আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি	২৪৫-২৪৬

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১৩.	জাতীয় পল্লী উন্নয়ন স্টিয়ারিং কমিটি	২৪৭-২৪৮
১১৪.	জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল	২৪৯-২৫১
১১৫.	বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৫২
১১৬.	জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল	২৫৩-২৫৪
১১৭.	পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৫৫-২৫৬
১১৮.	জাতীয় পর্যটন পরিষদ	২৫৭
১১৯.	আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৫৮
১২০.	আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি	২৫৯
১২১.	ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স	২৬০-২৬১
১২২.	বাংলাদেশীদের বিদেশে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভা কমিটি	২৬২-২৬৩
১২৩.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৬৪-২৬৫
১২৪.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, সুপারিশ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স	২৬৬-২৬৭
১২৫.	প্রকল্প কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত কমিটি	২৬৮
১২৬.	হজ ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি	২৬৯-২৭০
১২৭.	হজ ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটি	২৭১-২৭২
১২৮.	ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেশন (এনসিআইসি)	২৭৩-২৭৪
১২৯.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে তদারকি, প্রকল্প- সংশ্লিষ্ট ও কারিগরি বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি	২৭৫-২৭৬
১৩০.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং-এর জন্য জাতীয় কমিটি	২৭৭-২৭৮
১৩১.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCST)	২৭৯-২৮০
১৩২.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST)	২৮১-২৮২
১৩৩.	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)	২৮৩
১৩৪.	নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৮৪-২৮৫
১৩৫.	সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি	২৮৬
১৩৬.	বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (Bangladesh National Conservation Strategy) -এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি	২৮৭
১৩৭.	জাতীয় পরিবেশ কমিটির নির্বাহী কমিটি	২৮৮-২৮৯
১৩৮.	জাতীয় পরিবেশ কমিটি	২৯০-২৯১
১৩৯.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি	২৯২-২৯৩
১৪০.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি’	২৯৪-২৯৬
১৪১.	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)	২৯৭-২৯৮
১৪২.	নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড, ২০১৮	২৯৯

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৩.	আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩০০-৩০১
১৪৪.	জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩০২-৩০৩
১৪৫.	অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩০৪-৩০৫
১৪৬.	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩০৬-৩০৭
১৪৭.	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)	৩০৮-৩০৯
১৪৮.	নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড, ২০১৮-এর রোয়েদাদ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা-কমিটি	৩১০
১৪৯.	বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৮-এর খসড়া অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া পুনর্গঠনের নিমিত্ত কমিটি	৩১১
১৫০.	উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি	৩১২-৩১৩
১৫১.	জেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিবীক্ষণ কমিটি	৩১৪-৩১৫
১৫২.	সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩১৬
১৫৩.	জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাহী কমিটি	৩১৭-৩১৮
১৫৪.	জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩১৯
১৫৫.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-এর সংশোধনকল্পে প্রণীত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৮ সার্বিকভাবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কমিটি	৩২০
১৫৬.	মাননীয় মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/পরিষদ/টাস্কফোর্স/ সাব-গ্রুপ-এর সভায় প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর অংশগ্রহণ	৩২১
১৫৭.	জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫-এর সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটি	৩২২
১৫৮.	চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে 'বাংলাদেশ এনার্জি পোর্ট লিমিটেড' নামক কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কোম্পানির Memorandum of Association (MoA), Articles of Association (AoA) এবং Joint Venture and Shareholders' Agreement-এর খসড়া সার্বিকভাবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কমিটি	৩২৩
১৫৯.	ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা (IPoA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ' কমিটি	৩২৪-৩২৫
১৬০.	Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে 'সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি	৩২৬-৩২৭
১৬১.	National Emergency Operation Center (NEOC)-এর কনসেপ্ট নোট চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কমিটি	৩২৮
১৬২.	জাতীয় পরিবেশ কমিটি	৩২৯-৩৩০
১৬৩.	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি	৩৩১
১৬৪.	পদ সৃষ্টি, পদ স্থায়ীকরণ এবং জনবল নিয়োগ পদ্ধতি (রাজস্ব) প্রভৃতি সমজাতীয় কার্যক্রমকে আরও সহজতর করিবার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি'র মেয়াদ ২ (দুই) মাস বৃদ্ধি	৩৩২
১৬৫.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত দিক্-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং-এর জন্য জাতীয় কমিটি	৩৩৩
১৬৬.	সরকারি কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও পরিবর্ধনের বিষয় পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি'র মেয়াদ আরও ৯০ দিন বৃদ্ধি	৩৩৪

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৬৭.	National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms (NCMID)	৩৩৫-৩৩৬
১৬৮.	‘সচিব/যুগ্মসচিব/প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়’-এর স্থলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ‘সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ’/‘সচিব/যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ’ প্রতিস্থাপন করিয়া কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/পরিষদ/ওয়ার্কিং গ্রুপ/সাব-গ্রুপ পুনর্গঠন	৩৩৭
১৬৯.	‘সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়’-এর স্থলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ‘সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ’/‘সচিব/প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ’ প্রতিস্থাপন করিয়া নিম্নবর্ণিত পরিষদ/কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/ টাস্কফোর্স/সাব-গ্রুপ পুনর্গঠন	৩৩৮-৩৪০
১৭০.	‘সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়’-এর স্থলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ‘সচিব/যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ’/‘সচিব/যুগ্মসচিব, ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ’ প্রতিস্থাপন করিয়া কাউন্সিল/ কমিটি/পরিষদ পুনর্গঠন	৩৪১-৩৪২
১৭১.	সরকার ‘সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়’-এর স্থলে ‘সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ’/‘সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ’ প্রতিস্থাপন করিয়া কাউন্সিল/কমিটি/পরিষদ পুনর্গঠন	৩৪৩-৩৪৪
১৭২.	কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও পরিবর্ধনের বিষয় পর্যালোচনার জন্য কমিটি	৩৪৫
১৭৩.	পদ সৃষ্টি, পদ স্থায়ীকরণ এবং জনবল নিয়োগ পদ্ধতি (রাজস্ব) প্রভৃতি সমজাতীয় কার্যক্রমকে আরও সহজতর করিবার লক্ষ্যে কমিটি	৩৪৬
১৭৪.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCST) পুনর্গঠন	৩৪৭-৩৪৮
১৭৫.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST) পুনর্গঠন	৩৪৯-৩৫০
১৭৬.	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCID) পুনর্গঠন	৩৫১-৩৫২
১৭৭.	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID) পুনর্গঠন	৩৫৩-৩৫৪
১৭৮.	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধি সংশোধন	৩৫৫
১৭৯.	বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (Bangladesh National Conservation Strategy)-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন	৩৫৬
১৮০.	বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান/উত্তোলন ও উৎপাদনের নিমিত্ত সমুদ্র এলাকার ভূ-গঠন এবং তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভের লক্ষ্যে Non-Exclusive Survey/Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক আহবানকৃত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করিবার নিমিত্ত কমিটি	৩৫৭
১৮১.	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩৫৮-৩৫৯
১৮২.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৬০
১৮৩.	বাংলাদেশ সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস)-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সরকার সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি	৩৬১
১৮৪.	যেই সকল কমিটিতে কোন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত আছেন, সেই মন্ত্রণালয়/বিভাগে কোন মন্ত্রী নিয়োজিত না থাকিলে প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী ঐ কমিটিতে মন্ত্রীর বদলে দায়িত্ব পালন	৩৬২
১৮৫.	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত/সংযোজন	৩৬৩
১৮৬.	অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত/সংযোজন	৩৬৪
১৮৭.	বাংলাদেশ সরকার আনুষঙ্গিক সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন-২০১৫ বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৬৫

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮.	আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি	৩৬৬
১৮৯.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৬৭
১৯০.	পুরাতন ঢাকায় বিদ্যমান কেমিক্যাল গোডাউন ও প্লাস্টিক কারখানা স্থানান্তরসহ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা ও সকল বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৬৮-৩৬৯
১৯১.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৭০-৩৭১
১৯২.	বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি	৩৭২

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা	
১৯৩.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাস্তবায়নে নিবিড় সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।	৩৭৫
১৯৪.	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমন্বয়/উন্নয়ন/উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় নিয়মিত এজেন্ডাভুক্তকরণ।	৩৭৬
১৯৫.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুসরণ সংক্রান্ত।	৩৭৭-৩৭৮
১৯৬.	শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ সংক্রান্ত।	৩৭৯
১৯৭.	কৃষি কার্যক্রম জোরদারকরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত।	৩৮০-৩৮১
১৯৮.	শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মূল্যায়নে/সমাপ্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতি সংক্রান্ত।	৩৮২
১৯৯.	বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৫-তম ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের জন্য Orientation Training প্রোগ্রাম আয়োজন সংক্রান্ত।	৩৮৩
২০০.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত।	৩৮৪
২০১.	সার্কিট হাউজের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত।	৩৮৫-৩৮৬
২০২.	ভিডিও কনফারেন্সিং।	৩৮৭
২০৩.	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র উদ্যোগে সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে কর্মসূচি গ্রহণ	৩৮৮
২০৪.	বিদেশ ফেরত বাংলাদেশি/প্রবাসীদের জন্য জেলাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ	৩৮৯
২০৫.	কোভিড ১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণ	৩৯০
২০৬.	করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ ৩ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ	৩৯১-৩৯২

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৭.	করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/ চলাচলে নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ ৩১ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ	৩৯৩-৩৯৪
২০৮.	করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ছুটি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বর্ধিতকরণ	৩৯৫-৩৯৬
২০৯.	করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ছুটি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বর্ধিতকরণ	৩৯৭-৩৯৮
২১০.	করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ছুটি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বর্ধিতকরণ	৩৯৯-৪০০
২১১.	সার্কিট হাউস ব্যবস্থাপনা প্রামাণ্যকরণ সংক্রান্ত।	৪০১-৪০২
২১২.	করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচল নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ১৬ জুন ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ	৪০৩-৪০৪
২১৩.	করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বর্ধিতকরণ	৪০৫-৪০৬
২১৪.	কোভিড-১৯-এর বর্তমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলের ক্ষেত্রে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ	৪০৭
২১৫.	বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সঙ্গে ভিডিও/জুম কনফারেন্সিং-এর পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ।	৪০৮
২১৬.	করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ	৪০৯-৪১০
২১৭.	করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ	৪১১-৪১২
২১৮.	করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধের সময়সীমা বর্ধিতকরণ।	৪১৩-৪১৪
	মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা	
২১৯.	ভূমি সেবা (ই-নামজারি ও ই-রেজিস্ট্রেশন) ত্বরান্বিত ও সহজিকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ সংক্রান্ত।	৪১৭
২২০.	সায়রাত মহালসমূহের তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ (হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল চিংড়িমহাল ও ফেরিঘাট ইত্যাদি) সংক্রান্ত।	৪১৮
	মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা	
২২১.	মুজিববর্ষের সময়কাল ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত ঘোষণা	৪২১
২২২.	হালনাগাদকৃত জেলার শ্রেণি।	৪২২-৪২৫
২২৩.	কক্সবাজারের শহর/পৌর এলাকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ বাড়িভাড়া, যানবাহন ভাড়া, খাদ্য ও পোশাক সামগ্রীসহ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য বিবেচনায় কক্সবাজার শহর/পৌর এলাকাকে ব্যয়বহুল হিসেবে ঘোষণা	৪২৬
২২৪.	১৬টি উপজেলাকে হাওড়/দ্বীপ/চর উপজেলা হিসাবে ঘোষণা	৪২৭
২২৫.	বিভাগীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটি	৪২৮-৪২৯

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২৬.	জেলা বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটি	৪৩০-৪৩১
২২৭.	উপজেলা বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটি	৪৩২-৪৩৩
২২৮.	মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত।	৪৩৪
২২৯.	দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত।	৪৩৫-৪৩৬
২৩০.	জেলা প্রশাসকগণের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং উপদেষ্টাগণের জন্য অনুসরণীয় বিষয়।	৪৩৭-৪৩৯
২৩১.	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে জেলা প্রশাসকগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত।	৪৪০
২৩২.	জেলা প্রশাসকগণের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত।	৪৪১-৪৪২
২৩৩.	জেলা প্রশাসনের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।	৪৪৩-৪৪৪
২৩৪.	অফিস আদেশ (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাজেট পর্যালোচনা ও অর্থ বরাদ্দ কমিটি)	৪৪৫
২৩৫.	‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সম্পর্কিত নাগরিক তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২০’	৪৪৬-৪৪৮
	মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা	
২৩৬.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় মাসিক সভায় উপস্থিত থাকা সংক্রান্ত।	৪৫১
২৩৭.	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ৯:০০ থেকে ৯:৪০ মিঃ পর্যন্ত অফিস কক্ষে অবস্থান সংক্রান্ত।	৪৫২
২৩৮.	বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় সভার তারিখ সুনির্দিষ্টকরণ।	৪৫৩
২৩৯.	৩ (তিন) দিন পর্যন্ত জেলাপ্রশাসকগণের নৈমিত্তিক ছুটি সংক্রান্ত।	৪৫৪
২৪০.	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারকে সকল শ্রেণির পৌরসভার কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং-এর ক্ষমতা প্রদান।	৪৫৫
২৪১.	কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।	৪৫৬
২৪২.	জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণী ও পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রেরণ সংক্রান্ত।	৪৫৭
	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা	
২৪৩.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংশোধিত প্রমাপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	৪৬১
২৪৪.	গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।	৪৬২-৪৬৪
২৪৫.	আদালত সহায়তা কমিটি	৪৬৫-৪৬৭
২৪৬.	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাদ্বয়ে গৃহীত/গৃহীতব্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে কমিটি গঠন।	৪৬৮-৪৬৯
২৪৭.	কারাবন্দিদের আইনগত সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশে জেলা পর্যায়ে কেস কো- অর্ডিনেশন কমিটি গঠন।	৪৭০-৪৭১
২৪৮.	দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বা বসতি স্থাপন করা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) সনাক্তকরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন সংক্রান্ত।	৪৭২-৪৭৩

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪৯.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চাহিদার নিরিখে দ্রুততার সঙ্গে কমপক্ষে ৭ (সাত) জন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিতকরণ সংক্রান্ত।	৪৭৪
২৫০.	কারাগারে থাকা শিশু-কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন।	৪৭৫-৪৭৬
২৫১.	মোবাইল কোর্ট ও ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর আওতাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ অন-লাইনে ই-কোর্ট সফটওয়ারের মাধ্যমে আপলোডকরণ এবং হার্ডকপি প্রেরণ না করা সংক্রান্ত।	৪৭৭
	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি অধিশাখা	
২৫২.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এল.আর.ফান্ড পরিচালনা	৪৮১-৪৮২
২৫৩.	দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার পদে নিয়োগ	৪৮৩
২৫৪.	দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগ	৪৮৪
২৫৫.	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৭ ধারা অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন	৪৮৫
২৫৬.	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৭ ধারা অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন	৪৮৬

সংস্কার অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শুদ্ধাচার শাখা	
২৫৭.	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি	৪৮৯
২৫৮.	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ	৪৯০-৪৯১
২৫৯.	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭	৪৯২-৪৯৪
২৬০.	জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭	৪৯৫-৫১১
২৬১.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-এর সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২)-এর আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের নিমিত্ত একটি অনলাইন সিস্টেম ক্রয়, প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন	৫১২-৫১৩
২৬২.	জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট-এর তৃতীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ সংশোধন/হালনাগাদকরণের নিমিত্ত কমিটি গঠন	৫১৪-৫১৫
২৬৩.	জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট (National Integrity Implementation Unit-NIIU)-এর কমিটি গঠন।	৫১৬-৫১৭
২৬৪.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নৈতিকতা কমিটি পুনর্গঠন	৫১৮-৫১৯
২৬৫.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে ‘নৈতিকতা কমিটি’ গঠন	৫২০-৫২১
২৬৬.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ে ‘নৈতিকতা কমিটি’ গঠন।	৫২২-৫২৩
২৬৭.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘নৈতিকতা কমিটি’ গঠন।	৫২৪
	সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা	
২৬৮.	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল গঠন সংক্রান্ত।	৫২৭-৫২৮

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৬৯.	‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫’-এর অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি ‘কেন্দ্রীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ’ কমিটি গঠন	৫২৯
২৭০.	সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five Accountability Tools) সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো (Logo) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী আপলোড।	৫৩০-৫৩২
২৭১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ৩-৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন।	৫৩৩-৫৩৪
২৭২.	সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five Accountability Tools) সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো (Logo) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী আপলোড।	৫৩৫-৫৩৬
২৭৩.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) সেবা বক্সের অধীনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ‘মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭’ যথাযথভাবে আপলোড সংক্রান্ত।	৫৩৭
	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা	
২৭৪.	উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর যথাযথ বাস্তবায়নে সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ‘এপিএ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি’ গঠন	৫৪১
২৭৫.	বিভাগীয় পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর যথাযথ বাস্তবায়নে সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ‘এপিএ সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটি’ গঠন।	৫৪২
২৭৬.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২০-২১ প্রকাশ।	৫৪৩
২৭৭.	মন্ত্রণালয়/বিভাগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ-পুল পুনর্গঠন।	৫৪৪
২৭৮.	মন্ত্রণালয়/বিভাগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ-পুল গঠন।	৫৪৫-৫৪৬
২৭৯.	মাঠ পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা কমিটি গঠন।	৫৪৭-৫৪৮
২৮০.	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন-এর আওতায় কারিগরি কমিটি পুনর্গঠন।	৫৪৯-৫৫০
২৮১.	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) সম্পাদন।	৫৫১-৫৫২
	তথ্য অধিকার শাখা	
২৮২.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি	৫৫৫
২৮৩.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি	৫৫৬-৫৫৭
২৮৪.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি	৫৫৮-৫৫৯
২৮৫.	তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়)	৫৬০
২৮৬.	বিভাগীয় ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৫৬১
২৮৭.	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক জেলায় একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন	৫৬২
২৮৮.	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার (৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩) সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে একটি উপকমিটি গঠন	৫৬৩

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ই-গভর্নেন্স শাখা	
২৮৯.	ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২০	৫৬৭-৫৭৫
২৯০.	প্রজ্ঞাপন (ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন)	৫৭৬
২৯১.	ইনোভেশন টিম গঠন	৫৭৭-৫৭৮
২৯২.	ডিজিটাল ওয়ার্ড ২০১৭ তে আইসিটি'র মাধ্যমে নাগরিক সেবায় বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরুপ একজন সেরা জেলা প্রশাসক, একজন সেরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং একজন সেরা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে পুরস্কার প্রদান	৫৭৯
২৯৩.	সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহার-সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬ অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান নির্দেশিকাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন	৫৮০
২৯৪.	ই-নথি কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন।	৫৮১-৫৮২
২৯৫.	সরকারি দপ্তরসমূহ থেকে প্রদেয় সেবাসমূহ ব্যবহারকারীবান্ধবরূপে দ্রুত সম্প্রসারণ এবং দেশে উদ্ভাবন-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধনে নিম্নরূপ কমিটি গঠন	৫৮৩-৫৮৪
২৯৬.	ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information & Service Architecture: জমি) যথাযথভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি	৫৮৫-৫৮৬
২৯৭.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উল্লিখিত কার্যক্রম সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠন	৫৮৭
২৯৮.	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন-এর নিমিত্ত কারিগরি কমিটি গঠন	৫৮৮-৫৮৯
২৯৯.	সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)	৫৯১-৫৯৫

সমন্বয় অনুবিভাগ

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখা	
৩০০.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পদ সৃষ্টি, বিলুপ্তি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি।	৫৯৯-৬০০
	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা	
৩০১.	জাতীয় পুরস্কার/পদক সংক্রান্ত নির্দেশাবলি (নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সংশোধিত)	৬০৩-৬০৬
৩০২.	স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।	৬০৭-৬১৪
	নিকার শাখা	
৩০৩.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৬ জুলাই ২০২১ তারিখের ১১৭তম নিকার সভার প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়ন।	৬১৭
৩০৪.	নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্ত।	৬১৮
৩০৫.	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।	৬১৯-৬২০

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০৬.	কুমিল্লা জেলায় "লালমাই" নামে নতুন উপজেলা গঠন।	৬২১-৬২২
৩০৭.	কক্সবাজার জেলায় ঈদগাঁও নামক উপজেলা গঠন।	৬২৩-৬২৪
৩০৮.	মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার “ডাসার” থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।	৬২৫-৬২৬
৩০৯.	সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার 'মধ্যনগর' থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।	৬২৭-৬২৮
৩১০	হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।	৬২৯-৬৩০

প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ
সাধারণ অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.৫৪২

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৭ / ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালনের বিষয়ে সরকার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

(ক) জাতীয় পর্যায়ের নিম্নলিখিত দিবস/উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন/পালন করা হবে:

ক্র.	দিবসের নাম	তারিখ
১	শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
২	জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস	১৭ মার্চ
৩	গণহত্যা দিবস	২৫ মার্চ
৪	স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ
৫	মে দিবস	১ মে
৬	বৌদ্ধ পূর্ণিমা	মে মাসে
৭	শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর জন্মবার্ষিকী	৫ আগস্ট
৮	বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর জন্মবার্ষিকী	৮ আগস্ট
৯	জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট
১০	বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর
১১	বড়দিন	২৫ ডিসেম্বর
১২	বাংলা নববর্ষ	১ বৈশাখ
১৩	রবীন্দ্র জয়ন্তী	২৫ বৈশাখ
১৪	নজরুল জয়ন্তী	১১ জ্যৈষ্ঠ
১৫	ঈদ-উল-ফিতর	১ শাওয়াল
১৬	ঈদ-উল-আযহা	১০ জিলহজ্জ
১৭	ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ)	১২ রবিউল আওয়াল
১৮	দুর্গাপূজা	

(খ) যে সকল দিবস ঐতিহ্যগতভাবে পালন করা হয়ে থাকে অথবা বর্তমান সময়ে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিশেষ সহায়ক, সে সকল দিবস উল্লেখযোগ্য কলেবরে পালন করা যেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রিবৃন্দ এ সকল অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এ পর্যায়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সরকারি উৎস হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। এ ধরনের দিবসসমূহ নিম্নরূপ :

ক্র.	দিবসের নাম	তারিখ
১	জাতীয় সমাজসেবা দিবস	২ জানুয়ারি
২	জাতীয় টিকা দিবস	বৎসরের শুরুতে নির্ধারণযোগ্য
৩	জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস	৫ ফেব্রুয়ারি
৪	জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস	২৭ ফেব্রুয়ারি

ক্র.	দিবসের নাম	তারিখ
৫	জাতীয় বীমা দিবস	১ মার্চ
৬	জাতীয় ভোটার দিবস	২ মার্চ
৭	জাতীয় পাট দিবস	৬ মার্চ
৮	বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস	১৫ মার্চ
৯	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস	২৩ মার্চ
১০	জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস	৩ এপ্রিল
১১	আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস ও জাতীয় ক্রীড়া দিবস	৬ এপ্রিল
১২	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	৭ এপ্রিল
১৩	মুজিবনগর দিবস	১৭ এপ্রিল
১৪	নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস	২৮ মে
১৫	জাতীয় চা দিবস	০৪ জুন
১৬	বিশ্ব পরিবেশ দিবস	৫ জুন
১৭	মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস	২৬ জুন
১৮	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস	১১ জুলাই
১৯	জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস	২৩ জুলাই
২০	জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস	৯ আগস্ট
২১	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস	৮ সেপ্টেম্বর
২২	বিশ্ব নৌদিবস	সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ
২৩	জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস	২ অক্টোবর
২৪	শিশু অধিকার দিবস	অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার
২৫	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস	১৩ অক্টোবর
২৬	বিশ্ব খাদ্য দিবস	১৬ অক্টোবর
২৭	জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস	২২ অক্টোবর
২৮	জাতীয় যুব দিবস	১ নভেম্বর
২৯	জাতীয় সমবায় দিবস	নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার
৩০	বিশ্ব এইডস দিবস	১ ডিসেম্বর
৩১	জাতীয় বস্ত্র দিবস	০৪ ডিসেম্বর
৩২	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস	৯ ডিসেম্বর
৩৩	বেগম রোকেয়া দিবস	৯ ডিসেম্বর
৩৪	ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস	১২ ডিসেম্বর

(গ) বিশেষ বিশেষ খাতের প্রতীকী দিবসসমূহ সীমিত কলেবরে পালন করা হবে। মাননীয় মন্ত্রিবৃন্দ এ সকল দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির বিষয় বিবেচনা করবেন। উন্নয়ন খাত হতে এ সকল দিবস পালনের জন্য কোন বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হবে না। এ ধরনের দিবসসমূহ নিম্নরূপ :

ক্র.	দিবসের নাম	তারিখ
১	বার্ষিক প্রশিক্ষণ দিবস	২৩ জানুয়ারি
২	জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস	২ ফেব্রুয়ারি
৩	জাতীয় ক্যান্সার দিবস	৪ ফেব্রুয়ারি

ক্র.	দিবসের নাম	তারিখ
৪	আন্তর্জাতিক নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস	৮ মার্চ
৫	জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস	১০ মার্চ
৬	বিশ্ব পানি দিবস	২২ মার্চ
৭	বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস	২৪ মার্চ
৮	বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস	২৬ এপ্রিল
৯	জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস	২৮ এপ্রিল
১০	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস	২৮ এপ্রিল
১১	বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবস	৩ মে
১২	আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস	৮ মে
১৩	বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস	১৫ মে
১৪	বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস	৩১ মে
১৫	বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস	৯ জুন
১৬	বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস	১৭ জুন
১৭	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস	জুলাই মাসের প্রথম শনিবার
১৮	আন্তর্জাতিক ওজোন সংরক্ষণ দিবস	১৬ সেপ্টেম্বর
১৯	বিশ্ব পর্যটন দিবস	২৭ সেপ্টেম্বর
২০	বিশ্ব হার্ট দিবস	সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ রবিবার
২১	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস	১ অক্টোবর
২২	বিশ্ব বসতি দিবস	অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার
২৩	জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস	৬ অক্টোবর
২৪	বিশ্ব ডাক দিবস	৯ অক্টোবর
২৫	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস	১০ অক্টোবর
২৬	বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস	অক্টোবর মাসে
২৭	জাতিসংঘ দিবস	২০ অক্টোবর
২৮	জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস	২ নভেম্বর
২৯	বিশ্ব ডায়েবেটিক দিবস	১৪ নভেম্বর
৩০	প্যালেস্টাইনি জনগণের প্রতি আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা দিবস	২৯ নভেম্বর
৩১	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস	১০ ডিসেম্বর
৩২	জাতীয় জীববৈচিত্র দিবস	২৯ ডিসেম্বর
৩৩	জাতীয় শিক্ষক দিবস	

(ঘ) উপরে উল্লিখিত তিন ধরনের দিবস ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ আরও কিছু দিবস পালন করে থাকে, যেগুলি গতানুগতিক ধরনের। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক এবং বর্তমান সময়ে তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। সরকারের সময় এবং সম্পদ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারি সংস্থাসমূহ এ ধরনের দিবস পালনের সঙ্গে সম্পৃক্তি পরিহার করতে পারে।

২। শিক্ষা সপ্তাহ, প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ, বিজ্ঞান সপ্তাহ, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগস্ট), বিশ্ব শিশু সপ্তাহ (২৯ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর), সশস্ত্র বাহিনী দিবস (২১ নভেম্বর), পুলিশ সপ্তাহ, বিজিবি সপ্তাহ, আনসার সপ্তাহ, মৎস্য পক্ষ, বৃক্ষরোপণ

অভিযান এবং জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করবে। অনুমোদিত কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হবে।

৩। জাতীয় পর্যায়ের উৎসবসমূহ ব্যতীত সাধারণভাবে দিবস পালনের ক্ষেত্রে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে,

(ক) সাজসজ্জা ও বড় ধরনের বিচিত্রানুষ্ঠান যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। তবে, রেডিও ও টেলিভিশনে আলোচনা এবং সীমিত আকারে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা যাবে। কর্মদিবসে র‌্যালি/শোভাযাত্রা পরিহার করা হবে।

(খ) কোন সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানসূচি সাধারণভাবে তিন দিনের মধ্যে সীমিত থাকবে।

(গ) সরকারিভাবে গৃহীত কোন কর্মসূচি যাতে অফিসের কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত না ঘটায়, তা নিশ্চিত করতে হবে এবং আলোচনা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছুটির দিনে অথবা অফিস সময়ের পরে আয়োজনের চেষ্টা করতে হবে।

(ঘ) নগদ কিংবা উপকরণ আকারে অর্থ/সম্পদ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না এরূপ সাধারণ ইভেন্টসমূহ ছুটির দিনে কিংবা কার্যদিবসে আয়োজন করা যাবে। যেমন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রচার, পতাকা উত্তোলন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ঘরোয়া আলোচনা সভা, রেডিও ও টেলিভিশনে আলোচনা, পত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান ইত্যাদি।

(ঙ) কোন দিবস বা সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে রাজধানীর বাইরে থেকে/জেলা পর্যায় হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ঢাকায় আনা যথাসম্ভব পরিহার করা হবে।

৪। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে অনুরোধ করা হলো।

৫। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ০৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.৩৮১ সংখ্যক পরিপত্র এতদ্দারা বাতিল করা হলো।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ সাজ্‌জাদুল হাসান
উপসচিব (সাধারণ)
ফোন: ৯৫৪০৯৭১

বিতরণ :

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)...মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ....বিভাগ
৫। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)..জেলা
৭। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
৮। সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০২.১৭.৬২৫

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৭ / ১৫ অক্টোবর ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে ঐতিহাসিক দিবস হিসাবে ঘোষণা এবং দিবসটিকে 'ক' শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।**

সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' হিসাবে ঘোষণা এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত পরিপত্রের 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে, 'ক' ক্রমিকে অন্তর্ভুক্ত হলেও দিবসটির ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটি প্রযোজ্য হবে না।

০২। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। তবে, বিষয়ভিত্তিক বন্টনের আওতায় প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা থাকার পরিপ্রেক্ষিতে দিবসটি উদ্‌যাপনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত এবং দিবসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সচেতনতা আগামী প্রজন্মের মধ্যে যথাযথভাবে সঞ্চারণের লক্ষ্যে উক্ত কর্মকাণ্ডে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সংযুক্ত করতে হবে।

০৩। উক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ সাজ্জাদুল হাসান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব (সকল)..মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩। সচিব (সকল)..মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৬। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ....বিভাগ
৭। জেলা প্রশাসক (সকল)..জেলা
৮। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)..........................
৯। উপসচিব (মন্ত্রিসভা বৈঠক), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১০। উপসচিব (মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.৪৪৩

তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ / ২৬ আগস্ট ২০২১

পরিপত্র

বিষয় : **১৮ অক্টোবর 'শেখ রাসেল দিবস' হিসাবে পালন এবং দিবসটিকে 'ক' শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।**

সরকার প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর তারিখ-কে 'শেখ রাসেল দিবস' ঘোষণা করেছে এবং উক্ত তারিখ-কে 'শেখ রাসেল দিবস' হিসাবে পালন/উদ্‌যাপনের নিমিত্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.৫৪২ সংখ্যক পরিপত্রের 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

০২। উক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ সাজ্‌জাদুল হাসান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
৯। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
১০। উপসচিব (মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১১। উপসচিব (মন্ত্রিসভা বৈঠক), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.৮৬১

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৪ ডিসেম্বর ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : ১৮ ডিসেম্বর তারিখ-কে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপন এবং দিবসটিকে 'গ' শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।

সরকার ১৮ ডিসেম্বর তারিখ-কে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' ঘোষণা করেছে এবং উক্ত তারিখ-কে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত পরিপত্রের 'গ' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

০২। উক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ সাজ্জাদুল হাসান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
ই-মেইল : general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২) সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
৩) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৪) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৬) জেলা প্রশাসক (সকল)
৭) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
৮) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
৯) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
১০) উপসচিব, মন্ত্রিসভা বৈঠক অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১১) উপসচিব, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.৪২০

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪২৮ / ১২ আগস্ট ২০২১

পরিপত্র

বিষয় : **০৬ অক্টোবর তারিখ-কে 'জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস'-এর পরিবর্তে 'জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপন এবং দিবসটিকে 'গ' শ্রেণিভুক্ত হিসাবে ঘোষণা।**

সরকার প্রতিবছর ০৬ অক্টোবর তারিখ-কে 'জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস'-এর পরিবর্তে 'জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং উক্ত তারিখ-কে 'জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.৫৪২ সংখ্যক পরিপত্রের 'গ' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

০২। উক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.১৭.৯৯৪ সংখ্যক পরিপত্রটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

মোঃ সাজ্জাদুল হাসান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
৯। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
১০। উপসচিব (মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১১। উপসচিব (মন্ত্রিসভা বৈঠক), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২২.০০১.১৮.৯০৫ তারিখ: ২৫ আশ্বিন ১৪২৫ / ১০ অক্টোবর ২০১৮

বিষয় : **সরকারি কাজে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ফ্লাইট ব্যবহার সংক্রান্ত।**

সূত্র-১ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিপত্র নং ০৩.০৭৫.০৪৬.০৬.০০.০১.২০১৬(অংশ-১)-১৭১ (৫০০), তারিখ : ১৯.৯.২০১৮

সূত্র-২ : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং ৫(১)/৯৩-মপবি(সাধারণ)/অংশ/৫৭, তারিখ : ২.৩.২০০৩

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত ১ নং পরিপত্রের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে যে সকল গন্তব্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ফ্লাইট রয়েছে সে সকল গন্তব্যে এখন থেকে সরকারি অর্থে আকাশ পথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ফ্লাইট ব্যবহার করতে হবে। তবে বিমানের রুট না থাকলে অন্য এয়ারলাইন্স-এর সম্ভাব্য সরাসরি রুটে ভ্রমণ করা যাবে।

০২। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী এবং সমপর্যায়ের সকল পদধারী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সাংবিধানিক পদধারী, সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশনসমূহের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/ বিধিবদ্ধ সংস্থা/কর্পোরেশন/সাংবিধানিক সংস্থা/প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে।

০৩। সরকারি কাজে ভ্রমণের ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী/সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সরাসরি বাংলাদেশ বিমান অফিসে বুকিং প্রদান এবং বাংলাদেশ বিমানে বাধ্যতামূলক ভ্রমণ বাতিল সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত ০২ মার্চ ২০০৩ তারিখের ৫(১)/৯৩-মপবি(সাধারণ)/অংশ/৫৭ সংখ্যক অফিস স্মারক এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

০৪। এই আদেশ ১৯.৯.১৮ তারিখ হতে কার্যকর গণ্য হবে।

মুহাম্মদ লুৎফর রহমান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
general_sec@cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২২.০০১.১৮.৯০৫ তারিখ: ২৫ আশ্বিন ১৪২৫ / ১০ অক্টোবর ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতা/পদমর্যাদার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/সেনা বাহিনী প্রধান/নৌবাহিনী প্রধান/বিমান বাহিনী প্রধান, ঢাকা
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
-- মন্ত্রণালয়/বিভাগ
০৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
০৪। মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)
০৫। সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০৬। প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

মুহাম্মদ লুৎফর রহমান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.৪১৬.০৮৩.০০.০০.০৩১.২০১০.২২৬

তারিখ: ২৭ আষাঢ় ১৪২৩ / ১১ জুলাই ২০১৬

পরিপত্র

বিষয় : **বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বিশেষ ধরণের উইং/সেটআপ-এ কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন।**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৮.১২.১৯৯৩ তারিখের মপবি/রিপোর্ট/বিদেশস্থ/৪(৫)৯৩-১৭৯(১৩) সংখ্যক পরিপত্রের মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বিশেষ ধরণের উইং/সেট-আপ-এর কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮.০২.১৯৯৭ তারিখের মপবি/রিপোর্ট/বিদেশস্থ/৪(৫)৯৩-৯ সংখ্যক পরিপত্রে উক্ত নীতিমালায় কতিপয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়। নীতিমালার কতিপয় বিষয়ের অস্পষ্টতা দূরীকরণ/যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ নম্বর ২.৪, ৫.১, ৫.২ ও ৫.৩ সংশোধনক্রমে নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হল :

"২.৪। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে বিশেষ ধরণের উইং/সেট-আপভুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোন পদের জন্য সমযোগ্যতাসম্পন্ন পদের (অর্থাৎ দ্বিতীয় সচিব, প্রথম সচিব, কাউন্সিলর এবং মিনিস্টার) সমান চাকুরি অভিজ্ঞতা এবং কেবল সমতূল্য গ্রেডে কর্মরত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ আবেদন করিতে পারিবেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় সচিব পদের জন্য জাতীয় বেতন স্কেলের ৬ষ্ঠ গ্রেডপ্রাপ্ত কর্মকর্তা; প্রথম সচিব পদের জন্য জাতীয় বেতন স্কেলের ষষ্ঠ গ্রেডে কমপক্ষে দুই বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা; কাউন্সিলর পদের জন্য জাতীয় বেতন স্কেলের পঞ্চম গ্রেডপ্রাপ্ত এবং ন্যূনতম দশ বছরের চাকুরি এবং মিনিস্টার পদের জন্য জাতীয় বেতন স্কেলের ৩য় গ্রেড প্রাপ্ত এবং ন্যূনতম পনের বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা আবেদন করিতে পারিবেন।"

"৫.১। শিক্ষাগত যোগ্যতা	**সর্বোচ্চ নম্বর-১০**
এস.এস.সি.	
প্রথম বিভাগ	৩
দ্বিতীয় বিভাগ	২
তৃতীয় বিভাগ	০
এইচ.এস.সি.	
প্রথম বিভাগ	৩
দ্বিতীয় বিভাগ	২
তৃতীয় বিভাগ	০
স্নাতক/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর	
(সর্বোচ্চ শ্রেণি প্রাপ্ত যে কোন একটি পরীক্ষা)	
প্রথম শ্রেণি	৪
দ্বিতীয় শ্রেণি	৩
তৃতীয় শ্রেণি	২

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুসৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যান্ডার্ড কনভার্সন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সিজিপিএ বা লেটার গ্রেড সমন্বিত ফলাফল শ্রেণি বা বিভাগে রূপান্তর করা যাইবে।"

"৫.২। চাকুরির অভিজ্ঞতা	**সর্বোচ্চ নম্বর-১৫**
প্রতিবৎসর (১ম শ্রেণি/৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পদে) চাকুরির জন্য	
৩য় সচিবের ক্ষেত্রে	৫
২য় সচিবের ক্ষেত্রে	৩
১ম সচিবের ক্ষেত্রে	২
কাউন্সিলরের ক্ষেত্রে	১.৫
মিনিস্টারের ক্ষেত্রে	১ "

"৫.৩। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনসহ চাকুরির রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা **সর্বোচ্চ নম্বর-২৫**

বিগত পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের গড়ের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ ২৫ নম্বর দেওয়া হইবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের গড়ের ভিত্তিতে উক্ত নম্বর নির্ণীত হইবে। তবে, কোন ক্ষেত্রে চার বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পাওয়া গেলে সেইক্ষেত্রে চার বৎসরের ভিত্তিতে গড় নম্বর নির্ণীত হইবে। "

০২। উপর্যুক্ত সংশোধনী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
ই-মেইল: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
৬. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৭. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
৯. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২, নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা

অনুলিপি:

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২. সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩. অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
সিনিয়র সহকারী সচিব

৫—

প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর:০৪.৪১৮.০৩৫.০০.০০.০০৫.২০১২.৫৪ — তারিখ: ২১ মাঘ ১৪১৯ / ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ থেকে জারিকৃত পত্রাদি বিতরণের জন্য গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিটে প্রেরণ করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ বিতরণের লক্ষ্যে পত্রাদি গ্রহণের সময় সম্পূর্ণ নাম-পদবি না লিখে শুধুমাত্র স্বাক্ষর করেন। এতে পত্র গ্রহণকারী সনাক্তকরণে জটিলতা দেখা দেয়।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত ইউনিটে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পত্রাদি গ্রহণের সময় এবং গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিটে সংরক্ষিত রেজিস্টারে এন্ট্রি করার সময় নাম, পদবি, তারিখসহ স্বাক্ষর করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হল।

০৩। জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জেসমিন আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব

নম্বর : ০৪.৪১৮.০৩৫.০০.০০.০০৫.২০১২.৫৪ — তারিখ: ২১ মাঘ ১৪১৯ / ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২। উপসচিব (প্রশাসন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি

জেসমিন আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর : ০৪.৪১৮.০৩৫.০০.০০.০০৫.২০১২.**০৯**

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪২১ / ০১ জানুয়ারি ২০১৫

বিষয় : **আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনে যুগপৎ অনুবাদ ব্যবস্থা প্রবর্তন।**

সূত্র : অর্থ বিভাগের ১৫.১২.২০১৪ খ্রি. তারিখের ০৭.১০৮.০২০.১৮.৯৬.০০৫.২০১৩-৫২ সংখ্যক স্মারক

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামসমূহের একটি বড় অংশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগও এ ধরনের কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় নগণ্য সংখ্যক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় সকল আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিদেশীদের নিজ নিজ ভাষায় যুগপৎ অনুবাদ সেবা প্রদানের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পর্যাপ্ত লোকবল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নেই। এ কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পর্যাপ্ত লোকবল রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারী বিদেশীদের নিজ নিজ ভাষায় যুগপৎ অনুবাদ সেবা প্রদানের ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অর্পণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে বলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মনে করে।

কাজী নূরুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:
সচিব
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসন ও শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪১৮.৫০.০০১.১৭.২৩৯

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪২৪
১০ জুলাই ২০১৭

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোটাভুক্ত বাসাসমূহ বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপভাবে কমিটি পুনর্গঠন করা হল :

(ক) **কমিটির নাম:**
‘মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোটাভুক্ত বাসা বরাদ্দ কমিটি’

(খ) **কমিটির গঠন :**

(১)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বিধি)	-	আহ্বায়ক
(২)	যুগ্মসচিব/উপসচিব (প্রশাসন)	-	সদস্য
(৩)	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (সাসে)	-	সদস্য
(৪)	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (সংস্থাপন)	-	সদস্য
(৫)	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা)	-	সদস্য-সচিব

(গ) **কমিটির কর্মপরিধি :**
বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা, ১৯৮২ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোটাভুক্ত বাসাসমূহ বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। ইতঃপূর্বে জারিকৃত এ সংক্রান্ত সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

মোঃ সাজ্জাদুল হাসান
উপসচিব

বিতরণ:

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। উপসচিব (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। উপসচিব (সাসে), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। উপসচিব (সংস্থাপন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪১৮.২৩.০০১.১৯.৪০২

তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ২৫ নভেম্বর ২০১৯

অফিস আদেশ

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০-এর স্বর্ণপদক ক্রয়/তৈরির নিমিত্ত পিপিআর, ২০০৮-এর বিধি-৮ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের আলোকে নির্দেশক্রমে নিম্নোল্লিখিতরূপে ১০ সদস্যবিশিষ্ট **দরপত্র মূল্যায়ন ও ভেজালমুক্ত স্বর্ণপদক তৈরি সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটি** গঠন করা হলো:

১)	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
২)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩)	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪)	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	সদস্য
৫)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	সদস্য
৬)	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি	সদস্য
৭)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই)-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৮)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিনিধি	সদস্য
৯)	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০)	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখের গেজেটে (কপি সংযুক্ত) উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ প্রতিপালন।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

গাজী তারিক সালমন
সিনিয়র সহকারী সচিব

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা/সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ)।
২. অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, পরমাণু ভবন, ই-১২/এ আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ)।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ)।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ)।
৭. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৮. জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

অনুলিপি : মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সংযুক্তি-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গৃহীত সিদ্ধান্ত

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

নং ৮/২/৮৫-বিধি/৪০—বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে/জাতীয় পুরস্কারের নির্ধারিত মানের ভেজালমুক্ত স্বর্ণ পদক তৈরীর জন্য সরকার একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২। উক্ত কমিটি নিম্নলিখিতরূপে গঠন করা হইল:

(১)	সংশ্লিষ্ট পুরস্কারের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের যুগ্ম-সচিব অথবা ইহার উপরের পদ মর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা	...	আহ্বায়ক
(২)	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	...	সদস্য
(৩)	বাংলাদেশ ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধি	...	ঐ
(৪)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি (উপ-সচিব মর্যাদার নীচে নহে)	...	ঐ
(৫)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদমর্যাদার নীচে নহে)	...	ঐ
(৬)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউটের উপযুক্ত প্রতিনিধি	...	ঐ

৩। উপরোক্ত কমিটির দায়িত্ব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কমিটি পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা নিম্নলিখিতরূপ হইবে:

(ক) গঠিত কমিটির দায়িত্ব:

(১) স্বর্ণ পদক তৈরীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুখ্যাতি সম্পন্ন স্বর্ণকার নির্বাচন করিবে।

(২) আলোচনার মাধ্যমে স্বর্ণের মূল্য ও উপযুক্ত মজুরী নির্ধারণ করিবে। প্রয়োজনে কমিটি স্বর্ণকার সমিতি/সংগঠনের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পদকের নির্ধারিত ওজন, কেরেট, নমুনা, সাইজ ইত্যাদি অনুযায়ী পদক তৈরীর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ইহার সরবরাহ সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী grading/testing-এর মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করিবে। স্বর্ণের মান যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনবোধে তৈরী স্বর্ণ পদক গালাইয়া খাঁটিত্ব পরীক্ষা করিবে। এবং খাঁটিত্ব পরীক্ষার জন্য গালানো পদকগুলির তৈরী বাবদ অতিরিক্ত মজুরী প্রদান করার ব্যবস্থা করিবে। ইহা ছাড়া নির্ধারিত মানের পদক ডেলিভারী গ্রহণের পর এক সপ্তাহের মধ্যে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) পদক তৈরীর ব্যাপারে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কমিটি পরিচালনার নীতিমালা:

(১) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজেরাই তাহাদের পদক তৈরীর ব্যাপারে উপরোক্ত কমিটির জন্য স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা হইতে আহ্বায়ক স্থির করিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কমিটির বৈঠকের স্থান, তারিখ এবং ইহার সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) কমিটির কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঐ সংক্রান্ত সকল প্রকার সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৪) স্বর্ণ পদক প্রদানের ব্যাপারে যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পাদন করিবে।

৪। স্বর্ণ পদক নির্মাণের মান নিশ্চিত করার জন্য সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন:

(১) প্রতিটি পদকের জন্য প্রস্তুতকারক স্বর্ণকার প্রত্যয়ন পত্র দিবে যাহাতে পদকে কি পরিমাণ খাঁটি স্বর্ণ আছে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

(২) প্রত্যয়ন পত্রে প্রস্তুতকারক স্বর্ণকার অঙ্গীকার করিবে যে যদি কেহ উক্ত পদক কোন সময় বিক্রয় করিতে চায় তাহা হইলে সে সেই দিনকার প্রচলিত বাজার দর মোতাবেক পদক ও প্রত্যয়ন পত্রে উল্লেখিত স্বর্ণের মূল্য প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মহবুবউজ্জামান
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

৬—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪১৮.৮৩.০০১.২০.১২

তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪২৬ / ০৮ জানুয়ারি ২০২০

বিষয় : বিদেশী দূতাবাস/মিশন এবং বিদেশী সাহায্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.১০.১৯৯০ খ্রি. তারিখের ৯(১)/৯০-মপবি(সেবা-১)/৩৭০ সংখ্যক অফিস স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে বিদেশী দূতাবাস/মিশন এবং বিদেশী সাহায্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত পরিকল্পনা কমিশনের সকল সদস্য ও সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে যোগদান এবং এ সম্পর্কিত একটি মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সূত্রোক্ত অফিস স্মারকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

২। বর্ণিত অফিস স্মারকে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।
সংযুক্তি: বর্ণনামতে

গাজী তারিক সালমন
সিনিয়র সহকারী সচিব

১। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
.... (সকল)।

২। সদস্য/ভারপ্রাপ্ত সদস্য (সকল)
.... পরিকল্পনা কমিশন।

সংযুক্তি-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-৯(১)/৯০-মপবি(সেবা-১)/৩৭০ তারিখ: ১৮ই আশ্বিন, ১৩৯৭ / ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৯০

অফিস স্মারক

বিদেশী দূতাবাস/মিশন এবং বিদেশী সাহায্য সংস্থা ইত্যাদি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তার যোগদানের ব্যাপারে প্রচলিত নিয়মের আংশিক পরিবর্তন করিয়া সরকার নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন:-

(১) পরিকল্পনা কমিশনের সকল সদস্য ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মহোদয়গণকে বিদেশী দূতাবাস/মিশন এবং বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী (সাহায্য সংস্থা) যেমন, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউনিসেফ, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ইত্যাদি কর্তৃক আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হইলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) পরিকল্পনা কমিশনের সকল সদস্য ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মহোদয়গণকে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের মাসিক প্রতিবেদন সংযোজিত ছক অনুযায়ী পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করিবার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে। কোন অনুষ্ঠানে যোগদান না করিয়া থাকিলে শূন্য প্রতিবেদন (Nil report) পাঠাইতে হইবে।

এ, এম, আবদুল মান্নান ভূইয়া
যুগ্ম-সচিব

বিতরণ:

১। জনাব...
সদস্য,
পরিকল্পনা কমিশন।

২। জনাব..
সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব,
....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

সংযুক্তি-২

‘ছক’

আমন্ত্রিত কর্মকর্তার নাম: ....

আমন্ত্রিত কর্মকর্তার পদবি: ....

প্রতিবেদনাধীন মাস: ....

ক্রমিক নং	আমন্ত্রণকারী/আমন্ত্রণকারী সংস্থার নাম	আমন্ত্রণের তারিখ	মন্তব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪১৮.১৮.০০১.২০.১৮৫

তারিখ: ৮ ভাদ্র ১৪২৭
২৩ আগস্ট ২০২০

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিরাপত্তা জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর *২৫১ সংখ্যক নির্দেশনার আলোকে নিম্নরূপ ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হলো:

(ক)	**ভিজিলেন্স টিমের গঠন (বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অফিসকক্ষ ও সভাকক্ষের জন্য):**		
	(১)	যুগ্মসচিব (জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
	(২)	উপসচিব (সাধারণ সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
	(৩)	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব
(খ)	**ভিজিলেন্স টিমের কর্মপরিধি:**		
	(১)	ভিজিলেন্স টিম বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল অফিসকক্ষ/মন্ত্রিপরিষদকক্ষ/সভাকক্ষ সময়ে সময়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে সেগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করবে;	
	(২)	উক্ত টিম নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকিসহ আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অতিরিক্ত সচিব-এঁর নিকট দাখিল করবে এবং প্রতিবেদনের একটি কপি রেজিস্টারে নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য অতিরিক্ত সচিব প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।	
(গ)	**ভিজিলেন্স টিমের গঠন (সরকারি পরিবহন পুল ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অফিসকক্ষ ও সভাকক্ষের জন্য):**		
	(১)	যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
	(২)	উপসচিব (কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
	(৩)	সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন)), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব
(ঘ)	**ভিজিলেন্স টিমের কর্মপরিধি:**		
	(১)	ভিজিলেন্স টিম সরকারি পরিবহন পুল ভবনস্থ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল অফিসকক্ষ/সভাকক্ষ সময়ে সময়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে সেগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করবে;	
	(২)	উক্ত টিম নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকিসহ আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অতিরিক্ত সচিব-এঁর নিকট দাখিল করবে এবং প্রতিবেদনের একটি কপি রেজিস্টারে নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য অতিরিক্ত সচিব প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।	

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ নিজ নিজ অফিসকক্ষে ব্যবহৃত উপকরণ/অফিস সরঞ্জামাদি সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও হেফাজত নিশ্চিত করবেন।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

গাজী তারিক সালমন
সিনিয়র সহকারী সচিব

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪১৮.১৮.০০১.২০.১৮৫/১(১৮৫)

তারিখ: ৮ ভাদ্র ১৪২৭ / ২৩ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১) সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২) সকল কর্মচারী, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গাজী তারিক সালমন
সিনিয়র সহকারী সচিব

সাধারণ সেবা অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ সেবা অধিশাখা

নং- ০৪.০০.০০০০.৪১২.০৬.১৩১.১৭-২১

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৪ / ০৪ জানুয়ারি ২০১৭

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দরপত্র উন্মুক্তকরণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি গঠন করা হলোঃ

(ক) কমিটি :

(১) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
(২) উপসচিব (সাধারণ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(৩) উপসচিব (সাধারণ সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য

(খ) কমিটির কর্মপরিধি :

(১) কমিটি উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রাপ্ত দরপত্র উন্মুক্ত করে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

রুবাইয়াৎ-ই-আশিক
উপসচিব
ফোন নং ৯৫১১০৩৮

কার্যার্থে :

১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২। উপসচিব (সাধারণ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩। উপসচিব (সাধারণ সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

অনুলিপি :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ সেবা অধিশাখা

নং- ০৪.০০.০০০০.৪১২.০৬.১৩১.১৭-১৬৯৫

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৫ / ১৫ অক্টোবর ২০১৮

অফিস আদেশ

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল ধরণের সম্পদ/ সেবা সংগ্রহ/ ক্রয়-এর নিমিত্ত নিম্নলিখিত Tender Evaluation Committee (TEC) কমিটি গঠন করা হলোঃ

(ক) কমিটি গঠনঃ

কমিটির নাম	কমিটির সদস্য	
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি	১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	- সভাপতি
	২। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (মন্ত্রিসেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	- সদস্য
	৩। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	- সদস্য
	৪। নির্বাহী প্রকৌশলী ইডেন গণপূর্ত বিভাগ/ইএম বিভাগ-৪, গণপূর্ত অধিদপ্তর/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন আইটি বিশেষজ্ঞ/মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর/সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর- একজন প্রতিনিধি (ক্রয়/সংগ্রহের প্রকৃতি ভেদে বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হবেন)	- সদস্য
	৫। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (সাধারণ সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	- সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কর্মপরিধিঃ

১) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সম্পদ/সেবা সংগ্রহ/ ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পত্তি করবে;

২) ক্রয়/ সংগ্রহের প্রকৃতি ভেদে ৪ নম্বর ক্রমিকের শুধুমাত্র একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি বিষয়ভিত্তিক সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;

২। এ কমিটি গঠন সংক্রান্ত আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ খলিলুর রহমান
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
ফোন: ৯৫১১০৩৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ সেবা শাখা

নং- ০৪.০০.০০০০.৪১২.৮৮.১০৯.১৬-১৬৩৮

তারিখ: ২০ ফাল্গুন ১৪২২
০৩ মার্চ ২০১৬

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মোটরযান, কম্পিউটার এবং অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি অকেজো ঘোষণা করার জন্য ১৬-১১-২০০৩ তারিখের মপবি(সাসেশা)/৪(২১)/২০০৩-১৩৬২ সংখ্যক আদেশমূলে গঠিত 'কনডেমনেশন কমিটি'-এর সদস্য সচিব হিসাবে উপসচিব (প্রশাসন) এর স্থলে উপসচিব (সংস্থাপন)-কে অর্ন্তভুক্ত করা হল।

মোঃ ওসমান গনি
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ৯৫১১০৩৮

কার্যার্থেঃ

১। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। পরিবহন কমিশনার, সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা
৫। মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
৬। উপসচিব (সংস্থাপন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৭। নির্বাহী প্রকৌশলী (যন্ত্র প্রকৌশলী), ই/এম বিভাগ-৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (সাধারণ সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৯। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪৩১.২০.০০৩.২০.৮৬

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪২৭ / ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয় : **মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেটে বরাদ্দকৃত সিলিং (ব্যয়সীমা)-এর মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ।**

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেটে সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে প্রকল্প গ্রহণের জন্য ‘অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত-সাধারণ থোক বরাদ্দ’ খাতে এবং প্রক্ষেপণের অর্থ-বছরসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ তাদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরসমূহে সিলিং বহির্ভূতভাবে প্রকল্প গ্রহণ করছে। ফলে সরকারের রাজস্ব আয়ের সঙ্গে চলমান প্রকল্পের বরাদ্দে সামঞ্জস্যতা থাকছে না। এছাড়া, সিলিং বহির্ভূত প্রকল্প গ্রহণ করায় সকল প্রকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করাও সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণের বাইরে প্রকল্প গ্রহণ সরকারের সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

০২। বর্ণিতবস্থায়, মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমুহকে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহে সজাগ থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

(ক) মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহকে তাদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণের অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত সিলিং-এর মধ্যে থেকে প্রকল্প গ্রহণ করা;

(খ) বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পে আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) করা;

(গ) প্রকল্প যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতনতা অবলম্বন করা যাতে কোন পণ্য/ দ্রব্যের অস্বাভাবিক বাজার মূল্য প্রদর্শিত না হয়;

(ঘ) জি-টু-জি (G-To-G) ভিত্তিতে গৃহীত প্রকল্পে GoB অর্থে পরামর্শক (Consultant) নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা;

(ঙ) প্রকল্প বাছাই/অনুমোদনের সময় বিষয়গুলোতে অধিকতর সচেতনতা অবলম্বন করা;

(চ) রাষ্ট্রীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিশেষ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে পূর্বেই অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করা।

মোঃ সাজেদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব

সিনিয়র সচিব/ সচিব (সকল)
....মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪৩১.২০.০০৩.২০.৮৬/(১)২

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪২৭ / ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য-

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

মোঃ সাজেদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব

তোশাখানা ইউনিট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৭ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ২৬৯-আইন/২০১৯।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

১। **শিরোনাম।-** এই বিধিমালা **তোশাখানা ইউনিটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯** নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা-**বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) ‘‘কমিশন’’ অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

(খ) ‘‘তপশিল’’ অর্থ এই বিধিমালার কোন তপশিল;

(গ) ‘‘নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ’’ অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোনো কর্মকর্তা;

(ঘ) ‘‘পদ’’ অর্থ তপশিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(ঙ) ‘‘প্রয়োজনীয় যোগ্যতা’’ অর্থ সংশ্লিষ্ট পদের জন্য উল্লিখিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা;

(চ) ‘‘শিক্ষানবিশ’’ অর্থ কোনো পদে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(ছ) “সিজিপিএ” অর্থ Cumulative Grade Point Average (CGPA);

(জ) ‘‘স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়’’ বা "স্বীকৃত ইনস্টিটিউট" বা ‘‘স্বীকৃত বোর্ড’’ অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট বা শিক্ষা বোর্ড এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট বা শিক্ষা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।-**(১) তপশিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, কোনো পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা যাইবে, যথা :-

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে, এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তপশিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

৪। **সরাসরি নিয়োগ।–** (১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই বা নির্বাচন কমিটি মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করিবে, তবে ২০তম গ্রেডের কোনো পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা বা না করা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোনো ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; এবং

(খ) এমন কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের

নাগরিক নহেন।

(৫) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি-

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোনো দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) নিয়োগের বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্ত না হয়, কিংবা তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(৬) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি-

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারি চাকরি কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালীন স্বীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৭) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আবেদন করিয়া কোনো ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে উক্ত নিয়োগ নব নিয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহার পূর্ব চাকরিকাল শুধু পেনশন ও বেতন সংরক্ষণের জন্য গণনাযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধাদির জন্য উক্ত কর্মকাল গণনাযোগ্য হইবে না।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।**—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, ১৩-১৬ গ্রেডের পদ হইতে ১০-১২ গ্রেডের কোনো পদে এবং ১০-১২ গ্রেডের পদ হইতে ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কোনো পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৩) অস্থায়ী কোনো পদে অস্থায়ীভাবে পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে, তবে সংশ্লিষ্ট পদ যে তারিখে স্থায়ী হইবে সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির পদোন্নতি স্থায়ী হইবে।

৬। **শিক্ষানবিশি।**- (১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশি স্তরে-

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য,- নিয়োগ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশি মেয়াদ এইরূপ বর্ধিত করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেই ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল, সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে, তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলিবারকালে কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবে এবং স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকরিতে স্থায়ী হইবেন; এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত

কর্তৃপক্ষ-

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না, সরকারি আদেশবলে সময়ে সময়ে, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন;

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল কর্মচারির বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইবে, সেই সকল কর্মচারীকে শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৫) অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন, তবে অস্থায়ী পদ যেই তারিখে স্থায়ী হইবে সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকরি স্থায়ী হইবে।

৭। **বিশেষ বিধান।**– তপশিলে উল্লিখিত কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোনো ভগ্নাংশ আসিলে উভয় কোটায় ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

তপশিল -১
[বিধি ২ (খ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	পরিচালক	-	প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে।	সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে।
২।	উপপরিচালক		প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে।	সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে।
৩।	কিউরেটর	৪০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি বা প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u>** (ক) সহকারী কিউরেটর পদে অন্যূন ১৫ (পনেরো) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো বিষয়ভিত্তিক জার্নালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন ৩ (তিন) টি গবেষণামূলক প্রকাশনা (দেশে বা বিদেশে একক এবং যৌথ প্রদর্শনী গবেষণামূলক প্রকাশনার সমতুল্য বলিয়া গণ্য হইবে)।
				<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u> (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাস বা নৃবিজ্ঞান বা প্রত্নতত্ত্ব বা সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; (খ) শিক্ষা জীবনে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়; (গ) কোনো স্বীকৃত দেশীয় বা আন্তর্জাতিক জার্নালে অন্যূন ৩ (তিন) টি গবেষণা প্রকাশনা; এবং (ঘ) জাদুঘর বা প্রদর্শনমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসাবে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। **<u>প্রেষণের ক্ষেত্রে:</u>** সমপদমর্যাদাসম্পন্ন এবং অনুরূপ প্রকৃতির পদে

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				কর্মরত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে।
৪।	সহকারী প্রোগ্রামার	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
৫।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে, পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে :</u>** অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :</u>** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটার চালনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত; এবং (গ) তপশিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৬।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে, পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে :</u>** অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :</u>** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটার চালনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ; এবং (গ) তপশিল-৩ ও তপশিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৭।	সহকারী রসায়নবিদ	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নবিদ্যা বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রি; এবং (খ) তপশিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৮।	সহকারী কিউরেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাস বা নৃবিজ্ঞান বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রি; এবং (খ) তপশিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৯।	মডেলার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চারুকলা বিষয়ে অন্যূন স্নাতক ডিগ্রি; এবং (খ) মডেল ও ডিওরমা তৈরিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা।
১০।	স্টোর কিপার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে অন্যূন স্নাতক ডিগ্রি; এবং (খ) স্টোরের কাজে অন্যূন ১ (এক) বৎসরের বাস্তব

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				অভিজ্ঞতা।
১১।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকার (ক) ৩০ ভাগ পদ অফিস সহায়ক পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭০ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে:</u>** (ক) অফিস সহায়ক পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (গ) কম্পিউপার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি: (অ) বাংলায় ২০টি শব্দ; ও (আ) ইংরেজিতে ২০টি শব্দ গতি; এবং (ঘ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা। **<u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:</u>** (ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটার চালনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত; এবং (গ) তপশিল- ৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১২।	গ্যালারী অ্যাটেনডেন্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) ইংরেজিতে কথোপকথনের দক্ষতা।
১৩।	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তপশিল ৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৪।	ইলেক্ট্রিশিয়ান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট; এবং (গ) ইলেকট্রিক লাইসেন্সিং বোর্ড হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত।
১৫।	রিসিপশনিস্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) ইংরেজিতে কথোপকথনের দক্ষতা।
১৬।	প্রকাশনা সহকারী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) প্রিন্টিং টেকনোলজি, প্রুফরিডিং এবং

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				প্রকাশনামূলক কাজে ০১ (এক) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
১৭।	নিরাপত্তা প্রহরী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) প্রার্থীর উচ্চতা অন্যূন ৫ (পাঁচ) ফুট ৫ (পাঁচ) ইঞ্চি এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে।
১৮।	অফিস সহায়ক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তপশিল-৭ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৯।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; তবে শর্ত থাকে যে, মোট পদের শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ পদ জাত হরিজন সম্প্রদায়ের প্রার্থীগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, তবে জাত হরিজন সম্প্রদায়ের কোনো প্রার্থী পাওয়া না গেলে উক্ত পদ সাধারণ প্রার্থীগণের মধ্য হইতে পূরণ করা যাইবে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ এবং যান্ত্রিক ধৌত কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

তপশিল-২

[বিধি ২ (খ) দ্রষ্টব্য]

প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকারী রসায়নবিদ এবং সহকারী কিউরেটর পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি

ক্রমিক নং	পরীক্ষা ও বিষয়ের নাম	নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	সময়
১।	লিখিত পরীক্ষা		৫০%	৩ ঘন্টা
	(ক) বাংলা	৭৫		
	(খ) ইংরেজি	৭৫		
	(গ) গণিত	২৫		
	(ঘ) সাধারণ জ্ঞান	২৫		
	মোট নম্বর	২০০		
২।	মৌখিক পরীক্ষা	২৫		
	সর্বমোট নম্বর	২২৫		

ব্যাখ্যা : (১) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

(২) কম্পিউটার Word processing এর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

তপশিল-৩

[বিধি ২ (খ) দ্রষ্টব্য]

ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি

ক্রমিক নং	পরীক্ষা ও বিষয়ের নাম	নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	সময়
১।	লিখিত পরীক্ষা:		৫০%	৯০ মিনিট
	(ক) বাংলা	৩০		
	(খ) ইংরেজি	৩০		
	(গ) গণিত	২০		
	(ঘ) সাধারণ জ্ঞান	২০		
	মোট নম্বর	১০০		
২।	মৌখিক পরীক্ষা	১০		
	সর্বমোট নম্বর	১১০		

ব্যাখ্যা : (১) লিখিত পরীক্ষা এবং তপশিল-৪ এ বর্ণিত সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে উত্তীর্ণ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

(২) কম্পিউটার Word processing সহ ই-মেইল ও ফ্যাক্স পরিচালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

তপশিল-৪

[বিধি ২ (খ) দ্রষ্টব্য]

ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার গতি, নম্বর ইত্যাদি

ইংরেজিতে সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	বাংলায় সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	ইংরেজি পরীক্ষায় মোট নম্বর	বাংলা পরীক্ষায় মোট নম্বর	প্রতি বিষয়ে সর্বনিম্ন পাস নম্বর	গড় পাস নম্বর	ইংরেজি পরীক্ষার সময়	বাংলা পরীক্ষার সময়
সাঁটলিপি							
৮০ শব্দ	৫০ শব্দ	১০০	১০০	৪০%	৫০%	৫ মিনিট	৫ মিনিট
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর							
৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট

ব্যাখ্যা: (১) সাঁটলিপি নোট প্রতিলিপিকরণের (Transcribe) জন্য ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকিবে।

(২) ৫% এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোন গতি অর্জন করেন নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) সর্বনিম্ন গতিকে পাস নম্বর (৪০%) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৯—

তপশিল-৫

[বিধি ২ (খ) দ্রষ্টব্য]

অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার গতি, নম্বর ইত্যাদি

ইংরেজিতে সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	বাংলায় সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	ইংরেজি কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষায় মোট নম্বর	বাংলা কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষায় মোট নম্বর	প্রতি বিষয়ে সর্বনিম্ন পাস নম্বর	গড় পাস নম্বর	ইংরেজি পরীক্ষার সময়	বাংলা পরীক্ষার সময়
২০ শব্দ	২০ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০মিনিট

ব্যাখ্যা : (১) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে।
(২) ৫% এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোন গতি অর্জন করেন নাই বলিয়া গণ্য হইবে।
(৩) সর্বনিম্ন গতিকে পাস নম্বর (৪০%) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

তপশিল-৬

[বিধি ২ (খ) দ্রষ্টব্য]

ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি

ক্রমিক নং	পরীক্ষা ও বিষয়ের নাম	নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	সময়
১।	লিখিত পরীক্ষা:		৫০%	৯০ মিনিট
	(ক) বাংলা	২০		
	(খ) ইংরেজি	২০		
	(গ) গণিত	২০		
	(ঘ) কম্পিউটার বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান	৩০		
	মোট নম্বর	৯০		
২।	মৌখিক পরীক্ষা	১০		
	সর্বমোট নম্বর	১০০		

ব্যাখ্যা : (১) কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন বাংলা ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (Standard Aptitude Test) এ উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রতি ৫টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসেবে গণ্য হইবে।

(৩) ৫% এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোন গতি অর্জন করেন নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ব্যবহারিক পরীক্ষায় শুধু উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা কেবল ব্যবহারিক পরীক্ষায় এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই কেবল মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

তপশিল-৭

[বিধি ২ (খ) দ্রষ্টব্য]

অফিস সহায়ক পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ইত্যাদি

ক্রমিক নং	পরীক্ষা ও বিষয়ের নাম	নম্বর
১।	লিখিত পরীক্ষা:	
	(ক) বাংলা	১৫
	(খ) ইংরেজি	১৫
	(গ) গণিত	১০
	মোট নম্বর	৪০
২।	মৌখিক পরীক্ষা	১০
	সর্বমোট নম্বর	৫০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

TOSHAKHANA (MAINTENANCE AND ADMINISTRATION) RULES, 1974.

(Revised up to June, 2012)

CABINET DIVISION

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

TOSHAKHANA (MAINTENANCE AND ADMINISTRATION) RULES, 1974.

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules shall be called the Toshakhana (Maintenance and Administration) Rules, 1974.

(2) They shall come into force immediately.

2. **Extent of application.-** These rules shall apply to the President, the Prime Minister, Speaker, Ministers, Deputy Speaker, Ministers of State, Deputy Ministers, Member of Parliament, all Government Servants and also applicable to the employees of the Autonomous and Semi-Autonomous Bodies whether on duty or on leave, within or outside Bangladesh serving in any capacity in the connection with the affairs of the Government of the People's Republic of Bangladesh or while on deputation with any other bodies, agencies, institutions or authorities.

Provided that the Government by a notification in the official gazette include or exclude any other categories or persons or operation of all or any of these rules.

3. **Definition**.- In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'President' means the person who is holding the office of the President of Bangladesh for the time being.

(b) 'Prime Minister' means a person who is holding the office of the Prime -Minister for the time being.

(c) 'Speaker' means a person who is holding the office of the Speaker for the time being.

(d) 'Minister' means a person who is holding the office of a Minister for the time being and include Ministers of State, Deputy Ministers, etc.

(e) 'Deputy Speaker' means a person who is holding the office of the Deputy Speaker for the time being.

(f) 'Government Servant' means a person who hold office in any capacity in connection with the affairs of the Government of the People's Republic of Bangladesh and also while he is on deputation with any other bodies, agencies, institutions or authorities.

(g) 'Committee' means the Toshakhana Evaluation Committee.

(h) Other words and expressions used in the rules and not defined, shall have the meanings assigned to them in the Fundamental and Supplementary Rules and the Government Servants (conduct) Rules, 1979.

4. **Gifts, Presents, etc., to be deposited in the Toshakhana**.- (1) A State Toshakhana shall be established in a suitable place preferably in the Prime Minister's Secretariat where gifts will be properly displayed so that public can have an opportunity to see them. Till such time, proper arrangement for accommodating the Toshakhana in a suitable place can be made, gift received by the President, may be kept in Bangabhaban. But accounts of the same will be maintained in the form as shown in Annexure 'A' and in each case a copy of the same will be sent to the Cabinet Division for maintenance of a centralised account.

(2) Gifts presents and other such material received by the persons to whom these rules apply, shall be reported to the Cabinet Division indicating the nature and estimated value of such gifts. There should not be any undue delay in reporting the receipt of such gifts.

(3) Persons receiving such gifts shall deposit them in the Government Toshakhana.

(4) Gifts of the value, according to the estimation of the Toshakhana Evaluation Committee, up to the limit mentioned below may be retained by persons receiving them from foreign dignitary/dignitaries without payment of price:

(a) up to the value of Tk. 50,000 (Taka Fifty thousand) only by the President and Prime Minister;

(b) up to the value of Tk. 30,000 (Taka Thirty thousand) only by the Speaker, Ministers, Ministers of State, Deputy Speaker and Deputy Ministers; and

(c) up to the value of Tk. 5,000 (Taka five thousand) only by the Members of the Parliament and Government Servant, employees of the Autonomous and Semi-Autonomous Bodies and any other persons :

Provided that any gift of historical importance, curio or antique shall not be retained by any person and shall be deposited in the Toshakhana whatever might be its market value.

(5) If any person receiving gifts abroad or receiving gifts from a foreign dignitary visiting this country wishes to retain some or all of the gift received exceeding the value mentioned in sub-rule 4(a), (4)(b) or (4)(c), as the case may be he can do so on payment of the actual price of the gift/gifts in question as determined by the Toshakhana Evaluation Committee.

5.(1) The Cabinet Division is the custodian of the Toshakhana and is responsible for collection, fixation of price and preservation of the gifts.

(2) It should be assisted by a Toshakhana Evaluation Committee which shall be constituted in the following manner :

(i)	Joint Secretary, Cabinet Division	- Chairman
(ii)	Joint Secretary, Finance Division	- Member
(iii)	Joint Secretary, Ministry of Industries	- Member
(iv)	Deputy Secretary (Planning and Budget) Cabinet Division	- Member
(v)	Deputy Secretary, Cabinet Division	- Member/Secretary

(3) The functions of the Toshakhana Evaluation Committee shall be as under:

(a) The Committee shall meet periodically and review the manner of collection of the gifts and their preservation.

(b) The Committee shall determine the price of each article deposited in the Toshakhana. At the time of determination of the price the Committee may obtain the help of reputed commercial firms who deal in the gift items. A declaration regarding the price prevailing at the places where the gift is received shall be obtained from the person receiving and depositing the gift.

(c) The Committee shall draw up recommendations regarding disposal of gifts and improvements to be brought about in the manner of preservation and custody of the gifts and maintenance of the Toshakhana.

(d) The Committee shall recommend the manner of disposal of those articles which are likely to suffer depreciation in value if kept for a longer period or kept unused. It shall determine the present value in consultation with reputed commercial firms dealing in such items. Those articles shall be disposed by public auctions and the sale-proceeds deposited in the Government account.

(e) The Committee may, for special reason to be recorded in writing, with the approval of the Cabinet Secretary, transfer such (gifts) goods/utencils/ equipments/ commodities which are likely to suffer depreciation or which could be otherwise utilised for official purposes, to any appropriate government offices for official use.

Provided that gifts of historical value, antiques, precious arts and gifts shall not be transferred to any government office for official use.

6. **Storage and disposal of gifts.-** (1) Efforts shall be made to preserve all gifts deposited in the Toshakhana. Special attention shall be given to those gifts which have historical importance and have less chance of their being deteriorated in value if kept for a long period and if necessary expert help may be sought for their proper maintenance.

(2) Very costly items shall be kept in an annex of the National Museum when constructed and till such arrangements are made shall be kept in iron-vaults and other items may be displayed in adequately guarded show cases. However, if it is considered that existing facilities for storage and preservation of very costly items in the Toshakhana are not suitable from the security point of view, the Toshakhana Evaluation Committee may recommend to deposit such items in lockers of some reputed bank or to have them insured against pilferage at Government expense.

7. **Maintenance of Account.-(**1) There shall be two registers namely, Deposit Register and Disposal Register as shown in Annexure 'A' and 'B'. The Deposit Register shall be comprehensive one. Entries of all gifts with their prices and brief description shall be made in this register. Against each entry in this register there shall be the signature of the Secretary countersigned by the Chairman of the Committee.

(2) Accounts of articles disposed of shall be noted in the 'Disposal Register' with cross entries in both the Registers. The Secretary shall assign the duty of normal supervision and management of the Toshakhana to Confidential Officer of Cabinet Division. He shall maintain the accounts and keep the registers under his custody.

(3) Gifts which are highly valuable or which have great historical importance like rare curio or antiques, should be photographed and a copy of the same shall be posted in the register.

8. All gifts received in the Toshakhana shall be acknowledged by the Secretary of the Evaluation Committee.

9. Price of the gifts as referred to in rule 4(5) shall be deposited in the Government account under the head, 'Stock and Share sale 1/0901/0001/3641', and a copy of the Chalan sent to the Cabinet Division for information and record.

ANNEXURE- "A"

GOVERNMENT TOSHAKHANA-DEPOSIT REGISTER

Sl. No.	Date	Name, designation and address of the depositor	Name, designation and address of the person from whom the present received and also the occasion	Brief description of the gift/ present and quantity	Estimated value	Signature of the Confidential officer-in-charge	Signature of the secretary and chairman	Location	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Note-in the remarks column movement of the items with reference No. etc. should be noted. Any other necessary points may be noted here. At the end of notes signature of the Secretary should also be given.

ANNEXURE- "B"

GOVERNMENT TOSHAKHANA-DISPOSAL REGISTER

Sl. No.	Date	Serial no. as in deposit register	Reference of the order for disposal	Description of the gift/ present.	Estimated value	Price received	Chalan No. and date of the sale proceeds	Signature of the secretary and the chairman	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

B.G.P.-2012/13-2357Com(C-13) ----1500 Books, 2012.

বিধি অধিশাখা

(একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)

১০—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৩.১৪৬

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪২৭ / ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয় : **বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ এর বিধান প্রতিপালন**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রতীক। এর মর্যাদা সমুন্নত রাখা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (Revised up to May, 2010) এ জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত বিধানাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে, যার প্রতিপালন বাধ্যতামূলক। পতাকা বিধিমালা ১৯৭২-এ উল্লিখিত দিবসসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যা নিম্নরূপ :

"(২৫) যেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পতাকা' উত্তোলন করা হয়, সেইক্ষেত্রে একই সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হইবে। যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং 'জাতীয় পতাকা' প্রদর্শিত হয়, তখন উপস্থিত সকলে 'পতাকা'র দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন। ইউনিফর্মধারীরা স্যালুটরত থাকিবেন। 'পতাকা' প্রদর্শন না করা হইলে, উপস্থিত সকলে বাদ্য যন্ত্রের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন, ইউনিফর্মধারীরা জাতীয় সঙ্গীতের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত স্যালুটরত থাকিবেন।"

কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জেলা পর্যায়ে জাতীয় দিবসসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের সময় কতিপয় জেলার ইউনিফর্মধারী ব্যক্তি বিধি অনুযায়ী জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন না করে জেলা প্রশাসকের সাথে পতাকা উত্তোলন করছেন যা বিধি বহির্ভূত ।

০২। এমতাবস্থায়, আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২-এর বিধি ৭ (২৫) সহ অন্যান্য বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা হলো এবং ভবিষ্যতে এ বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

শফিউল আজিম
যুগ্মসচিব

বিতরণ (**জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়**):

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৬। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৭। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৮। জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।

৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭/২০ জুলাই ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.২০.৬৫-মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত Warrant of Precedence, 1986 (Revised up to December, 2003) এর Notes এর ক্রমিক 1 নিম্নলিখিতরূপে প্রতিস্থাপন করা হইলঃ

"I. The order in this warrant of precedence is meant for state and ceremonial occasions."

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

শফিউল আজিম
যুগ্মসচিব

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন, ১৪২৩/১৩ অক্টোবর, ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৮ আশ্বিন, ১৪২৩ মোতাবেক ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০১৬ সনের ৪২ নং আইন

President's Pension Ordinance, 1979 পরিমার্জনপূর্বক

পুনঃপ্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু President's Pension Ordinance, 1979 (Ordinance No. XVIII of 1979) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''অবসরভাতা'' অর্থ এইরূপ কোন ভাতা, যাহা কোন সাবেক রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনের জন্য অবসরকালীন ভাতা হিসাবে মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় হয়;

(২) ''আনুতোষিক'' অর্থ এইরূপ কোন এককালীন অর্থ, যাহা কোন সাবেক রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনের জন্য অবসরভাতার পরিবর্তে প্রদেয় হয়; এবং

(৩) ''রাষ্ট্রপতি'' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত কোন রাষ্ট্রপতি।

৩। **অবসরভাতা**।- (১) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে, ধারা ৬-এর বিধান সাপেক্ষে, অন্যূন ৬ (ছয়) মাস অধিষ্ঠিত থাকিয়া পদত্যাগ করিলে অথবা মেয়াদ সমাপ্তির কারণে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, তিনি আমৃত্যু রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাহার আহরিত সর্বশেষ মাসিক বেতনের ৭৫ (পঁচাত্তর) শতাংশ হারে মাসিক অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে অন্য কোন চাকুরি বা পদ হইতে অবসরগ্রহণপূর্বক উক্ত চাকুরি বা পদ-সংশ্লিষ্ট কোন আইনের অধীন অবসরভাতা গ্রহণ করিয়া থাকিলে, তিনি উক্ত অবসরভাতা এবং এই ধারার অধীনে প্রদেয় অবসরভাতার মধ্যে তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী যে কোন একটি অবসরভাতা পাইবার যোগ্য হইবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি এই উপ-ধারার অধীন অবসরভাতা গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, পূর্ববর্তী অবসরভাতার অধীন গৃহীত কোন অর্থ সমন্বয়ের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে আদায়যোগ্য হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন অবসরভাতা গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার বিধবা স্ত্রী অথবা, ক্ষেত্রমত, বিপত্নীক স্বামী তাহার প্রাপ্য মাসিক অবসরভাতার দুই-তৃতীয়াংশ হারে আমৃত্যু মাসিক অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৪। **আনুতোষিক।-** (১) অবসরভাতা গ্রহণের প্রাধিকার অর্জন করিয়াছেন এমন কোন সাবেক রাষ্ট্রপতি, অবসরভাতার পরিবর্তে এই ধারার বিধান অনুযায়ী আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে তাহাকে, উক্তরূপ প্রাধিকার অর্জনের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে, অবসরভাতার পরিবর্তে আনুতোষিক গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রদেয় আনুতোষিকের পরিমাণ ১ (এক) বৎসরের জন্য প্রদেয় অবসরভাতার তত গুণ হইবে যত বৎসর কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আংশিক বৎসরকে পূর্ণ বৎসর গণনা করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি ৬ (ছয়) মাসের অধিককাল রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকাবস্থায় অথবা উপ-ধারা (১)-এর অধীন আনুতোষিক প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া অথবা ধারা ৩-এর অধীন অবসরভাতা গ্রহণ না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে, তিনি আনুতোষিক প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং আনুতোষিক হিসাবে তাহাকে প্রদেয় অর্থ এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা উক্তরূপ মনোনয়নের অনুপস্থিতিতে তাহার উত্তরাধিকারীগণকে প্রদেয় হইবে।

(৪) কোন সাবেক রাষ্ট্রপতি তাহার জীবদ্দশায় নিজে, অথবা তিনি মৃত্যুবরণ করিলে তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি অথবা মনোনীত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার উত্তরাধিকারীগণ, ইতঃপূর্বে আনুতোষিক গ্রহণ না করিয়া থাকিলে, তিনি বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা তাহার উত্তরাধিকারীগণ এই আইনের অধীন আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উত্তরাধিকারী অর্থে কেবল পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী এবং পুত্র ও কন্যা অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৫। **অন্যান্য সুবিধা।-** (১) এই আইনের অধীন অবসরভাতার প্রাধিকার অর্জনকারী সাবেক রাষ্ট্রপতিগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ প্রাপ্য হইবেন, যথা:-

(ক) একজন ব্যক্তিগত সহকারী ও একজন অ্যাটেন্ড্যান্ট এবং দাপ্তরিক ব্যয়, যাহার মোট বাৎসরিক পরিমাণ, সময়ে সময়ে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(খ) একজন মন্ত্রীর প্রাপ্য চিকিৎসা-সুবিধাদির সমপরিমাণ চিকিৎসা-সুবিধাদি;

(গ) সরকারি অনুষ্ঠানসমূহে যোগদানের জন্য বিনামূল্যে সরকারি যানবাহন ব্যবহার;

(ঘ) আবাসস্থলে একটি টেলিফোন সংযোগ এবং সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত উহার বিল পরিশোধ হইতে অব্যাহতি;

(ঙ) একটি কূটনৈতিক পাসপোর্ট; এবং

(চ) দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণকালে সরকারি সার্কিট হাউস বা রেস্ট হাউসে বিনা ভাড়ায় অবস্থান।

(২) উপ-ধারা (১)-এর দফা (খ), (ঙ) ও (চ)-তে বর্ণিত সুবিধাদি পাইবার অধিকারী সাবেক রাষ্ট্রপতির স্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, স্বামীও উক্ত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

৬। **কতিপয় ক্ষেত্রে অবসরভাতার অধিকারের অপ্রযোজ্যতা।-** এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধা লাভের অধিকারী হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠান শেষে এমন কোন দপ্তরে, আসনে, পদে বা মর্যাদায় দায়িত্ব পালন করিতেছেন বা করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি সংযুক্ত তহবিল হইতে বেতন বা অন্য কোন সুবিধা পাইতেছেন বা পাইয়াছেন;

(খ) এই আইনের অধীন অবসরভাতার প্রাধিকার অর্জনের পর কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে দন্ডিত হন; অথবা

(গ) অসাংবিধানিক পন্থায় বা অবৈধ উপায়ে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বা হইয়াছিলেন মর্মে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত হন।

৭। **অবসরভাতা, ইত্যাদির ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের উপর বর্তানো।-** এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল অর্থের ব্যয়ভার সংযুক্ত তহবিলের উপর বর্তাইবে।

৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে President's Pension Ordinance, 1979 (Ordinance No. XVIII of 1979) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ, ১৪২৩/১২ মে, ২০১৬

২০১৬ সনের ১৯ নং আইন

President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে The President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 (Act No. VII of 1975)-এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ২, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৩, ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **Act No. VII of 1975 এর section 3 এর সংশোধন।**—President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 1975 (Act No. VII of 1975), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 3 তে উল্লিখিত ‘‘61,200’’ সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে ‘‘1,20,000’’ সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **Act No. VII of 1975 এর section 11 এর সংশোধন।**—উক্ত Act-এর section 11এর “15,00,000” সংখ্যা ও কমাসমূহের পরিবর্তে “27,00,000” সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ, ১৪২৩/১২ মে, ২০১৬

২০১৬ সনের ২০নং আইন

Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 (Act No. IX of 1975) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ২, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৩, ৪ ,৫ ও ৬, ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **Act No. IX of 1975 এর section-3 এর সংশোধন।**—The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 (Act No. IX of 1975), অত:পর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 3 তে উল্লিখিত ‘‘58,600’’ সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে ‘‘1,15,000’’ সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **Act No. IX of 1975 এর section-6 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 6 এর sub-section (2) তে উল্লিখিত ‘‘50,000’’ সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে ‘‘1,00,000’’ সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **Act No. IX of 1975 এর section-9 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 9 এ উল্লিখিত ‘‘1,000’’ সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে ‘‘3,000’’ সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **Act No. IX of 1975 এর section-11 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 11 এ উল্লিখিত ‘‘14,00,000’’ সংখ্যা ও কমাসমূহের পরিবর্তে ‘‘25,00,000’’ সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **Act No. IX of 1975 এর section 15 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 15 এর sub-section (1) এ উল্লিখিত ‘‘1,00,00,000’’ সংখ্যা ও কমাসমূহের পরিবর্তে ‘‘1,50,00,000’’ সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

ড. মো: আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ, ১৪২৩/১২ মে, ২০১৬

২০১৬ সনের ২২ নং আইন

The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 (Act No. IV of 1973) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–– (১) এই আইন The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ২, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭, ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **Act No. IV of 1973 এর section 3 এর সংশোধন।—**The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act,1973 (Act No. IV of 1973), অত:পর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 3 তে উল্লিখিত “53,100”, “47,800” এবং “45,150” সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে যথাক্রমে “1,05,000”, “92,000” এবং “86,500” সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **Act No. IV of 1973 এর section 5 এর সংশোধন।—**উক্ত Act এর section 5 এ উল্লিখিত "6,000", "4,000" এবং "3,000" সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে যথাক্রমে “10,000”, “7,500” এবং “5,000” সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। Act No. IV of 1973 **এর** section 7 **এর সংশোধন।—**উক্ত Act এর section 7 এর–

(ক) sub-section (3) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (3) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(3) If a Minister, Minister of State or Deputy Minister resides in a house other than his official residence, he shall be entitled to receive;

(a) as house rent an amount of–

(i) Taka 80,000 per mensem, in the case of a Minister;

(ii) Taka 70,000 per mensem, in the case of a Minister of State or Deputy Minister; and

(b) every year for maintenance of such house, an amount equivalent to three months house rent admissible to him under this section' and

(c) all costs for supply of electricity, gas, water, telephone and the like at such residence."; এবং

(খ) sub-section (4) বিলুপ্ত হইবে।

৫। **Act No. IV of 1973 এর section 9 এর সংশোধন।—**উক্ত Act এর section-9 এ উল্লিখিত "5,00,000" সংখ্যা ও কমাসমূহের পরিবর্তে "8,00,000" সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **Act No. IV of 1973 এর section 10 এর সংশোধন।—**উক্ত Act এর section 10 এর –

(ক) sub-section (1) এ উল্লিখিত "750" সংখ্যার পরিবর্তে "2,000" সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) sub-section (2) এ উল্লিখিত "600" সংখ্যার পরিবর্তে "1,500" সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **Act No. IV of 1973 এর section 16 এর সংশোধন।—**উক্ত Act এর section 16 এর sub-section (1) এর–

(a) clause (a) তে উল্লিখিত "4,00,000" সংখ্যা ও কমাসমূহের পরিবর্তে "10,00,000" সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(b) clause (b) তে উল্লিখিত "3,00,000" সংখ্যা ও কমাসমূহের পরিবর্তে "7,50,000" সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(c) clause (c) তে উল্লিখিত "3,00,000" সংখ্যা ও কমাসমূহের পরিবর্তে "5,00,000" সংখ্যা ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

ড. মো: আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

১১—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ আষাঢ় ১৪২৫/২০ জুন ২০১৮

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৫.১৩.৯৬-সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and Forest)-এর নাম পরিবর্তন করিয়া 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়' এবং ইংরেজিতে 'Ministry of Environment, Forest and Climate Change' করিয়াছে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

এন. এম. জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও.নং ৯৮-আইন/২০১৭।—Rules of Business, 1996 এর Rule 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এতদ্বারা 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (Bank and Financial Institutions Division)' এর নাম পরিবর্তন করিয়া 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (Financial Institutions Division)' করিলেন।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও.নম্বর-৬১-আইন/২০১৭।—Rules of Business, 1996 এর rule 3 এর sub-rule (i) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এতদ্বারা MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) কে পুনর্গঠন করিয়া উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নরূপ ২ (দুই)টি বিভাগ গঠন করিলেন, যথা:–

A. Health Services Division (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ); এবং

B. Medical Education and Family Welfare Division (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ)।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩/ ৩০ নভেম্বর ২০১৬

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৬.১৫.১২০–Rules of Business, 1996-এর rule 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এতদ্দ্বারা MINISTRY OF EDUCATION (শিক্ষা মন্ত্রণালয়)-কে পুনর্গঠন করিয়া উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নরূপ দু'টি বিভাগ গঠন করিলেন, যথা:–

A. Secondary and Higher Education Division (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ); এবং

B. Technical and Madrasah Education Division (কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ)।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৩৪৬-আইন/২০১৮।-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:–

উপরি-উক্ত Rules-এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর "2. PRIME MINISTER'S OFFICE" শিরোনামার–

(ক) ক্রমিক নং 9A ও তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং 9A. ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:–

"9A. Matters Relating to Bangladesh Investment Development Authority."; এবং

(খ) ক্রমিক নং 10A. এবং তদ্‌বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৯ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নম্বর-৩৩৮-আইন/২০১৮।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:—

উপরি-উক্ত Rules এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর Serial No. 33. এর "MINISTRY OF POSTS, TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY" শিরোনামাধীন "A. POSTS AND TELECOMMUNICATIONS DIVISION" উপ-শিরোনামার এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

1. Formulation, implementation and revision of the Policies relating to Posts and Telecommunications and their applications.
2. Postal Facilities and Services.
3. Post Office Savings Banks and other approved banking activities.
4. Postal Life Insurance.
5. Mailing Operations and Courier Services.
6. Different Agency Services delivered through Postal Networks.
7. Telecommunications services including Telephony, Narrowband and Broadband Internet/Intranet, Data Communications and associated services at home and abroad.
8. Telecommunications Industries including Manufacturers, Suppliers and Service Providers.
9. Telecommunications related infrastructure development including Network Equipment, Access Networks, National and International Long Distance Data Transmission Networks, Communication Satellites and Satellite Ground Stations.
10. Over the Top application services using Telecommunications Networks.
11. Telecommunications resources including Radio Frequencies, Telephone Numbering, IP Addresses, Country Code Top Level Domains and Identification Numbers used in Telecommunications/Data Networks.
12. Matters relating to Safety and Security of the Telecommunications Networks and elements along with their usages/ applications, Cyber Security.

13. Matters relating to investment in the Telecommunications sector.
14. Standards, Protocols, Procedures and Codes relating to Telecommunications sector.
15. Promote Research and Development (R&D), Human Resource Development and Entrepreneurship Development in the Posts and Telecommunications sector.
16. Matters relating to the State Owned Enterprises under this Division.
17. Administration of B.C.S (Postal) Cadre.
18. Administration of B.C.S (Telecommunication) Cadre.
19. Secretariat administration including financial matters and Human Resources Management of this Division.
20. Administration and control of the following Departments, Subordinate Offices and Organizations under this Division:
    a) Department of Posts,
    b) Department of Telecommunications (DoT),
    c) Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC),
    d) Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL),
    e) Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL),
    f) Bangladesh Cable Shilpa Limited (BCSL),
    g) Telephone Shilpa Sangstha (TSS) Limited,
    h) Teletalk Bangladesh Limited,
    i) Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSCL)
    j) Mailing Operator and Courier Service Licensing Authority.
21. Matters relating to the Licensing and Regulation in the Postal and Telecommunications sector.
22. Liaison with International Organizations and matters relating to protocols and agreements with other countries and international bodies, relating to subjects allotted to this Division.
23. All laws on subjects allotted to this Division.
24. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
25. Fees and charges in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও.নম্বর-৯৯-আইন/২০১৭।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:–

উপরি-উক্ত Rules-এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর—

(ক) Serial No. “20. MINISTRY OF FINANCE” শিরোনামের অধীন ‘D. Bank and Financial Institutions Division’ উপশিরোনাম এবং তৎসংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ উপশিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:–

“D. **Financial Institutions Division**

1. Administration and interpretation of the Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) and orders relating to specialized banks and other matters relating to state owned banks, insurance and financial institutions.
2. Insurance and law of insurance.
3. Banking including Cooperative Banking.
4. Regulation of share market and future markets.
5. Coordination of matters relating to:
   (a) Capital issue;
   (b) Credit rate policy;
   (c) Interest rate policy.
6. Review of investment policies and programmes.
7. Secretariat administration including financial matters.
8. Administration and control of subordinate offices and organizations under this Division.
9. Matters relating to micro-credit and micro-finance.

10. Matters relating to prevention of money laundering and financial terrorism.
11. Formulation and implementation of policies on matters relating to this Division.
12. Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
13. All laws on subjects allotted to this Division.
14. Inquiries and statistics of any of the subjects allotted to this Division.
15. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.”;

১২— (খ) উপরি-উক্ত Rules এর SCHEDULE-IV (List of cases to be submitted to the Prime Minister and the President) এ ‘BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS DIVISION’ শিরোনামের পরিবর্তে ‘FINANCIAL INSTITUTIONS DIVISION’ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপরি-উক্ত Rules এর SCHEDULE-V (List of cases to be submitted to the Prime Minister) এ ‘BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS DIVISION’ শিরোনামের পরিবর্তে ‘FINANCIAL INSTITUTIONS DIVISION’ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নম্বর-৬২-আইন/২০১৭।–গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:–

উপরি-উক্ত Rules-এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর–

Serial No. "22. MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE" শিরোনাম এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:–

"22. MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

A. Health Services Division

1. Policy regarding Health related matters.
2. Policy regarding Management and Maintenance of Nursing care.
3. Policy regarding Health Financing.
4. Management and development of Primary, Secondary and Tertiary level Hospitals (including Medical College Hospitals and Specialized Hospitals), Community Clinics and Dispensaries Community Clinics.
5. Matters related to construction and maintenance of Community Clinics and Union, Upazila, District and Divisional level Hospitals, Medical College Hospitals and Specialized Hospitals, as and where necessary.
6. International aspects of medical facilities and public health, international sanitary regulations, port health, health and medical facilities abroad.
7. Standardization and manufacture of biological and pharmaceutical products.
8. Control of drugs and maintenance of standards for production, import and export of drugs.

9. Control and management of abandoned pharmaceuticals.

10. Matters related to technical assistance for vehicles and Medical and Surgical equipments.

11. Matters related to registration of private hospitals and clinics, diagnostic and consultation centres.

12. Medical and health services including promotion, preventive, curative and rehabilitative aspects.

13. Engagement with National/International Associations/Bodies in medical and allied fields such as TB Association, Diabetic Association, Red Crescent Society, Pharmacy Council, Nutrition Council, Dhaka Shishu Hospital, National Medical Institute Hospital, Bangladesh National Society for the Blind (BNSB), and such other bodies.

14. Matters relating to
    (a) Public health.
    (b) Adulteration of foodstuff and other goods relating to health.
    (c) Control of epidemics and prevention of communicable (infectious and contagious) diseases; non-communicable diseases and quarantine isolation.
    (d) Standardization and quality control of food, water and other health related commodities.
    (e) Prevention of smoke nuisances.
    (f) Research and education on nutrition and nutritional deficiency diseases.
    (g) Control of milk-food.

15. Matters relating to:
    (a) Primary, Secondary and Tertiary level Hospitals (Medical College hospitals and specialized hospitals), Community Clinics and dispensaries.
    (b) Lunacy and mental deficiency including places for reception and treatment of lunatic and mentally deficient people.

16. Port and airport health organizations.

17. Port quarantine (sea and air), seamen and marine hospitals and hospitals with post-quarantine facilities and medical examination of seamen.

18. Administration of B.C.S (Health) cadre officers including those who work in Medical Colleges, Medical College hospitals and specialized hospitals.

19. Malaria Control and management of National Malaria Control Programme.

20. Sanitation of Hospitals, Clinics, Diagnostic, Community Clinics and dispensaries.

21. Control of objectionable advertisements relating to drugs, medicines, milk-food and tobacco.

22. Administration and control of subordinate offices and organizations under this Division.

23. Scientific societies and associations pertaining to subjects dealt with in this Division.

24. Resettlement of demobilized medical and auxiliary medical personnel.

25. Expanded Programme on Immunization (EPI).

26. Medical examination and medical boards for civil services and those paid from defense estimates excepting civilian services.
27. Concession of medical attendance and treatment for Government servants other than (a) those in railway services, (b) those paid from defense services estimates, and (c) officers governed by Medical Attendance Rules.
28. Countersigning of medical bills of the persons holding non-profitable offices.
29. Sports and health resorts.
30. Reimbursement of customs duty on gifts of non-consumable medical stores received from abroad.
31. Preparation of schemes relating to health and nursing services and their submission to the Prime Minister or the Cabinet through Planning Commission, as and when necessary.
32. Matters related to properties of this Division.
33. Co-ordination and evaluation of all executive functions relating to projects and programmes.
34. Motivation:
    (a) Preparation and development of publicity media in relation to public health and awareness;
    (b) Organization of publicity work at national and social levels.
    (c) Educational campaign in these matters through Health Education Bureau.
35. Administration of Directorate General of Health Services (DGHS), Directorate General of Drug Administration (DGDA), Directorate General of Nursing and Midwifery (DGNM), Health Engineering Department (HED), Health Economics Unit (HEU), National Electro Medical Equipment Maintenance Workshop and Training Center (NEMEW & TC) and Transport Equipment Maintenance Organization (TEMO) personnel.
36. Secretariat administration including financial matters.
37. Administration and control of subordinate offices and organizations under this Division.
38. Post-mortem examination of dead bodies and all matters relating to administration of morgues.
39. Liaison with international Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
40. All laws on subjects allotted to this Division.
41. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
42. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.

B. Medical Education and Family Welfare Division

1. Policy regarding Family Planning matters.
2. Policy regarding Medical Education.
3. Matters related to Medical Colleges and Medical Universities.
4. Registration of birth and death.

5. Preparation of schemes relating to family planning, medical education (including MATS and IHT), nursing and midwifery education, indigenous education, homeopathic education and their submission to the Prime Minister or the Cabinet through Planning Commission, as or when necessary.
6. Matters related to training and research on Medical, Dental, Nursing and Midwifery, Indigenous, Homeopathic, Pharmaceutical, Para-medical (MATS and IHT) and allied subjects.
7. Matters related to technical assistance for vehicles and Laboratory, Medical and surgical equipments.
8. Engagement with National/International Associations/Bodies in medical and allied fields such as Bangladesh Medical and Dental Council (BMDC), State Medical Faculty (SMF), Bangladesh Medical Research Council (BMRC), Bangladesh Nursing and Midwifery Council (BNMC), Bangladesh College of Physicians and Surgeons (BCPS), Bangladesh Unani and Aiuyurvedic Board, Homeopathic Board and such other bodies.
9. Registration and quality control of Medical, Dental, Nursing and Midwifery professionals.
10. Registration and quality control of Alternative Medical Personnel.
11. Co-ordination and evaluation of all executive functions relating to projects and programmes of this Division.
12. Motivation:
    (a) Preparation and development of publicity media to motivate people in family planning;
    (b) Organization of publicity work at national and social levels;
    (c) Educational campaign in these matters.
13. Supply of aids:
    (a) Procurement, preservation and distribution of birth control materials;
    (b) Enlightening the people on the use of birth control materials;
    (c) Organizations for providing assistance in the matters of family planning through hospitals, health centres, maternity and child welfare centres.
14. Preparation and co-ordination of activities relating to family planning through other Ministries/Divisions and offices.
15. Training in clinical and non-clinical matters on family planning.
16. Arrangement for research in family planning and utilization of its results.
17. Survey, monitoring, evaluation and compilation statistics of field activities in matters relating to family planning.
18. Activities relating to maternity and child health centres.
19. Administration of BCS (Family Planning).
20. Administration of Directorate General of Family Planning (DGFP), Unani, Aiuyurvedic and Homeopathic, National Electro Medical Equipment Maintenance Workshop and Training Center (NEMEW & TC) and Transport Equipment Maintenance Organization (TEMO) Personnel.

21. Administration of medical Colleges and institutions and co-ordination and determination of standards in those institutions for higher medical education and research.
22. Secretariat administration including financial matters.
23. Administration and control of subordinate offices and organizations under this Division.
24. Matters related to Medical, Dental, Nursing and Midwifery personnel, institution and education [related to Bangladesh Medical and Dental Council (BMDC) and Bangladesh Nursing and Midwifery Council (BNMC)].
25. Engagement with National/International Associations/Bodies in issues related to the Division and allied fields and institutions such as Medical College, Medical Universities, Dental Colleges, Nursing and Midwifery institutions, Indigenous and Homeopathic education and such other bodies.
26. Scientific societies and associations pertaining to subjects dealt with in this Division.
27. Resettlement of demobilized medical and auxiliary medical personnel.
28. Matters related to Homeopathy and indigenous care.
29. Matters related to properties of this Division.
30. Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division
31. All laws on subjects allotted to this Division.
32. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
33. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.”

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও.নম্বর-.৩৭৯-আইন/২০১৬।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:–

উপরি-উক্ত Rules এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর–

"44. MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY" শিরোনামাধীন serial No.15 এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ serial No.15 ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:–

"15. Matters relating to:

(i) Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)

(ii) Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)

(iii) National Institute of Biotechnology (NIB)

(iv) Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre (BANSDOC)

(v) Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre (BSMRNT)

(vi) National Museum of Science and Technology (NMST)

(vii) Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI)

(viii) Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA)."

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৩/০১ ডিসেম্বর ২০১৬

এস. আর. ও. নম্বর-৩৫৯-আইন/২০১৬।– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:–

উপরি-উক্ত Rules-এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর-

(ক) Serial No. "15. MINISTRY OF EDUCATION" শিরোনাম এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:–

"15. **MINISTRY OF EDUCATION**

A.Secondary and Higher Education Division

1. Matters relating to Secondary and Higher Education;
2. Formulation of sectoral plans in Secondary and Higher Education sector;
3. Preparation, Implementation, Monitoring and Evaluation of Educational Projects in Secondary and Higher Education sector;
4. Educational Research and Training relating to Secondary and Higher Education including publications of scientific and professional books/journals;
5. National Students Council;
6. Educational Policy and Reforms relating to Secondary and Higher Education;
7. Curriculum Development relating to Secondary Education;
8. Preparation, Printing and Distribution of Text Books;
9. Policy directives on holding the public examinations relating to Secondary Education level

conducted by the Education Boards under this Division;

10. Processing of Educational Projects/Schemes with PEC/NEC/ECNEC and implementation of the decisions of the Cabinet;

11. Expert Bodies in the field of Education, Research etc. relating to Secondary and Higher Education and financial aid to these organizations;

12. (a) Aid from foreign and international bodies in the field of Secondary and Higher Education;

    (b) International organizations and other international programmes in the field of Secondary and Higher Education;

13. Pride of performance, Merit Awards in the fields of Arts, Science and Education relating to Secondary and tertiary level;

14. Education and welfare of Bangladesh students overseas, financial assistance to Bangladeshi Educational Institutions abroad;

15. Bangladeshi Students Associations abroad;

16. Equivalence of Degrees, Diplomas, Certificates and Exchanges/Credit transfer of Degrees, Diplomas and Certificates with foreign countries in Secondary and tertiary level;

১৩— lucational Exchange Programmes, exchange of students, teachers, educationists, technologists, ientists etc;

18. Charities and Charitable Institutions pertaining to subjects belonging to this Division;

19. Matters relating to the recommendations of Education Commission relating to Secondary and Higher Education;

20. First appointment and administration of the officers of BCS (General Education);

21. Secretarial administration including budget and others financial matters under this Division;

22. Matters relating to recruitment of teachers;

23. Matters relating to University Grants Commission (UGC);

24. Matters relating to Monthly Payment Order (MPO);

25. Administration and control of the following Subordinate Offices and Organizations under this Division:

    (a) Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE).

    (b) Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS).

    (c) International Mother Language Institute (IMLI).

    (d) Education Engineering Department (EED).

    (e) National Curriculum and Textbook Board (NCTB).

    (f) Bangladesh National Commission for UNESCO (BNCU).

    (g) Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority (NTRCA).

    (h) Directorate of Inspection and Audit (DIA).

    (i) Prime Minister Education Assistance Trust.

    (j) Non Government Teacher Employee Retirement Benefit Board.

    (k) Non Government Teachers & Employees Welfare Trust (NGTE).

    (l) National Academy for Educational Management (NAEM).

26. Administrative coordination with Scouts, Girl Guides and Rover scouts and strengthening their activities in Secondary Institutions;

27. Matters relating to BNCC;

28. Liaison with International Organizations and matters relating to Treaties and Agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division;
29. Review and Formulation of Laws, Rules and Regulations on subjects allotted to this Division and matters relating to litigations thereof;
30. Inquires and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
31. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts;
32. Matters relating to all Secondary Education Boards;
33. Matters relating to foreign teachers and students in Bangladesh;
34. Matters relating to Accreditation Council;
35. Distance Education including Educational Media and Technology;
36. Overseas studies and scholarship for Bangladeshi students and teachers;
37. National Research Fellows;
38. Coordinating all matters relating to Secondary and Higher Education with other Ministries/Divisions and Organizations;
39. Matters relating to Audit in this Division;
40. All laws on subjects allotted to this Division.

B. Technical and Madrasah Education Division

1. Formulation of sectoral plan in Technical-Vocational and Madrasah Education sector.
2. Preparation, Implementation, Monitoring and Evaluation of educational projects in Technical-Vocational and Madrasah Education sector.
3. Matters relating to Technical-Vocational and Madrasah Education.
4. Educational Research and Training relating to Technical-Vocational and Madrasah Education including publications of scientific and professional books/journals.
5. National Students Council.
6. Educational Policy and Reforms relating to Technical-Vocational and Madrasah Education.
7. Curriculum Development relating to Technical-Vocational and Madrasah Education.
8. Preparation, Printing and Distribution of Text Books.
9. Policy directives on holding the public examinations relating to Technical-Vocational and Madrasah Education conducted by the Bangladesh Technical Education Board and Bangladesh Madrasah Education Board under this Division.
10. Processing of educational projects/schemes with PEC/NEC/ECNEC and implementation of the decisions of the Cabinet.
11. Expert Bodies in the field of Technical-Vocational and Madrasah Education, Research, etc. and financial aid to these organizations.
12. Matters relating to:
    (a) Aid from foreign and international bodies in the field of Technical-Vocational and Madrasah Education level;
    (b) International Organizations and other international programmes in the field of Technical-Vocational and Madrasah Education level.

13. Pride of performance, Merit Awards in the field of Arts, Science and Education related to Technical-Vocational and Madrasah Education.
14. Education and welfare of Bangladesh students overseas, financial assistance to Bangladeshi Educational Institutions abroad.
15. Equivalence of Degrees, Diplomas, Certificates and Exchanges/Credit transfer of Degrees, Diplomas and Certificates with foreign countries in Technical-Vocational and Madrasah Education.
16. Educational exchange programmes, exchange of students, teachers, educationists, technologists, scientists etc. in Technical-Vocational and Madrasah Education;
17. Charities and charitable institutions pertaining to subjects belonging to this Division.
18. Matters relating to the recommendations of Education Commission relating to Technical-Vocational and Madrasah education.
19. Matters relating to the Recruitment of Teachers.
20. Secretarial administration including budget and other financial matters under this Division.
21. Matters relating to Monthly Payment Order (MPO).
22. Administration and control of the following Subordinate Offices and Organizations under this Division:
    (a) Directorate of Technical Education (DTE);
    (b) Directorate of Madrasah Education;
    (c) National Academy for Computer Training and Research (NACTAR);
    (d) Bangladesh Madrasah Teachers Training Institute (BMTTI).
23. Administrative coordination and strengthening with Scouts, Girl Guides and Rover-scouts activities in Technical-Vocational and Madrasah Institutions.
24. Review and formulation of Laws, Rules and Regulations on subjects allotted to this Division and matters relating to litigations thereof.
25. Matters relating to Technical Education Board and Madrasah Education Board.
26. Matters relating to foreign teachers and students.
27. Coordinating all matters relating to Technical-Vocational and Madrasah Education with other Ministries/Divisions and Organizations.
28. Matters relating to administration, control and management of Government Madrasah.
29. Matters relating to audit in this Division.
30. Administrative matters relating to the officers of BCS (Technical Education).
31. Implementation of National Skills Development Policy (NSDP) in Technical, Vocational, Education and Training (TVET).
32. Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
33. All laws on subjects allotted to this Division.
34. Inquires and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
35. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts."

(খ) উপরি-উক্ত Rules এর SCHEDULE V-এর “MINISTRY OF EDUCATION” শিরোনাম এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট Serial No. 14-এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরোনাম, Serial No. এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:–

“**SECONDARY AND HIGHER EDUCATION DIVISION**

14. Appointment to the post of Chairman of Secondary and Higher Secondary Education Boards.

TECHNICAL AND MADRASAH EDUCATION DIVISION

.4A. Appointment to the post of Chairman of Bangladesh Technical Education Board and Bangladesh Madrasah Education Board.”

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৪.১৭.৭৩

তারিখ: ২৭ ভাদ্র ১৪২৬ / ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার।

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ যাত্রা এবং সফর শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকিবেন:

(১) মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠতম একজন মন্ত্রী;
(২) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী;
(৩) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
(৪) সংসদ উপনেতা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ;
(৫) চীফ হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ;
(৬) জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাধারণ সম্পাদক;
(৭) ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান;
(৮) স্বাগতিক দেশ/দেশসমূহের মিশন প্রধান;
(৯) মন্ত্রিপরিষদ সচিব; মুখ্য সচিব; সেনা বাহিনী, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ;
(১০) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
(১১) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
(১২) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়;
(১৩) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
(১৪) মহা পুলিশ পরিদর্শক;
(১৫) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর;
(১৬) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর; এবং
(১৭) রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। উপর্যুক্ত বিষয়ে এ বিভাগের ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০০.৪২৩.২২.০০৪.১৭.৪৯ নম্বর স্মারকে জারিকৃত নির্দেশাবলি এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সেনা বাহিনী, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ।
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৪। মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর।
৬। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
৭। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৮। রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৯। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, মেয়র এবং প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।
১০। সংসদ উপনেতার একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
১১। চীফ হুইপ-এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
১২। উপসচিব, সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৪.৬২

তারিখ: ০৫ বৈশাখ ১৪২৫ / ১৮ এপ্রিল ২০১৮

বিষয় : মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাগমনের সময় বিমানবন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিগত ২০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৪.১৩৯ নম্বর স্মারকে জারিকৃত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সংশোধনপূর্বক সরকার নিম্নরূপ নতুন নির্দেশাবলি জারি করছে:

মন্ত্রী/মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রিগণের রাষ্ট্রাচার

বিদেশ সফর:

মন্ত্রী/মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর বিদেশ সফরকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন।

দেশের অভ্যন্তরে সফর:

(১) দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে মন্ত্রী/মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনস্থলে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

(২) জেলাসদরে যথাসম্ভব জেলাপ্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা মন্ত্রীকে আগমন ও বিদায়ের স্থানে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন।

(৩) জেলাসদরে উপস্থিত থাকার জন্য জেলাপ্রশাসক অথবা পুলিশ সুপারের নিজের সরকারি সফর বাতিল বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন। তবে, জেলাপ্রশাসক পূর্বেই নিজের সফরসূচি জারি করে থাকলে মন্ত্রীর সফরসূচি পাওয়ার পরই মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ

করে নিশ্চিত হবেন যে, জেলাপ্রশাসকের সদরে থাকা আবশ্যক কিনা। মন্ত্রী এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জেলাপ্রশাসক তাঁর সফরসূচি বাতিল করবেন।

(৪) উপজেলা সদর অথবা উপজেলার অন্য কোন স্থানে মন্ত্রীর সফরকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন। আবশ্যক না হলে জেলাপ্রশাসক কিংবা পুলিশ সুপারের এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই।

(৫) মন্ত্রীর আগমন ও প্রস্থানের সময় আবশ্যক না হলে বিমানবন্দর বা রেলওয়ে স্টেশনে জেলাপ্রশাসক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ কক্সবাজার-এর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। পুলিশ সুপার, কক্সবাজার/মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনারের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

(৬) মন্ত্রিগণের আগমন ও প্রস্থানের সময় বিভাগীয় কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিআইজি)-এর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। বিভাগীয় কমিশনার সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকলে মন্ত্রীর আগমনের পর তিনি তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে পারেন।

(৭) মন্ত্রিগণের সফরসূচি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৮) দেশের অভ্যন্তরে মন্ত্রীর রেলযোগে ভ্রমণকালীন রেলওয়ে পুলিশ নিম্নোল্লিখিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করবে:

(ক) মন্ত্রীর সফরসূচি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ সুপার তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট রুটের সকল পুলিশ স্টেশন/ফাঁড়িকে অবহিত করবেন।

(খ) যে স্টেশনে মন্ত্রী ট্রেন হতে অবতরণ এবং ট্রেনে পুনরায় আরোহণ করবেন অথবা কোন জংশনে যে স্থানে ট্রেন বদলের প্রয়োজন হবে সেসব স্থানে পুলিশের একজন পরিদর্শক/ উপ-পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন।

(গ) রেলযোগে চট্টগ্রামে গমন ও প্রস্থানের সময় সেখানে চট্টগ্রাম রেলওয়ের পুলিশ সুপার উপস্থিত থাকবেন।

প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রাচার

<u>বিদেশ সফর</u>:

প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর বিদেশ সফরকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের একজন যুগ্মসচিব/উপসচিব বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন।

<u>দেশের অভ্যন্তরে সফর</u>:

(১) দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনস্থলে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

(২) জেলাসদরে জেলাপ্রশাসক/অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক ও পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণকে আগমন ও বিদায়ের স্থানে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন।

(৩) উপজেলা সদরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/তিনি উপস্থিত না থাকলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও একজন সহকারী পুলিশ সুপার/তিনি উপস্থিত না থাকলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সংবর্ধনা জানাবেন।

(৪) প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণের সফরসূচি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৫) দেশের অভ্যন্তরে প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর রেলযোগে ভ্রমণকালীন রেলওয়ে পুলিশ নিম্নোল্লিখিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করবে:

(ক) প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর সফরসূচি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ সুপার তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট রুটের সকল পুলিশ স্টেশন/ফাঁড়িকে অবহিত করবেন;

(খ) যে স্টেশনে প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী ট্রেন হতে অবতরণ এবং ট্রেনে পুনরায় আরোহণ করবেন অথবা কোন জংশনে যে স্থানে ট্রেন বদলের প্রয়োজন হবে সেসব স্থানে পুলিশের একজন উপ-পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন;

(গ) চট্টগ্রামে রেলযোগে গমন ও প্রস্থানের সময় সেখানে চট্টগ্রাম রেলওয়ের পুলিশ সুপার/ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বা পরবর্তী জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।

<u>সাধারণ নির্দেশাবলি:</u>

(১) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণের সফরসূচি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে। সফরসূচিতে কোন পরিবর্তন হলে তাও যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

(২) সফরসূচি প্রণয়নের সময় সফরটি সরকারি, না ব্যক্তিগত তা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণের দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করতে হবে। সরকারি সফরের সময় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণের জন্য যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ব্যক্তিগত সফরের জন্য যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হলে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণকে প্রচলিত নিয়মে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

(৩) একান্ত ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সফরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বাভাবিক সরকারি কাজকর্মের পাশাপাশি একজন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, জনসভা ইত্যাদিতে যোগদান করতে পারেন। তবে, প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী প্রচার অভিযানের অংশ হিসাবে জনসভায় ভাষণ দান ও রাজনৈতিক কর্মীদের সভায় যোগদান ব্যক্তিগত ভ্রমণ হিসাবে গণ্য হবে।

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৪.৬২

তারিখ: ০৫ বৈশাখ ১৪২৫
১৮ এপ্রিল ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ...
(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৫। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৬। মন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর একান্ত সচিব,
....
৭। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৮। যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব।

মোঃ সাইদুর রহমান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০৯.০০১.২০১১.৫৮

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ / ১৬ মে ২০১৭

বিষয় : মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার।

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ যাত্রা ও সফর শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকিবেন:

(১) মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠতম দুই জন মন্ত্রী;
(২) মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
(৩) ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান;
(৪) স্বাগতিক দেশ/দেশসমূহের মিশন প্রধান;
(৫) মন্ত্রিপরিষদ সচিব; মুখ্য সচিব; সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান;
(৬) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
(৭) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
(৮) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
(৯) রাষ্ট্রপতির সচিব ও রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব;
(১০) মহা পুলিশ পরিদর্শক;
(১১) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর;
(১২) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর; এবং
(১৩) রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

০২। উপর্যুক্ত বিষয়ে এ বিভাগের ১০ এপ্রিল ২০১১ তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০৯.০০১.২০১১.৩৫ নম্বর স্মারকে জারিকৃত নির্দেশাবলি এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ
অতিরিক্ত সচিব

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান।
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৪। মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
৬। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর।
৭। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৮। রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৯। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।
১০। উপসচিব, সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১৪—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ভাদ্র, ১৪২৭/০১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৩.৮২-সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে আগামী ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ০১ (এক) দিনের শোক পালন করা হবে।

২। এ উপলক্ষ্যে আগামী ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

৩। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির জন্য আগামী ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪২৬/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৩.২২—সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ মঙ্গলবার সারাদেশে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ পৌষ, ১৪২৬/১২ জানুয়ারি, ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৩.৭ সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ওমানের সুলতান কাবুস বিন সাইদ আল সাইদের ইন্তেকালে আগামী ১৩ জানুয়ারি ২০২০ সোমবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ০১ (এক) দিনের শোক পালন করা হবে।

২। এ উপলক্ষ্যে আগামীকাল ১৩ জানুয়ারি ২০২০ সোমবার বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

৩। সুলতান কাবুস বিন সাইদ আল সাইদের রুহের মাগফেরাতের জন্য আগামীকাল ১৩ জানুয়ারি ২০২০ সোমবার বাংলাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁর আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ সাইদুর রহমান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
<u>মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ</u>

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

তারিখ, ১২ ফাল্গুন ১৪২৫/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৩.২২- সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ বুধবার রাতে রাজধানীর চকবাজারের নন্দকুমার দত্ত রোড ও চুরিহাট্টা শাহী জামে মসজিদ রোড এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশের লক্ষ্যে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ০১ (এক) দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হবে। উক্ত দিবসে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. মোঃ শামসুল আরেফিন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের রুটিন দায়িত্বে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
<u>মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ</u>

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

তারিখ, ৩০ ফাল্গুন ১৪২৪/১৪ মার্চ ২০১৮

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৩.৪৭—সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ১২ মার্চ ২০১৮ তারিখ সোমবার নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনায় বাংলাদেশের বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস বাংলার বিএস ২১১ নম্বর ফ্লাইটটি বিধ্বস্ত হয়ে মর্মান্তিকভাবে নিহত দেশী-বিদেশী ৫১ জন আরোহীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশের লক্ষ্যে আগামী ১৫ মার্চ ২০১৮ তারিখ ০১ (এক) দিনের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোক পালন করা হবে। উক্ত দিবসে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

আদেশ

তারিখ: ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/১২ জুন ২০১৬

বিষয় : মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি থেকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত।

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৬.৫৭–The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর 16 ধারার (2) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১ মে ১৯৮৮ তারিখের মপবি-৩/১/৮৮-বিধি/১৫০ এবং ২৮ মে ২০০৭ তারিখের মপবি-১৭/১/২০০৬-বিধি/৬৬ নম্বর অফিস স্মারক সংশোধনক্রমে মন্ত্রিগণের স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি হইতে কোন একটি কেইসে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকায়, প্রতিমন্ত্রিগণের ক্ষেত্রে ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকার পরিবর্তে সর্বোচ্চ ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকায় এবং উপমন্ত্রিগণের ক্ষেত্রে ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকার পরিবর্তে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকায় উন্নীত করিল।

২। ইহা ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ
অতিরিক্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ আষাঢ় ১৪২৩/০২ জুলাই ২০১৬

নম্বর: ০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০১.২০১০.৬৭ - সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখ শুক্রবার রাতে রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত হলি আর্টিজান বেকারি রেস্টুরেন্টে একদল সন্ত্রাসীর হাতে নৃশংসভাবে শাহাদৎ বরণকারী ২ জন পুলিশ কর্মকর্তা এবং সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত নিরীহ দেশী-বিদেশী ব্যক্তিবর্গের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ০৩ ও ০৪ জুলাই ২০১৬ তারিখ ২ (দুই) দিন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোক পালিত হবে। উক্ত দিবসসমূহে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৯.৪৭

তারিখ: ২৬ ফাল্গুন ১৪২৬ / ১০ মার্চ ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : **দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ এবং ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি আয়োজন স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ এবং ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি অনিবার্য কারণবশত নির্দেশক্রমে আপাতত স্থগিত করা হলো।

০২। উল্লেখ্য জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ এবং সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি আয়োজনের সময়সূচি পুনর্বিন্যাস করে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

মোঃ সাইদুর রহমান

উপসচিব

বিতরণ ***(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)***:

১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২. সিনিয়র সচিব/সচিব, সকল মন্ত্রণালয়।
৩. অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৫. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
৮. প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ।
৯. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন (সকল)।
১০. জেলা প্রশাসক (সকল)।
১১. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১২. পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।
১৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১৪. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১৫—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৯.৯৭

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ০১ ডিসেম্বর ২০১৯

পরিপত্র

বিষয় : **শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ এবং ২৬ মার্চ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি আয়োজন প্রসঙ্গে।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪(১) অনুচ্ছেদ এবং BANGLADESH NATIONAL ANTHEM, FLAG AND EMBLEM ORDER, 1972-এর Article-2 অনুসারে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা’র প্রথম দশ চরণ। The National Anthem Rules, 1978-এ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা রয়েছে।

০২। শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বিগত সালের ন্যায় সরকার ২০২০ সালেও দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতার পর ইউনিয়ন, উপজেলা (পৌরসভাসহ), জেলা/সিটি করপোরেশন, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করা হবে।

০৩। দেশব্যাপী শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/মাঠ-পর্যায়ের অফিসসমূহ কর্তৃক অনুসরণের জন্য সরকার নিম্নরূপ নির্দেশাবলি জারি করছে:

(ক) জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। কার্যক্রম শুরু করার সুবিধার্থে একটি সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করা হলো **(পরিশিষ্ট-ক)**।

(খ) প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে অনুষ্ঠিত হবে। স্তর তিনটি হচ্ছে:

(১) প্রাথমিক স্তর: স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত;

(২) মাধ্যমিক স্তর: স্কুল ও মাদ্রাসায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এবং

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর: কলেজ ও মাদ্রাসায় একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

(গ) আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে আন্তঃস্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, আন্তঃইউনিয়ন, আন্তঃউপজেলা (পৌরসভাসহ), আন্তঃজেলা/সিটি করপোরেশন এবং আন্তঃবিভাগ পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) এ প্রতিযোগিতায় সকল শিক্ষার্থীর (ছাত্র-ছাত্রীর) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশনে প্রতিযোগিতায় প্রতিটি স্তরে প্রতিটি দলে সদস্য সংখ্যা **১০ (দশ)** জন হবে।

(চ) এ প্রতিযোগিতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বিজয়ীদল উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ীদল জেলা পর্যায়ে, জেলা ও সিটি করপোরেশন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদল জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে।

(ছ) এ প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিটি ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য ইউনিয়নের সমন্বিত দল, জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য উপজেলার সমন্বিত দল, বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য জেলার সমন্বিত দল এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য বিভাগের সমন্বিত দল গঠন করা যেতে পারে।

(জ) 'The National Anthem Rules, 1978' দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.cabinet.gov.bd)-এর **'নীতিমালা ও প্রকাশনা'** সেবা বক্সের আওতায় **'আইন বিধি'** লিংক-এ সংরক্ষিত বিধিমালাটি প্রিণ্ট করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঝ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সকল উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে তাদের স্ব স্ব দপ্তরসমূহকে এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে অবিলম্বে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি), উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করবে।

(ঞ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সরবরাহকৃত জাতীয় সংগীতের গীত ভার্সন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের হোমপেজের উপরের দিকে প্রধান মেনুতে 'জাতীয় সংগীত' লিংক-এ আপলোড করা আছে। জাতীয় সংগীতের উক্ত ভার্সন অনুসরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(ট) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন এটুআই প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দেশব্যাপী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেণ্টারসমূহের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সিডি/সফ্ট ভার্সন সরবরাহ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(ঠ) তথ্য মন্ত্রণালয় ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতার কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার সময়সূচি (Calender) এবং প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পর এ সম্পর্কিত সংবাদ প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রচারের ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনে এক বা

একাধিক টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেলকে মিডিয়া পার্টনার হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তাদের স্ক্রলেও এ খবর প্রচার করতে পারে।

(ড) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ও ২৬ মার্চ তারিখে একযোগে দেশে ও বিদেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের বিষয়টি সবাইকে অবহিত করতে মোবাইলে ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণের ব্যবস্থা করবে। ক্ষুদেবার্তা যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারণ করে দিবে।

(ঢ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুসারে কেন্দ্রীয় পর্যায়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় এ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ-ছাড় করা হবে। এ সংক্রান্ত বরাদ্দ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে প্রতিফলিত হবে। পরবর্তী বছরগুলোতে নিয়মিতভাবে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে।

(ণ) জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ১৮ মার্চ ২০২০-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সালাম গ্রহণকালে সারাদেশে ও প্রবাসে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এ কর্মসূচি সমাপ্ত হবে।

(ত) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে প্রবাসীদের নিয়ে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(থ) জেলা প্রশাসক, ঢাকা ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আমন্ত্রণপত্রে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি এবং প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে এবং বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচির আয়োজন করবেন। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিল্পীর রিহার্সাল ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(দ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ প্রতিযোগিতা পরিবীক্ষণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করবে।

০৪। কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নরূপ কমিটিসমূহ গঠন করা হলো।

(ক) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি: দেশব্যাপী কর্মসূচির সার্বিক সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো। এই কমিটি 'শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজন সমন্বয় কমিটি' নামে অভিহিত হবে।

১.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নিম্নে নয়), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	–	সদস্য
৪.	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	–	সদস্য
৫.	যুগ্মসচিব (বিধি ও সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	_	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	_	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	_	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), অর্থ বিভাগ	_	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), জন নিরাপত্তা বিভাগ	_	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	–	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	–	সদস্য

১৪. প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় – সদস্য
১৫. প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), তথ্য মন্ত্রণালয় – সদস্য
১৬. প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), স্থানীয় সরকার বিভাগ – সদস্য
১৭. প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ – সদস্য
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি – সদস্য
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন – সদস্য
২১. জেলা প্রশাসক, ঢাকা – সদস্য
২১. বাংলাদেশ শিশু একাডেমির একজন প্রতিনিধি (পরিচালকের নিম্নে নয়) – সদস্য
২২. সংগীতে বিশেষজ্ঞ ০১ জন ব্যক্তি (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
২৩. উপসচিব, বিধি অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ – সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন;
(খ) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
(গ) প্রতিটি পর্যায়ের প্রতিযোগিতার কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত সময়ান্তরে পরিদর্শন;
(ঘ) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন বিষয়ে সমন্বয় সাধন;
(ঙ) ২৬ মার্চ দেশে এবং বিদেশে একযোগ জাতীয় সংগীত পরিবেশন সমন্বয় সাধান;
(চ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা।

(খ) বিভাগীয় কমিটি: বিভাগীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো।

১. বিভাগীয় কমিশনার – আহ্বায়ক
২. বিভাগীয় সদরের জেলা প্রশাসক – সদস্য
৩. বিভাগীয় সদরের জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক – সদস্য
৪. বিভাগীয় সদরের জেলা তথ্য কর্মকর্তা – সদস্য
৫. বিভাগীয় সদরে অবস্থিত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ – সদস্য
৬. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা – সদস্য
৭. উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা – সদস্য
৮. বিভাগীয় সদরে অবস্থিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন – সদস্য
৯. সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
১০. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) – সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(খ) জেলা ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
(গ) জেলা ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ের প্রতিযোগিতার কর্মসূচি যুক্তিসঙ্গত সময়ান্তরে পরিদর্শন;
(ঘ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা।

(গ) জেলা কমিটি: জেলা পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

১. জেলা প্রশাসক – আহ্বায়ক
২. জেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজের অধ্যক্ষ – সদস্য
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার – সদস্য

৪. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
৫. জেলা কালচারাল অফিসার	–	সদস্য
৬. সাধারণ সম্পাদক, জেলা শিল্পকলা একাডেমি	–	সদস্য
৭. জেলা তথ্য কর্মকর্তা	–	সদস্য
৮. জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	–	সদস্য
৯. জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সরকারি বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	–	সদস্য
১০. জেলা পর্যায়ে অবস্থিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন	–	সদস্য
১১. সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	–	সদস্য
১২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	–	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) জেলা পর্যায়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন;
(খ) উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
(গ) উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত সময়ান্তরে পরিদর্শন;
(ঘ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা।

(ঘ) সিটি করপোরেশন কমিটি: সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

১. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	–	আহ্বায়ক
২. মহানগর পর্যায়ে অবস্থিত কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন	–	সদস্য
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
৪. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
৫. জেলা কালচারাল অফিসার	–	সদস্য
৬. সাধারণ সম্পাদক, জেলা শিল্পকলা একাডেমি	–	সদস্য
৭. জেলা তথ্য অফিসার	–	সদস্য
৮. জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	–	সদস্য
৯. সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত সরকারি বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রতিনিধি-০১ জন	–	সদস্য
১০. সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন	–	সদস্য
১১. সংগীতে বিশেষজ্ঞ এক জন ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	–	সদস্য
১২. সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	–	সদস্য
১৩. সিটি করপোরেশন এলাকায় বাংলাদেশ বেতারের প্রতিনিধি-০১ জন	–	সদস্য
১৪. সহকারী কমিশনার (শিক্ষা)	–	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

(ক) সিটি করপোরেশন এলাকায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন;
(খ) সিটি করপোরেশন এলাকার প্রতিটি স্তরের শ্রেষ্ঠ দল বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে;
(গ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা।

(ঙ) উপজেলা কমিটি: উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	–	আহ্বায়ক
২. উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজের অধ্যক্ষ	–	সদস্য
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য

৪.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
৫.	উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	–	সদস্য
৬.	উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন	–	সদস্য
৭.	সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	–	সদস্য
৮.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	–	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন।

(খ) কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(চ) জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন কমিটি: জাতীয় পর্যায়ের জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

১.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	–	আহ্বায়ক
২.	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (মহাপরিচালকের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
১২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	–	সদস্য
১৩.	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	–	সদস্য
১৪.	পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	–	সদস্য

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন;

(খ) জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত;

(গ) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু কিশোর সমাবেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং পুরস্কার প্রদান;

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০৫। এমতাবস্থায়, শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন।

মোঃ সাইদুর রহমান
উপসচিব

বিতরণ ***(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)***:

১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৩. সিনিয়র সচিব/সচিব, সকল মন্ত্রণালয়।
৪. প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

৬. অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৭. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন (সকল)।
৯. জেলা প্রশাসক (সকল)।
১০. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১১. পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।
১২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১৩. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

পরিশিষ্ট-ক

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা/পৌরসভা, জেলা/সিটি করপোরেশন, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ আয়োজনের সময়সূচি (Calendar):

ক্রম	প্রস্তাবিত সময়	পর্যায়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১.	১০-২৭ জানুয়ারি, ২০২০	স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়	আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতা	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় • মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ • কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ • সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	২৮ জানুয়ারি-০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ইউনিয়ন পর্যায়/পৌরসভা পর্যায়	আন্তঃস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিযোগিতা	উপজেলা কমিটি
৩.	০৯-১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	উপজেলা পর্যায়/সিটি করপোরেশন শিক্ষা থানা পর্যায়	আন্তঃইউনিয়ন প্রতিযোগিতা/সিটি করপোরেশন, আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিযোগিতা	• উপজেলা কমিটি/ সিটি করপোরেশন কমিটি

৪.	১৭-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	জেলা পর্যায়	আন্তঃউপজেলা প্রতিযোগিতা	• জেলা কমিটি/ সিটি করপোরেশন কমিটি
৫.	১৭-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	সিটি করপোরেশন পর্যায়	সিটি করপোরেশনের অভ্যন্তরীণ আন্তঃথানা প্রতিযোগিতা	
৬.	০২-০৯ মার্চ, ২০২০	বিভাগীয় পর্যায়	আন্তঃজেলা/সিটি করপোরেশন প্রতিযোগিতা	• বিভাগীয় কমিশনার
৭.	১০-১৮ মার্চ, ২০২০	জাতীয় পর্যায়	আন্তঃবিভাগ/ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা	• মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ • সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
৮.	২৬ মার্চ ২০২০	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাধীনতা দিবসের সালাম গ্রহণকালে সারাদেশে ও প্রবাসে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা ও পুরস্কার প্রদান		• মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.৩৫.০০৩.১৫.৮৫

তারিখ: ০৭ কার্তিক ১৪২৬ / ২৩ অক্টোবর ২০১৯

পরিপত্র

বিষয় : মন্ত্রণালয়/বিভাগে ব্যবহৃত সরকারের বিভিন্ন পদনাম ও পদবিসমূহের বিধি বহির্ভূত ব্যবহার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫(৬)-এর আলোকে প্রণীত Rules of Business, 1996, সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এবং অন্যান্য বিধি দ্বারা সরকারের বিভিন্ন পদনাম ও পদবি সংজ্ঞায়িত। সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব ও সহকারী সচিব পদসমূহে ক্যাডার কর্মকর্তাগণের নিয়োগ ও পদোন্নতি ‘সরকারের উপ-সচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২’ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

২। সরকারের পদনামসমূহ বিধি বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/সংগঠন, অধঃস্তন অফিস ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ এবং বেসরকারি অফিসসমূহে ব্যবহৃত হচ্ছে। উপরিল্লিখিত বিধিমালা দ্বারা নিয়োগ বা পদোন্নতি প্রাপ্ত নন এমন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের পদনামসমূহ অননুমোদিত ব্যবহারের ফলে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বিধি বহির্ভূতভাবে বা আংশিক পরিবর্তন করে উল্লিখিত সরকারি পদনামসমূহের ব্যবহার নৈতিকতা-পরিপন্থী এবং ‘দন্ডবিধি-১৮৬০’ ও ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮’ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৩। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধঃস্তন অফিসের পদনাম ও পদবি সৃজনের ক্ষেত্রে সরকারি পদনাম ও পদবি সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব, সচিব ও সিনিয়র সচিব যেন ব্যবহৃত না হয় এবং ইতঃপূর্বে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান ত্রুটি/বিভ্রান্তি নিরসনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংযুক্ত দপ্তর ও অধঃস্তন অফিসে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে স্ব স্ব সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত পদনাম ও পদবি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিকভাবে তাদের দাপ্তরিক সিলমোহর, নেমকার্ড, নেমপ্লেট, নথি এবং ওয়েবসাইটে ব্যবহার করতে হবে;

(গ) রাষ্ট্রীয়/জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mopa.gov.bd) রক্ষিত কর্মকর্তাগণের তালিকা অনুসরণ করা যেতে পারে।

শফিউল আজিম
যুগ্মসচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২. সিনিয়র সচিব,..মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩. সচিব,..মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৪. সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত), আইন ও বিচার বিভাগ।

১৬—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
<u>বিধি অধিশাখা</u>

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৩.১৮.১১৮

তারিখ: ০৩ আশ্বিন ১৪২৫ / ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮

পরিপত্র

বিষয় : **শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০১৯ এবং ২৬ মার্চ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি আয়োজন প্রসঙ্গে।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪(১) অনুচ্ছেদ এবং BANGLADESH NATIONAL ANTHEM, FLAG AND EMBLEM ORDER, 1972-এর Article-2 অনুসারে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা’র

প্রথম দশ চরণ। The National Anthem Rules, 1978-এ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা রয়েছে।

০২। শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ন্যায় সরকার ২০১৯ সালেও দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতার পর ইউনিয়ন, উপজেলা (পৌরসভাসহ), জেলা/সিটি করপোরেশন, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করা হবে।

০৩। দেশব্যাপী শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/মাঠ-পর্যায়ের অফিসসমূহ কর্তৃক অনুসরণের জন্য সরকার নিম্নরূপ নির্দেশাবলি জারি করছে:

(ক) জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। কার্যক্রম শুরু করার সুবিধার্থে একটি সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করা হল **(পরিশিষ্ট-ক)**।

(খ) প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে অনুষ্ঠিত হবে। স্তর তিনটি হচ্ছে:

(১) প্রাথমিক স্তর: স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত;

(২) মাধ্যমিক স্তর: স্কুল ও মাদ্রাসায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এবং

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর: কলেজ ও মাদ্রাসায় একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

(গ) আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে আন্তঃস্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, আন্তঃইউনিয়ন, আন্তঃউপজেলা (পৌরসভাসহ), আন্তঃজেলা/সিটি করপোরেশন এবং আন্তঃবিভাগ পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) এ প্রতিযোগিতায় সকল শিক্ষার্থীর (ছাত্র-ছাত্রীর) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশেন প্রতিযোগিতায় প্রতিটি স্তরে প্রতিটি দলে সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ) জন হবে।

(চ) এ প্রতিযোগিতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বিজয়ীদল উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ীদল জেলা পর্যায়ে, জেলা ও সিটি করপোরেশন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদল জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে।

(ছ) এ প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিটি ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য ইউনিয়নের সমন্বিত দল, জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য উপজেলার সমন্বিত দল, বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য জেলার সমন্বিত দল এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহনের জন্য বিভাগের সমন্বিত দল গঠন করা যেতে পারে।

(জ) 'The National Anthem Rules, 1978' দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.cabinet.gov.bd)-এর **'নীতিমালা ও প্রকাশনা'** সেবা বক্সের আওতায় **'আইন ও বিধি'** লিংক-এ সংরক্ষিত বিধিমালাটি প্রিন্ট করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঝ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সকল উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে তাদের স্ব স্ব দপ্তরসমূহকে এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে অবিলম্বে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি), উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করবে।

(ঞ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সরবরাহকৃত জাতীয় সংগীতের গীত ভার্সন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের হোমপেজের উপরের দিকে প্রধান মেনুতে 'জাতীয় সংগীত' লিংক-এ আপলোড করা আছে। জাতীয় সংগীতের উক্ত ভার্সন অনুসরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(ট) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন এটুআই প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দেশব্যাপী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেণ্টারসমূহের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সিডি/সফ্ট ভার্সন সরবরাহ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(ঠ) তথ্য মন্ত্রণালয় ইলেক্ট্রনিক ও প্রিণ্ট মিডিয়ার মাধ্যমে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতার কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার সময়সূচি (Calender) এবং প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পর এ সম্পর্কিত সংবাদ প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রচারের ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনে এক বা একাধিক টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেলকে মিডিয়া পার্টনার হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তাদের স্ক্রলেও এ খবর প্রচার করতে পারে।

(ড) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ও ২৬ মার্চ তারিখে একযোগে দেশে ও বিদেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের বিষয়টি সবাইকে অবহিত করতে মোবাইলে ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণের ব্যবস্থা করবে। ক্ষুদেবার্তা যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারণ করে দিবে।

(ঢ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুসারে কেন্দ্রীয় পর্যায়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় এ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ-ছাড় করা হবে। এ সংক্রান্ত বরাদ্দ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে প্রতিফলিত হবে। পরবর্তী বছরগুলোতে নিয়মিতভাবে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে।

(ণ) জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ১৮ মার্চ ২০১৯-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সালাম গ্রহণকালে সারাদেশে ও প্রবাসে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এ কর্মসূচি সমাপ্ত হবে।

(ত) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে প্রবাসীদের নিয়ে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(থ) জেলা প্রশাসক, ঢাকা ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আমন্ত্রণপত্রে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি এবং প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে এবং বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচির আয়োজন করবেন। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিল্পীর রিহার্সাল ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(দ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ প্রতিযোগিতা পরিবীক্ষণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করবে।

৪। কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নরূপ কমিটিসমূহ গঠন করা হলো।

(ক) উপদেষ্টা কমিটি: দেশব্যাপী জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা এবং ২৬ মার্চ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচির বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো।

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সভাপতি
২. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সদস্য
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	–	সদস্য
৪. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
৫. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
৬. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	–	সদস্য

৭.	সচিব, অর্থ বিভাগ	–	সদস্য
৮.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	–	সদস্য
৯.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
১০.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	–	সদস্য
১১.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	–	সদস্য
১২.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
১৩.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
১৪.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	–	সদস্য
১৫.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	–	সদস্য
১৬.	অতিরিক্ত সচিব (বিধি ও সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) দেশব্যাপী জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

(খ) ২৬ মার্চ দেশে এবং বিদেশে একযোগ জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচির বিষয়ে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

(গ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা।

(খ) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি: দেশব্যাপী কর্মসূচির সার্বিক সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো। এই কমিটি **'শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজন সমন্বয় কমিটি'** নামে অভিহিত হবে।

১.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব (বিধি ও সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নিম্নে নয়), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	–	সদস্য
৫.	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	–	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), অর্থ বিভাগ	–	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), জন নিরাপত্তা বিভাগ	–	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	–	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	–	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), তথ্য মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), স্থানীয় সরকার বিভাগ	–	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	–	সদস্য
১৮.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	–	সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	–	সদস্য

২০. জেলা প্রশাসক, ঢাকা – সদস্য
২১. বাংলাদেশ শিশু একাডেমির একজন প্রতিনিধি (পরিচালকের নিম্নে নয়) – সদস্য
২২. সংগীতে বিশেষজ্ঞ ০১ জন ব্যক্তি (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
২৩. উপসচিব, বিধি অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ – সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন;
(খ) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
(গ) প্রতিটি পর্যায়ের প্রতিযোগিতার কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত সময়ান্তরে পরিদর্শন;
(ঘ) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন বিষয়ে সমন্বয় সাধন;
(ঙ) ২৬ মার্চ দেশে এবং বিদেশে একযোগ জাতীয় সংগীত পরিবেশন সমন্বয় সাধন;
(চ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা।

(গ) বিভাগীয় কমিটি: বিভাগীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো।

১. বিভাগীয় কমিশনার – আহ্বায়ক
২. বিভাগীয় সদরের জেলা প্রশাসক – সদস্য
৩. বিভাগীয় সদরের জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক – সদস্য
৪. বিভাগীয় সদরের জেলা তথ্য কর্মকর্তা – সদস্য
৫. বিভাগীয় সদরে অবস্থিত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ – সদস্য
৬. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা – সদস্য
৭. উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা – সদস্য
৮. বিভাগীয় সদরে অবস্থিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন – সদস্য
৯. সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
১০. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) – সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(খ) জেলা ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
(গ) জেলা ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ের প্রতিযোগিতার কর্মসূচি যুক্তিসঙ্গত সময়ান্তরে পরিদর্শন;
(ঘ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা।

(ঘ) জেলা কমিটি: জেলা পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

১. জেলা প্রশাসক – আহ্বায়ক
২. জেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজের অধ্যক্ষ – সদস্য
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার – সদস্য
৪. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার – সদস্য
৫. জেলা কালচারাল অফিসার – সদস্য
৬. সাধারণ সম্পাদক, জেলা শিল্পকলা একাডেমি – সদস্য
৭. জেলা তথ্য কর্মকর্তা – সদস্য
৮. জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা – সদস্য

৯. জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সরকারি বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক – সদস্য
১০. জেলা পর্যায়ে অবস্থিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন – সদস্য
১১. সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
১২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) – সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) জেলা পর্যায়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন;
(খ) উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
(গ) উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত সময়ান্তরে পরিদর্শন;
(ঘ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা।

(ঙ) **সিটি করপোরেশন কমিটি:** সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

১. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) – আহ্বায়ক
২. মহানগর পর্যায়ে অবস্থিত কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন – সদস্য
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার – সদস্য
৪. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার – সদস্য
৫. জেলা কালচারাল অফিসার – সদস্য
৬. সাধারণ সম্পাদক, জেলা শিল্পকলা একাডেমি – সদস্য
৭. জেলা তথ্য অফিসার – সদস্য
৮. জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা – সদস্য
৯. সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত সরকারি বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রতিনিধি-০১ জন – সদস্য
১০. সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন – সদস্য
১১. সংগীতে বিশেষজ্ঞ এক জন ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
১২. সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি – সদস্য
১৩. সিটি করপোরেশন এলাকায় বাংলাদেশ বেতারের প্রতিনিধি-০১ জন – সদস্য
১৪. সহকারী কমিশনার (শিক্ষা) – সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

(ক) সিটি করপোরেশন এলাকায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন;
(খ) সিটি করপোরেশন এলাকার প্রতিটি স্তরের শ্রেষ্ঠ দল বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে;
(গ) প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা।

(চ) **উপজেলা কমিটি:** উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার – আহ্বায়ক
২. উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজের অধ্যক্ষ – সদস্য
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার – সদস্য
৪. উপজেলা শিক্ষা অফিসার – সদস্য
৫. উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক – সদস্য
৬. উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি-০১ জন – সদস্য
৭. সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য

৮. সহকারী কমিশনার (ভূমি) – সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন।

(খ) কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ছ) জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন কমিটি: জাতীয় পর্যায়ের জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হল :

১.	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	আহ্বায়ক
২.	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (মহাপরিচালকের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
১২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	–	সদস্য
১৩.	পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	–	সদস্য

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন;

(খ) জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত;

(গ) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু কিশোর সমাবেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং পুরস্কার প্রদান;

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০৫। এমতাবস্থায়, শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন।

মোঃ সাইদুর রহমান
উপসচিব

বিতরণ ***(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)***:

১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৩. সিনিয়র সচিব/সচিব, সকল মন্ত্রণালয়।
৪. প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
৬. অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৭. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন (সকল)।

৯. জেলা প্রশাসক (সকল)।

১০. পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

১১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

পরিশিষ্ট-ক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা/পৌরসভা, জেলা/সিটি করপোরেশন, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের সময়সূচি (Calendar):

ক্রম	প্রস্তাবিত সময়	পর্যায়	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
১.	১০-২৮ জানুয়ারি, ২০১৯	স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়	আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতা	● প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ● মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ● কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

				● সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	২৯ জানুয়ারি-০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ইউনিয়ন পর্যায়/পৌরসভা পর্যায়	আন্তঃস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিযোগিতা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
৩.	০৭-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	উপজেলা পর্যায়/সিটি করপোরেশন শিক্ষা থানা পর্যায়	আন্তঃইউনিয়ন প্রতিযোগিতা আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিযোগিতা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
৪.	১৭-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	জেলা পর্যায়	আন্তঃউপজেলা প্রতিযোগিতা	জেলা প্রশাসক
৫.	১৭-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	সিটি করপোরেশন পর্যায়	সিটি করপোরেশনের অভ্যন্তরীণ আন্তঃথানা প্রতিযোগিতা	
৬.	০২-০৮ মার্চ, ২০১৯	বিভাগীয় পর্যায়	আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা	বিভাগীয় কমিশনার
৭.	১০-১৮ মার্চ, ২০১৯	জাতীয় পর্যায়	চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা	● মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ● বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
৮.	২৬ মার্চ ২০১৯	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাধীনতা দিবসের সালাম গ্রহণকালে সারাদেশে ও প্রবাসে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক, ঢাকা

১৭—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৭.১৭.১০৭

তারিখ: ১৮ শ্রাবণ ১৪২৫ / ০২ আগস্ট ২০১৮

পরিপত্র

বিষয় : মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন, নাম পরিবর্তন এবং কার্যতালিকা সংশোধন।

সরকারি কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং দক্ষতার সাথে সরকারি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নতুন মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন, নাম পরিবর্তন এবং কার্যতালিকা সংশোধনের প্রয়োজন হয়। Rules of Business, 1996-এর Rule 3 অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন এবং কার্যতালিকা নির্ধারণ করতে পারেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব বিবেচনায় জনস্বার্থে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন, নাম পরিবর্তন ও কার্যতালিকায় (Allocation of Business) প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ সকল বিষয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত/অনুশাসন পাওয়ার পর অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি উল্লেখপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুরোধ জানানো হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ শেষে চূড়ান্ত প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন, নাম পরিবর্তন ও কার্যতালিকা সংশোধন/পরিবর্তনের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক এ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণে ক্ষেত্রবিশেষে পদ্ধতিগত ত্রুটি ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ থাকে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত থাকে না। এতে এ-সংশ্লিষ্ট কার্য-সম্পাদনে অস্পষ্টতা তৈরি হয় এবং কার্যক্রম গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

২। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন, নাম পরিবর্তন ও কার্যতালিকা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নোল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ/সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংযুক্তপূর্বক পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

(১) মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন :

(ক) Rules of Business, 1996-এর Rule 10 অনুসরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ;

(খ) সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)-এর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ;

(গ) বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত কার্যতালিকা (Allocation of Business)-এর তুলনামূলক বিবরণী;

(ঘ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ;

(ঙ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের (ইংরেজিতে) উপর প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি’র সুপারিশ গ্রহণ এবং

(চ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি’র সুপারিশ সংবলিত কার্যবিবরণী।

(২) মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম পরিবর্তন :

(ক) Rules of Business, 1996-এর Rule 10 অনুসরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান করে মতামত গ্রহণ;

(খ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ;

(গ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি’র সুপারিশ সংবলিত কার্যবিবরণী এবং

(ঘ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের (ইংরেজিতে) উপর প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি’র সুপারিশ গ্রহণ।

(৩) **কার্যতালিকা (Allocation of Business) সংশোধন:**

(ক) Rules of Business, 1996-এর Rule 10 অনুসরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ;

(খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবে (ইংরেজিতে) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি’র সুপারিশ গ্রহণ;

(গ) বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত কার্যতালিকা (Allocation of Business)-এর তুলনামূলক বিবরণী;

(ঘ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ এবং

(ঙ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি’র সুপারিশ সংবলিত কার্যবিবরণী।

৩। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি'র সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ Rules of Business, 1996 এবং এর অধীন Schedule I-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া প্রজ্ঞাপনসহ সুনির্দিষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব (৩ সেট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৪। মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন, নাম পরিবর্তন অথবা কার্যতালিকা সংশোধন বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা কিংবা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি অধিশাখায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মোঃ সাইদুর রহমান
উপসচিব

সিনিয়র সচিব/সচিব---------------------- মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৮.০১

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪২৪ / ১১ জানুয়ারি ২০১৮

পরিপত্র

বিষয় : **শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজন।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম দশ চরণ। The National Anthem Rules, 1978-এ দেশের সকল বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু করার বিধান রয়েছে।

০২। শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুরু হয়ে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাইকৃত প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ দল নির্বাচন করা হবে। প্রতিটি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ তিনটি দলকে পুরস্কৃত করা হবে।

০৩। উল্লিখিত প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/মাঠ-পর্যায়ের অফিসসমূহ কর্তৃক অনুসরণের জন্য সরকার নিম্নরূপ নির্দেশাবলি জারি করছে:

(ক) জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। কার্যক্রম শুরু করার সুবিধার্থে একটি সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করা হল **(পরিশিষ্ট-ক)**।

(খ) প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে যথা: স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তরে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি; মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়ে উভয়ের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'The National Anthem Rules, 1978' বিষয়ে পাঠদানের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে বিধিমালাটি প্রিন্ট করে একটি করে কপি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সকল উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে তাদের স্ব স্ব দপ্তরসমূহকে এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে অবিলম্বে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ঙ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে 'The National Anthem Rules, 1978' অনুযায়ী শুদ্ধভাবে গাওয়া জাতীয় সংগীতের একটি সিডি/সফট ভার্সন জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ এবং নিয়মিত রেওয়াজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সফট ভার্সনটি ইউটিউবে আপলোড করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দেশব্যাপী ডিজিটাল সেন্টারসমূহের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধভাবে গাওয়া জাতীয় সংগীতের সিডি/সফট ভার্সন সরবরাহ এবং ইউটিউবে আপলোডে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জাতীয় সংগীত শুদ্ধভাবে গাওয়া এবং প্রতিযোগিতার কর্মসূচিটি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে এক বা একাধিক টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেলকে মিডিয়া পার্টনার হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(জ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুসারে কেন্দ্রীয় পর্যায়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় কর্মসূচিটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করবে।

(ঝ) কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে ২০ মার্চ ২০১৮-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ২৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সালাম গ্রহণকালে সারাদেশে ও প্রবাসে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এ কর্মসূচি সমাপ্ত হবে।

(ঞ) কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটি 'শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজন সমন্বয় কমিটি' নামে অভিহিত হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি

১.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব (বিধি ও সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নিম্নে নয়), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	–	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), অর্থ বিভাগ	–	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	–	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	–	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), তথ্য মন্ত্রণালয়	–	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), স্থানীয় সরকার বিভাগ	–	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	–	সদস্য
১২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	–	সদস্য
১৩.	বাংলাদেশ শিশু একাডেমির একজন প্রতিনিধি (পরিচালকের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
১৪.	সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	–	সদস্য
১৫.	উপসচিব, বিধি অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	–	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন।

(খ) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(গ) জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ট) বিভাগীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হল।

বিভাগীয় কমিটি

১.	বিভাগীয় কমিশনার	–	আহ্বায়ক
২.	বিভাগীয় সদরের জেলা প্রশাসক	–	সদস্য
৩.	বিভাগীয় সদরে অবস্থিত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ	–	সদস্য
৪.	পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	–	সদস্য
৫.	উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা	–	সদস্য
৬.	সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	–	সদস্য
৭.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	–	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন।

(খ) জেলা ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঠ) জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হল :

জেলা কমিটি

১.	জেলা প্রশাসক	–	আহ্বায়ক

২.	জেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজের অধ্যক্ষ	–	সদস্য
৩.	জেলা শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
৪.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
৫.	জেলা কালচারাল অফিসার	–	সদস্য
৬.	সম্পাদক, জেলা শিল্পকলা একাডেমি	–	সদস্য
৭.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	–	সদস্য
৮.	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	–	সদস্য
৯.	জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সরকারি বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	–	সদস্য
১০.	সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	–	সদস্য
১১.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	–	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

ক) জেলা পর্যায়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন।

(খ) উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হল :

উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	–	আহ্বায়ক
২.	উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজের অধ্যক্ষ	–	সদস্য
৩.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
৪.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	–	সদস্য
৫.	উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	–	সদস্য
৬.	সংগীতে বিশেষজ্ঞ ২ জন ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	–	সদস্য
৭.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	–	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন।

(খ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০৪। এমতাবস্থায়, শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন।

মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী
উপসচিব

বিতরণ *(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)*:

১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৪. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৫. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৭. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
৮. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
১০. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়।
১১. প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
১২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১৪. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
১৫. জেলা প্রশাসক (সকল)।
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

পরিশিষ্ট-ক

সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার

ক্রম	**প্রস্তাবিত সময়**	**পর্যায়**	**কার্যক্রম**	**বাস্তবায়ন**
১.	১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮	উন্নয়ন মেলা	জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতার প্রাথমিক ঘোষণা	উপজেলা/জেলা প্রশাসন/তথ্য মন্ত্রণালয়

২.	২০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮	স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়	আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	০১-০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ইউনিয়ন পর্যায়	আন্তঃস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিযোগিতা	ঐ
৪.	১০-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	উপজেলা পর্যায়	আন্তঃইউনিয়ন প্রতিযোগিতা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
৫.	২২-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	জেলা পর্যায়	আন্তঃউপজেলা প্রতিযোগিতা	জেলা প্রশাসক
৬.	০৫-১১ মার্চ ২০১৮	বিভাগীয় পর্যায়	আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা	বিভাগীয় কমিশনার
৭.	১৫-২০ মার্চ ২০১৮	জাতীয় পর্যায়	চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৮.	২৬ মার্চ ২০১৮	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাধীনতা দিবসের সালাম গ্রহণকালে সারাদেশে ও প্রবাসে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক, ঢাকা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১
বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
সোমবার, মার্চ ১৫, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ১৫ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৭৬-আইন/২০২১-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা:-

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocatio of Business among the different Ministries and Divisions) এর Serial No. 26. ও উহার বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম 'MINISTRY OF INFORMATION' এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Serial No. ও শিরোনাম প্রতিস্থাপতি হইবে যথা:-

'26 MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING'।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

শফিউল আজিম
যুগ্মসচিব

মন্ত্রিসেবা অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসেবা অধিশাখা

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২২.৪৮.০০১.১৯.১৪৬

তারিখ: ০৭ ভাদ্র ১৪২৬ / ২২ আগস্ট ২০১৯

বিষয় : **মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিলের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত।**

সূত্র: (১) No.3/1/85-Rules/220 Dated: 13 October 1985
(২) No. CD-3/1/85-Rules (Vol-II)/155 Dated: 23 June 1986
(৩) মপবি-৩/১/৯৮-বিধি/১৫২ তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০০০
(৪) মপবি-১৭/১/২০০৯-বিধি/১১০ তারিখ: ০৬ জুলাই ২০০৯
(৫) ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৩.৫৭ তারিখ: ১২ জুন ২০১৬

মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণ Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর 16(1) ধারা অনুসারে প্রতি অর্থ-বছরে স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিল হতে যথাক্রমে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ), ৭,৫০,০০০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসাবে প্রদান করতে পারেন। বর্ণিত আইনের 16(2) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সূত্রোস্থ অফিস স্মারকসমূহ একীভূত করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক সংশোধনক্রমে স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিলের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে এ অফিস স্মারক জারি করা হলো:

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেটের ‘স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি’ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিলের অর্থ ব্যয় হবে।

(খ) মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুসারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিল হতে ব্যয়িতব্য অর্থের মঞ্জুরি (অনুদান প্রদানকৃত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও প্রাপ্ত অর্থের বিবরণ সংবলিত তালিকার সরকারি আদেশ) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবে। এ ছাড়া উক্ত মঞ্জুরি আদেশের অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিল হতে সেবামূলক সমিতি ও প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা যাবে। নিঃস্ব ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে; তবে এরূপ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিলের বার্ষিক বরাদ্দের ৪০% এর বেশি হবেনা। বন্যা/ঘূর্ণিঝড়/প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকার ক্ষেত্রে দরিদ্র, নিঃস্ব ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ তহবিল হতে শতভাগ অনুদান প্রদান করা যাবে।

(ঘ) স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিল হতে কোনো একজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ মন্ত্রিগণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা), প্রতিমন্ত্রিগণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) এবং উপমন্ত্রিগণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা) হবে।

(ঙ) মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণ স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিলের অর্থ ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্ত হন, মন্ত্রণালয় পরিবর্তিত হলে পূর্বের মন্ত্রণালয় থেকে স্বেচ্ছাধীন তহবিলের সমুদয় অর্থ প্রদান করলে, একই অর্থ-বছরে পরের মন্ত্রণালয় থেকে আর কোনো অনুদান প্রদান করা যাবেনা।

(চ) অর্থ-বছরের আংশিক অতিক্রান্ত হবার পর নতুনভাবে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী সেই অর্থ-বছরে তাঁর অনুকূলে প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন তহবিলের সমুদয় অর্থ প্রদান করতে পারবেন।

(ছ) স্বেচ্ছাধীন তহবিলে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে।

(জ) স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিল হতে উদ্ভূত ব্যয় অনাবর্তক (non-recurring) প্রকৃতির এবং ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তির শর্তাধীন হবে না অথবা ভবিষ্যত কোনো অঙ্গীকারের (future commitment) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে না।

(ঝ) স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিলের কোনো অংশ চুক্তিভিত্তিক/অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হবে না।

(ঞ) স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিল হতে ব্যয়িত অর্থ নিরীক্ষার আওতাভুক্ত।

(ট) প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি তহবিল হতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং প্রতি অর্থ বছরে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি ও জুলাই মাসে) উক্ত তহবিল হতে ব্যয়িত ও অব্যয়িত অর্থের হিসাব বিবরণী প্রতিটি মঞ্জুরিপত্রের অনুলিপিসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস
উপসচিব

বিতরণ:

১. সিনিয়র সচিব/সচিব
......................মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
২. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সকল)

অনুলিপি:

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসেবা অধিশাখা

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২২.৪৮.০১৪.১৬.১৪৩

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪২৫
০৯ আগস্ট ২০১৮

পরিপত্র

বিষয় : <u>মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের চিকিৎসা ব্যয় পুনর্ভরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসৃত বিষয়াদি</u>

The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 *(Amended up to May 2016)*-এর Section 13-এ উল্লেখিত The Special Medical Attendance Rules, 1950 অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের চিকিৎসা ব্যয় পুনর্ভরণ (reimbursement) সংক্রান্ত মঞ্জুরি Rules of Business, 1996 এর Schedule I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রিগণের চিকিৎসা ব্যয় পুনর্ভরণ সংক্রান্ত প্রেরিত প্রস্তাবে অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতা থাকে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত থাকে না। এতে প্রস্তাবটি যথাযথভাবে পর্যালোচনার কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং কার্যক্রম গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

২। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রিগণের চিকিৎসা ব্যয় পুনর্ভরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ/কাগজপত্র সংযুক্ত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের পত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে হবে:

১.১ রোগের নাম;

১.২ চিকিৎসা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ;

১.৩ যে হাসপাতাল/ক্লিনিক থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়েছে তার পূর্ণ ঠিকানা।

(২) পত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করতে হবে:

২.১ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র;

২.২ ডাক্তারের পরামর্শ ফি, ঔষধ ক্রয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও হাসপাতাল খরচ সংক্রান্ত মূল বিল/ভাউচার (সিভিল সার্জন কর্তৃক বিল/ভাউচার প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে);

২.৩ The Special Medical Attendance Rules, 1950-এর Rule 6(2) অনুসারে Authorised Medical Attendant-এর পরামর্শ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য/প্রত্যয়ন পত্র; (Authorised Medical Attendant-এর পরামর্শ গ্রহণ করা না হলে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে);

২.৪ বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত সার-সংক্ষেপের সত্যায়িত কপি;

২.৫ বৈদেশিক মুদ্রায় চিকিৎসা বিল প্রদান করা হলে তারিখ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার Bank Conversion Rate-এর প্রমাণপত্র;

২.৬ নিম্নোক্ত ছকে সম্পূর্ণ চিকিৎসার ব্যয় বিবরণী (তারিখের ক্রমানুযায়ী) :

ক্রম	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	ভাউচারের বিবরণ (কোন্ প্রতিষ্ঠানের ভাউচার এবং কোন্ খাতের ব্যয় যেমন-হাসপাতাল বিল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিল, ঔষধ ক্রয় বিল উল্লেখ করতে হবে)	প্রদেয় অর্থ	বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদান করা হলে Bank Conversion Rate	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬

৩। প্রতি অর্থ-বছরের চিকিৎসা ব্যয় পুনর্ভরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব (২ সেট) উক্ত অর্থ-বছরের ১৫ মে তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৪। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রিগণের চিকিৎসা ব্যয় পুনর্ভরণ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা কিংবা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসেবা অধিশাখায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মোছা: মোর্শেদা ফেরদৌস
উপসচিব

বিতরণ:

সিনিয়র সচিব/সচিব
......................মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসেবা অধিশাখা

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২২.৪৮.০১০.১৮.১৬৪

তারিখ: ০৮ আশ্বিন ১৪২৫
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮

পরিপত্র

বিষয় : মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের ভ্রমণ ব্যয় খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসৃত বিষয়াদি।

মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রিগণের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যয় নির্বাহের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেটে মন্ত্রিগণের জন্য নির্ধারিত 'ভ্রমণ ব্যয়' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রতি অর্থ-বছরের শুরুতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিভাজন করা হয়। বিভাজনকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয়িত হলে এবং পরবর্তীতে ভ্রমণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রিগণের ভ্রমণ ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত প্রেরিত প্রস্তাবে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের অসম্পূর্ণতা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি থাকে। এতে প্রস্তাবটি যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং কার্যক্রম গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

২। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রিগণের ভ্রমণ ব্যয় খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ/কাগজপত্র সংযুক্ত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

(ক) অর্থ-বছরের শুরুতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রিগণের ভ্রমণ ব্যয় নির্বাহের জন্য 'ভ্রমণ ব্যয়' খাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এবং ব্যয়িত ও অব্যয়িত অর্থের ব্যয় বিবরণী;

(খ) ভ্রমণের স্থান, তারিখ ও সময় ;

(গ) বৈদেশিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত সার-সংক্ষেপের কপি;

(ঘ) প্রস্তাবিত ভ্রমণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেটের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট 'ভ্রমণ ব্যয়' খাত থেকে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার সম্ভাব্য হিসাব/বিবরণী;

(ঙ) বৈদেশিক ভ্রমণের বকেয়া বিল হলে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী (ভ্রমণ পূর্বেই সম্পন্ন হলে)।

৩। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রিগণের ভ্রমণ ব্যয় খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা কিংবা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসেবা অধিশাখায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মোছা: মোর্শেদা ফেরদৌস
উপসচিব

বিতরণ:

সিনিয়র সচিব/সচিব
......................মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসেবা অধিশাখা

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২২.৪৭.০১৩.১৪.৯৫

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ২৯ মে ২০১৯

বিষয় : **হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার সম্পর্কে।**

সূত্র: ১। মপবি-১২/১/৮৮-বিধি/২০৩, তারিখ ২০ জুলাই ১৯৮৮
২। মপবি-১২/১/৮৮-বিধি (অংশ-১)/৩৫২, তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
৩। মপবি-১২/১/৮৮-বিধি (অংশ-১)/৩৭, তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৯১

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে বিমানযোগে গমন এবং প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য ভিআইপি লাউঞ্জ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। 'Instructions regarding use of the VVIP and VIP Lounges at the Hazrat Shahjalal International Airport (Revised upto April 2010)'- অনুসারে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের জন্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের বিমান বন্দরে আগমন ও প্রত্যাগমনকালে তাঁদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সর্বাধিক দুই জন দর্শনার্থীকে ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উপরোক্ত বিধি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই অতিরিক্ত লোকজন ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশ করে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশের সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত নন এমন সব ব্যক্তিবর্গকে তা ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে, যার ফলে বিমান বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ও লাউঞ্জের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে যা অনভিপ্রেত। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সূত্রোস্থ অফিস স্মারকসমূহ একীভূত করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক সংশোধনক্রমে নির্দেশক্রমে এ স্মারক জারি করা হলো।

২। ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের বিমানযোগে যাত্রা ও আগমনকালে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মাবলি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে:

(ক) দুই জনের বেশী দর্শনার্থীকে ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং টারম্যাক এলাকায় কোন দর্শনার্থী প্রবেশ করতে পারবে না।

(খ) ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত নন এমন ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(গ) দর্শনার্থীদের নাম, ঠিকানা ও পরিচয় পূর্বাহ্নে পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর-কে অবহিত করতে হবে।

(ঘ) ভিআইপি লাউঞ্জের স্বাভাবিক পরিবেশ, মর্যাদা ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে দর্শনার্থী হিসাবে ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশ লাভের সুযোগ না দেওয়ার বিষয়ে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের জন্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিশ্চিত করবেন।

৩। ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ ভ্রমণ ব্যতিরেকে তাঁদের পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী/পুত্র/কন্যা/ পুত্রবধু/জামাতাকে যাত্রী হিসাবে বিদায় ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের সময় ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার করতে পারবেন।

৪। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এই নিয়মাবলি কঠোরভাবে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তাদের আওতাধীন ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ/কর্মকর্তাগণকে বিষয়টি অবহিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

শফিউল আজিম
যুগ্মসচিব (বিধি ও সেবা)

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২২.৪৭.০১৩.১৪.৯৫

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
২৯ মে ২০১৯

বিতরণ:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব..মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।

৩। অতিরিক্ত সচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৪। যুগ্মসচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৫। পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস
উপসচিব (মন্ত্রিসেবা)

আইন অনুবিভাগ
আইন - ১ অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আইন-১ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.১১১.০৪.১৫২.২০.৩৮

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪২৬
০৩ মার্চ ২০২০

বিষয় : **উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে জনবল স্থানান্তর/নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সিভিল আপীল নম্বর-৪৬০/২০১৭-এর রায় ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নম্বর-৭১৬৬/২০১৫-এর রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে দায়েরকৃত সিভিল আপিল নম্বর-৪৬০/২০১৭ সঙ্গে (সিভিল রিভিউ পিটিশন-১৮১/২০১৮)-এর রায়ে মাননীয় আপিল বিভাগ রিট পিটিশনারগণকে উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে আত্তীকরণের হাইকোর্ট বিভাগের আদেশটি রদ-রহিত করেন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর/নিয়মিতকরণের বিষয়ে নিম্নরূপ গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন, যথা:

1. The legitimate expectation would not override the statutory provision. The doctrine of legitimate expectation can not be invoked for creation of posts to facilitate absorption in the offices of the regular cadres/non cadres. Creation of permanent posts is a matter for the employer and the same is based on policy decision.

2. While transferring any development project and its manpower to revenue budget the provisions provided in the notifications, government orders and circulars quoted earlier must be followed. However, it is to be remembered that executive power can be exercised only to fill in the gaps and the same cannot and should not supplant the law, but only supplement the law.

3. Before regularization of service of the officers and employees of the development project in the revenue budget the provisions of applicable “Bidhimala” must be complied with. Without exhausting the applicable provisions of the “Bidhimala” as quoted above no one is entitled to beregularised in the service of revenue budget since those are statutory provisions.

4. The appointing authority, whileregularising the officers and employees in the posts of revenue budget, must comply with the requirements of statutory rules in order to remove future complication. The officers and employees of the development project shall get age relaxation for participation in selection process in any post of revenue budget as per applicable Rules.

5. A mandamus can not be issued in favour of the employees directing the government and its instrumentalities to make anyone regularized in the permanent posts as of right. Any appointment in the posts described in the schedule of Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981, Gazetted Officers (Department of Live Stock Service) Recruitment Rules, 1984 and Non-gazettedEmployees (Department of Live Stock Service) Recruitment Rules, 1985 bypassing Public Service Commission should betreated as back door appointment and such appointment should be stopped.

6. To become a member of the service in a substantive capacity, appointment by the President of the Republic shall be preceded by selection by a direct recruitment by the PSC. The Government has to make appointment according to recruitment Rules by open competitive examination through the PSC.

7. Opportunity shall be given to eligible persons by inviting applications through public notification and appointment should be made by regular recruitment through the prescribed agency following legally approved method consistent with the requirements of law.

8. It is not the role of the Courts to encourage or approve appointments made outside the constitutional scheme and statutory provisions. It is not proper for the Courts to direct absorption in permanent employment of those who have been recruited without following due process of selection as envisaged by the constitutional scheme.

০২। এমতাবস্থায়, এতদ্‌সংক্রান্ত চলমান মামলায় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারের বিপক্ষে প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/রিভিউ/রিভিশন দায়েরের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত রায় নজির হিসেবে ব্যবহার এবং উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে জনবল স্থানান্তর/নিয়মিতকরণের বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত রায়ের পর্যবেক্ষণ অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৩ (তিন) পাতা।

তানভীর আহমেদ
উপসচিব

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
--মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

আইন-২ শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৩.১৭.৫৬

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪২৪ / ১১ মে ২০১৭

বিষয় : **আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন।**

প্রণীতব্য আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হল :

(ক) **আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি :**

১.	অতিরিক্ত সচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (সি.আর.), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
৫.	যুগ্মসচিব (আইন প্রণয়ন), জাতীয় সংসদ সচিবালয়	সদস্য
৬.	উপসচিব (বাজেট-২৩), অর্থ বিভাগ (আর্থিক সংশ্লেষ থাকলে)	সদস্য
৭.	এসাইনমেন্ট অফিসার, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) প্রস্তাবিত আইনের ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন;
(২) বিষয়গত যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা;
(৩) সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন;
(৪) খসড়া পর্যালোচনাকালে কমিটি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিও বিবেচনা করবে :
  (ক) প্রস্তাবিত আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এরূপ অন্যান্য আইন, বিধি, প্রবিধান, রীতি;
  (খ) প্রস্তাবিত আইন/সংশোধনীর বিষয়ে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত/পর্যবেক্ষণ (যদি থাকে);
  (গ) আইন প্রণয়ন/সংশোধনের উদ্দেশ্য ও এর সম্ভাব্য প্রভাব; এবং
  (ঘ) সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তি, কনভেনশন, সমঝোতা স্মারক, সিদ্ধান্ত, প্রটোকল, ইত্যাদি।
(৫) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।
(৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন অধিশাখা এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

স্বাক্ষরিত/-
১১-০৫-২০১৭
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৩.১৭.৫৬

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪২৪ / ১১ মে ২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।
২। অতিরিক্ত সচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। যুগ্মসচিব (সি.আর.), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৫। যুগ্মসচিব (আইন প্রণয়ন), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
৬। উপসচিব, প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা-১, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৭। উপসচিব, মন্ত্রিসভা বৈঠক অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৮। উপসচিব (বাজেট-২৩), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। উপসচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১০। এসাইনমেন্ট অফিসার, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী
উপসচিব
ফোন : ৯৫৭৫৪৪৬

আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিধানের লক্ষ্যে অনুসরণীয় রূপরেখা।

১.০ আইন প্রণয়ন একটি নিয়মতান্ত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ। এতে পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটির কারণে সরকারের চলমান নীতি বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আইনের খসড়া প্রণয়ন কিংবা বিদ্যমান আইনে সংশোধনী আনার ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতির সঙ্গে সংগতি রাখা, উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনার আবশ্যকতা

অনস্বীকার্য। নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুরূপ আন্তর্জাতিক আইনসমূহ পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত জাতিসংঘের কোনো সনদ, ঘোষণা, কনভেনশন, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা ও দেশের সঙ্গে বিদ্যমান কনভেনশন, প্রটোকল, সমঝোতা স্মারক, চুক্তি ইত্যাদি প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতা থাকায় আইন প্রণয়ন/সংশোধনকালে তাও বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।

১.০১ বিদ্যমান পদ্ধতিতে আইন প্রণয়নকালে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পদ্ধতিগতভাবে ও নিয়মিতভাবে সকল সময় অনুসৃত হয়না। এছাড়া আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের পর থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট আইন চূড়ান্তভাবে অনুমোদন লাভ এবং গেজেটে প্রকাশ করা পর্যন্ত অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশাবলি না থাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রণীতব্য আইনের গুণগত মান নিশ্চিত করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

১.০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে কোনো প্রণীতব্য আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। মন্ত্রিসভার উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত রূপরেখার একটি খসড়া প্রণয়ন করে খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে আইন প্রণয়ন/সংশোধনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে অনুসরণের জন্য নিম্নরূপ রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়:

২.০ ক্যালেন্ডারভুক্তিকরণ

২.০১ প্রতি বছরের শুরুতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইন প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সম্ভাব্য তালিকা প্রস্তুত করে ক্যালেন্ডারভুক্ত করবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করবে।

২.০২ ক্যালেন্ডারভুক্তি ছাড়াও বছরের যে কোনো সময়ে নতুন করে আইন প্রণয়ন/সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করে ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৩.০ আইনের খসড়া প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়াদি

৩.০১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইনের খসড়া প্রণয়ন করবে।

৩.০২ Rules of Business, 1996-এর Rule 10 অনুযায়ী উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট থেকে লিখিত মতামত গ্রহণপূর্বক এক বা একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এবং প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক অংশীজন (স্টেকহোল্ডার) সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩.০৩ Rules of Business, 1996 এর Rule 31A অনুযায়ী উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইনের খসড়া নিজস্ব website-এ প্রকাশ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জনমত যাচাই করবে।

৩.০৪ খসড়া দাখিলের পূর্বে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) কর্তৃক ভাষার যথার্থতা প্রমিতীকরণ করবে।

৩.০৫ প্রস্তাবিত আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.০৬ প্রস্তাবিত আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন/সংশোধন করা যাবে না।

৩.০৭ আইন প্রণয়ন/সংশোধনের বিষয়ে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত/পর্যবেক্ষণ থাকলে উহা অনুসরণ করতে হবে।

৩.০৮ জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার চুক্তি, সনদ, ঘোষণা, কনভেনশন, প্রোটোকল ইত্যাদিতে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হলে এবং কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করা হলে উক্ত ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের বাধ্যবাধকতা তৈরি হলে প্রণীতব্য আইনে উহার সুস্পষ্ট প্রতিফলন থাকতে হবে।

৩.০৯ যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অগ্রগতি সাধনের জন্য অথবা সমস্যা সমাধানের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে, তৎসম্পর্কে আইনের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্ট বর্ণনা/উল্লেখ থাকতে হবে।

৩.১০ আইন প্রণয়ন/সংশোধনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণের সাথে সাথে প্রস্তাবিত আইন প্রণয়ন/সংশোধনের সম্ভাব্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত প্রভাব আবশ্যিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

৩.১১ প্রস্তাবিত আইন কার্যকর করার জন্য উহার এবং কোন কোন ধারার অধীন বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা অন্য কোনো অধঃস্তন আইন (delegated legislation) প্রণয়নের প্রয়োজন হবে, তা আইনে যথাসম্ভব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১২ প্রস্তাবিত আইনের সাথে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংশ্লিষ্টতা অর্থাৎ আইন কার্যকর বা বাস্তবায়ন করার জন্য সম্ভাব্য ব্যয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা ও সক্ষমতা সম্পর্কে একটি পৃথক বিবৃতি থাকতে হবে।

৩.১৩ আইন প্রণয়ন/সংশোধনকালে প্রস্তাবিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এরূপ অন্যান্য আইন, বিধি, প্রবিধান, রীতি আদেশ, উপ-আইন, সরকারের নীতি, পরিকল্পনা, রূপকল্প এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৩.১৪ প্রস্তাবিত আইন যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এতে কেবল মূল (substantive) বিধান অন্তর্ভুক্ত করে পদ্ধতিগত (procedural) বিষয়সমূহ, ক্ষেত্রমত, বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.১৫ প্রস্তাবিত আইন অবিলম্বে, ভূতাপেক্ষভাবে, সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যাপেক্ষ অথবা অনির্দিষ্ট ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর হবে, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১৬ প্রস্তাবিত আইনের পরিধি, প্রয়োগ ও ব্যাপ্তি (scope, application and extent) অবারিত অথবা সীমিত হবে, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১৭ আইনের প্রাধান্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনটি অন্য কোন আইন অথবা কোন আইনের কোন ধারার উপর প্রাধান্য প্রদান করা প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক প্রাধান্য প্রদানের যৌক্তিকতা/কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পৃথক বিবৃতি থাকতে হবে।

৩.১৮ বাস্তবতা, সময় ও পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তনশীল বিষয় ও সংখ্যা (dynamics facts and numbers) মূল আইনে অন্তর্ভুক্ত না করে, ক্ষেত্রমত, বিধি বা প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

৩.১৯ মূল আইনে তফসিল সংযোজন যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। বাস্তবতা বিবেচনায় মূল আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই কেবল সেক্ষেত্রে তফসিল সংযোজন করা যেতে পারে।

৩.২০ কোনো আইনের মৌলিক (substantive) ধারাসমূহের মধ্যে ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) এর অধিক ধারা সংশোধনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে আইনটি নতুনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন।

৩.২১ বিদ্যমান আইন রহিতকরণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের বরাত (reference) অন্যান্য আইনে থাকলে যুগপৎভাবে উক্ত বরাতসমূহও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

৩.২২ আইনের ভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধু ভাষারীতি অনুসরণ করতে হবে। সংবিধানের ভাষারীতির মান অনুসরণীয় এবং সহজ শব্দ চয়ন সমীচীন।

৩.২৩ আইনের খসড়ায় ইংরেজি শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করে প্রমিত বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লিখা যেতে পারে।

৩.২৪ প্রস্তাবিত আইনের মূল বিধানসমূহ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বিধৃত করা এবং আইনের উদ্দেশ্যের সাথে প্রস্তাবিত বিধানসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩.২৫ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরাম চিহ্নের (punctuation) ব্যবহার সঠিকভাবে করতে হবে।

৩.২৬ আইনের ধারা, উপ-ধারা, দফা, ইত্যাদির রীতিনীতির আলোকে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।

৩.২৭ খসড়া বিলের সফ্ট কপির ফরমেট সঠিকভাবে করতে হবে, যেমন:-শব্দসমুহের ফন্ট, সাইজ, স্পেস, এলাইনমেন্ট, ইত্যাদি।

৩.২৮ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ **পরিশিষ্ট-'ক'** তে বর্ণিত **চেকলিস্ট** অনুসরণ করে প্রণীত খসড়া অতিরিক্ত সচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর প্রেরণ করবে। **পরিশিষ্ট -'ক'** (চেকলিষ্ট) অনুসরণ ব্যতীত দাখিলকৃত খসড়াটি অসম্পূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪.০ আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটি গঠন

৪.০১ মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের পূর্বে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ১১ মে ২০১৭ তারিখে ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৩.১৭.৫৬ সংখ্যক স্মারকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত নিম্নলিখিত কমিটি কাজ করবে:

১.	অতিরিক্ত সচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (সি. আর.), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
৫.	যুগ্মসচিব (আইন প্রণয়ন), জাতীয় সংসদ সচিবালয়	সদস্য
৬.	উপসচিব (বাজেট-২৩), অর্থ বিভাগ (আর্থিক সংশ্লেষ থাকলে)	সদস্য
৭.	সিনিয়র অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার/এসাইনমেন্ট অফিসার, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন-১/২), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

৪.০২ কমিটির কার্যপরিধি

(১) প্রস্তাবিত আইনের ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন;

(২) বিষয়গত যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা;

(৩) সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন;

(৪) আইনের খসড়া পর্যালোচনাকালে কমিটি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিও বিবেচনা করবে:

ক) প্রস্তাবিত আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এরূপ অন্যান্য আইন, বিধি, প্রবিধান রীতি;

খ) প্রস্তাবিত আইন/সংশোধনীর বিষয়ে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ (যদি থাকে);

গ) আইন প্রণয়ন/সংশোধনের উদ্দেশ্য ও এর সম্ভাব্য প্রভাব; এবং

ঘ) সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তি, কনভেনশন, সমঝোতা স্মারক সিদ্ধান্ত , প্রটোকল ইত্যাদি।

(৫) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

(৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন অধিশাখা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫.০ কমিটির কার্যপদ্ধতি

৫.০১ আইনের খসড়া পর্যালোচনার জন্য কমিটির সদস্যগণ এক বা একাধিক সভায় মিলিত হবেন।

৫.০২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে আইনের খসড়ার ১০ কপি প্রাপ্তির পর কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত আইন বিষয়ে সদস্যদের মতামতসহ উপস্থিত থাকার জন্য নোটিশ জারি করবে।

৫.০৩ আইনের খসড়া দাখিলের পূর্বে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) কর্তৃক ভাষার যথার্থতা প্রমিতীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কমিটি খসড়া আইন পর্যালোচনার পূর্বে তা বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক প্রমিতীকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৫.০৪ উপানুচ্ছেদ **'৫.০২'-** অনুযায়ী কমিটি সকল সদস্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং প্রথম সভায় এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সমন্বয়পূর্বক উদ্যোগী মন্ত্রণালয় পুনঃখসড়া প্রণয়ন করে কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৫.০৫ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে সংশোধিত/পরিমার্জিত খসড়া প্রাপ্তির পর কমিটি খসড়া আইন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করবে অথবা প্রয়োজনে পুনরায় সভা আহবান করবে। অতপর পরবর্তী সভা/সভাসমূহে খসড়াটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনঃবিশ্লেষণ করে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সুপরিশ করবে।

৫.০৬ কমিটি প্রয়োজনবোধে খসড়া আইনের কারিগরি দিক বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৫.০৭ **পরিশিষ্ট -'ক'** (চেকলিষ্ট) অনুসরণ ব্যতীত দাখিলকৃত খসড়াটি অসম্পূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫.০৮ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক শাখার ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের-০৪.০০.০০০০.৩১১.৩১. ০০৪.১৫.৩৬৩(৫৫) নম্বর স্মারকে জারিকৃত চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৬. বিবিধ

৬.০১ কমিটি খসড়া আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনে কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন বা পুণর্নির্ধারণ করতে পারবে।

৬.০২ কমিটির সদস্যগণ সৃজনশীল, বাস্তবভিত্তিক ও জনকল্যাণমুখী মতামত প্রদানে সচেষ্ট থাকবেন।

৬.০৩ কার্যপরিধি বা কার্যপদ্ধতি বিষয়ে কোনো পরিবর্তন/সংশোধন প্রয়োজন হলে আহ্বায়ক সকল সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৬.০৪ আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটি শ্রমসাধ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক, সময়সাপেক্ষ ও গবেষণামূলক কাজ। এ বিবেচনায় কমিটির সদস্যগণ (কো-অপ্টকৃত সদস্যসহ) এবং সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অনুমোদিত হারে সম্মানি প্রাপ্য হবেন।

পরিশিষ্ট-'ক'

(উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য অনুসরণীয় চেকলিস্ট)

১) অগ্রায়ণ পত্র।

২) আইন প্রণয়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রী/সচিবের অনুমোদিত সার-সংক্ষেপ।

৩) আইন প্রণয়ন/সংশোধনের কারণ ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা।

৪) প্রস্তাবিত আইনের সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ (যদি থাকে) অগ্রায়ণপত্রে উদ্ধৃতকরণ।

৫) প্রস্তাবিত অন্যান্য আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতি ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

৬) প্রস্তাবিত আইনটি বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইনের সঙ্গে যেন সাংঘর্ষিক না হয় তা নিশ্চিতকরণ।

৭) আইন প্রণয়ন/সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ও বিদ্যমান আইনের তুলনামূলক বিবরণী (স্ব-স্ব ধারা পরিবর্তনের কারণ/যৌক্তিকতা উল্লেখসহ)।

৮) প্রস্তাবিত আইন অবিলম্বে, ভূতাপেক্ষাভাবে, সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যাপেক্ষ নাকি অনির্দিষ্ট ভূতাপেক্ষাভাবে কার্যকর হবে, তা সুনির্দিষ্টকরণ।

৯) প্রস্তাবিত আইনের পরিধি, প্রয়োগ ও ব্যাপ্তি (scope, application and extent) অবারিত অথবা সীমিত হবে, তা সুনির্দিষ্টকরণ।

১০) আইনের প্রাধান্যের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের ধারাসমূহ ও প্রাধান্য প্রদানের যৌক্তিকতা/ কারণ।

১১) প্রস্তাবিত আইন/সংশোধনের সম্ভাব্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবসমূহ (আলাদাপত্রে)।

১২) প্রস্তাবিত আইন কার্যকর করার জন্য এর কোন কোন ধারার অধীন বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সংবিধি বা অন্য কোনো অধঃস্তন আইন (delegated legislation) প্রণয়নের প্রয়োজন হবে এবং উক্ত ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ আইন প্রণয়নের পর কতদিনের মধ্যে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, প্রস্তুতিসহ, উহার সুস্পষ্ট বিবৃতি।

১৩) প্রস্তাবিত আইনের সাথে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংশ্লিষ্টতা অর্থাৎ আইন কার্যকর বা বাস্তবায়ন করার জন্য সম্ভাব্য ব্যয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা ও সক্ষমতা সম্পর্কে বিবৃতি।

১৪) সরকারের চলমান নীতি, পরিকল্পনা ও রূপকল্প (Vision)-ইত্যাদির সঙ্গে আইনটি সংগতিপূর্ণ কী না?

১৫) Rules of Business, 1996 এর Rule 10 (1) অনুযায়ী অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ সভার কার্যবিবরণী ও মতামত।

১৬) প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত স্টেকহোল্ডার/অংশীজন সভার কার্যবিবরণী ও মতামতসমূহ (প্রয়োজন হলে)।

১৭) খসড়াটি সংশোধন আইন হলে এতে বিদ্যমান আইনের আনুমানিক শতকরা কত ভাগ পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে, তার উল্লেখ করা।

১৮) খসড়া প্রণয়নকালে অন্যান্য দেশের আইন পর্যালোচনা করা হয়েছে কীনা? হয়ে থাকলে এর বিবরণ।

১৯) বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার সাথে বিদ্যমান আইনের কপি প্রেরণ।

২০) আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণের পূর্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

২১) কমিটিতে উপস্থাপনযোগ্য প্রস্তাবে সংযুক্তিসহ খসড়াটির ১০টি পূর্ণাঙ্গ কপি (প্রতিটি খসড়ার সঙ্গে অগ্রায়ণ পত্রের ছায়ালিপি সংযুক্ত থাকবে)।

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিসভা-বৈঠক অধিশাখা

অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসভা-বৈঠক অধিশাখা

নং-০৪.০০.০০০০.৩১১.৩১.০০৫.১৮.৫৬২

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৭ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয় : **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত আদেশ/আইন ইত্যাদি সংশোধন/পরিমার্জনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সংক্রান্ত।**

গত ২৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি বিবেচ্য বিষয় আলোচনাকালে মন্ত্রিসভা কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত আদেশ/আইন ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"আলোচনা:

৪.১। স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে লব্ধ স্বাধীনতার লক্ষ্যমূলে সক্রিয় থাকে রাষ্ট্রদর্শন যাহা নূতন রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনা করে। এই প্রেক্ষাপটে, স্বাধীন রাষ্ট্রের নবগঠিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র, আইন, বিধি-বিধান, আদেশ, নীতি ও কর্মপরিকল্পনাসহ আইনি কর্তৃত্বসম্পন্ন যে-সকল নির্দেশনা প্রণয়ন করে উহাদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিহিত থাকে রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবধারা। সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় এই সকল আইনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম ও চিরন্তন এবং উহাদের সংরক্ষণ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দিক্‌নির্দেশক হিসাবে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেবল উহাদের প্রয়োজনানুগ পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংযোজন করতঃ সংশোধন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন।

৪.২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানসহ সকল আইন প্রণয়নের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সম্পৃক্ত। স্বাধীনতা অর্জনের পর তাঁহার শাসনামলে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো তাঁহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সৃজিত হয়। প্রণীত হয় প্রয়োজনীয় সকল আইন, বিধি-বিধান, আদেশ, নীতি ও কর্মপরিকল্পনাসহ আইনি কর্তৃত্বসম্পন্ন নির্দেশনাসমূহ, যাহা রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি নির্মাণ করে। ইহার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে সময় ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কেবল উহাদের পরিমার্জন/পরিবর্ধন/সংশোধনকরণের মাধ্যমে আইনি কাঠামোকে সুপ্রযুক্ত করা হইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁহার শাসনামলে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহ রহিতকরণ যুক্তিযুক্ত হইবে না। তবে, পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় ঐসকল রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহের কোনোরূপ সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনানুগ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হইবে।

***

সিদ্ধান্ত:

৫.১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কোনরূপ সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে ঐগুলি রহিত না করিয়া কেবল প্রয়োজনানুগ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ সমীচীন।

***"

২। এমতাবস্থায়, বর্ণিত সময়ে প্রণীত কোন আদেশ/আইন রহিত না করে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩। বর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বর্ণিত সময়ে প্রণীত কোন আইন/আদেশ ইত্যাদি সংশোধন/পরিমার্জনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মনিরা বেগম
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৩৪

বিতরণ:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব।

২। সিনিয়র সচিব
....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩। সচিব
....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

[পত্রটির অনুলিপি তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখা/সেলের গার্ডফাইলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করা হলো।]

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা

স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৩১১.৩১.০০৪.১৫-৩৬৩(৫৫)

তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০১৭
১৩ বৈশাখ ১৪২৪

বিষয় : মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অংশগ্রহণ এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি।

মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অংশগ্রহণ এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে বিভিন্ন বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে যা যথাযথভাবে অনুসরণের অনুরোধ জানিয়ে ইতঃপূর্বে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পত্র দেওয়া হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়।

২। বর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতে, এতৎসংক্রান্ত করণীয় বিষয় সংবলিত একটি তালিকা এবং মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণকালে অনুসরণের জন্য একটি চেকলিস্ট নির্দেশক্রমে এ পত্রের সঙ্গে পুনরায় প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনা অনুযায়ী ৩ (তিন) পাতা।

মনিরা বেগম
উপসচিব
৯৫১১০৩৪
cm_sec@cabinet.gov.bd

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব।
২। সিনিয়র সচিব
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

পত্রটির অনুলিপি তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখা/সেলের গার্ডফাইলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।

মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি

ক। মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ:

০১। কোন বিষয় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই নিশ্চিত হতে হবে যে -

(ক) বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী বিষয়টি মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনযোগ্য। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ৪(২), ১৬, ২৫, ২৬ ও ২৭ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ১১৭(১), ২২৭, ২৩৪(৩) ও ২৩৫(৪);* এবং

(খ) বিষয়টি উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর প্রথম তফসিল]*

০২। বিবেচ্য বিষয়টি সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সার-সংক্ষেপ আকারে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে। সার-সংক্ষেপ সাধারণভাবে তিন পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখা সমীচীন। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ১০৫]*।

০৩। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট না হলে একটি সার-সংক্ষেপে একটি বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

০৪। সার-সংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট, প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি, যৌক্তিকতা ও প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিষয়সমূহ (points for decision) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

০৫। সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের পূর্ব-অনুচ্ছেদে মন্ত্রিসভার নিকট অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

০৬। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে তাঁর সম্মতি প্রদানের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।*[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]।*

০৭। উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সার-সংক্ষেপের শেষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করবেন।

০৮। বিবেচ্য বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংলাগ আকারে সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

০৯। বিবেচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে। প্রাপ্ত পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে সার-সংক্ষেপে উল্লেখসহ পরামর্শ সংবলিত পত্র/নোটশিটের অনুলিপি সংলাগ আকারে সংযুক্ত করতে হবে। প্রাপ্ত পরামর্শের সঙ্গে ঐকমত্যের ক্ষেত্রে তার উল্লেখ এবং মতভিন্নতার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের অবস্থান এবং এর যৌক্তিকতা সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪এ, ১৫, ১৯(২) ও ১৯(৩) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ১৫০-১৬৫]।*

১০। কোনো বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি বা অন্য কোনো কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ আবশ্যকীয় হলে তা গ্রহণপূর্বক সংক্ষিপ্তভাবে সার-সংক্ষেপে এর উল্লেখ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনুলিপি সংলাগ আকারে সংযুক্ত করতে হবে।

১১। নুতন কোনো আইন, নীতি প্রভৃতি প্রণয়ন/জারির প্রস্তাব করা হলে তার একটি খসড়া সংলাগ আকারে সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

১২। কোনো আইন, নীতি ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সংশোধনীর খসড়া; বিদ্যমান বিধান, প্রস্তাবিত সংশোধনী এবং সংশোধনের যৌক্তিকতা সংবলিত ছক আকারে প্রণীত একটি তুলনামূলক বিবরণী; এবং তৎসঙ্গে বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদির কপি সংলাগ আকারে সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, তুলনামূলক বিবরণীতে সংশোধন/সংযোজন/প্রতিস্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শব্দ/বাক্য সহজ-দৃষ্ট করার জন্য স্থূল হরফে (bold font) মুদ্রণ বাঞ্ছনীয়।

১৩। কোনো আইন চূড়ান্ত অনুমোদন বা কোনো চুক্তি/আইনগত দলিল অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত খসড়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট নোটশিটের অনুলিপি সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংলাগ আকারে সংযুক্ত করতে হবে। *[সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ২৩১]*।

১৪। সার-সংক্ষেপের সংলাগ হিসাবে কোনো সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করা হলে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকাও সে-সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত তালিকায় কর্মকর্তাদের নাম, পদবি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম স্পষ্টাক্ষরে ও সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৫। সার-সংক্ষেপে এবং প্রস্তাবিত আইন/নীতিমালার খসড়ায় কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার নাম কিংবা কর্মকর্তাগণের পদবি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে তা শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

১৬। একাধিক সংলাগ সংযুক্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিবেচ্য মুখ্য সংলাগটি (যেমন- আইন/নীতি/চুক্তি/প্রতিবেদন ইত্যাদির খসড়া) সার-সংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সংযুক্ত করতে হবে।

১৭। সকল সংলাগ পতাকা দ্বারা সংখ্যা বা বর্ণানুক্রমে চিহ্নিত করতে হবে। কোনো সংলাগের অধীন সহ-সংলাগ সংযুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ পতাকা-চিহ্নে তা সন্নিবেশ করতে হবে। (যথা- সংলাগ ১-এর অধীন সহ-সংলাগ ১-ক, ১-খ ইত্যাদি)

১৮। সার-সংক্ষেপ A4 সাইজের সাদা কাগজে প্রস্তুত করতে হবে। কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এর বাম দিকে ৩ সেন্টিমিটার ও অন্যান্য দিকে ২ সেন্টিমিটার এবং উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম পৃষ্ঠার বাম দিকে ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ডান দিকে ৩ সেন্টিমিটার ও অন্যান্য দিকে ২ সেন্টিমিটার মার্জিন রাখতে হবে। এ নিয়ম সংলাগসমূহের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব অনুসরণ করতে হবে।

১৯। সার-সংক্ষেপ এবং এর সংলাগসমূহ ছাপার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিকস ফন্ট ও অন্তত ১৩ পয়েন্ট সাইজ এবং ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট ও অন্তত ১২ পয়েন্ট সাইজ ব্যবহার করতে হবে। ছাপার স্পষ্টতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

২০। সার-সংক্ষেপ এবং এর সংলাগসমূহ বাম দিকের উপরের কোণায় স্ট্যাপলার দিয়ে বা সেলাই করে একসঙ্গে আটকাতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্পাইরাল বাইন্ডিং বা অন্য কোনোভাবে বই আকারে বাঁধাই না করাই সমীচীন।

২১। সাধারণভাবে প্রতি সোমবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে কোনো বিষয় আলোচ্যসূচিভুক্ত করার জন্য পূর্ববর্তী বুধবারের মধ্যে সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এ সময়ের পরে অতি জরুরি কোনো বিষয় মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচ্যসূচিভুক্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(৪)]*

২২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপের সংখ্যা নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয় *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*। বিবেচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা পাঁচের অধিক না হলে সাধারণভাবে ৭২ কপি এবং এর অধিক হলে তদানুসারে বর্ধিত সংখ্যক সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।

২৩। মন্ত্রিসভা-বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বৈঠক-সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনের সুবিধার্থে মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণকালে এর সঙ্গে আলাদাভাবে একটি ‘প্রেস ব্রিফ’ প্রেরণ করতে হবে। উক্ত প্রেস ব্রিফ সাধারণভাবে অনধিক তিন পৃষ্ঠার মধ্যে বুলেট পয়েন্টে প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং এতে সার-সংক্ষেপে প্রদত্ত প্রস্তাব/বিষয়ের (আইন, অধ্যাদেশ, নীতি, চুক্তি, সফর-সংক্রান্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি) প্রেক্ষাপট, মূল বিষয়বস্তু, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপকারভোগীর ধরণ ও সংখ্যা, ক্ষেত্রবিশেষে আর্থিক সংশ্লেষ, এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/জনগণ জানতে আগ্রহী হতে পারেন এমন প্রাসঙ্গিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

২৪। প্রেস ব্রিফিংয়ে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড; আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে দণ্ডের পূর্বাপর হ্রাস/বৃদ্ধি উল্লেখ করতে হবে।

২৫। গোপনীয়তা রক্ষার নিয়মাবলি অনুসরণক্রমে একটি অগ্রায়ণপত্রসহ সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভা-বৈঠক অধিশাখার উপসচিবের নিকট (কক্ষ-২০২, ভবন-১, বাংলাদেশ সচিবালয়) প্রেরণ করতে হবে। একইসঙ্গে সার-সংক্ষেপের সফ্‌টকপি এবং প্রেস ব্রিফিংয়ের হার্ড ও সফ্‌টকপি প্রেরণ আবশ্যক।

২৬। নিম্নপ্রদর্শিত কাঠামো অনুসরণে সার-সংক্ষেপের নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে ‘অতি গোপনীয়’, কপির ক্রমিক সংখ্যা, উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম, ‘মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ’, নথি-নম্বর, তারিখ, বিষয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(১) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ-১৩, ১৪]*

অতি গোপনীয়
......কপির........নম্বর কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

....
(মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম)

মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ

নম্বর: তারিখ:---------------------

বিষয় : ....।
....
....।
২। ....
....।
..। ....
....।
..। ....
....।
..। ....
....।

..। [সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের পূর্ব-অনুচ্ছেদে মন্ত্রিসভার নিকট অভিপ্রেত সিদ্ধান্তের বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। (যেমন - আইন/অধ্যাদেশের খসড়ার ক্ষেত্রে নীতিগত/চূড়ান্ত অনুমোদন; নীতি/চুক্তির ক্ষেত্রে অনুমোদন/অনুসমর্থন কিংবা প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে অবহিতকরণ..।]

..। . . . . মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী সার-সংক্ষেপটি দেখেছেন, অনুমোদন করেছেন এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

(সচিবের স্বাক্ষর)
....
(নাম)
....
(পদবি)

খ। <u>মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অংশগ্রহণ:</u>

০১। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের নোটিশ, সার-সংক্ষেপ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র 'অতি গোপনীয়' শ্রেণিভুক্ত বিধায় এগুলোর গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত এ-সকল কাগজপত্র সংবলিত খাম প্রাপক নিজে খুলবেন বা তাঁর সম্মুখে খোলাবেন। প্রাপক এ-সকল কাগজপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করবেন। এ-সকল কাগজপত্র ফটোকপি করা বা অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(১) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ-২১-এর অনুচ্ছেদ ৩৮]*

০২। আমন্ত্রণ ব্যতিরেকে কেউ মন্ত্রিসভা-বৈঠক কক্ষে উপস্থিত হবেন না এবং যে বিষয় বিবেচনাকালে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সে বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বিবেচনাকালে উক্ত কক্ষে অবস্থান করবেন না।

০৩। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে কোন বিষয় বিবেচনাকালে বিষয়টির উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক হলে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২১(৫)(২)]*

০৪। কোন বিষয় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে বিবেচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সার-সংক্ষেপ বৈঠক-কক্ষে রেখে যেতে হবে। কোন কারণে তা সম্ভব না হলে গোপনীয়তা রক্ষা করে যথাশীঘ্র সম্ভব সার-সংক্ষেপটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

গ। <u>মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:</u>

০১। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মন্ত্রী ও সচিবগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। তৎসঙ্গে সংযুক্ত প্রাপ্তিস্বীকারপত্রটি প্রাপক নিজে স্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষরিত ও যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রাপ্তিস্বীকারপত্রটিতে ডাইরি নম্বর লিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরৎ পাঠাতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২১(৭) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ-৪১]*

০২। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি সচিব নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করবেন। এ-সকল উদ্ধৃতির তালিকা একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। সচিবগণ কার্যভার হস্তান্তরকালে এ-সকল উদ্ধৃতি উত্তরসূরির নিকট হস্তান্তর করবেন। হস্তান্তরকরণের বিষয়ে প্রত্যয়নপত্রের অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(৩) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার অনুচ্ছেদ-৫৪ ও পরিশিষ্ট-৫]*

০৩। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতির মূলকপি বা তার ফটোকপি কারও নিকট প্রেরণ করা যাবে না। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে সরকারের সিদ্ধান্ত মর্মে উল্লেখ করে পৃথক পত্র দ্বারা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(২)]*

০৪। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ/সমন্বয় করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(১) ও ২৩(৩)]*

০৫। কোন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণসহ বাস্তবায়ন-অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের চার তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে (মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখায়) প্রেরণ করবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(৪)]*

মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণকালে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য

<u>চেকলিস্ট</u>

(অনুসরণীয় বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতির তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহারের জন্য)

		হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
১.	বিষয়টি মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনযোগ্য কি না?			
২.	বিষয়টি উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত কি না?			
৩.	পরস্পর সংশ্লিষ্ট না হলে সার-সংক্ষেপে শুধু একটি বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?			
৪.	সার-সংক্ষেপ অনধিক তিন পৃষ্ঠার কি না?			
৫.	সার-সংক্ষেপটি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কি না?			
৬.	সার-সংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হয়েছে কি না?			
৭.	সার-সংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয় সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না?			
৮.	মন্ত্রিসভার নিকট অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের পূর্ব-অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না?			
৯.	প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তিসমূহ সুস্পষ্টভাবে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কি না?			
১০.	সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের অনুলিপি সংলাগ আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না?			
১১.	সংলাগ আকারে প্রদত্ত সকল কাগজপত্র সত্যায়িত করা হয়েছে কি না?			
১২.	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে কি না?			
১৩.	পরামর্শের বিষয়ে ‘কার্যবিধিমালা - ১৯৯৬’ এবং ‘সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪’-এর নির্দেশ ১৫০-১৬৫ অনুসরণ করা হয়েছে কি না?			

		হাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
১৪.	প্রাপ্ত পরামর্শ সংক্ষিপ্তভাবে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কি না?			
১৫.	পরামর্শ সংবলিত পত্র/নোটশিটের অনুলিপি সংলাগ আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না?			
১৬.	প্রাপ্ত পরামর্শের সঙ্গে ঐকমত্যের ক্ষেত্রে তৎসংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত বিবরণ সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কি না?			
১৭.	প্রাপ্ত পরামর্শের সঙ্গে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের অবস্থান এবং এর যৌক্তিকতা সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কি না?			
১৮.	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা থাকলে তা গ্রহণ করা হয়েছে কি না?			
১৯.	কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা সংক্ষিপ্তভাবে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কি না?			
২০.	কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনুলিপি সংলাগ আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না?			
২১.	আইন, নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে তার একটি খসড়া সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না?			
২২.	কোনো আইন, নীতি ইত্যাদি সংশোধনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদির কপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না?			
২৩.	কোনো আইন, নীতি ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধান, প্রস্তাবিত সংশোধনী এবং সংশোধনের যৌক্তিকতা সংবলিত ছক আকারে প্রণীত একটি তুলনামূলক বিবরণী সংলাগ আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না?			
২৪.	তুলনামূলক বিবরণীতে সংশোধন/সংযোজন/প্রতিস্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শব্দ/বাক্য স্থূল হরফে (bold font) মুদ্রণ করা হয়েছে কি না?			
২৫.	কোনো আইন চূড়ান্ত অনুমোদন বা কোন চুক্তি/আইনগত দলিল অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত খসড়ার অনুলিপি সংলাগ আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না?			
২৬.	কোনো আইন চূড়ান্ত অনুমোদন বা কোন চুক্তি/আইনগত দলিল অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং-সংশ্লিষ্ট নোটশিটের অনুলিপি সংলাগ আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না?			
২৭.	সংলাগ হিসাবে কোন সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করা হয়ে থাকলে তার সঙ্গে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে কি না? উক্ত তালিকায় কর্মকর্তাদের নাম, পদবি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম স্পষ্টাক্ষরে ও সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না?			
২৮.	সার-সংক্ষেপে এবং প্রস্তাবিত আইন/নীতিমালার খসড়ায় কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার নাম ও কর্মকর্তাগণের পদবি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তা শুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না?			
২৯.	একাধিক সংলাগ সংযুক্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিবেচ্য মুখ্য সংলাগটি সার-সংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না?			
৩০.	সংলাগসমূহ পতাকা দ্বারা সংখ্যা বা বর্ণানুক্রমে চিহ্নিত করা হয়েছে কি না?			
৩১.	সংলাগের ভেতর সহ-সংলাগ থাকলে তা ভিন্নরূপ পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে কি না?			
৩২.	সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সুপারিশ গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে কি না?			
৩৩.	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সার-সংক্ষেপের শেষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেছেন কি না?			

		হাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
৩৪.	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সার-সংক্ষেপের অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করেছেন কি না?			
৩৫.	সার-সংক্ষেপ A4 সাইজের সাদা কাগজে প্রস্তুত করা হয়েছে কি না?			
৩৬.	সার-সংক্ষেপে যথাযথ মার্জিন রাখা হয়েছে কি না?			
৩৭.	সংলাগসমূহের আকার ও মার্জিনের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কি না?			
৩৮.	সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির ছাপা স্পষ্ট কি না?			
৩৯.	সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলি ছাপার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিকস ফন্ট এবং অন্তত ১৩ পয়েন্ট সাইজের এবং ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং অন্তত ১২ পয়েন্ট সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে কি না?			
৪০.	সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির বাম দিকের উপরের কোণায় স্ট্যাপলার দিয়ে বা সেলাই করে একসঙ্গে আটকানো হয়েছে কি না?			
৪১.	নির্ধারিত সংখ্যক (বর্তমানে কমপক্ষে ৭২টি) সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হচ্ছে কি না?			
৪২.	সার-সংক্ষেপের শীর্ষে ডান কোণে ‘অতি গোপনীয়’ লেখা হয়েছে কি না?			
৪৩.	সার-সংক্ষেপের কপির ক্রমিক সংখ্যা লেখা হয়েছে কি না?			
৪৪.	সার-সংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম লেখা হয়েছে কি না?			
৪৫.	সার-সংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে ‘মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ’ কথাটি লেখা হয়েছে কি না?			
৪৬.	সার-সংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে নথি-নম্বর ও তারিখ লেখা হয়েছে কি না?			
৪৭.	মন্ত্রিসভার আসন্ন বৈঠকে আলোচ্যসূচিভুক্ত করা আবশ্যক এমন কোন বিষয়ের সার-সংক্ষেপ বৈঠকের অন্তত চার দিন (four clear days) পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে কি না?			
৪৮.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে আলোচ্যসূচিভুক্ত করার জন্য উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা না হয়ে থাকলে বিষয়টি আলোচ্যসূচিভুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কি না?			
৪৯.	সার-সংক্ষেপটি গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে অগ্রায়ণপত্রসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কি না?			
৫০.	সার-সংক্ষেপের সফ্‌ট-কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কি না?			
৫১.	প্রেস ব্রিফিং-এর হার্ড ও সফ্‌ট কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কি না?			

(যে কোন পরামর্শ/সহযোগিতার জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠক অধিশাখার উপসচিব (ফোন: ৯৫১১০৩৪)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে)

রেকর্ড অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
রেকর্ড অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৩২২.৩১.০০১.১৫.২৩৯

তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৬ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'র মতামতসমূহ WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-এর খসড়ায় অন্তর্ভুক্তসহ সমরপুস্তক চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হলো:

২। কমিটির গঠন :

(১)	অতিরিক্ত সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
(২)	প্রতিনিধি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(৩)	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(৪)	প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(৫)	প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(৬)	প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(৭)	প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য
(৮)	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য

৩। কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'র মতামতসমূহ WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-এর খসড়ায় অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) সমরপুস্তক চূড়ান্ত করার পূর্বে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের সহায়তায় মুদ্রণ প্রমাদসমূহ সংশোধন।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল্লাহ হারুন
উপসচিব (রেকর্ড)
ফোন: ৯৫৭৩৮০১
ই-মেইল:
record_branch@cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৩২২.৩১.০০১.১৫.২৩৯

তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৬ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। সিনিয়র সচিব/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার/সচিব---মন্ত্রণালয়/বিভাগ

অনুলিপি:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

মোঃ আবদুল্লাহ হারুন
উপসচিব (রেকর্ড)
ফোন: ৯৫৭৩৮০১
ই-মেইল: record_branch@cabinet.gov.bd

কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ
ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

২৩—

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১২.০০৬.০২.১৯-২৮৯

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪২৬ / ১৫ জুলাই ২০১৯

বিষয় : **সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন, প্রেরণ এবং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি, পদ্ধতি ও চেকলিস্ট প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCEA) ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCGP) -এর সভায় সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এ সকল বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের অনুরোধ জানিয়ে ইতঃপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্র জারির পর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এ সময়ের মধ্যে ক্রয় সম্পর্কিত কতিপয় বিধি-বিধান সংশোধিত হয়েছে। এছাড়া CCEA ও CCGP কমিটি দু'টির বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত এতদ্‌সংক্রান্ত কতিপয় অনুশাসন রয়েছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে এতদ্‌সংক্রান্ত CCEA ও CCGP-এর জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন, প্রেরণ এবং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি, পদ্ধতি ও চেকলিস্ট হালনাগাদ করা হয়েছে।

২। বর্ণিত অবস্থায়, CCEA ও CCGP-এর জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন, প্রেরণ এবং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি, পদ্ধতি ও চেকলিস্ট হালনাগাদপূর্বক নির্দেশক্রমে এ সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা অনুযায়ী ০৮ (আট) পাতা।

খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ
উপসচিব
৯৫৭৪৫৩৮
pe_sec@cabinet.gov.bd

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/ সচিব
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।

সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি-এর সভায় সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য অনুসরণীয় বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি

১. সাধারণ নির্দেশাবলি:

১.১. বিবেচ্য বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ও যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্মারকলিপি (সার-সংক্ষেপ) আকারে মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সার-সংক্ষেপের দৈর্ঘ্য সাধারণভাবে তিন পৃষ্ঠার বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)ও ২২(৪) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ১০৫]*

১.২. বিবেচ্য প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি-এর কার্যপরিধির আলোকে উপস্থাপনের শর্ত পূরণ করতে হবে।

১.৩. বিবেচ্য প্রস্তাব কমপক্ষে সভার ৪ কার্যদিবস পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠাতে হবে *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(৪)]*।

১.৪. সার-সংক্ষেপে বিবরণ অনুচ্ছেদ আকারে হবে; কোনো শিরোনাম বা উপ-শিরোনাম এতে ব্যবহার করা যাবেনা। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের আওতায় ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদিত হতে হবে।

১.৫. ইতঃপূর্বে এ কমিটির (সিসিজিপি/সিসিইএ) সভায় উপস্থাপন হয়ে থাকলে সভার তারিখসহ সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে হবে।

১.৬. আলোচ্য ক্রয়ের বিষয়ে কোনো অভিযোগ ও আপিল অথবা মামলা চলমান থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে এবং অভিযোগ/মামলার গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকতে হবে।

১.৭. পরস্পর সংশ্লিষ্ট না হলে একটি সার-সংক্ষেপে একাধিক বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা যাবে না।

১.৮. বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট, প্রাসঙ্গিক তথ্য, যৌক্তিকতা ও সিদ্ধান্তের বিষয়সমূহ (points for decision) সার-সংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

১.৯. বিবেচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরামর্শ করে নিতে হবে। প্রাপ্ত পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ এবং পরামর্শ-সংবলিত পত্র/নোটশিটের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। প্রাপ্ত পরামর্শের সঙ্গে একমত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার উল্লেখ এবং একমত না হয়ে থাকলে তার যুক্তি সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪এ, ১৯(২) ও ১৯(৩) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ১৫০-১৬০]*

১.১০. মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

১.১১. সংলাগসমূহের প্রতি পাতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়ন ও অনুস্বাক্ষর করতে হবে; ছাপা স্পষ্ট হতে হবে এবং ফন্টের আকার ১৩ হতে হবে। বাংলা ফন্ট নিকস ও ইংরেজি Times New Roman হতে হবে।

১.১২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি 'সংলাগ' হিসাবে সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

১.১৩. সকল সংলাগ সংখ্যা বা বর্ণ সংবলিত ও ক্রমানুসারে সজ্জিত পতাকা দ্বারা চিহ্নিত এবং সার-সংক্ষেপের যথাস্থানে সংলাগের উল্লেখ করতে হবে। সংলাগের ভেতর পরিশিষ্ট থাকলে তা এমনভাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে কোনোরূপ সংশয়ের সৃষ্টি না হয়।

১.১৪. সার-সংক্ষেপের সঙ্গে একাধিক সংলাগ থাকলে মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক বিবেচ্য মুখ্য সংলাগটি সার-সংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সংযুক্ত করতে হবে।

১.১৫. সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে তাঁর সম্মতির বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে { *মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী সার-সংক্ষেপটি দেখেছেন, অনুমোদন করেছেন এবং (মন্ত্রিসভা কমিটির নাম) মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন মর্মে সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ থাকতে হবে*}। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

১.১৬. উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সার-সংক্ষেপের শেষে স্বাক্ষর এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করবেন।

[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ২(৩০)]

১.১৭. সার-সংক্ষেপের নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে ‘গোপনীয়’, কপির ক্রমিক সংখ্যা, উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম, (মন্ত্রিসভা কমিটির নাম) মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ’, নথি নম্বর, তারিখ, বিষয় ইত্যাদি লিখতে হবে।

১.১৮. সার-সংক্ষেপ একটি অগ্রায়নপত্রসহ এবং গোপনীয়তা রক্ষার নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখার/শাখার উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-এর নিকট (কক্ষ-১১৭, ভবন-১, বাংলাদেশ সচিবালয়) প্রেরণ করতে হবে। একই সঙ্গে ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখা/শাখায় সার-সংক্ষেপের ১টি সফ্‌ট কপি (ইউনিকোড-নিকস ফন্টে পেন ড্রাইভে করে হাতে হাতে অথবা pe_sec@cabinet.gov.bd ঠিকানায়) প্রেরণ করতে হবে।

১.১৯. সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

২. <u>সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপে :</u>

২.১. ক্রয়কারী সংস্থার নাম, অর্থের উৎস ও অর্থায়নের খাত (উন্নয়ন/অনুন্নয়ন), ক্রয় পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। সুপারিশকৃত দরদাতা/প্রস্তাবকারীর পূর্ণ ঠিকানা ও দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে।

২.২. দরপত্র/প্রস্তাব আহ্বানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দরপত্র মূল্যায়নে প্রাপ্ত নন-রেসপন্সিভ দরদাতাদের নাম এবং নন-রেসপন্সিভ হওয়ার কারণ সার-সংক্ষেপে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করতে হবে।

২.৩. দরপত্র/প্রস্তাব বৈধতার মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে এবং দরপত্র/প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকলে দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে মেয়াদ বৃদ্ধির সম্মতিপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

২.৪. বিবেচ্য প্রস্তাবটি ‘অর্পিত ক্রয়কার্য’ হলে তা উল্লেখ করতে হবে।

২.৫. বৈদেশিক অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট হলে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্মতি আছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

২.৬. মূল্যায়ন কমিটির সুস্পষ্ট মতামত উল্লেখ করতে হবে এবং মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের পক্ষপাতহীনতার যৌথ ও একক ঘোষণা সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

২.৭. প্রস্তাবিত ক্রয়ের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) একনেক কর্তৃক অনুমোদিত কিনা, অনুমোদিত হলে অনুমোদনের তারিখ ও প্রকল্পের মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।

২.৮. সর্বনিম্ন দরদাতার অনুকূলে ক্রয়ের সুপারিশ করা না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে।

২.৯. পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় তৈরি করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে ঘোষণা থাকতে হবে এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের সঙ্গে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দর সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তার যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে।

২.১০. ফ্রন্ট লোডিং-এর কোনো বিষয় থাকলে কার্যসম্পাদন জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিনা তা তা উল্লেখ করতে হবে।

২.১১. দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নের সময় দরদাতা প্রতিষ্ঠানের আইনি ভিত্তি (legal entity), পূর্বকাজের গুণগতমান (previous performence) এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারকে আয়কর (income tax) প্রদান সংক্রান্ত প্রমাণাদি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

২.১২. Quality and Cost Based Selection (QCBS) বা Quality Based Selection (QBS) পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কারিগরি, আর্থিক এবং যৌথ মূল্যায়ন প্রত্যেক ক্ষেত্রে পাশ নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং প্রাপ্ত স্কোর সার-সংক্ষেপের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২.১৩. প্রস্তাবিত মূল্য একাধিক মুদ্রায় হলে মুদ্রা বিনিময় হার (রেফারেন্স ও তারিখসহ) উল্লেখ করতে হবে।

২.১৪. একাধিক লটের/প্যাকেজের/সাব-প্যাকেজের ক্রয় প্রস্তাব একত্রে উপস্থাপন করা হলে সর্বমোট (Total) ক্রয় মূল্য অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২.১৫. ট্যাক্স/ভ্যাট-এর পরিমাণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২.১৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/শাঃক্রঃ/বিবিধ/৩(৪)/২০০২/১৯২; তারিখ ২১/০৭/০৪ খ্রিঃ অনুসরণে সার-সংক্ষেপের শেষে প্রস্তাবের পূর্বের অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব কর্তৃক নিম্নরূপ প্রত্যয়ন প্রদান

করতে হবে:

"বিবেচ্য ক্রয়/সংগ্রহ/নির্মাণ চুক্তির প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণে ক্রয়/সংগ্রহ/চুক্তি সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বিবেচ্য প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানের পরিপন্থি নয়। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম-নীতির কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। সুপারিশকৃত দরদাতার/দাতাদের প্রস্তাবের সঙ্গে Tender/Request for Proposal (RFP) ডকুমেন্ট-এর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। উপস্থাপিত কাগজপত্রের সঙ্গে Tender/Request for Proposal (RFP) ডকুমেন্ট-এর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে বর্ণিত তথ্য সার-সংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো বস্তুনিষ্ঠ/উল্লেখযোগ্য তথ্য সার-সংক্ষেপে অনুল্লিখিত নেই।"

২.১৭. ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে মূল চুক্তিমূল্য, প্রস্তাবিত ভেরিয়েশনের পরিমাণ (ভ্যাট-ট্যাক্সসহ/ছাড়া) এবং সংশোধিত চুক্তিমূল্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২.১৮. ভেরিয়েশন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভেরিয়েশনের কারণ, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত টেন্ডারড্ ও নন-টেন্ডারড্ আইটেমের নামসহ মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২.১৯. নন-টেন্ডারড্ আইটেমসমূহ (যদি থাকে) নতুনভাবে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে।

৩. ক্রয় প্রস্তাব সংবলিত সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮-এর তফসিল ১৪-তে বর্ণিত নমুনা ছক অনুসরণ করতে হবে। তবে কোনো শিরোনাম বা উপ-শিরোনাম ব্যবহার করা যাবেনা।

৪. সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সংশ্লিষ্ট অনুশাসন (যদি থাকে) আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করাতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

৫. অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ:

৫.১. উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি বা অন্য কোনো ক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে:

৫.১.১. বিবেচ্য প্রস্তাবের পটভূমি/ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে হবে।

৫.১.২. ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনায় বা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় কোন পদ্ধতিতে ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা উল্লেখ করতে হবে।

৫.১.৩. অন্য ক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৫.১.৪. জরুরি প্রয়োজনে পিপিআর, ২০০৮-এর বিধি ৭৬(২)-এ উল্লিখিত মূল্যসীমার ঊর্ধ্বে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫.১.৫. বিবেচ্য প্রস্তাবের মাধ্যমে চাহিত সিদ্ধান্ত পিপিএ, ২০০৬-এর ধারা ৬৮(১) সম্পর্কিত হলে তা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করতে হবে এবং একই সঙ্গে পিপিআর, ২০০৮-এর বিধি ৭৬(২)-এ উল্লিখিত মূল্যসীমার ঊর্ধ্বে ক্রয়ের ক্ষেত্রেও অনুমোদন গ্রহণের প্রস্তাব থাকতে হবে।

৫.২. অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির কথা উল্লেখ থাকলে:

৫.২.১. বিবেচ্য প্রস্তাবের পটভূমি/ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে হবে।

৫.২.২. বিবেচ্য প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরাসরি ক্রয় চুক্তি প্রয়োগের বিষয়ে প্রতিপালনীয় শর্ত/শর্তসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

৫.২.৩. বিবেচ্য প্রস্তাব পিপিআর, ২০০৮-এর বিধি ৭৬(২)-এ উল্লিখিত মূল্যসীমার ঊর্ধ্বে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

৫.২.৪. বিবেচ্য প্রস্তাবের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্তে পিপিআর, ২০০৮-এর বিধি ৭৬(২)-এ উল্লিখিত মূল্যসীমার ঊর্ধ্বে ক্রয়ের সুস্পষ্ট প্রস্তাব থাকতে হবে।

৫.৩. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নীতিগত অনুমোদন (In Principle Approval)-**এর জন্য:**

৫.৩.১.১. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম, প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা (potential scope), পিপিপি পদ্ধতি অবলম্বনে বাস্তবায়নের কারণ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

৫.৩.১.২. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৫.৩.১.৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ধারণাগত সুফলতা এবং ঝুঁকি (যদি থাকে)-এর বর্ণনা।

৫.৩.১.৪. পিপিপি প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিপিপি কর্তৃপক্ষের মতামত (PPP Authority IPA Concurrence) তারিখসহ উল্লেখ করতে হবে।

৫.৩.১.৫. PPP প্রকল্প প্রস্তাব, পিপিপি কর্তৃপক্ষের মতামত (PPP Authority IPA Concurrence) এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডকুমেন্ট সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৩.১.৬. মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৫.৩.১.৭. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৫.৩.২. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদন (Final Approval)-এর জন্য:

৫.৩.৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম, প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের কারণ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

৫.৩.৪. প্রকল্পের বিবরণ।

৫.৩.৫. ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অনুযায়ী প্রকল্পের কারিগরি, বাণিজ্যিক, আর্থিক, সামাজিক ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত উল্লেখ করতে হবে।

৫.৩.৬. ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি-এর বিষয়ে Project Assessment Committee (PAC) এবং পিপিপি কর্তৃপক্ষের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মতামত উল্লেখ করতে হবে।

৫.৩.৭. বেসরকারি অংশিদার (প্রাইভেট পার্টনার) নির্বাচনের বর্ণনা (বিজ্ঞাপন, Bidding Process, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, আবেদন disqualification/rejection-এর কারণ, মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ, মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের উপর Head of the Contracting Authority ও Line ministry-এর মতামত ইত্যাদি)।

৫.৩.৮. প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস (ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির মতামত, মূল্যায়ন কমিটির মতামত, মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর Line Ministry-এর মতামত, Negotiation রিপোর্ট, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং ইত্যাদি) সংলাগ হিসাবে সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৩.৯. কোনো অভিযোগ থাকলে তার বর্ণনা এবং সে সম্পর্কে রিভিউ প্যানেলের মতামত উল্লেখ করতে হবে।

৫.৩.১০. PPP contract Document-এর উপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত (ভেটিং) সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

৫.৩.১১. মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ হবে।

৫.৩.১১.১. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৬. <u>মন্ত্রিসভা-**কমিটির** সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত:</u>

৬.১. মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত সংবলিত পত্রটি সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করবেন। এ সকল পত্রের তালিকা একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। সচিব কার্যভার হস্তান্তরকালে এ সকল পত্র উত্তরসূরির নিকট হস্তান্তর করবেন। হস্তান্তরকরণ সার্টিফিকেটের কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(৩) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকা]*

৬.২. মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্তকে সরকারের সিদ্ধান্ত হিসাবে উল্লেখ করে তা পৃথক পত্র দ্বারা বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত সংবলিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রটি বা তার ফটোকপি কারও নিকট প্রেরণ করা যাবে না। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(২)]*

৬.৩. মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ/সমন্বয় করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(১) ও ২৩(৩)]*

৬.৪. কোনো সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণসহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রতি

মাসের সাত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে (ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখায়) প্রেরণ করবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(৪)]*

৭. মন্ত্রিসভা **কমিটির সভা সংক্রান্ত:**

৭.১. মন্ত্রিসভা কমিটির নোটিশ, সার-সংক্ষেপ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র 'অতি গোপনীয়' শ্রেণিভুক্ত বিধায় এগুলির গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত এ সকল কাগজপত্র সংবলিত খাম প্রাপক নিজে খুলবেন বা তাঁর সম্মুখে খুলতে হবে। প্রাপক এ সকল কাগজপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করবেন। এ সকল কাগজপত্র ফটোকপি বা অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(১) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ-২১-এর অনুচ্ছেদ ৩৮]*

৭.২. আমন্ত্রণ ব্যতিরেকে কেউ মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় উপস্থিত হবেন না এবং যে বিষয় বিবেচনাকালে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সে বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় বিবেচনাকালে সভা-কক্ষে অবস্থান করবেন না।

৭.৩. মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক কোনো বিষয় বিবেচনাকালে বিষয়টির উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক হলে সভার পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অবহিত করতে হবে।

৭.৪. কোনো বিষয় মন্ত্রিসভা কমিটিতে বিবেচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সার-সংক্ষেপ সভা কক্ষে রেখে যেতে হবে। কোনো কারণে তা সম্ভব না হলে গোপনীয়তা রক্ষা করে যথাশীঘ্র সম্ভব সার-সংক্ষেপটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরত পাঠাতে হবে।

****

সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি-এর জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণকালে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য

চেকলিস্ট

(অনুসরণীয় বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতির তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহারের জন্য)

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়
১।	বিষয়টি মন্ত্রিসভা-কমিটিতে উপস্থাপনযোগ্য কিনা?		
২।	বিষয়টি উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত কিনা?		
৩।	সার-সংক্ষেপের দৈর্ঘ্য অনধিক তিন পৃষ্ঠা কিনা?		
৪।	সার-সংক্ষেপের বক্তব্য সুস্পষ্ট কিনা?		
৫।	সার-সংক্ষেপটি যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা?		
৬।	সার-সংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
৭।	সার-সংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয় সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
৮।	সার-সংক্ষেপে প্রস্তাব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
৯।	প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তিসমূহ সুস্পষ্টভাবে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
১০।	মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কিনা?		
১১।	সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?		
১২।	ডিপিপি/টিপিপি অনুমোদনের তারিখ		
১৩।	দরপত্র/ EoI আহ্বানের তারিখ		
১৪।	দরপত্র/ EoI দাখিলের সর্বশেষ তারিখ		
১৫।	দরপত্র খোলার সর্বশেষ তারিখ		
১৬।	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ		
১৭।	ক্রয়কারী কর্তৃক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে ক্রয় প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ		
১৮।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ক্রয় প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ		
১৯।	সংলাগ হিসাবে প্রদত্ত সকল কাগজপত্র সত্যায়িত করা হয়েছে কিনা?		
২০।	কোনো কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা সংক্ষিপ্ত আকারে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
২১।	কোনো কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?		
২২।	সংলাগসমূহ সংখ্যা বা বর্ণ সংবলিত পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?		
২৩।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যয়ন আছে কিনা		
২৪।	দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
২৫।	সংলাগসমূহ ক্রমানুসারে সংযোজন করা হয়েছে কিনা?		
২৬।	সার-সংক্ষেপের যথাস্থানে সংলাগের উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
২৭।	সংলাগের ভেতর পরিশিষ্ট থাকলে যাতে সংশয় সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করে পতাকা-চিহ্নিত করা		

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়
	হয়েছে কিনা?		
২৮।	সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
২৯।	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সার-সংক্ষেপের শেষে স্বাক্ষর করেছেন কিনা?		
২৪—	দ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সার-সংক্ষেপের অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করেছেন কিনা?		
৩১।	সার-সংক্ষেপ A4 আকারের সাদা কাগজে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা?		
৩২।	সার-সংক্ষেপে যথাযথ মার্জিন রাখা হয়েছে কিনা?		
৩৩।	সংলাগসমূহের আকারের ও মার্জিনের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?		
৩৪।	সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির ছাপা স্পষ্ট কিনা?		
৩৫।	সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির ফন্টের আকার অন্তত ১৩ কিনা?		
৩৬।	সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির শীর্ষ বাম কোণায় স্ট্যাপলার দিয়ে বা সেলাই করে একসঙ্গে আটকানো হয়েছে কিনা?		
৩৭।	নির্ধারিত সংখ্যক (বর্তমানে এ সংখ্যা কমপক্ষে ৩৫টি) সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হচ্ছে কিনা?		
৩৮।	সার-সংক্ষেপের শীর্ষ ডান কোণে ‘অতি গোপনীয়’ লেখা হয়েছে কিনা?		
৩৯।	সার-সংক্ষেপের কপির ক্রমিক সংখ্যা লেখা হয়েছে কিনা?		
৪০।	সার-সংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম লেখা হয়েছে কিনা?		
৪১।	সার-সংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে নথি নম্বর ও তারিখ লেখা হয়েছে কিনা?		
৪২।	সার-সংক্ষেপটি অগ্রায়ণপত্রসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?		
৪৩।	সার-সংক্ষেপটি গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?		

 চেকলিস্টের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘প্রযোজ্য নয়’ হতে হবে।

(যে কোনো পরামর্শ/সহযোগিতার জন্য ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখার/শাখার উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (ফোন: ৯৫৭৪৫৩৮)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে)

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

স্মারক নম্বর-০৪.৬১২.০০০০.০০৭.০১.০০.১৪-৩১০

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪২৪ বঃ / ০৭ আগস্ট ২০১৭

বিষয় : মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ এবং মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি।

মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ এবং মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে বিভিন্ন বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এ সকল বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের অনুরোধ জানিয়ে ইতঃপূর্বে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পত্র দেওয়া হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২। বর্ণিত অবস্থায়, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে এ সংক্রান্ত করণীয় বিষয়াদির একটি তালিকা এবং মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণকালে অনুসরণের জন্য একটি চেকলিস্ট নির্দেশিত হয়ে এ পত্রের সঙ্গে পুনরায় প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা অনুযায়ী ৩ (তিন) পাতা।

মোঃ মেহেদী হাসান
উপসচিব
৯৫৭৪৫৩৮
pe_sec@cabinet.gov.bd

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩। পত্রটির অনুলিপি তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখা/সেলের গার্ডফাইলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।

৪। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।

৫। প্রোগ্রামার, আইসিটি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-পরিপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য।

মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে অনুসরণীয় বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতি

ক। মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ:

সাধারণ নির্দেশাবলি:

১। বিবেচ্য বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ও যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্মারকলিপি (সার-সংক্ষেপ) আকারে মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সার-সংক্ষেপের দৈর্ঘ্য সাধারণভাবে তিন পৃষ্ঠার বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১) ও ২২(৪) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ১০৫]*

২। পরস্পর সংশ্লিষ্ট না হলে একটি সার-সংক্ষেপে একাধিক বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা যাবে না।

৩। বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট, প্রাসঙ্গিক তথ্য, যৌক্তিকতা ও সিদ্ধান্তের বিষয়সমূহ (points for decision) সার-সংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

৪। বিবেচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে। প্রাপ্ত পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ এবং পরামর্শ সংবলিত পত্র/নোটশিটের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। প্রাপ্ত পরামর্শের সঙ্গে একমত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার উল্লেখ এবং একমত না হয়ে থাকলে না হওয়ার যুক্তি সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪এ, ১৯(২) ও ১৯(৩) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ১৫০-১৬০]*

৫। মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

৬। সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগসমূহের ছাপা স্পষ্ট এবং ফন্টের আকার অন্তত ১৪ হতে হবে।

৭। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি ‘সংলাগ’ হিসাবে সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

৮। সকল সংলাগ সংখ্যা বা বর্ণ সংবলিত ও ক্রমানুসারে সজ্জিত পতাকা দ্বারা চিহ্নিত এবং সার-সংক্ষেপের যথাস্থানে সংলাগের উল্লেখ করতে হবে। সংলাগের ভেতর পরিশিষ্ট থাকলে তা এমনভাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে কোনরূপ সংশয়ের সৃষ্টি না হয়।

৯। সার-সংক্ষেপের সঙ্গে একাধিক সংলাগ থাকলে মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক বিবেচ্য মুখ্য সংলাগটি (যেমন- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ) সার-সংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সংযুক্ত করতে হবে।

১০। সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে তাঁর সম্মতির বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে { *মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী সার-সংক্ষেপটি দেখেছেন, অনুমোদন করেছেন এবং (মন্ত্রিসভা কমিটির নাম) মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন মর্মে সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ থাকতে হবে*}। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১)]*

১১। উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সার-সংক্ষেপের শেষে স্বাক্ষর এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করবেন। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ১৯(১) ও ২(১)(জে) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশ ২(৩০)]*

১২। সার-সংক্ষেপের নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে ‘গোপনীয়’, কপির ক্রমিক সংখ্যা, উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম, ………………… মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ’, নথি নম্বর, তারিখ, বিষয় ইত্যাদি লিখতে হবে।

১৩। সার-সংক্ষেপ একটি অগ্রায়নপত্রসহ এবং গোপনীয়তা রক্ষার নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখার/শাখার উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-এর নিকট (কক্ষ-১১৭, ভবন-১,

বাংলাদেশ সচিবালয়) প্রেরণ করতে হবে। একই সঙ্গে ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখা/শাখায় সার-সংক্ষেপের ১টি সফ্‌ট কপি (ইউনিকোড-নিকস ফন্টে পেন ড্রাইভে করে হাতে হাতে অথবা pe_sec@cabinet.gov.bd ঠিকানায়) প্রেরণ করতে হবে।

১৪। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপে :

(ক) ক্রয়কারী সংস্থার নাম, অর্থের উৎস, ক্রয় পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

(খ) দরপত্র মূল্যায়নে প্রাপ্ত নন-রেসপন্সিভ দরদাতাদের নাম এবং নন-রেসপন্সিভ হওয়ার কারণ সার-সংক্ষেপের মধ্যে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

(গ) Quality and Cost Based Selection (QCBS) বা Quality Based Selection (QBS) পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কারিগরি, আর্থিক এবং যৌথ মূল্যায়ন প্রত্যেক ক্ষেত্রে পাশ নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং প্রাপ্ত স্কোর সার-সংক্ষেপের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) প্রস্তাবিত মূল্য একাধিক মুদ্রায় হলে মুদ্রা বিনিময় হার (রেফারেন্স ও তারিখসহ) উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) একাধিক লটের/প্যাকেজের/সাব-প্যাকেজের ক্রয় প্রস্তাব একত্রে উপস্থাপন করা হলে সর্বমোট (Total) ক্রয় মূল্য অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

(চ) ট্যাক্স/ভ্যাট-এর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিমাণ আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে মূল চুক্তিমূল্য, প্রস্তাবিত ভেরিয়েশনের পরিমাণ এবং সংশোধিত চুক্তিমূল্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(জ) ভেরিয়েশন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভেরিয়েশনের কারণ, হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া টেন্ডারড্ ও নন-টেন্ডারড্ আইটেমের নামসহ এগুলির মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়গুলি সার-সংক্ষেপে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

(ঝ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/শাঃক্রঃ/বিবিধ/৩(৪)/২০০২/১৯২; তারিখ ২১/০৭/০৪ খ্রিঃ অনুসরণে সার-সংক্ষেপের শেষে প্রস্তাবের পূর্বের অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব কর্তৃক নিম্নরূপ প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে:

"বিবেচ্য ক্রয়/সংগ্রহ/নির্মাণ চুক্তির প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণে ক্রয়/সংগ্রহ/চুক্তি সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বিবেচ্য প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানের পরিপন্থি নয়। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম-নীতির কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। সুপারিশকৃত দরদাতার/দাতাদের প্রস্তাবের সঙ্গে Tender/Request for Proposal (RFP) ডকুমেন্ট-এর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। উপস্থাপিত কাগজপত্রের সঙ্গে Tender/Request for Proposal (RFP) ডকুমেন্ট-এর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে বর্ণিত তথ্য সার-সংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কোন বস্তুনিষ্ঠ/উল্লেখযোগ্য তথ্য সার-সংক্ষেপে অনুল্লিখিত নেই।

১৫। ক্রয় প্রস্তাব সংবলিত সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮-এর তফসিল ১৪-তে বর্ণিত নমুনা ছক অনুসরণ করা যেতে পারে।

খ। <u>মন্ত্রিসভা কমিটির সভা সংক্রান্ত:</u>

০১। মন্ত্রিসভা কমিটির নোটিশ, সার-সংক্ষেপ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র 'অতি গোপনীয়' শ্রেণিভুক্ত বিধায় এগুলির গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত এ সকল কাগজপত্র সংবলিত খাম প্রাপক নিজে খুলবেন বা তাঁর সম্মুখে খুলতে হবে। প্রাপক এ সকল কাগজপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করবেন। এ সকল কাগজপত্র ফটোকপি বা অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(১) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ-২১-এর অনুচ্ছেদ ৩৮]*

০২। আমন্ত্রণ ব্যতিরেকে কেউ মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় উপস্থিত হবেন না এবং যে বিষয় বিবেচনাকালে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সে বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বিবেচনাকালে সভা-কক্ষে অবস্থান করবেন না।

০৩। মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক কোন বিষয় বিবেচনাকালে বিষয়টির উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক হলে সভার পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অবহিত করতে হবে।

০৪। কোন বিষয় মন্ত্রিসভা কমিটিতে বিবেচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সার-সংক্ষেপ সভা কক্ষে রেখে যেতে হবে। কোন কারণে তা সম্ভব না হলে গোপনীয়তা রক্ষা করে যথাশীঘ্র সম্ভব সার-সংক্ষেপটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরত পাঠাতে হবে।

গ। <u>মন্ত্রিসভা-কমিটির সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত:</u>

০১। মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত সংবলিত পত্রটি সচিব নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করবেন। এ সকল পত্রের তালিকা একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। সচিব কার্যভার হস্তান্তরকালে এ সকল পত্র উত্তরসূরির নিকট হস্তান্তর করবেন। হস্তান্তরকরণ সার্টিফিকেটের কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৪(৩) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকা]*

০২। মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্তকে সরকারের সিদ্ধান্ত হিসাবে উল্লেখ করে তা পৃথক পত্র দ্বারা বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত সংবলিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রটি বা তার ফটোকপি কারও নিকট প্রেরণ করা যাবে না। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(২)]*

০৩। মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ/সমন্বয় করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(১) ও ২৩(৩)]*

০৪। কোন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণসহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে (ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখায়) প্রেরণ করবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর বিধি ২৩(৪)]*

মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণকালে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য চেকলিস্ট

(অনুসরণীয় বিধি-বিধান, রীতি ও পদ্ধতির তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহারের জন্য)

ক্রঃ নং	বিষয়	হাঁ	প্রযোজ্য নয়
১।	বিষয়টি মন্ত্রিসভা-কমিটিতে উপস্থাপনযোগ্য কিনা?		
২।	বিষয়টি উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত কিনা?		
৩।	সার-সংক্ষেপের দৈর্ঘ্য অনধিক তিন পৃষ্ঠা কিনা?		
৪।	সার-সংক্ষেপের বক্তব্য সুস্পষ্ট কিনা?		
৫।	সার-সংক্ষেপটি যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা?		
৬।	সার-সংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
৭।	সার-সংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয় সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
৮।	সার-সংক্ষেপে প্রস্তাব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
৯।	প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তিসমূহ সুস্পষ্টভাবে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
১০।	মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কিনা?		
১১।	সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?		
১২।	ডিপিপি/টিপিপি অনুমোদনের তারিখ		
১৩।	দরপত্র/ EoI আহ্বানের তারিখ		
১৪।	দরপত্র/ EoI দাখিলের সর্বশেষ তারিখ		
১৫।	দরপত্র খোলার সর্বশেষ তারিখ		
১৬।	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ		
১৭।	ক্রয়কারী কর্তৃক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে ক্রয় প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ		
১৮।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ক্রয় প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ		
১৯।	সংলাগ হিসাবে প্রদত্ত সকল কাগজপত্র সত্যায়িত করা হয়েছে কিনা?		
২০।	কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা সংক্ষিপ্ত আকারে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
২১।	কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনুলিপি সংলাগ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?		
২২।	সংলাগসমূহ সংখ্যা বা বর্ণ সংবলিত পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?		
২৩।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যয়ন আছে কিনা		
২৪।	দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
২৫।	সংলাগসমূহ ক্রমানুসারে সংযোজন করা হয়েছে কিনা?		
২৬।	সার-সংক্ষেপের যথাস্থানে সংলাগের উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
২৭।	সংলাগের ভেতর পরিশিষ্ট থাকলে যাতে সংশয় সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করে পতাকা-চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?		
২৮।	সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণের বিষয়টি		

ক্রঃ নং	বিষয়	হাঁ	প্রযোজ্য নয়
	উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?		
২৯।	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সার-সংক্ষেপের শেষে স্বাক্ষর করেছেন কিনা?		
৩০।	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সার-সংক্ষেপের অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করেছেন কিনা?		
৩১।	সার-সংক্ষেপ A4 আকারের সাদা কাগজে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা?		
৩২।	সার-সংক্ষেপে যথাযথ মার্জিন রাখা হয়েছে কিনা?		
৩৩।	সংলাগসমূহের আকারের ও মার্জিনের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?		
৩৪।	সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির ছাপা স্পষ্ট কিনা?		
৩৫।	সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির ফন্টের আকার অন্তত ১৩ কিনা?		
৩৬।	সার-সংক্ষেপ ও এর সংলাগগুলির শীর্ষ বাম কোণায় স্ট্যাপলার দিয়ে বা সেলাই করে একসঙ্গে আটকানো হয়েছে কিনা?		
৩৭।	নির্ধারিত সংখ্যক (বর্তমানে এ সংখ্যা কমপক্ষে ৩৫টি) সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হচ্ছে কিনা?		
৩৮।	সার-সংক্ষেপের শীর্ষ ডান কোণে ‘অতি গোপনীয়’ লেখা হয়েছে কিনা?		
৩৯।	সার-সংক্ষেপের কপির ক্রমিক সংখ্যা লেখা হয়েছে কিনা?		
৪০।	সার-সংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম লেখা হয়েছে কিনা?		
৪১।	সার-সংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে নথি নম্বর ও তারিখ লেখা হয়েছে কিনা?		
৪২।	সার-সংক্ষেপটি অগ্রায়ণপত্রসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?		
৪৩।	সার-সংক্ষেপটি গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?		

 চেকলিস্টের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ‘হাঁ’ অথবা ‘প্রযোজ্য নয়’ হতে হবে।

(যে কোন পরামর্শ/সহযোগিতার জন্য ক্রয় ও অর্থনৈতিক অধিশাখার/শাখার উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (ফোন: ৯৫৭৪৫৩৮)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে)

কমিটি বিষয়ক অধিশাখা

২৫—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৭.১৯.১০৯

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সভাপতি
(২)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(৩)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(৪)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(২) উপজেলা ও থানার অধিক্ষেত্র এবং সদর দপ্তর স্থাপনের স্থান সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(৩) উপজেলা ও থানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ও ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদি নিরূপণ ও সুপারিশ প্রদান;

(৪) উপজেলা ও থানার বিভিন্ন সরকারি অফিসসমূহের ন্যূনতম জনবল নির্ধারণ ও পদায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(৫) ভূমি অধিগ্রহণ, ভৌত অবকাঠামো ও জনবলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের প্রাক্কলন প্রণয়ন ও সংকুলান সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(৬) উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন, মৌজার কোন এলাকা অন্য উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন বা মৌজার সাথে সংযুক্ত বা বিযুক্ত হবে সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(৭) পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের দপ্তর স্থাপনের স্থান নির্ধারণ;

(৮) পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ও ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদির প্রস্তাব অনুমোদন;

(৯) পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ন্যূনতম জনবল নির্ধারণ ও পদায়ন প্রক্রিয়া অনুমোদন; এবং

(১০) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

(গ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৭.১৯.৮৫ তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২৯ জুন ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নরূপে 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল' গঠন করেছে:

(ক) **কাউন্সিলের গঠন :**

১.	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য-সচিব

(খ) **কাউন্সিলের কার্যপরিধি :**

(১) 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কৌশলগত পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

(২) বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান হালনাগাদকরণে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(৩) 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'-এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে নীতি নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং

(৪) ডেল্টা ফান্ড গঠন ও ব্যবহারে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(গ) কাউন্সিল বছরে নূন্যতম ১ (এক)টি সভা করবে।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে এ কাউন্সিল নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

(ঙ) বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ কাউন্সিলকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৭.১৯.৭৮ তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ৩১ মে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘পরিকল্পিত উপায়ে বস্তি অপসারণ এবং বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি’ নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

১.	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৭.	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৯.	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১১.	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
১২.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
১৪.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এই কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) অপসারণের পূর্বে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ;

(২) বস্তি গড়ে ওঠা স্থানে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ বিবেচনা করে পরিকল্পিত উপায়ে বস্তি অপসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ;

(৩) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অসামাজিক কার্যক্রম বন্ধে বস্তি অপসারণের প্রয়োজনীয়তা, প্রতিক্রিয়া ও মানবিক বিষয়াবলি পর্যালোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

(৪) প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদত্ত অর্থের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ।

(গ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.২০.৭৬

তারিখ: ০৮ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২২ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮’-এর আওতায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন** :

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সভাপতি
২.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৩.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৪.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
৬.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
৭.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
৮.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৯.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
১০.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
১১.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
১২.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
১৩.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
১৪.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৫.	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	:	সদস্য
১৬.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	:	সদস্য
১৭.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
১৮.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	:	সদস্য
১৯.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২০.	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২২.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	:	সদস্য
২৩.	মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	:	সদস্য
২৪.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য

২৫.	প্রকল্প পরিচালক, Aspire to Inovate (এটুআই) প্রোগ্রাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
২৬.	যুগ্মসচিব (ই-সার্ভিস পলিসি এন্ড এ্যাক্ট), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
২৭	অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮’-এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

(গ) কমিটির সভা প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার অথবা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(চ) এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০২/৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৫.১৯.২৪০ নম্বর প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হলো।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ
উপসচিব (রুটিন দায়িত্বে)
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৭.১৯.৭৩

তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির পিতার নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন সম্পর্কিত কমিটি’ নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

০১.	ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	:	আহ্বায়ক
০২.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাবেক মন্ত্রী	:	সদস্য
০৩.	জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি ও সাবেক মন্ত্রী	:	সদস্য
০৪.	জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি ও সাবেক মন্ত্রী	:	সদস্য
০৫.	জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
০৬.	জনাব আনিসুল হক, এমপি, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
০৭.	ডা: দীপু মনি, এমপি, মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
০৮.	ড. মসিউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা	:	সদস্য
০৯.	ড. গওহর রিজভী, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	:	সদস্য
১০.	মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল এডভাইজরি কমিটি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার	:	সদস্য
১১.	জনাব রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, ট্রাস্টি, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)	:	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি, প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৩.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি	:	সদস্য
১৪.	শেখ ফজলে শামস পরশ, সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ	:	সদস্য
১৫.	জনাব মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	:	সদস্য
১৬.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**
কমিটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির পিতার নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন সম্পর্কিত প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদান করবে।

(গ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঘ) প্রজ্ঞাপন জারির এক মাসের মধ্যে কমিটি সুপারিশ প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৭.১৯.২১

তারিখ: ১৩ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৬ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'জেলা সদরে কোর ভবন এলাকায় নির্মাণ সংক্রান্ত জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি' নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সভাপতি
(২)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(৩)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(৫)	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
(৬)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
(৮)	সচিব, প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সদস্য

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) জেলা সদরে কোর ভবন এলাকায় নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের আওতা বহির্ভূত কোনো বিষয় অনুমোদন; এবং

(২) টাস্কফোর্স জেলা সদরে কোর ভবন এলাকায় নির্মাণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো দিক্ নির্দেশনা চাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিক্ নির্দেশনা প্রদান।

(গ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

২৬—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৭.১৯.২০

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৬ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স' নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) টাস্কফোর্সের গঠন :

(১)	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	আহ্বায়ক
(২)	উপসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়), গণপূর্ত অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৪)	উপপ্রধান স্থপতি (সার্কেল-১), স্থাপত্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৫)	উপপরিচালক (গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৬)	প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নীচে নয়)	:	সদস্য

(খ) টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি :
টাস্কফোর্স জেলা সদরে নিম্নোক্ত স্থাপনাসমূহ নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজের স্থান নির্বাচন প্রস্তাব অনুমোদন করবে:

(১) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাসভবন, ট্রেজারি ভবন, রেকর্ড রুম, সার্কিট হাউজ, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাসভবন, ডরমিটরি ভবন;

(২) জেলা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও মহানগর দায়রা জজ আদালত ভবন ও বাসভবন;

(৩) পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও বাসভবন;

(৪) সিভিল সার্জনের কার্যালয় ও বাসভবন;

(৫) গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ও বাসভবন;

(৬) বিভাগীয় সদর দপ্তরে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাসভবন;

(৭) ডিআইজি-এর কার্যালয় ও বাসভবন;

(৮) জেলা সদরে কোর ভবনের অবকাঠামোগত মূল নকশা ও ডিজাইন অনুমোদন এবং অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন;

(৯) বিভাগ/জেলা পর্যায়ের সরকারি স্থাপনার মাস্টারপ্ল্যান বা স্থাপত্য নকশায় প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন ও অনুমোদন; এবং

(১০) জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটির (এনএমসি) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(গ) টাস্কফোর্সের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে এ টাস্কফোর্স নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ টাস্কফোর্সের সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ

উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৫.১৯.১২

তারিখ: ০৬ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নিমিত্ত জাতীয় কমিটি' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন** :

১.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	বেগম মেহের আফরোজ, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৯৮ গাজীপুর-৫ (স্পীকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের একজন মহিলা সদস্য)	:	সদস্য
৩.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
৪.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
৫.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
৬.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
৭.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৯.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
১০.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১১.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১২.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৩.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৪.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৫.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৬.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
১৭.	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৮.	চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা	:	সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
২০.	মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	:	সদস্য
২১.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি	:	সদস্য
২২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	:	সদস্য
২৩.	সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	:	সদস্য
২৪.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন	:	সদস্য

২৫.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন	:	সদস্য
২৬.	প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২৭.	কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ	:	সদস্য
২৮-২৯.	সরকার কর্তৃক মনোনীত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ অথবা নারী ও শিশু অধিকার সম্পর্কিত দুইটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন করে প্রতিনিধি, যাদের মধ্যে একজন মহিলা হবেন :		
	(১) মিজ রোকেয়া কবির, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ	:	সদস্য
	(২) জনাব কে এম মোর্শেদ, পরিচালক, এডভোকেসি, ব্র্যাক সেন্টার, ব্র্যাক	:	সদস্য
৩০.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) আইনের যথাযথ বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকল্পে জেলা কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় সাধন;

(২) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকল্পে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৪) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও নীতিসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন; এবং

(৫) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ।

(গ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) ক্রমিক নম্বর ২৮-২৯ এ বর্ণিত মনোনীত সদস্যগণ তাদের মনোনয়নের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন; তবে শর্ত থাকে যে সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যে কোনো সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, উক্তরূপ মনোনীত কোনো সদস্যকে সদস্য পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে এবং মনোনীত কোনো সদস্যও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন।

(চ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
অতিরিক্ত সচিব (কঃ ও অঃ অধিশাখা)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৭.১৯.৩৫১

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'উচ্চ আদালতে চলমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সভাপতি
(২)	বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল	:	সদস্য
(৩)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(৪)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(৫)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(৭)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(৮)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
(১০)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব	:	সদস্য
(১১)	সলিসিটর, সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
(১২)	অতিরিক্ত সচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

১. সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মামলা চিহ্নিতকরণ ও মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ;

২. মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস ও সলিসিটর উইং এবং আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

৩. জনগুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাঁধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

৪. সরকার অথবা কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব।

(গ) কমিটির সভা প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৭.১৯.৩৪০

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি**' নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় : সভাপতি
(২) মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় : সদস্য
(৩) মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় : সদস্য
(৪) মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় : সদস্য
(৫) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : সদস্য
(৬) প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় : সদস্য
(৭) প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : সদস্য
(৮) প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় : সদস্য
(৯) প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় : সদস্য

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :**

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব
(২) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(৩) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৪) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
(৫) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(৬) সচিব, অর্থ বিভাগ
(৭) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৮) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
(৯) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(১০) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

প্রতি বছর মার্চ মাসে কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠান এবং উক্ত সভায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহের পূর্ববর্তী বছরের সার্বিক মূল্যায়ন ও পরবর্তী বছরের বাজেট নির্ধারণ করা;

(১) বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম;
(২) বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা কার্যক্রম;

(৩) অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম;

(৪) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম;

(৫) হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম;

(৬) বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম;

(৭) ক্যান্সার, কিডনি, লিভার-সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম;

(৮) চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম;

(৯) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি-ভাতা প্রদান কার্যক্রম;

(১০) দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা বিতরণ কর্মসূচি;

(১১) কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি;

(১২) ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কার্যক্রম;

(১৩) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান;

(১৪) খাদ্য-বান্ধব কর্মসূচি; এবং

(১৫) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি।

(ঘ) কমিটির সভা প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(চ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৭.১৯.৩৩৬

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**বাংলাদেশ সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস)-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে** '**সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

১.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
২.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, এনআইডি উইং, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	সদস্য
৯.	মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
১০.	রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেল (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন) কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১১.	প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১২.	যুগ্মসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	সদস্য
১৩.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
১৪.	পলিসি এডভাইজার, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১৫.	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

১. স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটিকে সহায়তা প্রদান;
২. সিআরভিএস বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সিআরভিএস কৌশল প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান;
৩. সিআরভিএস-এর ডিজাইন/পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান করা এবং এ সংক্রান্তে গঠিত কারিগরি কমিটিকে পরামর্শ প্রদান;
৪. সিআরভিএস বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
৫. সিআরভিএস বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব নিরসন;
৬. সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি'র নিকট প্রতিবেদন পেশ ও সুপারিশ প্রদান; এবং
৭. সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি প্রদত্ত সিআরভিএস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম।

(গ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিআরভিএস সচিবালয় উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

(একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৫.১৯.২৪০

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮’-এর আওতায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন** :

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সভাপতি
২.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৩.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৪.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
৬.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
৭.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
৮.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৯.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
১০.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
১১.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
১২.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
১৩.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
১৪.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৫.	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	:	সদস্য
১৬.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	:	সদস্য
১৭.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	
১৮.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	:	সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	:	সদস্য
২০.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
২১.	প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
২২.	যুগ্মসচিব (ই-সার্ভিস পলিসি এন্ড এ্যাক্ট), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
২৩.	অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**
‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮’-এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

২৭— কমিটির সভা প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার অথবা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৬.১৯.৩২৪

তারিখ: ১৯ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৯ মে ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৪৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত **'নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি'**-তে নিম্নোক্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করেছে:

১. অতিরিক্ত আইজিপি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ : সদস্য

২। **'নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি'র** কার্যপরিধিসহ অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২৯৩

তারিখ: ৩১ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৪১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত ‘**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি**’-তে নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করেছে:

১. কবি মহাদেব সাহা : সদস্য

২। ‘**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র** কার্যপরিধিসহ অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২৯০

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **টাস্কফোর্সের গঠন :**

১.	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৩.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৪.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	:	সদস্য
৭.	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
৯.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
১০.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১১.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
১২.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৩.	পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	:	সদস্য
১৪.	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	:	সদস্য
১৫.	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	:	সদস্য
১৬.	পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)	:	সদস্য
১৭.	নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	:	সদস্য
১৮.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিবের নিচে নয়)	:	সদস্য
১৯.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)	:	সদস্য
২০.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি)	:	সদস্য
২১.	অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ	:	সদস্য
২২.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	:	সদস্য
২৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	:	সদস্য
২৪.	সৈয়দ আবুল মকসুদ, বিশিষ্ট কলামিস্ট	:	সদস্য
২৫.	ড. শামসুল হক, অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	:	সদস্য
২৬.	জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই	:	সদস্য

২৭.	খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি	:	সদস্য
২৮.	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন	:	সদস্য
২৯.	জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি	:	সদস্য
৩০.	ব্রাক-এর একজন প্রতিনিধি	:	সদস্য
৩১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন	:	সদস্য
৩২.	সভাপতি, বাংলাদেশ প্রাইম মুভার এসোসিয়েশন	:	সদস্য
৩৩.	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট উইং), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি :**

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা।

(গ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) টাস্কফোর্সের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে ও টাস্কফোর্সের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২৮৯

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে বিদেশে অনুপ্রবেশ/মানব পাচার প্রতিরোধকল্পে করণীয় নির্ধারণ সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সভাপতি
২.	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
৪.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
৫.	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
৭.	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৯.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
১০.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১১.	পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	:	সদস্য
১২.	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই)	:	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	:	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	:	সদস্য

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে বিশেষত লিবীয় রুট ব্যবহার করে বিদেশে অনুপ্রবেশ/মানব পাচার প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক তা নির্ধারণ করা;

(২) অবৈধভাবে মানব পাচারজনিত কারণে উদ্ভূত বহুমাত্রিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার রক্ষা এবং বিশ্বদরবারে দেশের ভাবমূর্তি সংরক্ষণে সুপারিশ প্রণয়ন করা; এবং

(৩) কার্যপরিধির আলোকে আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাখিল করা।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(চ) জননিরাপত্তা বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২৮৮

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বিদেশে অবস্থানরত আসামীদের (বাংলাদেশের নাগরিক) বাংলাদেশে আনয়নের বিষয়ে পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত টাস্কফোর্স**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **টাস্কফোর্সের গঠন :**

(১)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৪)	বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল	: সদস্য
(৫)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৬)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	: সদস্য
(৭)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	: সদস্য
(৮)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	: সদস্য
(৯)	পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	: সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)	: সদস্য
(১১)	মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)	: সদস্য

এ টাস্কফোর্সে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **টাস্কফোর্স-এর কার্যপরিধি :**

(১) বিদেশে অবস্থানরত আসামীদের (বাংলাদেশের নাগরিক)-কে বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বাংলাদেশে আনয়নের উদ্দেশ্যে তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন;

(২) যথাযথ সূত্র ব্যবহার করে বিদেশে আসামীদের অবস্থান চিহ্নিতকরণ;

(৩) সংশ্লিষ্ট দেশ হতে আসামীদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার উপায় নির্ধারণ এবং ফেরত আনার কার্যক্রম তদারকি;

(৪) কোনো আসামী ইতোমধ্যে বিদেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকলে সেক্ষেত্রে তাকে ফিরিয়ে আনার উপায় নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি; এবং

(৫) এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য সকল কার্যক্রম।

(গ) উক্ত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পূর্বের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

(ঘ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) টাস্কফোর্সের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) জননিরাপত্তা বিভাগ এ টাস্কফোর্স-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ছ) এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১২৫ নম্বর স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হলো।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২৭৩

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'চামড়া শিল্পখাতের উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন টাস্কফোর্স'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) টাস্কফোর্সের গঠন :

(১)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	:	সদস্য
(৬)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(৭)	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(১০)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(১১)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৪)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
(১৫)	মহাপরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৬)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ও চেয়ারম্যান, ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইস্টেট ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট লিঃ	:	সদস্য
(১৭)	চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, ফরেন ট্রেডিং ইনস্টিটিউট, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৮)	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৯)	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২০)	যুগ্মপ্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২১)	অধ্যাপক, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
(২২)	টীম লিডার, ব্যুরো অফ রিসার্চ অ্যান্ড টেস্টিং কনসালটেন্সি (বিআরটিসি), বুয়েট	:	সদস্য
(২৩)	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
(২৪)	প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা	:	সদস্য
(২৫)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন	:	সদস্য
(২৬)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন	:	সদস্য

(২৭)	প্রেসিডেন্ট, লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	:	সদস্য
(২৮)	চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট	:	সদস্য
(২৯)	অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

২৮— **টাস্কফোর্সের কর্মপরিধিঃ**

(১) দেশের চামড়া শিল্পের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা ;

(২) চামড়া শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা উত্তরণের উপায় নির্ধারণ;

(৩) চামড়া শিল্পের উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;

(৪) দেশের পরিবেশ আইন/বিধিমালা অনুসরণ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কমপ্লায়েন্স অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং

(৫) নতুন বাজার অনুসন্ধান, বিদ্যমান বাজারকে শক্তিশালীকরণ, নতুন নতুন উদ্ভাবন, ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও উত্তম অনুশীলন গ্রহণ করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

(গ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে ও সাব-কমিটি গঠন করে তাদের মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) টাস্কফোর্স বছরে ন্যূনতম ৪টি সভা করবে।

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় এ টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২৬৩

তারিখ: ০৯ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ এবং এ কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **টাস্কফোর্সের গঠন :**

(১)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
(৬)	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	:	সদস্য
(৭)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(৯)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(১০)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
(১১)	পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	:	সদস্য
(১২)	মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)	:	সদস্য
(১৩)	মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	:	সদস্য
(১৪)	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই)	:	সদস্য
(১৫)	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি	:	সদস্য
(১৬)	মহাপরিচালক, র‌্যাপিড একশন ব্যাটেলিয়ন (র‌্যাব)	:	সদস্য
(১৭)	অতিঃপুলিশ মহাপরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি)	:	সদস্য
(১৮)	কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	:	সদস্য
(১৯)	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	:	সদস্য
(২০)	হেড অব বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
(২১)	পরিচালক, জাতীয় টেলিযোগাযোগ মনিটরিং সেল	:	সদস্য
(২২)	অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি), জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

এ টাস্কফোর্সে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **টাস্কফোর্স-এর কার্যপরিধি :**

১। দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ এবং এ কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

২। জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস/যোগানদাতার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন;

৩। জঙ্গি তৎপরতা রোধে নিবিড় গোয়েন্দা নজরদারি জোরদারকরণ;

৪। জঙ্গিবাদ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত যে কোনো ধরনের অপতৎপরতা দমনে আইনানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ; এবং

৫। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(গ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) টাস্কফোর্সের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৫.১৯.২৫৬

তারিখ: ২৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ কাউন্সিল' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কাউন্সিলের গঠন :**

১.	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	: চেয়ারম্যান
২.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	: সদস্য
৩.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	: সদস্য
৪.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৫.	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৬.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	: সদস্য
৭.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	: সদস্য
৮.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	: সদস্য
৯.	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	: সদস্য
১০.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	: সদস্য
১১.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	: সদস্য
১২.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৩.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	: সদস্য
১৪.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	: সদস্য
১৫.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৬.	সচিব, অর্থ বিভাগ	: সদস্য
১৭.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৮.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৯.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: সদস্য
২০.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	: সদস্য
২১.	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	: সদস্য
২২.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	: সদস্য
২৩.	চেয়ারম্যান, ট্যারিফ কমিশন	: সদস্য
২৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)	: সদস্য
২৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন বোর্ড	: সদস্য
২৬.	রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	: সদস্য

২৭.	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	: সদস্য
২৮.	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	: সদস্য
২৯.	চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	: সদস্য
৩০.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর)	: সদস্য
৩১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি কমিশন	: সদস্য
৩২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	: সদস্য
৩৩.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)	: সদস্য
৩৪.	সচিব, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	: সদস্য
৩৫.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	: সদস্য
৩৬.	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	: সদস্য
৩৭.	সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)	: সদস্য
৩৮.	সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স	: সদস্য
৩৯.	সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ফোরাম	: সদস্য
৪০.	সভাপতি, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইপিএবি)	: সদস্য
৪১.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	: সদস্য-সচিব

এ কাউন্সিলে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কাউন্সিলের কার্যপরিধি :**

(১) উক্ত কাউন্সিল সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালার সাযুজ্য রক্ষা ও মেধাসম্পদ কার্যক্রমকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করবে। এটি জাতীয় পর্যায়ে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর মধ্যে সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে;

(২) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ‘জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮’-এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে; এবং

(৩) কাউন্সিল নির্দিষ্ট সময় অন্তর ‘জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮’ পর্যালোচনা করবে এবং জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটিকে হালনাগাদকরণে পরামর্শ প্রদান করবে।

(গ) কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুটি সভা করবে।

(ঘ) কাউন্সিল প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় এ কাউন্সিলকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২৫১

তারিখ: ২৭ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) পরিষদের গঠন :

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সহ-সভাপতি
(৩)	প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সহ-সভাপতি
(৪)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১১)	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৪)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৫)	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৬)	মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৭)	মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৮)	প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৯)	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২০)	প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২১)	প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২২)	প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৩)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
(২৪)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(২৫)	বেগম শবনম জাহান, সংসদ সদস্য-৩০৩ (মহিলা আসন-০৩), ঢাকা বিভাগ	:	সদস্য
(২৬)	বেগম কানিজ ফাতেমা আহমেদ, সংসদ সদস্য-৩০৮ (মহিলা আসন-০৮), চট্টগ্রাম বিভাগ	:	সদস্য
(২৭)	বেগম হাবিবা রহমান খান, সংসদ সদস্য-৩১৭ (মহিলা আসন-১৭), ময়মনসিংহ বিভাগ	:	সদস্য
(২৮)	মোছাঃ খালেদা খানম, সংসদ সদস্য-৩২৭ (মহিলা আসন-২৭), খুলনা বিভাগ	:	সদস্য
(২৯)	সৈয়দা রুবিনা আক্তার, সংসদ সদস্য-৩২৮ (মহিলা আসন-২৮), বরিশাল বিভাগ	:	সদস্য
(৩০)	বেগম জাকিয়া তাবাসসুম, সংসদ সদস্য-৩৩২ (মহিলা আসন-৩২), রংপুর বিভাগ	:	সদস্য
(৩১)	সৈয়দা জোহরা আলাউদ্দিন, সংসদ সদস্য-৩৩৬ (মহিলা আসন-৩৬), সিলেট বিভাগ	:	সদস্য
(৩২)	বেগম ফেরদৌসী ইসলাম, সংসদ সদস্য-৩৩৮ (মহিলা আসন-৩৮), রাজশাহী বিভাগ	:	সদস্য
(৩৩)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩৪)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য

(৩৫)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(৩৬)	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(৩৭)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩৮)	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	:	সদস্য
(৩৯)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
(৪০)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪১)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(৪২)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(৪৩)	সচিব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
(৪৪)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪৫)	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪৬)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪৭)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪৮)	সদস্য (কার্যক্রম বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
(৪৯)	সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
(৫০)	মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৫১)	চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা	:	সদস্য
(৫২)	চেয়ারম্যান/পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	:	সদস্য
(৫৩)	বেগম সিতারা আহসান উল্লাহ, সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ১৪৫, জাতীয় মহিলা সংস্থা ভবন (২য় তলা), নিউ বেইলী রোড, ঢাকা	:	সদস্য
(৫৪)	বেগম আয়শা খানম, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সুফিয়া কামাল ভবন-১০/বি/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	:	সদস্য
(৫৫)	বেগম ইয়াদিয়া জামান, এ্যাডভোকেট, ৪২-এ, জিগাতলা নতুন রাস্তা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯	:	সদস্য
(৫৬)	বেগম ফেরদৌসী বেগম, ৬৬ নর্থ রোড, ফ্ল্যাট-৬সি, ঢাকা-১২০৫	:	সদস্য
(৫৭)	বেগম মফিদা বেগম, ১৩/৭/ক, আশা নিকেতন, ফ্ল্যাট-৪/ডি, রোড-২, শ্যামলী-২, ঢাকা	:	সদস্য
(৫৮)	কাজী খুরশিদা খান, হাউজ ৮/এ/১০-১, রোড-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা	:	সদস্য
(৫৯)	বেগম সামসুন্নাহার, নাভানা বেইলী স্টার, ফ্ল্যাট নং-ই/৬, ৯নং বেইলী রোড, নওরতন কলোনী, রমনা, ঢাকা	:	সদস্য

এ পরিষদে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **পরিষদের কার্যপরিধি :**

১. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

২. শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের নিমিত্ত সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;

৩. নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. Convention on Elimination of All Forms of Descrimination Against Women (CEDAW) ও শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ/পরিবীক্ষণ;

৫. মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন; এবং

৬. সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(গ) পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২৪৯ তারিখ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত 'স্বাধীনতা স্তম্ভ', 'স্বাধীনতা জাদুঘর' ও 'শিখা চিরন্তন' এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিধানকল্পে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
(৬)	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৭)	প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৮)	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	:	সদস্য
(৯)	মহাপরিচালক, জাতীয় জাদুঘর	:	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি	:	সদস্য
(১১)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন	:	সদস্য
(১২)	পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	:	সদস্য
(১৩)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নিম্নে নয়)	:	সদস্য
(১৪)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	:	সদস্য
(১৫)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	:	সদস্য
(১৬)	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	:	সদস্য
(১৭)	জননিরাপত্তা বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	:	সদস্য
(১৮)	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত 'স্বাধীনতা স্তম্ভ', 'স্বাধীনতা জাদুঘর' ও 'শিখা চিরন্তন' এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিধানকল্পে বাস্তবমুখী কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, এর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ; এবং

(২) এ সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদে করণীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে।

(ঙ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

২৯—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৫.১৯.২৪২

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন** নীতিমালা বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **পরিষদের গঠন** :

১.	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	:	সদস্য
৩.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	:	সদস্য
৫.	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
৭.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	:	সদস্য
৯.	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) (তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি)	:	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	:	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন	:	সদস্য
১২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন	:	সদস্য
১৩.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)	:	সদস্য
১৫.	সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
১৬.	অতিরিক্ত সচিব (স্বশাসিত সংস্থা ও অডিট), শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৭.	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
১৮.	নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	:	সদস্য
১৯.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)	:	সদস্য
২০.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	:	সদস্য
২১.	সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এ্যাসেম্বলার এ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিমামা)	:	সদস্য
২২.	সভাপতি, মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এমএমইএবি)	:	সদস্য
২৩.	সভাপতি, অটোমোবাইলস কম্পোনেন্ট এ্যান্ড এক্সেসরিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন	:	সদস্য

(এসিইএমএ)

২৪. সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন মোটরসাইকেল শিল্প বিশেষজ্ঞ : সদস্য

২৫. যুগ্মসচিব (নীতি)/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয় : সদস্য-সচিব

এ পরিষদে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) পরিষদের কার্যপরিধি :

(১) পরিষদ মোটরসাইকেল উন্নয়ন নীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোনো সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে; এবং

(২) পরিষদ মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতি/সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

(গ) পরিষদ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) পরিষদ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় এ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৫.১৯.২৪১

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা জাতীয় সমন্বয় পরিষদ’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **পরিষদের গঠন** :

১.	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	:	সদস্য
৪.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৭.	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
৯.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১০.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১১.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১২.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৩.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৪.	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৫.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	:	সদস্য
১৬.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	:	সদস্য
১৭.	সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
১৮.	অতিরিক্ত সচিব (স্বশাসিত সংস্থা ও অডিট), শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৯.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	:	সদস্য
২০.	চেয়ারম্যান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)	:	সদস্য
২১.	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
২২.	নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	:	সদস্য
২৩.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	:	সদস্য
২৪.	ডীন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
২৫.	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	:	সদস্য
২৬.	সভাপতি, উইমেন অনট্রাপ্রেনার্স এসোসিয়েশন	:	সদস্য

২৭.	সভাপতি, বাংলাক্রাফ্ট	:	সদস্য
২৮.	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ	:	সদস্য
২৯.	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন হস্ত ও কারুশিল্প বিশেষজ্ঞ	:	সদস্য
৩০.	যুগ্মসচিব (নীতি)/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ পরিষদে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **পরিষদের কার্যপরিধি :**
পরিষদ হস্ত ও কারুশিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোনো সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে।

(গ) পরিষদ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) পরিষদ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় এ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২২৯

তারিখ: ১০ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৫ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি**' নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন** :

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	আহ্বায়ক
(২)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(৫)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	:	সদস্য
(৬)	প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব	:	সদস্য

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি** :

(১) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় নতুন সদস্যপদ গ্রহণ ও চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা যাচাইপূর্বক সুপারিশ প্রদান;

(২) চাঁদা প্রদানের উপযোগিতা না থাকলে চাঁদা প্রদান স্থগিতকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান; এবং

(৩) বিদ্যমান ও প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে পুনর্বিবেচনা।

(গ) কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে।

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২১৪

তারিখ: ০৭ শ্রাবণ ১৪২৬ / ২২ জুলাই ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'দেশের পররাষ্ট্র নীতি অধিকতর বাস্তবানুগ ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটি'** নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪)	প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ:**

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব
(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
(৩) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৪) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
(৫) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
(৬) সচিব, অর্থ বিভাগ
(৭) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(৮) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
(৯) সংশ্লিষ্ট সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) দেশের বৈদেশিক নীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়াবলি বিবেচনা;

(২) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়াদি বিবেচনা;

(৩) বৈদেশিক সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তাজনিত বিষয়াদি মূল্যায়ন;

(৪) বিদেশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনা;

(৫) UNCLOS অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন মেনে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় বিদ্যমান সম্পদ ও জীববৈচিত্রের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনা;

(৬) প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ ও তাদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনা;

(৭) বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়;

(৮) বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক চুক্তি/কনভেনশন/সমঝোতা স্মারক সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনা;

(৯) বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়ন; এবং

(১০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২০৬

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪২৬ / ০৮ জুলাই ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি'** নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	:	সদস্য
৪.	চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
৬.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব	:	সদস্য
৭.	মিজ্ আরমা দত্ত, সংসদ সদস্য-৩১১ (মহিলা আসন-১১)	:	সদস্য
৮.	কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিঅ্যান্ডএজি)	:	সদস্য
৯.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
১০.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
১১.	সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	:	সদস্য
১২.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	:	সদস্য
১৩.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৪.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
১৫.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
১৬.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৭.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	:	সদস্য
১৮.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
১৯.	জনাব আব্দুল মতিন, পরিচালক কাম সিইও, সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)	:	সদস্য
২০.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	:	সদস্য

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদনে 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ'-কে সহায়তা প্রদান:

(১) মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(২) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(৪) প্রয়োজনবোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান; এবং

(৫) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংস্কার অনুবিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

৩০—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.১৯.২০৫ তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪২৬ / ০৮ জুলাই ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপে ‘**জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ**’ পুনর্গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১.	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
	মন্ত্রী/উপদেষ্টা:		
২.	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	:	সদস্য
৯.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
	সংসদ সদস্য:		
১০.	জনাব আবুল কালাম আজাদ, সংসদ সদস্য-১৩৮, জামালপুর-১	:	সদস্য
১১.	জনাব মো: আব্দুস শহীদ, সংসদ সদস্য-২৩৮, মৌলভীবাজার-৪	:	সদস্য
১২.	মিজ্ আরমা দত্ত, সংসদ সদস্য-৩১১ (মহিলা আসন-১১)	:	সদস্য
	সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান:		
১৩.	প্রধান নির্বাচন কমিশনার	:	সদস্য
১৪.	চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন	:	সদস্য
১৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন	:	সদস্য
১৬.	চেয়ারম্যান, প্রেস কাউন্সিল	:	সদস্য
১৭.	বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল	:	সদস্য
১৮.	কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিঅ্যান্ডএজি)	:	সদস্য
১৯.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি)	:	সদস্য
২০.	প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন	:	সদস্য
	সরকারি কর্মকর্তা:		
২১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
২২.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব	:	সদস্য
২৩.	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য

২৪.	সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	:	সদস্য
২৫.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	:	সদস্য
২৬.	রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	:	সদস্য
২৭.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
২৮.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
২৯.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	:	সদস্য
৩০.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩১.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
৩২.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
৩৩.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
৩৪.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩৫.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
৩৬.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
৩৭.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩৮.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
৩৯.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	:	সদস্য
৪০.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪১.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
৪২.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
৪৩.	পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	:	সদস্য
	এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।		
	শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ ও এনজিও:		
৪৪.	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	:	সদস্য
৪৫.	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৪৬.	প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	:	সদস্য
৪৭.	জনাব আব্দুল মতিন, পরিচালক কাম সিইও, সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)	:	সদস্য
	গণমাধ্যম:		
৪৮.	জনাব মোহাম্মদ জমির, কলামিস্ট, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও তথ্য কমিশন-এর সাবেক চেয়ারম্যান	:	সদস্য
৪৯.	জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সিইও, একুশে টিভি	:	সদস্য
	বেসরকারি খাত:		
৫০.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	:	সদস্য
৫১.	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)	:	সদস্য
৫২.	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	:	সদস্য
৫৩.	সভাপতি, এসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো)	:	সদস্য

(খ) **পরিষদের কার্যপরিধি :**

(১) মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(২) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(৪) প্রয়োজনবোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান; এবং

(৫) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

(গ) পরিষদ এ উদ্দেশ্যে গঠিত নির্বাহী কমিটির সহায়তায় দায়িত্ব সম্পাদন করবে।

(ঘ) পরিষদ বছরে অন্তত দু’বার বৈঠকে মিলিত হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৯৮

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৬ / ৩০ জুন ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির নির্বাহী কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
(৪)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১৩)	ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
(১৪)	ডীন মৎস্য বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
(১৫)	প্রতিনিধি (অধ্যাপক), ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্সেস টেকনোলজি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(১৬)	নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)	সদস্য
(১৭)	চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(১৮)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন	সদস্য
(১৯)	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
(২০)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
(২১)	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(২২)	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর	সদস্য
(২৩)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক (জিএম পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য

(২৪)	প্রতিনিধি (সমুদ্র মৎস্য জরিপ বিশেষজ্ঞ), ইনস্টিটিউট অব মেরিন সাইন্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৫)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
(২৬)	অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	সদস্য
(২৭)	সভাপতি, বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতি	সদস্য
(২৮)	সভাপতি, জাতীয় চিংড়ি চাষি সমিতি	সদস্য
(২৯)	সভাপতি, জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	সদস্য
(৩০)	সভাপতি, মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতি	সদস্য
(৩১)	মৎস্য ও চিংড়ি খাতে উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ গবেষণা ইত্যাদি সংক্রান্ত আরো ২টি সমিতি/সংস্থা/এনজিও থেকে ২ জন সদস্য (মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩২)	সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিশ ফাউন্ডেশন	সদস্য
(৩৩)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) জাতীয় কমিটির জন্য এজেন্ডা প্রণয়ন;

(২) মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে সুপারিশ প্রণয়ন;

(৩) মৎস্য ও চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত ভূমি ও পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে ভূমি ব্যবহার, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ নির্ধারণ;

(৪) উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডারভুক্ত জমিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামোগত সুবিধাদি (বাঁধ, স্লুইস গেট/রেগুলেটর) ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত না করে পরিমিত উপায়ে লবণ পানি প্রবেশ ও নির্গমন নিশ্চিত করে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ;

(৫) মৎস্য ও চিংড়ি চাষিগণকে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করাসহ আকস্মিক বিপর্যয় থেকে রক্ষাকল্পে বিমা সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;

(৬) মৎস্য ও চিংড়ি চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মাননিয়ন্ত্রণ, জাহাজিকরণ, রপ্তানিকরণ ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থাকরণ;

(৭) জাতীয় রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় রপ্তানি ভর্তুকির একটি অংশ উৎপাদক (চাষি) পর্যায়ে বিতরণের নীতিমালা প্রণয়ন;

(৮) মৎস্য ও চিংড়ি চাষ এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন ও মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থাকরণ;

(৯) জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নসহ মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(১০) সুনীল অর্থনীতি (Blue economy) উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় কমিটির নিকট সুপারিশমালা উত্থাপন এবং অনুমোদিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন।

(গ) কমিটি তাদের কার্যপরিধিভুক্ত কোনো বিষয়ে অন্য কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংশিষ্ট থাকলে সে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সচিব/সংস্থা প্রধানকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

(ঘ) কমিটির নিকট কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন অনুভূত হলে কমিটি, সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষজ্ঞগণকে সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

(ঙ) নির্বাহী কমিটি প্রতি চার মাস অন্তর বৈঠকে মিলিত হবে; এছাড়া প্রয়োজনে যে কোনো সময় বৈঠকে মিলিত হতে পারবে।

(চ) মৎস্য অধিদপ্তর এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৯৭

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৬ / ৩০ জুন ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘**মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি**’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
(২)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারপারসন
(৩)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	প্রতিমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(১২)	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(১৩)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
(১৪)	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(১৫)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৬)	ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
(১৭)	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
(১৮)	ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
(১৯)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন	সদস্য
(২০)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
(২১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
(২২)	অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	সদস্য
(২৩)	চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	সদস্য
(২৪)	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	সদস্য

(২৫)	সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিশ ফাউন্ডেশন	সদস্য
(২৬)	সভাপতি, বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতি	সদস্য
(২৭)	সভাপতি, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
(২৮)	সভাপতি, জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	সদস্য
(২৯)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সার্বিক নীতি নির্ধারণ;

(২) পরিবেশসম্মত ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে নিরাপদ মাছ চাষের লক্ষ্যে ভূমি ও পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) উপকূলীয় অঞ্চলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় পরিবেশসম্মত উপায়ে চিংড়ি ও মৎস্য চাষের উন্নয়ন ও প্রসারে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৪) মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও প্রসারে সহায়ক অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৫) মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উপযোগী জলমহাল/জলাশয়সমূহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ বিষয়ক দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৬) মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সঙ্গে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জাতীয়/আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিবেচনা; এবং

(৭) সুনীল অর্থনীতি (Blue economy) উন্নয়নের জন্য গবেষণা, সম্পদ আহরণ, কারিগরি দক্ষতা অর্জনসহ অন্যান্য বিষয়ে নীতি নির্ধারণ।

(গ) কমিটি তাদের কার্যপরিধিভুক্ত কোনো বিষয়ে অন্য কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংশ্লিষ্ট থাকলে সে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সচিব/সংস্থাপ্রধানকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

(ঘ) কমিটির নিকট কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন অনুভূত হলে কমিটি সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষজ্ঞগণকে সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

(ঙ) জাতীয় কমিটি বৎসরে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

(চ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৪৬

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৬ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিখাতে পরিচালিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য **'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত উপজেলা কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মাননীয় সংসদ সদস্য	:	প্রধান উপদেষ্টা
(২)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	:	উপদেষ্টা
(৩)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সভাপতি
(৪)	উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়-এর প্রধানগণ	:	সদস্য
(৫)	মেয়র/প্রতিনিধি, পৌরসভা (সকল)	:	সদস্য
(৬)	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	:	সদস্য
(৭)	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	:	সদস্য
(৮)	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)	:	সদস্য
(৯)	এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি- ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(১০)	ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠন-এর প্রতিনিধি- ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(১১)	প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী (যেমন প্রতিবন্ধী সংগঠন ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি)-এর প্রতিনিধি ১ (এক) জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(১২)	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	:	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকাকে প্রাধান্য দিয়ে এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও স্থানীয়করণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ;

(২) উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ,বাস্তবায়ন, সমন্বয়, ও পরিবীক্ষণ;

(৩) উপজেলা পর্যায়ে এনজিওসমূহের এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় সাধন, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও পরিবীক্ষণ ;

(৪) এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী অগ্রগতি বিষয়ে মাসিক সভা আহ্বান এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিতকরণ;

(৫) এসডিজি বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণ, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারি, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণি ও পেশার নাগরিকের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর জন্য সভা, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) বিবিধ।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

৩১—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৪৫

তারিখ: ০২ জৈষ্ঠ্য ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৬ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন নিশ্চিতকল্পে জেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিখাতে পরিচালিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য **'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত জেলা কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সকল)	:	উপদেষ্টা
(২)	জেলা প্রশাসক	:	সভাপতি
(৩)	চেয়ারম্যান, জেলাপরিষদ এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	জেলা পর্যায়ের পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	জেলা পর্যায়ে অবস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়-এর প্রধানগণ	:	সদস্য
(৬)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	:	সদস্য
(৭)	এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি- ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(৮)	ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠন এর প্রতিনিধি- ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(৯)	প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠি (যেমন প্রতিবন্ধী সংগঠন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি)-এর প্রতিনিধি- ১ (এক) জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(১০)	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা প্রেসক্লাব	:	সদস্য
(১১)	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	:	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকাকে প্রাধান্য দিয়ে, এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও স্থানীয়করণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ;

(২) স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় জেলা পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;

(৩) জেলা পর্যায়ে এনজিওসমূহের এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় সাধন, মনিটরিং ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(৪) উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক উপজেলা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটিকে প্রয়োজনানুযায়ী নির্দেশনা প্রদান;

(৫) এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী অগ্রগতি বিষয়ে মাসিক সভা আহ্বান এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিভাগীয় কমিশনার এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিতকরণ;

(৬) এসডিজি বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য জেলা পর্যায়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন;

(৭) বিবিধ।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৪৪

তারিখ: ০২ জৈষ্ঠ্য ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিখাতে পরিচালিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য **'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত বিভাগীয় কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(১)	বিভাগীয় কমিশনার	:	সভাপতি
(২)	বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়-এর প্রধানগণ	:	সদস্য
(৩)	জেলা প্রশাসক (সকল)	:	সদস্য
(৪)	ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠন এর প্রতিনিধি- ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(৫)	এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি- ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(৬)	প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠি (যেমন প্রতিবন্ধী সংগঠন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি)-এর প্রতিনিধি- ১ (এক) জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(৭)	পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়	:	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকাকে প্রাধান্য দিয়ে, এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও স্থানীয়করণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ;

(২) বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধন;

(৩) এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী অর্জিত অগ্রগতির বিষয়ে মাসিক সভা আহবান এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক-কে অবহিতকরণ;

(৪) জেলা পর্যায়ের অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক জেলা এসডিজি বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটিকে প্রয়োজনানুযায়ী নির্দেশনা প্রদান;

(৫) এনজিওসমূহের এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় সাধন, বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও পরিবীক্ষণ ;

(৬) বিভাগের আওতাধীন সকল এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ;

(৭) এসডিজি বিষয়ক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রশিক্ষণের আয়োজন ও সমন্বয় সাধন;

(গ) কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৮৬

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ১৩ জুন ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে Joint Venture (JV) প্রকল্প, উৎপাদন খাতে আঞ্চলিক বিনিয়োগ, প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিষয়ে গৃহীতব্য কার্যক্রম যথাদ্রুত বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদানের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা	:	সদস্য
(৪)	প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা	:	সদস্য
(৫)	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের যে কোনো বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানি এবং বিদেশি যে কোনো সংস্থা/কোম্পানির মধ্যে Joint Venture (JV)-এর ভিত্তিতে নির্মিতব্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান;

(২) বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে আঞ্চলিক পর্যায়ে যৌথ/ত্রিপাক্ষিক বিনিয়োগের জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান; এবং

(৩) ভারত, নেপাল, ভূটান এবং মিয়ানমার থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় সংক্রান্ত গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

(গ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) বিদ্যুৎ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৫০

তারিখ: ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ২০ মে ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ওয়ার্কিং-গ্রুপকে সহায়তা করার জন্য আটটি সাব-গ্রুপ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(১) ইন্টারন্যাশনাল অবলিগেশনস, লিগ্যাল এন্ড রেগুলেটরি অ্যাসপেক্টস এবং নিউক্লিয়ার সেফটি এন্ড সিকিউরিটি (International Obligations, Legal and Regulatory Aspects and Nuclear Safety and Security) সাব-গ্রুপ।

(ক) সাব-গ্রুপ-এর গঠন :

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৬)	জননিরাপত্তা বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৭)	সুরক্ষা সেবা বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট ০৩ (তিন) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৯)	উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১১)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য-সচিব

(খ) সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি :

(১) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি আইন ২০১২-এর অধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসহ যাবতীয় প্রবিধি ও সংবিধি চূড়ান্তকরণ এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

(২) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় International Legal Instruments চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) একটি কার্যকর, স্বাধীন এবং উপযুক্ত নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি বডি স্থাপনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৪) দেশে পারমাণবিক সেফটি কালচার গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট স্থাপনাসমূহ এবং পারমাণবিক দ্রব্যাদি পরিবহন ও গুদামজাতের জন্য উপযুক্ত ফিজিক্যাল প্রটেকশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(৬) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-৩.১-এর Infrastructure Issues ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৪ এবং ১৫ অনুসরণ করবে।

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) সাব-গ্রুপের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) মালিকানা/ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক (Ownership/Institutional Framework) সাব-গ্রুপ:

(ক) **সাব-গ্রুপ-এর গঠন :**

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৩)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	অর্থ বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৬)	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৭)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট ০৩ (তিন) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৯)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১০)	উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১১)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য-সচিব

(খ) **সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি :**

(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অর্গানাইজেশন অবয়ব প্রতিষ্ঠা করা;

(২) সাইট নিরাপত্তা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ এবং প্রকল্প এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রযুক্তি সরবরাহকারীর সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(৫) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-৩.১-এর Infrastructure Issues ৩ অনুসরণ করবে।

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) সাব-গ্রুপের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) **নিউক্লিয়ার ফুয়েল সাইকেল এন্ড ম্যানেজমেন্ট অব রেডিওএ্যাকটিভ ওয়েস্ট এন্ড ডিকমিশনিং (Nuclear Fuel Cycle and Management of Radioactive Waste and Decommissioning) সাব-গ্রুপ:**

(ক) **সাব-গ্রুপ-এর গঠন :**

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৩)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট ০৩ (তিন) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৬)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৭)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য-সচিব

(খ) **সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি :**

(১) বাংলাদেশের জন্য উপযোগী একটি Nuclear Fuel Cycle Policy প্রণয়ন করা;

(২) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সরবরাহকারীর নিকট থেকে কেন্দ্রের জীবদ্দশায় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নির্ধারণ;

(৩) পারমাণবিক জ্বালানি ক্রয় অথবা ফুয়েল সাইকেল উন্নয়ন ক্ষমতা অথবা পুনরায় ব্যবহারের উপযোগিতা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৪) সরবরাহকারীর নিকট Spent Fuel ফেরত প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত অস্থায়ী মেয়াদে Spent Fuel Storage-এর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা নির্ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৫) Radioactive Waste Handling, Storage and Disposal বিষয়ে দিক-নির্দেশনা নির্ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৬) প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত Environmental Impact Assessment সম্পন্নকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(৭) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-৩.১-এর Infrastructure Issues ১৩, ১৬ এবং ১৭ অনুসরণ করবে।

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) সাব-গ্রুপের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(৪) **ডেভেলপমেন্ট অব হিউম্যান রিসোর্সেস (Development of Human Resources) সাব-গ্রুপ:**

(ক) **সাব-গ্রুপ-এর গঠন :**

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৩)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	অর্থ বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৬)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৭)	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৮)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৯)	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১০)	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য

(১১) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট ০৩ (তিন) জন প্রতিনিধি : সদস্য

(১২) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি : সদস্য

(১৩) প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন : সদস্য-সচিব

(খ) **সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি :**

(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নির্ধারণ;

(২) দেশীয় এবং প্রকল্প সরবরাহকারীর উৎস হতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) প্রযুক্তি সরবরাহকারীর সহযোগিতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের O&M Design সম্পর্কিত এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ পেশাজীবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে On the job training-এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা পেশকরণ;

(৪) প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ডের নিরিখে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণসহ তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৫) দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিষয়ক মৌলিক ও কারিগরি গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারণের নিমিত্ত যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(৬) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-৩.১-এর Infrastructure Issues ১০ অনুসরণ করবে।

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) সাব-গ্রুপের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(৫) ন্যাশনাল পার্টিসিপেশন (National Participation) সাব-গ্রুপ:

(ক) **সাব-গ্রুপ-এর গঠন :**

(১) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় : আহ্বায়ক

(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি : সদস্য

(৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি : সদস্য

(৪) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি : সদস্য

(৫) শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি : সদস্য

(৬) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি : সদস্য

(৭) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট ০৩ (তিন) জন প্রতিনিধি : সদস্য

(৮) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি : সদস্য

(৯) প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন : সদস্য-সচিব

(খ) **সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি :**

(১) প্রকল্পের জন্য দেশজ নির্মাণ সামগ্রী/দ্রব্যাদি ও সেবা প্রদানে জাতীয় যোগ্যতা নিরূপণ;

(২) জাতীয় স্থাপনা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রকল্পে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৩) প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সরকারি অব্যবহৃত স্থাপনাসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে প্রয়োজন মোতাবেক ব্যবহার করা যায় কি না, তা চিহ্নিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

(৪) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-৩.১-এর Infrastructure Issues ১১, ১২ এবং ১৮ অনুসরণ করবে।

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) সাব-গ্রুপের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(৬) অর্থায়ন ও ক্রয় (Financing and Procurement) সাব-গ্রুপ :

(ক) **সাব-গ্রুপ-এর গঠন :**

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	অর্থ বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৬)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৭)	শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
৩২— (৮)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৯)	সিপিটিইউ, আইএমইডি-এর ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১০)	উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১১)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১২)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১৩)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য-সচিব

(খ) **সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি :**

(১) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থের উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(২) অর্থায়নের শর্তাবলি ও পদ্ধতি চিহ্নিতকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিপণনের নিমিত্ত একটি উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

(৪) পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন-প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক Procurement-এর জন্য বিদ্যমান জাতীয় নীতিমালাসমূহের যথাযথ যাচাই ও এ সংক্রান্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন; এবং

(৫) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-৩.১-এর Infrastructure Issues ৪ এবং ১৯ অনুসরণ করবে।

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) সাব-গ্রুপের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(৭) গ্রিড সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট (Grid System Development) সাব-গ্রুপ:

(ক) **সাব-গ্রুপ-এর গঠন :**

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	বিদ্যুৎ বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৬)	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানীর ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৭)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৯)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি	:	সদস্য-সচিব

কমিশন

(খ) **সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি :**

(১) ভবিষ্যতে জাতীয় Grid-এ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সংযোজনের জন্য বর্তমান Grid System-এর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;

(২) Grid System-এর Reliability নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে সরবরাহের জন্য অন-সাইট Power System স্থাপনে এবং প্রয়োজনবোধে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য অফ-সাইট Power প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

(৪) সাব-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-৩.১-এর Infrastructure Issues ৯ অনুসরণ করবে।

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) সাব-গ্রুপের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(৮) ভারী যন্ত্রপাতি ট্রান্সপোর্টেশন প্লানিং (Heavy Equipment transportation Planning) সাব-গ্রুপ:

(ক) **সাব-গ্রুপ-এর গঠন :**

(১)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	সেতু বিভাগের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৬)	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৭)	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA)-এর ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৯)	চট্টগ্রাম/মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১০)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট ০৩ (তিন) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১১)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১২)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য-সচিব

(খ) **সাব-গ্রুপ-এর কার্যপরিধি :**

(১) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভারী নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি পরিবহণে যথার্থ পরিবহন রুট নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত কাজে দেশীয় সক্ষম পরিবহন প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(২) দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সুবিধা/অসুবিধাসমূহ নির্ধারণ; এবং

(৩) পরিবহণ ক্ষেত্রে মৌসুমী জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অন্তরায়সমূহ অতিক্রমে বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থার সুপারিশ প্রণয়ন।

(গ) সাব-গ্রুপ প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) সাব-গ্রুপের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব (কমিটি)

ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৪৮ তারিখ: ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ১৯ মে ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৯১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত **'নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি'** বাতিলপূর্বক উক্ত কমিটি নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	:	সদস্য
(১১)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
(১৪)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(১৫)	সেনাবাহিনী প্রধান	:	সদস্য
(১৬)	নৌবাহিনী প্রধান	:	সদস্য
(১৭)	বিমান বাহিনী প্রধান	:	সদস্য
(১৮)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(১৯)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(২০)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(২১)	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২২)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(২৩)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
(২৪)	পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	:	সদস্য
(২৫)	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	:	সদস্য
(২৬)	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই)	:	সদস্য
(২৭)	মহাপরিচালক, ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স	:	সদস্য
(২৮)	মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	:	সদস্য
(২৯)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	:	সদস্য

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) দেশের নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাবলি ও কার্যক্রমের পুনরীক্ষণ (review);

(২) দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও পুনরীক্ষণ;

(৩) দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

(৪) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

(গ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৩০

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৬ / ৩০ এপ্রিল ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**দেশে সুষ্ঠু শিল্পায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সার্বিক দিক-নির্দেশনা কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	:	সদস্য
(৪)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
(৫)	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	:	সদস্য
(৬)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(৭)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
(১১)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(১২)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৪)	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৫)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বাবিউক)	:	সদস্য
(১৬)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (বেপজা)	:	সদস্য
(১৭)	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	:	সদস্য
(১৮)	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	:	সদস্য
(১৯)	চেয়ারপারসন, উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েশন (ডব্লিউইএ)	:	সদস্য
(২০)	অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) দেশে পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু শিল্পায়নে শিল্পোদ্যাক্তাদের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও এগুলো দক্ষভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তা প্রদান;

(২) ইতঃপূর্বে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাগুলোর বিদ্যমান বিবিধ সমস্যাবলি নিরসনকল্পে সমন্বিত দিকনির্দেশনা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

(গ) প্রতি তিন মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১২৯

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৬ / ৩০ এপ্রিল ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘**জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি** (ECNCID)’ নিম্নরূপে গঠন করেছে **:**

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	আহবায়ক
(২)	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(৪)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য
(৫)	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	:	সদস্য
(৬)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(৭)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১১)	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(১৩)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৪)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৫)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৬)	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৭)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৮)	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৯)	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	:	সদস্য
(২০)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২১)	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	:	সদস্য

(২২)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)	:	সদস্য
(২৩)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	:	সদস্য
(২৪)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	:	সদস্য
(২৫)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	:	সদস্য
(২৬)	নির্বাহী সদস্য-১, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
(২৭)	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
(২৮)	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
(২৯)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)	:	সদস্য
(৩০)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এস এম ই ফাউন্ডেশন)	:	সদস্য
(৩১)	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	:	সদস্য
(৩২)	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	:	সদস্য
(৩৩)	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)	:	সদস্য
(৩৪)	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)	:	সদস্য
(৩৫)	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)	:	সদস্য
(৩৬)	সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই)	:	সদস্য
(৩৭)	সভাপতি, চিটাগং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই)	:	সদস্য
(৩৮)	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	:	সদস্য
(৩৯)	সভাপতি, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)	:	সদস্য
(৪০)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) কমিটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে স্বীকৃতির জন্য কোনো আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা পর্যালোচনা করবে এবং এনসিআইডি-এর নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে;

(২) পরিবেশ রক্ষাসহ শিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা পরিষদ তা পরিবীক্ষণ করবে; ও

(৩) শিল্পনীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোনো সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে কিংবা অনুরূপ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা অনীহা পরিলক্ষিত হলে বা অনুরূপ কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তা খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি সুপারিশ করবে।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে প্রতি চার মাস অন্তর সভা করবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১২৮ তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৬ / ৩০ এপ্রিল ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘**জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)**’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) পরিষদের গঠন :

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সহ-সভাপতি
(৩)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১১)	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান, সংসদ সদস্য, ২৩- রংপুর-৫ (রংপুর বিভাগ)	:	সদস্য
(১৩)	জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, সংসদ সদস্য, ৬১- নাটোর-৪ (রাজশাহী বিভাগ)	:	সদস্য
(১৪)	জনাব মোঃ মাহবুব উল আলম হানিফ, সংসদ সদস্য, ৭৭- কুষ্টিয়া-৩ (খুলনা বিভাগ)	:	সদস্য
(১৫)	জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্, সংসদ সদস্য, ১১৯- বরিশাল-১ (বরিশাল বিভাগ)	:	সদস্য
(১৬)	বেগম মতিয়া চৌধুরী, সংসদ সদস্য, ১৪৪- শেরপুর-২ (ময়মনসিংহ বিভাগ)	:	সদস্য
(১৭)	বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন, সংসদ সদস্য, ১৭২- মুন্সিগঞ্জ-২ (ঢাকা বিভাগ)	:	সদস্য
(১৮)	জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার, সংসদ সদস্য, ২৩৩- সিলেট-৫ (সিলেট বিভাগ)	:	সদস্য
(১৯)	জনাব এ. বি. এম ফজলে করিম চৌধুরী, ২৮৩- চট্টগ্রাম-৬ (চট্টগ্রাম বিভাগ)	:	সদস্য
(২০)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
(২১)	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	:	সদস্য

(২২) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ : সদস্য

(২৩) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ : সদস্য

(২৪) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ : সদস্য

(২৫) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় : সদস্য

(২৬) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় : সদস্য

(২৭) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ : সদস্য

(২৮) সচিব, অর্থ বিভাগ : সদস্য

(২৯) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় : সদস্য

(৩০) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় : সদস্য

(৩১) সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় : সদস্য

(৩২) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় : সদস্য

(৩৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) : সদস্য

(৩৪) নির্বাহী চেয়ারম্যান, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) : সদস্য

(৩৫) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) : সদস্য

৩৩— (৩৬) বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন : সদস্য

(৩৭) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) : সদস্য

(৩৮) সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই) : সদস্য

(৩৯) সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) : সদস্য

(৪০) সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) : সদস্য

(৪১) সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) : সদস্য

(৪২) সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) : সদস্য

(৪৩) সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) : সদস্য

(৪৪) সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) : সদস্য

(৪৫) সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) : সদস্য

(৪৬) চেয়ারপারসন, উইমেন এন্ট্রেপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েশন (ডব্লিউইএ) : সদস্য

(৪৭) কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই এবং চেয়ারম্যান, স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড : সদস্য

(৪৮) জনাব মহিউদ্দিন মাহমুদ মাহিন, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএলএফইএ) : সদস্য

এ পরিষদে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) পরিষদের কার্যপরিধি :

(১) উদীয়মান কোনো যোগ্য শিল্পখাতকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ প্রদান;

(২) বিদ্যমান অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত পর্যালোচনাপূর্বক তালিকা হালনাগাদকরণ ও প্রদেয় প্রণোদনাসমূহের ধরন ও শর্ত নির্ধারণ;

(৩) শিল্পনীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা; ও

(৪) দেশের শিল্প উন্নয়ন ও শিল্পের প্রসার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

(গ) প্রতি ছয় মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় পরিষদে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করা যাবে। যখন কোনো সুনির্দিষ্ট উপ-খাত বিষয়ক আলোচনা হবে তখন উপ-খাতের প্রতিনিধিকে সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় এ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১২৫

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**বিদেশে অবস্থানরত আসামীদের (বাংলাদেশের নাগরিক)-কে বিচারার্থে ও দণ্ডদানার্থে বাংলাদেশে আনয়নের বিষয়ে পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত টাস্কফোর্স**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) টাস্কফোর্সের গঠন :

(১)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৪)	বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল	: সদস্য
(৫)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৬)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	: সদস্য
(৭)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	: সদস্য
(৮)	মহাপুলিশ পরিদর্শক	: সদস্য
(৯)	মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)	: সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)	: সদস্য

এ টাস্কফোর্সে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) টাস্কফোর্স-এর কার্যপরিধি :

(১) বিদেশে অবস্থানরত আসামীদের (বাংলাদেশের নাগরিক)-কে বিচারার্থে ও দণ্ডদানার্থে বাংলাদেশে আনয়নের উদ্দেশ্যে তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন;

(২) যথাযথ সূত্র ও পন্থা অবলম্বন করে বিদেশে আসামীদের অবস্থান চিহ্নিতকরণ;

(৩) সংশ্লিষ্ট দেশ হতে আসামীদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার উপায় নির্ধারণ এবং ফেরৎ আনার কার্যক্রম তদারকি;

(৪) কোনো আসামী ইতোমধ্যে বিদেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকলে সেক্ষেত্রে তাকে ফিরিয়ে আনার উপায় নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি; ও

(৫) এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য সকল কার্যক্রম।

(গ) উক্ত টাস্কফোর্স-এর কার্যক্রম পূর্বের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

(ঘ) সুরক্ষা সেবা বিভাগ টাস্কফোর্স-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঙ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৭

তারিখ: ০২ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিশনের গঠন :

(১)	প্রধানমন্ত্রী	:	চেয়ারপারসন
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	বিকল্প চেয়ারপারসন
(৩)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	ভাইস চেয়ারপারসন
(৪-৯)	পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ	:	সদস্য
(১০)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

(খ) কমিশনের কার্যপরিধি :

(১) রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর সিডিউল-১ এ বর্ণিত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত পরিকল্পনা কমিশনের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলি;

(২) চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলিও সম্পন্ন হবে-

(২.১) দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;

(২.২) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ;

(২.৩) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান;

(২.৪) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি; ও

(২.৫) পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আন্তঃমন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ।

(গ) প্রয়োজনে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা করা যাবে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে -

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব;

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব/সচিব;

(৩) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(৪) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;

(৬) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ; ও

(৭) গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃমন্ত্রণালয় মতপার্থক্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/প্রতিনিধিগণ।

এ কমিশনে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(ঘ) কমিশনের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
ফারুক আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬

তারিখ: ০২ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)**' নিম্নরূপে গঠন করেছে **:**

(ক) পরিষদের গঠন :

(১) শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : চেয়ারপারসন

(২) মন্ত্রিসভার সকল সদস্য : সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ:

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

(৩-৮) পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ

(৯) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব

এ পরিষদে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) পরিষদের কার্যপরিধি :

(১) দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(২) পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;

(৩) উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ; ও

(৫) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোনো কমিটি গঠন।

(ঘ) পরিষদের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ফারুক আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

(একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১০৯

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ০৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৪১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'-তে নিম্নোক্ত ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করেছে:

১.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
২.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব ফরহাদ হোসেন, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব কে এম খালিদ, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, সংসদ সদস্য ও উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	শেখ সারহান নাসের তন্ময়, সংসদ সদস্য	সদস্য
৭.	জনাব অ্যারোমা দত্ত, সংসদ সদস্য	সদস্য
৮.	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	প্রফেসর ড. সাত্তার মন্ডল, ইমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১০.	শিল্পী রফিকুন নবী	সদস্য
১১.	জনাব আতাউর রহমান, নাট্যশিল্পী	সদস্য
১২.	অধ্যাপক মোহাম্মদ এ. আরাফাত, চেয়ারম্যান, সুচিন্তা বাংলাদেশ	সদস্য
১৩.	জনাব সিদ্দিকুর রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	সদস্য
১৪.	জনাব জাফর ওয়াজেদ, সাংবাদিক	সদস্য
১৫.	জনাব আমিনুল ইসলাম, উপ-প্রচার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	সদস্য
১৬.	জনাব সাইফুল আলম, সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব	সদস্য
১৭.	জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেসক্লাব	সদস্য

১৮. জনাব সাব্বির বিন শামস, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন — সদস্য

২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১০৯

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ০৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৪০ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত '**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি**'-তে নিম্নোক্ত ১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করেছে:

১.	মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল এডভাইজরি কমিটি ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার	সদস্য
২.	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব জাহিদ মালেক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব সালমান এফ রহমান, সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা	সদস্য
৬.	বেগম সুবর্ণা মুস্তাফা, সংসদ সদস্য-৩০৪ (মহিলা আসন-৪)	সদস্য
৭.	ড. মির্জা আবদুল জলিল, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	সদস্য
৮.	জনাব মাহবুবে আলম, বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল	সদস্য
৯.	ড. এনামুল হক, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
১০.	অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১১.	অধ্যাপক ড. এম সাইদুর রহমান, সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২.	জনাব ইনাম আহমদ চৌধুরী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, সাবেক প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	সদস্য
১৩.	জনাব এম আজিজুর রহমান, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার	সদস্য
১৪.	অধ্যাপক ড. নাসরিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৫.	শেখ কবির হোসেন, চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ	সদস্য
১৬.	জনাব মোনায়েম সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ	সদস্য
১৭.	জনাব কেরামত মওলা, নাট্যশিল্পী	সদস্য

২। ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.১০০

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **‘রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন** :

(১)	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা :**

(১) সচিব, সেতু বিভাগ
(২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
(৩) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(৪) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(৫) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
(৬) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
(৭) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
(৮) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(৯) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত পর্যালোচনাক্রমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) চূড়ান্তকরণ।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৯৯

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**জাতীয় পল্লী উন্নয়ন আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	:	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	:	সহ-সভাপতি
(৩)	অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান),পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	:	সদস্য
(৪)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(৬)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
(৮)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(৯)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(১০)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	:	সদস্য
(১১)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৪)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৫)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৬)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৭)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	:	সদস্য
(১৮)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৯)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, সেতু বিভাগ	:	সদস্য
(২০)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২১)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(২২)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য

(২৩)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(২৪)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(২৫)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৬)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৭)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৮)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(২৯)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩০)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩১)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩২)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য
(৩৩)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩৪)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩৫)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩৬)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	:	সদস্য
(৩৭)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩৮)	মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
৩৪— (৩৯)	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	:	সদস্য
(৪০)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	:	সদস্য
(৪১)	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৪২)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	:	সদস্য
(৪৩)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	:	সদস্য
(৪৪)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা	:	সদস্য
(৪৫)	মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	:	সদস্য
(৪৬)	মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া	:	সদস্য
(৪৭)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	:	সদস্য
(৪৮)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)	:	সদস্য
(৪৯)	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	:	সদস্য
(৫০)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন		সদস্য
(৫১)	ড. আহমেদ মুশতাক রাজা চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান, ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, মহাখালী, ঢাকা (এনজিও প্রতিনিধি : পুরুষ)	:	সদস্য
(৫২)	অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (এনজিও প্রতিনিধি : নারী)	:	সদস্য
(৫৩)	জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য, পরিচালক (প্রশিক্ষণ),বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি)	:	সদস্য
(৫৪)	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি)	:	সদস্য
(৫৫)	ড. এম. এ. মতিন, প্রাক্তন মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি)	:	সদস্য
(৫৬)	জনাব ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, আরণ্যক, ঢাকা (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি)	:	সদস্য

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) পল্লী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়নে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(২) জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল ও জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) পল্লী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(৪) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধন এবং কাজের দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য বিষয়/এজেন্ডা নির্বাচন; এবং

(৬) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিবিধ বিষয়াবলি।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটি বছরে অন্তত ০২ (দুই) বার সভায় মিলিত হবে।

(ঙ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৯৮

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**জাতীয় পল্লী উন্নয়ন স্টিয়ারিং কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন** :

(১)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
(২)	প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সহ-সভাপতি
(৩)	সচিব, সেতু বিভাগ	:	সদস্য
(৪)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(৫)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(৬)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য
(৯)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১১)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(১২)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(১৩)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(১৪)	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	:	সদস্য
(১৫)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৬)	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৭)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(১৮)	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
(১৯)	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(২০)	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২১)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিভাগ	:	সদস্য
(২২)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
(২৩)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	:	সদস্য
(২৪)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(২৫)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৬)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৭)	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৮)	সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৯)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩০)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩১)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩২)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩৩)	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	:	সদস্য
(৩৪)	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৩৫)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	:	সদস্য
(৩৬)	প্রকল্প পরিচালক, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	:	সদস্য
(৩৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা	:	সদস্য
(৩৮)	মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	:	সদস্য
(৩৯)	মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া	:	সদস্য
(৪০)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	:	সদস্য
(৪১)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)	:	সদস্য
(৪২)	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	:	সদস্য
(৪৩)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন	:	সদস্য
(৪৪)	ড. মিহির কান্তি মজুমদার, চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (পল্লী বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি)	:	
(৪৫)	ড. এম. এ. মতিন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া (পল্লী বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি)	:	সদস্য
(৪৬)	বেগম মাজেদা শওকত আলী, নির্বাহী পরিচালক, নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (NUSA) (এনজিও প্রতিনিধি : নারী)	:	সদস্য
(৪৭)	ড. আহমেদ মুশতাক রাজা চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান, ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, মহাখালী, ঢাকা (এনজিও প্রতিনিধি : পুরুষ)	:	সদস্য
(৪৮)	জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য, পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি)	:	সদস্য
(৪৯)	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি)	:	সদস্য

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) পল্লী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়নে জাতীয় কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(২) জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) পল্লী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(৪) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধন এবং কাজের দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) জাতীয় কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য বিষয়/এজেন্ডা নির্বাচন; এবং

(৬) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিবিধ বিষয়াবলি।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির সভা বছরে অন্তত ০২ (দুই) বার অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৯৭

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কাউন্সিল-এর গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সহ-সভাপতি
(৩)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সহ-সভাপতি
(৪)	মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১১)	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৪)	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৫)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৬)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৭)	মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(১৮)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৯)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২০)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২১)	প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২২)	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৩)	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৪)	প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(২৫)	প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৬)	সচিব, সেতু বিভাগ	:	সদস্য
(২৭)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(২৮)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(২৯)	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(৩০)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩১)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩২)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য
(৩৩)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩৪)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩৫)	সচিব, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(৩৬)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(৩৭)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(৩৮)	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	:	সদস্য
(৩৯)	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	:	সদস্য
(৪০)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪১)	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪২)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(৪৩)	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
(৪৪)	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪৫)	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪৬)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪৭)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
(৪৮)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	:	সদস্য
(৪৯)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(৫০)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫১)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫২)	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫৩)	সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫৪)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫৫)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫৬)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫৭)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫৮)	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা	:	সদস্য
(৫৯)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ঢাকা	:	সদস্য

(৬০)	প্রকল্প পরিচালক, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	:	সদস্য
(৬১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা	:	সদস্য
(৬২)	মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	:	সদস্য
(৬৩)	মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া	:	সদস্য
(৬৪)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)	:	সদস্য
(৬৫)	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	:	সদস্য
(৬৬)	বেগম রাশেদা কে. চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাক্ষরতা অভিযান (এনজিও প্রতিনিধি)	:	সদস্য
(৬৭)	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষক)	:	সদস্য
(৬৮)	ড. আতিয়ার রহমান, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি)	:	সদস্য

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কাউন্সিলের কার্যপরিধি :**

(১) পল্লী উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে নীতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(২) নীতিতে বর্ণিত কর্মসূচির ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে নীতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কাজে সমন্বয়সাধনসহ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৪) পল্লী উন্নয়ন তথা দারিদ্র্যবিমোচনের ক্ষেত্রে জিও-এনজিও’র কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে অংশীদারিত্বের উন্নয়নসাধনসহ একাধিক সংস্থার অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত কাজের দ্বৈততা পরিহারের মাধ্যমে মূল্যবান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৫) স্থানীয় পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কাজের সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিগুলোর কাজের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(৬) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জনগণ এবং সরকারি উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের উন্নত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৭) দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমীক্ষা,গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণালব্ধ ফলাফল ও অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ এবং সমন্বিত করে ফলপ্রসূ কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং

(৮) কাউন্সিলের কাছে বিবেচিত পল্লী উন্নয়নের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(গ) পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান রয়েছে এমন দক্ষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কাউন্সিল বছরে অন্তত ০১ (এক) বার সভায় মিলিত হবে।

(ঙ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৯৬

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :**

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব
(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব
(৩) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ
(৫) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব।

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) বেতন স্কেলে বৈষম্যের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে এগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান; এবং

(২) এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনান্তে সুপারিশ প্রদান।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) অর্থ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৯৫

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘**জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল**’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কাউন্সিলের গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
(১০)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(১১)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
(১২)	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	:	সদস্য
(১৩)	চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন	:	সদস্য
(১৪)	রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	:	সদস্য
(১৫)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(১৬)	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য

(১৭)	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
(১৮)	সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
(১৯)	সদস্য (কার্যক্রম বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
(২০)	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
(২১)	সভাপতি, এফবিসিসিআই	:	সদস্য
(২২)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কাউন্সিলের কার্যপরিধি :**

(১) জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন, পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ;

(২) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার স্থির করা এবং প্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দের দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উপযোগী জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৪) প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মূল্যায়নের ভিত্তিতে এর ফলাফল ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং

(৫) প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

৩৫— কাউন্সিল প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কাউন্সিলের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাউন্সিলকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৯৪

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১১)	মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৪)	প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :**

(১) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(২) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(৩) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
(৪) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
(৫) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(৬) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(৭) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
(৮) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
(৯) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(১০) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
(১১) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
(১২) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
(১৩) সচিব, অর্থ বিভাগ
(১৪) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
(১৫) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(১৬) সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**
পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাননিয়ন্ত্রণ এবং এ সেক্টরের বিদ্যমান সমস্যাদি দূরীকরণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৯৩

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **জাতীয় পর্যটন পরিষদ** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **পরিষদের গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	: সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(১১)	প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(১২)	প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(১৩)	প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(১৪)	প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(১৫)	প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(১৬)	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	: সদস্য-সচিব

এ পরিষদে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **পরিষদের কার্যপরিধি :**

(১) পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাসমূহের নীতিগত অনুমোদন;

(২) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নীতকরণ;

(৩) গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানসমূহে যাতায়াতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৪) পর্যটন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান;

(৫) বেসরকারি খাতের জন্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(৬) পর্যটন উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশসমূহের পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রদান।

(গ) এ সভার সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

(ঘ) পরিষদ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) 'জাতীয় পর্যটন পরিষদ'-এর সভা বছরে কমপক্ষে ০২ (দুই) বার অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৯০

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	:	সদস্য

সভাপতির নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোন আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধের পক্ষ হলে এ কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োজিত পরবর্তী জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা** :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(৪) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ

(৫) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**
আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষগণ এই মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট আপিল দায়ের করতে পারবে। মন্ত্রিসভা কমিটি উক্ত আপিল নিষ্পত্তি করবে এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৮৯

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	;	আহ্বায়ক
(২)	যে সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন সে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাঁর প্রতিনিধি	;	সদস্য
(৩)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	;	সদস্য
(৪)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালক পর্যায়ের)	;	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	;	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**
কমিটি একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রে আদালতে মামলা না করে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে আপিল করতে পারবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট এবং বিশেষজ্ঞ-মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

(ঙ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৮৮

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **টাস্কফোর্স-এর গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	চেয়ারপারসন
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(৮)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(৯)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(১০)	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(১১)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য

(১৩)	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	:	সদস্য
(১৪)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	:	সদস্য
(১৫)	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	:	সদস্য
(১৬)	বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
(১৭)	বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
(১৮)	সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)	:	সদস্য
(১৯)	সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)	:	সদস্য
(২০)	সভাপতি, এফবিসিসিআই	:	সদস্য
(২১)	সভাপতি, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব)	:	সদস্য
(২২)	জনাব আনীর চৌধুরী, পরামর্শক, এটুআই প্রোগ্রাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(২৩)	প্রতিনিধি, জাতীয় টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)	:	সদস্য
(২৪)	সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)	:	সদস্য
(২৫)	বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	:	সদস্য
(২৬)	সভাপতি, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)	:	সদস্য
(২৭)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
(২৮)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **টাস্কফোর্স-এর কার্যপরিধি :**

(১) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে তথ্য-প্রযুক্তির অবদানের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ;

(২) তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও বিকাশের রূপরেখা প্রণয়ন;

(৩) তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লগ চেইন, আইওটিসহ ভবিষ্যত প্রযুক্তির বিকাশে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৪) শিক্ষা ও আর্থিক খাতের কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৫) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-০২ ও সাবমেরিন ক্যাবল-০৩ স্থাপনের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৬) দ্রুত পরিবর্তনশীল এই প্রযুক্তির স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর আলোকে:

(ক) দেশের অভ্যন্তরে তথ্য প্রযুক্তির applications সম্প্রসারণের (যথা: e-governance, e-commerce/trade/finance, e-medicine, e-education/training ইত্যাদি) সময়সূচিভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ;

(খ) রপ্তানি বাজারে computer software এবং IT-enabled service sector-এর সময়সূচিভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ;

(গ) (ক) এবং (খ)-এর আলোকে মানব সম্পদ ও ভৌত অবকাঠামো (network infrastructure, telecommunication equipemnt and service sector) উন্নয়নের সময়সূচিভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং

(ঘ) সময়োপযোগী আইন ও নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (intellectual property rights, electronic authentication, network security ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

(৭) উপরোক্ত (১), (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬)-এর আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান।

(গ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) টাস্কফোর্সের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

৩৬—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৮৭

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'বাংলাদেশীদের বিদেশে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভা কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১) জনাব ইমরান আহমদ, : আহ্বায়ক
প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(২) জনাব আসাদুজ্জামান খান : সদস্য
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৩) জনাব আহম মুস্তফা কামাল : সদস্য
মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়

(৪) ডাঃ দীপু মনি : সদস্য
মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৫) জনাব এ. কে আব্দুল মোমেন : সদস্য
মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৬) জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ : সদস্য
মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৭) জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল : সদস্য
প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

(৮) বেগম মন্নুজান সুফিয়ান : সদস্য
প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(৯) জনাব মোঃ জাকির হোসেন : সদস্য
প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১০) জনাব কে এম খালিদ : সদস্য
প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১১) জনাব মোঃ মাহবুব আলী : সদস্য
প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব
(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(৩) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
(৪) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৫) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
(৬) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
(৭) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
(৮) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
(৯) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(১০) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
(১১) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
(১২) সচিব, অর্থ বিভাগ
(১৩) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(১৪) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) বিদেশে জনশক্তি নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;

(২) জনসংখ্যা প্রেরণ সংক্রান্ত সমস্যাবলির সমীক্ষা এবং বিদেশে চাকরির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ ও নির্বাচন (রিক্রুটমেন্ট) সংক্রান্ত পদ্ধতি স্বাভাবিক করার জন্য সুপারিশ প্রদান;

(৩) বিদেশে জনশক্তি নিয়োগ সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মসূচি অনুমোদন এবং রিক্রুটিং এজেন্টদের তালিকা প্রণয়ন;

(৪) বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক মিশনসমূহ কর্তৃক ভিসা এবং ভ্রমণের অন্যান্য দলিলাদি প্রদান-সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ বিবেচনা এবং সেগুলোর প্রতিকারকল্পে সুপারিশ প্রদান;

(৫) বৈদেশিক সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক দেশে জনশক্তি নিয়োগের চাহিদা নিরূপণের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসূচি প্রণয়ন;

(৬) বাংলাদেশীদেরকে দেশের বিমানবন্দরসমূহে আনুষ্ঠানিকতা পালন সহজীকরণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(৭) বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ অনুমোদিত পন্থায় প্রেরণ এবং যথাসময়ে উহা প্রাপককে প্রদান নিশ্চিতকল্পে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(৮) উপর্যুক্ত বিষয়াবলির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৮৬

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	: সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৬)	প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৭)	প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৮)	প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: সদস্য
(৯)	প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	: সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব
(২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
(৩) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(৪) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৫) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(৬) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(৭) সচিব, অর্থ বিভাগ
(৮) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৯) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

প্রতি বছর মার্চ মাসে কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠান এবং উক্ত সভায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহের পূর্ববর্তী বছরের সার্বিক মূল্যায়ন ও পরবর্তী বছরের বাজেট নির্ধারণ করা;

(১) বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম;
(২) বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা কার্যক্রম;
(৩) অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম;
(৪) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম;
(৫) হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম;
(৬) বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম;
(৭) ক্যান্সার, কিডনি, লিভার-সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম;
(৮) চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম;
(৯) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি-ভাতা প্রদান কার্যক্রম;
(১০) দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা বিতরণ কর্মসূচি;
(১১) কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি;
(১২) ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কার্যক্রম;
(১৩) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান; এবং
(১৪) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি।

(ঘ) কমিটির সভা প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৮৫

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, সুপারিশ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) টাস্কফোর্সের গঠন :

(১)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, আইন, বিচার, ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(৯) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি	:	সদস্য
(১০) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি	:	সদস্য
(১১) সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশনের মেয়র	:	সদস্য
(১২) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংসদ সদস্য	:	সদস্য
(১৩) এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	:	সদস্য
(১৪) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(১৫) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৬) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৭) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(১৮) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৯) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২০) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২১) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
(২২) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৩) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৪) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	:	সদস্য
(২৫) চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	:	সদস্য
(২৬) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)	:	সদস্য
(২৭) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	:	সদস্য
(২৮) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	:	সদস্য
(২৯) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৩০) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা	:	সদস্য
(৩১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা	:	সদস্য
(৩২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা	:	সদস্য
(৩৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	:	সদস্য
(৩৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	:	সদস্য
(৩৫) চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন, ঢাকা	:	সদস্য
(৩৬) সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ঢাকা	:	সদস্য
(৩৭) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (BELA)	:	সদস্য
(৩৮) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	:	সদস্য
(৩৯) সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার	:	সদস্য

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি :

(১) বুড়িগঙ্গাসহ শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নদীর উভয়তীর ও নদীর অভ্যন্তরে অবৈধ দখলসহ অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

(২) পরিবেশ সংরক্ষণ ও নদী সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

(গ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনানুসারে কোনো বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) টাস্কফোর্সের সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৮৪

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'প্রকল্প কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১) মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় : সভাপতি
(২) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় : সদস্য
(৩) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ : সদস্য
(৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ : সদস্য
(৫) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সদস্য

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) পদোন্নতি/উচ্চতর পদায়ন এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় ব্যতীত ৩ (তিন) বছর মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণকে বদলি সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করে সুপারিশ প্রদান।

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে জারিকৃত বদলি/নিয়োগ আদেশসমূহ কমিটির সুপারিশের আওতা বহির্ভূত থাকবে এবং তা সরাসরি কার্যকর হবে।

(ঘ) প্রকল্প সমাপ্তির কারণে কর্মকর্তাদের বদলির ক্ষেত্রে কমিটির নিকট উপস্থাপনের প্রয়োজন হবে না।

(ঙ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৮৩

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'হজ ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
(২)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(৩)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(৭)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(৮)	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	:	সদস্য
(৯)	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(১১) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(১৪) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
(১৫) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৬) সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(১৭) প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
(১৮) সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(১৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	:	সদস্য
(২০) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	:	সদস্য
(২১) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	:	সদস্য
(২২) মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	:	সদস্য
(২৩) পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা	:	সদস্য
(২৪) সভাপতি ও মহাসচিব, হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)	:	সদস্য
(২৫) যুগ্মসচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ও সম্পাদিত হজ চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা পরিবীক্ষণপূর্বক হজ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কমিটির নিকট সুপারিশ প্রদান;

(২) হজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক করণীয় কার্যক্রমের বিশ্লেষণ ও নির্দেশনা প্রদান;

৩৭— (৩) পবিত্র হজ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি সংশোধন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(৪) হজ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; এবং

(৫) হজ সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বিবেচনা।

(গ) কমিটি বছরে অন্তত ০২ (দুই) বার বৈঠকে মিলিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনানুসারে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৮২

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **‘হজ ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটি’** নিম্নরূপে গঠন করেছে **:**

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
(৫)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	:	সদস্য
(৬)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(৭)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(১০)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(১১)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(১২)	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৪)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(১৫)	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
(১৬)	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৭)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(১৮)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	:	সদস্য
(১৯)	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই)	:	সদস্য
(২০)	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	:	সদস্য
(২১)	পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা	:	সদস্য
(২২)	সভাপতি ও মহাসচিব, হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)	:	সদস্য
(২৩)	যুগ্মসচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ও সম্পাদিত হজ চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(২) হজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণ; এবং

(৩) আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা।

(গ) কমিটি বছরে অন্তত ০১ (এক) বার বৈঠকে মিলিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনানুসারে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৮১

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয়, সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য **'ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেশন (এনসিআইসি)'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
(২)	প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	:	প্রধান সমন্বয়ক
(৩)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
(৫)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(৬)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(৭)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(৮)	পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	:	সদস্য

(৯)	মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)	:	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই)	:	সদস্য
(১১)	মহাপরিচালক, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	:	সদস্য

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা**গণ :

(১) মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

(২) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ অব পুলিশ (এসবি)

(৩) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি)

(৪) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) দেশের বিরাজমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়নসাপেক্ষে গোয়েন্দা দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত ও গোয়েন্দা কার্যক্রম সুসমন্বিত করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;

(২) গোয়েন্দা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তাসমূহকে মূল্যায়ন করতঃ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

(৩) গোয়েন্দা কার্যক্রম সুসমন্বিত করার জন্য সংস্থাসমূহের কার্যপরিধি ও ক্ষেত্র নির্ধারণ করা;

(৪) গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদানের জন্য সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান;

(৫) গোয়েন্দা কার্যক্রমের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করতঃ তা নিরসনে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(৬) সভাপতি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য যে কোনো গোয়েন্দা কার্যক্রম।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) কমিটি প্রয়োজন ও ক্ষেত্র বিবেচনায় অন্যান্য সশস্ত্র ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান বা অন্য কোনো কর্মকর্তাকে কমিটিতে সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(২) **কমিটির সচিবালয়:**

কমিটির একটি সচিবালয় থাকবে যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত হবে। সচিবালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও জনবল সরকার কর্তৃক নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত কমিটি কর্তৃক সভায় নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোনো একটি গোয়েন্দা সংস্থা নির্ধারিত মেয়াদে কমিটির সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করবে। সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান সভাপতির অনুমোদনক্রমে উক্ত মেয়াদে সচিবালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করবেন।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫৯

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে তদারকি, প্রকল্প- সংশ্লিষ্ট ও কারিগরি বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	:	সদস্য
৩.	এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
৪.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
৫.	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৭.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
৮.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য

৯.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
১০.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
১১.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১২.	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণলায়	:	সদস্য
১৩.	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৪.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
১৫.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	:	সদস্য
১৬.	সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
১৭.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর একজন নির্বাহী সদস্য	:	সদস্য
১৮.	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	:	সদস্য
১৯.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
২০.	চেয়ারম্যান, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
২১.	সদস্য (ভৌত বিজ্ঞান), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য
২২.	সদস্য (প্রকৌশল), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য
২৩.	সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য
২৪.	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	:	সদস্য
২৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

১. প্রয়োজনীয় জনবল চিহ্নিত করে প্রকল্পের প্রাক-বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পের প্রশাসনিক অবয়ব (organizational structure) প্রণয়ন এবং প্রাক-বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ের কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

২. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রযুক্তি আত্মস্থকরণ পদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ, অর্থায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অর্থায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতা/ঝুঁকিসমূহ (risks) চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণে সরকারের সম্ভাব্য ভূমিকা নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

৪. সম্ভাব্য প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/দেশ-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অর্থায়ন সংবলিত পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রস্তাবনাটি প্রকল্পের মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. প্রকল্পের প্রাক-বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নকালীন বিভিন্ন পর্যায় ও ধাপে আন্তর্জাতিকভাবে প্রযোজ্য যে সকল codes, guides ও standards অনুসরণ করা প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো নিশ্চিতভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

৬. পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাইট নির্বাচন, নির্মিতব্য কেন্দ্রের নকশা ও কারিগরি বিষয়াদি পুনঃনিরীক্ষণ (review), নির্মাণ, পরিচালনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যাবলি তদারকি ও পারমাণবিক নিরাপত্তা ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি উপযোগী আইন প্রণয়নসহ একটি স্বতন্ত্র নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি বডি (Independent Nuclear Regulatory Body) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (International Legal Instruments) পূরণের আবশ্যকতা চিহ্নিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ ও পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;

৮. সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ

উন্নয়নের পন্থা/পদ্ধতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ;

৯. পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞান (Nuclear Physics)-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং পারমাণবিক প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

১০. প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল দেশজ সম্পদ, প্রযুক্তি ও অবকাঠামো ব্যবহার করা সম্ভব তা যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত গুণগতমান বজায় রেখে দেশজ সকল সম্পদ, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫৮

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং-এর জন্য জাতীয় কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা	:	সদস্য

৯.	প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	:	সদস্য
১০.	প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১১.	প্রতিমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১২.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
১৩.	সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	:	সদস্য
১৪.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
১৫.	এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
১৬.	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৭.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য
১৮.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৯.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২০.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
২১.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
২২.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
২৩.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২৪.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	:	সদস্য
২৫.	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	:	সদস্য
২৬.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	:	সদস্য
২৭.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
২৮.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য
২৯.	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	:	সদস্য
৩০.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৩৮— কমিটির কার্যপরিধি :

(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাক-বাস্তবায়ন, বাস্তবায়ন পর্যায়ের মনিটরিং এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(২) প্রকল্পের স্বত্বাধিকার নির্ধারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ যোগানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান;

(৪) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনকারী/স্থাপনের উপকরণাদি সরবরাহকারী সম্ভাব্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচালনার বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সম্পাদিত চুক্তিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং নিউক্লিয়ার সায়েন্স ও নিউক্লিয়ার টেকনোলজি সম্পর্কিত শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৬) প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ করা অত্যাবশ্যক সে সকল মানদণ্ড পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তিসমূহ সম্পাদনের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং

(৭) দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণসহ উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি অবকাঠামো উন্নয়ন/প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫৭

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCST)**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৩.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
৪.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য
৫.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
৬.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
৭.	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

৮.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৯.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
১০.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
১১.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
১২.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
১৩.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৪.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৫.	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	:	সদস্য
১৬.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	:	সদস্য
১৭.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য
১৮.	মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	:	সদস্য
১৯.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	:	সদস্য
২০.	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বুয়েট	:	সদস্য
২১.	ড. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট	:	সদস্য
২২.	চেয়ারম্যান, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
২৩.	ড. নঈম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ,	:	সদস্য
২৪.	ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
২৫.	প্রফেসর ড. মো: জাফর ইকবাল, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (অবসরপ্রাপ্ত)	:	সদস্য
২৬.	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	:	সদস্য
২৭.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

নির্বাহী কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদকে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে:

(১) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উল্লিখিত বিভিন্ন সেক্টরের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক বিদ্যমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি হালনাগাদকরণ;

(২) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নীতি এবং প্রযুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন;

(৩) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নীতি এবং প্রযুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

(৫) উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে একটি সার্বিক প্রতিবেদন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদে উপস্থাপন।

(গ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম

অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫৬

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST)**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) পরিষদের গঠন :

১.	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
২.	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সহ-সভাপতি
৩.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

৯.	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১০.	মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১১.	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১২.	প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
১৩.	প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৪.	প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৫.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
১৬.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	:	সদস্য
১৭.	জনাব আশেক উল্লাহ রফিক, সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-২ (চট্টগ্রাম বিভাগ) (২৯৫)	:	সদস্য
১৮.	জনাব মো: আলী আজগার সংসদ সদস্য, চুয়াডাংগা-২ (খুলনা বিভাগ) (৮০)	:	সদস্য
১৯.	জনাব এনামুল হক, সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৪ (রাজশাহী বিভাগ) (৫৫)	:	সদস্য
২০.	জনাব এস এম শাহাজাদা, সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী-৩ (বরিশাল বিভাগ) (১১৩)	:	সদস্য
২১.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
২২.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
২৩.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য
২৪.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
২৫.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২৬.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
২৭.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
২৮.	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২৯.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
৩০.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
৩১.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩২.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩৩.	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৩৪.	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	:	সদস্য
৩৫.	উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৩৬.	উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৩৭.	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৩৮.	উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৩৯.	উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৪০.	উপাচার্য, ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি অব টেকনোলজি	:	সদস্য
৪১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	:	সদস্য
৪২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	:	সদস্য
৪৩.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	:	সদস্য
৪৪.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	:	সদস্য
৪৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল	:	সদস্য
৪৬.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস	:	সদস্য
৪৭.	প্রফেসর ড. সুলতানা সফি, সাবেক চেয়ারম্যান, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৪৮.	প্রফেসর ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও সেক্রেটারি, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস	:	সদস্য
৪৯.	ড. নঈম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
৫০.	প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নূর, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি (বিডিইউ), গাজীপুর	:	সদস্য
৫১.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) পরিষদের কার্যপরিধি :

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন;

(২) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মান ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন, সমন্বয় সাধন এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ব্যবহারিক প্রয়োগের সার্থকতা নিরূপণের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(৪) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি।

(গ) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে একবার এবং প্রয়োজনানুসারে আরও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫৫

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘**খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)**’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	: সভাপতি
২.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৩.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৪.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৫.	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৬.	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৭.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৮.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৯.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	: সদস্য
১০.	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	: সদস্য

১১.	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১২.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	: সদস্য
১৩.	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৪.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৫.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	: সদস্য
১৬.	সচিব, অর্থ বিভাগ	: সদস্য
১৭.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৮.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	: সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয়	: সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) কমিটি সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখবে;

(২) কমিটি খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান, খাদ্যশস্যের চাহিদা নিরূপণ, খাদ্যশস্যের মজুদ, সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং খাদ্য সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করবে; এবং

(৩) পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সরকারকে প্রয়োজনমত পরামর্শ প্রদান করবে।

(গ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫৪

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘**নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি**’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
২.	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৭.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ
৬. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৭. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৮. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১০. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
১২. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
১৩. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
১৪. পুলিশ মহাপরিদর্শক
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১৬. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
১৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি
১৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর এবং এগুলোর পার্শ্ব হতে হাট-বাজার ও বাণিজ্যিক স্থাপনা অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(২) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে রেজিস্ট্রেশনবিহীন অবৈধভাবে চলাচলরত নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক বা অনুরূপ যানবাহন চলাচল বন্ধকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং

(৩) প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোনো বিষয়।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(চ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

৩৭—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫৩

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	: আহ্বায়ক
২.	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৩.	জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	: সদস্য
৪.	সভাপতি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	: সদস্য
৫.	জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান, সংসদ সদস্য, রংপুর-৫	: সদস্য
৬.	জনাব মো: আব্দুল হাই, সংসদ সদস্য, ঝিনাইদহ-১	: সদস্য
৭.	জনাব মনজুর হোসেন, সংসদ সদস্য, ফরিদপুর-১	: সদস্য
৮.	জনাব মোঃ জোয়াহেরুল ইসলাম, সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-৮	: সদস্য

৯. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় : সদস্য
১০. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় : সদস্য
১১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় : সদস্য
১২. সচিব, অর্থ বিভাগ : সদস্য
১৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) : সদস্য
১৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) : সদস্য
১৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) : সদস্য
১৬. নির্বাহী পরিচালক (বৈদেশিক মুদ্রানীতি), বাংলাদেশ ব্যাংক : সদস্য
১৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) : সদস্য

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) দেশে সকল প্রকার সারের চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং এ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;

(২) সঠিক সময়ে কৃষকদের নিকট সার সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সার বিতরণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও এ বিষয়ে সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান;

(৩) সারের ডিলার নিয়োগের বিদ্যমান পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং এর যথার্থতা যাচাই করে সুপারিশ প্রদান; এবং

(৪) ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সার সরবরাহ ও বিতরণ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোনো বিষয় পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫২

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘**বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (Bangladesh National Conservation Strategy)-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি**’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১. মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় : আহ্বায়ক
২. মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় : সদস্য
৩. মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : সদস্য
৪. মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় : সদস্য
৫. মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় : সদস্য

৬. মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় : সদস্য
৭. প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা : সদস্য
৮. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় : সদস্য
৯. প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় : সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) মন্ত্রিসভা কমিটি এ বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্রের খসড়া চূড়ান্ত করবে; এবং

(২) কমিটির নির্দেশনার আলোকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় 'Bangladesh National Conservation Strategy'-এর সংশোধিত খসড়া বাংলা অনুবাদসহ মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫১

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'জাতীয় পরিবেশ কমিটির নির্বাহী কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১. মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ; আহ্বায়ক
২. মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় ; সদস্য
৩. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ; সদস্য
৪. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ; সদস্য
৫. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ; সদস্য

৬.	প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	;	সদস্য
৭.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	;	সদস্য
৮.	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	;	সদস্য
৯.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	;	সদস্য
১০.	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	;	সদস্য
১১.	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	;	সদস্য
১২.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	;	সদস্য
১৩.	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	;	সদস্য
১৪.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	;	সদস্য
১৫.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	;	সদস্য
১৬.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	;	সদস্য
১৭.	সদস্য (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	;	সদস্য
১৮.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	;	সদস্য
১৯.	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর	;	সদস্য
২০.	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	;	সদস্য
২১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	;	সদস্য
২২.	নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর এনভারনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)	;	সদস্য
২৩.	সভাপতি, বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি	;	সদস্য
২৪.	পরিবেশ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সিভিল সোসাইটির একজন প্রতিনিধি (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	;	সদস্য
২৫.	অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	;	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) অনুমোদিত জাতীয় পরিবেশ নীতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাদির পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

(২) অনুমোদিত জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংশোধন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(৩) পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যা দূরীকরণে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রয়োজনে তা জাতীয় পরিবেশ কমিটিতে উপস্থাপন;

(৪) জাতীয় পরিবেশ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ; এবং

(৫) পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়।

(গ) কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে স্বতন্ত্র কারিগরি প্যানেল গঠনপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্যানেলের মতামত বিবেচনা করতে পারবে।

(ঘ) কমিটি বছরে অন্তত ০২ (দুই) বার সভায় মিলিত হবে।

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৫০

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**জাতীয় পরিবেশ কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	আহ্বায়ক
২.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

৬. মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় : সদস্য
৭. মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় : সদস্য
৮. মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় : সদস্য
৯. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় : সদস্য
১০. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় : সদস্য
১১. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় : সদস্য
১২. প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় : সদস্য
১৩. সভাপতি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি : সদস্য
১৪. মন্ত্রিপরিষদ সচিব : সদস্য
১৫. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব : সদস্য
১৬. এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় : সদস্য
১৭. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ : সদস্য
১৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় : সদস্য
১৯. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ : সদস্য
২০. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় : সদস্য
২১. সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় : সদস্য
২২. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় : সদস্য
২৩. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় : সদস্য
২৪. সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন : সদস্য
২৫. সদস্য (কার্যক্রম বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন : সদস্য
২৬. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) : সদস্য
২৭. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর : সদস্য
২৮. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর : সদস্য
২৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) : সদস্য
৩০. চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন : সদস্য
৩১. সভাপতি, বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি : সদস্য
৩২. ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ, আগারগাঁও, ঢাকা : সদস্য
৩৩. ড. আইনুন নিশাত, প্রফেসর এমিরিটাস ও প্রাক্তন উপাচার্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় : সদস্য
৩৪. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় : সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) জাতীয় পরিবেশ নীতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(২) পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়াদি বিবেচনা;

(৩) সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং

(৪) আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা।

(গ) কমিটি বছরে অন্তত ০১ (এক) বার সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) প্রয়োজনে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৪১ তারিখ: ০২ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি**' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

২.০। **কমিটির গঠন** :

১.	অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক	সভাপতি
২.	ডা: দীপু মনি, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য

৩.	জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব ইয়াফেস ওসমান, মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব নসরুল হামিদ, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
৯.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১০.	ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১১.	জনাব অসীম কুমার উকিল, সংসদ সদস্য	সদস্য
১২.	জনাব র, আ, ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, সংসদ সদস্য	সদস্য
১৩.	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৫.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
১৭.	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
২০.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
২১.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩.	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
২৪.	মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
২৫.	বেগম তারানা হালিম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
২৬.	বেগম সারাহ্‌ বেগম কবরী, চলচ্চিত্রশিল্পী ও সাবেক সংসদ সদস্য	সদস্য
২৭.	জনাব নজরুল ইসলাম খান, কিউরেটর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর	সদস্য
২৮.	জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি	সদস্য
২৯.	জনাব লিয়াকত আলী লাকী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	সদস্য
৩০.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	সদস্য
৩১.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
৩২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
৩৩.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
৩৪.	মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৩৫.	ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৬.	লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক	সদস্য
৩৭.	জনাব রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, ট্রাস্টি, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)	সদস্য
৩৮.	বেগম মাসুরা হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর	সদস্য
৩৯.	সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি	সদস্য
৪০.	জনাব আবেদ খান, সাংবাদিক	সদস্য
৪১.	বেগম সারা যাকের, নাট্যশিল্পী	সদস্য
৪২.	জনাব এম, এ আলমগীর, চলচ্চিত্রশিল্পী	সদস্য
৪৩.	জনাব ফজলে শামস পরশ	সদস্য
৪৪.	কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন	সদস্য
৪৫.	কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা	সদস্য
৪৬.	জনাব অঞ্জন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, মাছরাঙা টেলিভিশন	সদস্য
৪৭.	জনাব ইমদাদুল হক মিলন, লেখক ও সাংবাদিক	সদস্য
৪৮.	জনাব ফরিদুর রেজা সাগর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই	সদস্য
৪৯.	সৈয়দ বদরুল আহসান, সাংবাদিক	সদস্য
৫০.	জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাংবাদিক	সদস্য

৫১.	জনাব স্বদেশ রায়, সাংবাদিক	সদস্য
৫২.	জনাব গোলাম কুদ্দুছ, সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট	সদস্য
৫৩.	কথাশিল্পী আনিসুল হক	সদস্য
৫৪.	কবি তারিক সুজাত	সদস্য
৫৫.	কথাশিল্পী কাজী আনিস আহমেদ	সদস্য
৫৬.	জনাব সাকিব আল হাসান, ক্রীড়াবিদ	সদস্য
৫৭.	জনাব সাজেদ আকবর, সংগীতশিল্পী	সদস্য
৫৮.	জনাব মোজাম্মেল হক বাবু, সাংবাদিক	সদস্য
৫৯.	জনাব সুভাষ সিংহ রায়, সাংবাদিক	সদস্য
৬০.	সভাপতি, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি	সদস্য
৬১.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সাবেক মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	প্রধান সমন্বয়ক

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

২.১। কমিটির কার্যপরিধি :

২.১.১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সার্বিক পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও বাজেট প্রণয়ন এবং জাতীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়ন;

২.১.২। জরুরি ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/জাতীয় কমিটির সভাপতির সরাসরি অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরবর্তীতে জাতীয় কমিটির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ;

২.১.৩। প্রয়োজনে বিভিন্ন উপকমিটি গঠন এবং সদস্য কো-অপ্ট করা; এবং

২.১.৪। প্রধান সমন্বয়ক বাস্তবায়ন কমিটির সাচিবিক ও সার্বিক কার্যক্রম (উপকমিটির কার্যক্রমসহ) সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

২.২। কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২.৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২.৪। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজে কমিটিকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩.০। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

৪০—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.৪০

তারিখ: ০২ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি**’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

২.০। **কমিটির গঠন :**

১.	শেখ হাসিনা, সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সভাপতি
২.	শেখ রেহানা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠা কন্যা	সদস্য
৩.	ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, সংসদ সদস্য ও স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	সদস্য

৪.	বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি	সদস্য
৫.	জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, সংসদ সদস্য ও বিরোধীদলীয় নেতা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	সদস্য
৬.	বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক, চেয়ারম্যান, আইন কমিশন	সদস্য
৭.	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
৮.	জনাব আমির হোসেন আমু, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
৯.	জনাব তোফায়েল আহমেদ, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১০.	বেগম মতিয়া চৌধুরী, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১১.	জনাব মোহাম্মদ নাসিম, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১২.	খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১৩.	জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সংসদ সদস্য ও সাবেক চিফ হুইপ	সদস্য
১৪.	শেখ ফজলুল করিম সেলিম, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১৫.	জনাব রাশেদ খান মেনন, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১৬.	জনাব হাসানুল হক ইনু, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১৭.	জনাব আসাদুজ্জামান নূর, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
১৮.	জনাব আ,ক,ম, মোজাম্মেল হক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯.	জনাব ওবায়দুল কাদের, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০.	জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১.	জনাব আসাদুজ্জামান খান, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্মুদ, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩.	জনাব আনিসুল হক, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৪.	জনাব আহম মুস্তফা কামাল, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৫.	ডা: দীপু মনি, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৬.	জনাব এ. কে আব্দুল মোমেন, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৭.	জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৮.	জনাব মোস্তাফা জব্বার, মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৯.	জনাব এইচ টি ইমাম, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা	সদস্য
৩০.	ড. মসিউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা	সদস্য
৩১.	ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম, প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা	সদস্য
৩২.	ড. গওহর রিজভী, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	সদস্য
৩৩.	মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা	সদস্য
৩৪.	জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা	সদস্য
৩৫.	জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন	সদস্য
৩৬.	জনাব নসরুল হামিদ, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৭.	জনাব কে এম খালিদ, সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৮.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩৯.	সেনাবাহিনী প্রধান	সদস্য
৪০.	নৌবাহিনী প্রধান	সদস্য
৪১.	বিমানবাহিনী প্রধান	সদস্য
৪২.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৪৩.	এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৪৪.	বেগম তারানা হালিম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
৪৫.	বেগম সারাহ্ বেগম কবরী, চলচ্চিত্রশিল্পী ও সাবেক সংসদ সদস্য	সদস্য
৪৬.	অধ্যাপক এমিরিটাস আনিসুজ্জামান, জাতীয় অধ্যাপক	সদস্য

৪৭.	অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক	সদস্য
৪৮.	জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, সাংবাদিক ও লেখক	সদস্য
৪৯.	শেখ হেলাল উদ্দীন, সংসদ সদস্য	সদস্য
৫০.	জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, সংসদ সদস্য	সদস্য
৫১.	জনাব নাজমুল হাসান, সংসদ সদস্য ও সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড	সদস্য
৫২.	শ্রী দীপংকর তালুকদার, সংসদ সদস্য	সদস্য
৫৩.	জনাব মুহম্মদ শফিকুর রহমান, সংসদ সদস্য ও সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব	সদস্য
৫৪.	জনাব আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক), সংসদ সদস্য ও অভিনেতা	সদস্য
৫৫.	জনাব মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা, সংসদ সদস্য	সদস্য
৫৬.	মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৫৭.	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ	সদস্য
৫৮.	অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	সদস্য
৫৯.	মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন	সদস্য
৬০.	ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৬১.	ড. আতিউর রহমান, অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৬২.	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৩.	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৪.	উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৫.	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৬.	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
৬৭.	উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৮.	অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ইতিহাসবিদ	সদস্য
৬৯.	অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭০.	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
৭১.	লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক	সদস্য
৭২.	খতিব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ	সদস্য
৭৩.	মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ, ইমাম, শোলাকিয়া ঈদ জামাত	সদস্য
৭৪.	অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা	সদস্য
৭৫.	কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও, আর্চবিশপ, ঢাকা	সদস্য
৭৬.	শ্রী সত্যপ্রিয় মহাথের, সীমাবিহার বৌদ্ধ মন্দির, রামু	সদস্য
৭৭.	অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, লেখক ও শিক্ষাবিদ	সদস্য
৭৮.	অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান, সেক্রেটারি জেনারেল, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
৭৯.	শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার	সদস্য
৮০.	শিল্পী হাশেম খান, চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
৮১.	শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ	সদস্য
৮২.	জনাব শামসুজ্জামান খান, ফোকলোরবিদ	সদস্য
৮৩.	জনাব কামাল লোহানী, লেখক	সদস্য
৮৪.	ড. অনুপম সেন, শিক্ষাবিদ	সদস্য
৮৫.	জনাব তোয়াব খান, সাংবাদিক	সদস্য
৮৬.	সৈয়দ হাসান ইমাম, চলচ্চিত্র ও নাট্যশিল্পী	সদস্য
৮৭.	কবি নির্মলেন্দু গুণ	সদস্য
৮৮.	জনাব রামেন্দু মজুমদার, নাট্যজন	সদস্য
৮৯.	জনাব মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	সদস্য
৯০.	অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক	সদস্য

৯১.	অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম, উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	সদস্য
৯২.	অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক	সদস্য
৯৩.	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯৪.	জনাব নাসির উদ্দীন ইউসুফ, নাট্য নির্দেশক ও চলচ্চিত্র পরিচালক	সদস্য
৯৫.	বেগম সেলিনা হোসেন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	সদস্য
৯৬.	জনাব নজরুল ইসলাম খান, কিউরেটর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর	সদস্য
৯৭.	অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সংগীতশিল্পী	সদস্য
৯৮.	জনাব রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, ট্রাস্টি, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)	সদস্য
৯৯.	কাজী মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, ক্রীড়াবিদ	সদস্য
১০০.	জনাব এম, এ আলমগীর, চলচ্চিত্রশিল্পী	সদস্য
১০১.	শেখ হাফিজুর রহমান, সদস্য সচিব, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর	সদস্য
১০২.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সাবেক মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য-সচিব

২.১। **কমিটির কার্যপরিধি** :

২.১.১। আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অনুমোদন;

২.১.২। 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'-কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান;

২.১.৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক কাজসহ বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান, সমন্বয়-সাধন, পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা; এবং

২.১.৪। বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা।

২.২। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৩। কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২.৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩.০। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.২৭

তারিখ: ১৫ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

ক্রম	**নাম ও পদবি**	**দায়িত্ব**
১.	শেখ হাসিনা	আহ্বায়ক

প্রধানমন্ত্রী

২.	জনাব আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব আসাদুজ্জামান খান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব আহম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব ফরহাদ হোসেন প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
১৩.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১৪.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১৫.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
১৬.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১৭.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	সদস্য
১৮.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
১৯.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
২০.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
২১.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
২৩.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৪.	সদস্য (ভৌত অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
২৫.	সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সদস্য

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) নতুন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, থানা গঠন/স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করা; এবং

(২) বিভাগ, জেলা, উপজেলা, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, থানার সীমানা পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঙ) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: nasimabegum86@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.১৮

তারিখ: ১০ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৬/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮.১২৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে **'নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড, ২০১৮'**-এর রোয়েদাদ পরীক্ষা করিয়া চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে গঠিত মন্ত্রিসভা-কমিটি সরকার নিম্নরূপে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১।	মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২।	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য

৩।	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি এবং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.০৮

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
(১)	জনাব আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(২)	জনাব ওবায়দুল কাদের	সদস্য

মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

(৩)	জনাব আসাদুজ্জামান খান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	জনাব টিপু মুনশি মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	জনাব ইমরান আহমদ প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	জনাব ফরহাদ হোসেন প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪)	জনাব মোঃ মাহবুব আলী প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

(৪) চিফ অব জেনারেল স্টাফ, সেনাসদর

(৫) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ

(৬) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

(৭) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

(৮) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

(৯) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা

(১০) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা

(১১) মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(১২) মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড

(১৩) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

(১৪) মহাপরিচালক, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(২) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিতকরণ এবং এগুলো দূরীকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(৩) হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট ও জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহতকারী অন্যান্য ঘটনা প্রতিরোধ এবং এর ফলে জনজীবনে সৃষ্ট দুর্ভোগ ও অচলাবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাসমূহের করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান; এবং

(৪) উপর্যুক্ত বিষয়াবলির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

(ঘ) জননিরাপত্তা বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ছ) এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার মন্ত্রিসভা কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(জ) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

৪১—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.০৭

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব

(১)	জনাব আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(২)	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	জনাব আহম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	ডাঃ দীপু মনি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	জনাব ফরহাদ হোসেন প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	জনাব কে এম খালিদ প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(৪) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

(৫) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

(৬) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

(৭) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(৮) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৯) সচিব, অর্থ বিভাগ

(১০) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) জাতীয় পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা;

(২) বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কারের ক্রমনির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রদান; এবং

(৩) নতুন জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব পরীক্ষা করা ও সুপারিশ প্রদান।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ছ) এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার মন্ত্রিসভা কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(জ) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.০৬

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) কমিটির গঠন :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
(১)	জনাব আহম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(২)	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	জনাব এম এ মান্নান মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	জনাব জাহিদ মালেক মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	জনাব টিপু মুনশি মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	জনাব ইমরান আহমদ প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	জনাব ফরহাদ হোসেন প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

(৪) এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৫) সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(৬) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৭) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(৮) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(৯) সচিব, অর্থ বিভাগ

(১০) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

(১১) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১২) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(১৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(১৪) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য

(১৫) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

(১৬) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) দেশের সার্বিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

(২) মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়/নীতিসমূহ বিবেচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন:
ক. বাণিজ্য নীতি (আমদানি নীতি, রপ্তানি নীতিসহ);
খ. শিল্পনীতি;
গ. বাজেট ও কর সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলি;

(৩) ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অনুসৃত নীতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(৪) বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(৫) বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের সম্পাদিত কার্যাবলি, বিশেষতঃ এদের আর্থিক কৃতি ও ফলাফল বিবেচনা;

(৬) বাণিজ্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক শ্রম বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা নিরূপণ, রেমিটেন্স সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিবীক্ষণ, বিদেশে জনশক্তি প্রেরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৭) সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হয়ে না থাকলে তা নির্ধারণ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্ব মূল্যমানের উৎপাদিত দ্রব্য/শিল্প কারখানার উপজাত বিক্রয়ের প্রস্তাব বিবেচনা ও সুপারিশ; এবং

(৮) কোনো আইন, বিধি বা নীতিমালায় এ কমিটি কর্তৃক বিবেচনার জন্য কোনো বিষয় নির্ধারণ করা থাকলে তা বিবেচনা।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ছ) এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার মন্ত্রিসভা কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(জ) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.০৫

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
(১)	জনাব আহম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(২)	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	জনাব আনিসুল হক মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	জনাব এম এ মান্নান মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	জনাব জাহিদ মালেক মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	জনাব টিপু মুনশি মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	জনাব শ. ম. রেজাউল করিম মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	জনাব নসরুল হামিদ প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ:

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ

(৫) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(৭) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য

(৮) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

(৯) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) ক. উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, অধস্তন দপ্তর, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত এককভাবে ১০০ (একশত) কোটি টাকার উর্ধ্বের পূর্ত কাজ ও ভৌত সেবা এবং পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় ও চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা;

খ. অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, অধস্তন দপ্তর, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত এককভাবে পূর্ত কাজের ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) কোটি টাকার এবং পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও সংশ্লিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের ক্রয় ও চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা;

(২) ক. উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরামর্শক সার্ভিস (কনসালটেন্সি সার্ভিসেস) সংক্রান্ত ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা;

খ. অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে পরামর্শক সার্ভিস (কনসালটেন্সি সার্ভিসেস) সংক্রান্ত ২০ (বিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা;

(৩) উপরের (১) ক, খ এবং (২) ক, খ উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অংকের (অর্থাৎ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পূর্ত কাজ ও ভৌত সেবা এবং পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়/চুক্তি অনুমোদন সংক্রান্ত ১০০ (একশত) কোটি টাকার উর্ধ্বের ও পরামর্শক সার্ভিস-এর ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের এবং অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে পূর্ত কাজ ক্রয়/চুক্তি অনুমোদনের ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) কোটি টাকার উর্ধ্বের, পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও সংশ্লিষ্ট সেবা সংক্রান্ত ক্রয়/চুক্তির ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের ও পরামর্শক সার্ভিসের ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের) পুনঃদরপত্র সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব বিবেচনা;

(৪) সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত দরপত্র পদ্ধতির পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা; এবং

(৫) কোনো আইন, বিধি বা নীতিমালায় এ কমিটি কর্তৃক বিবেচনার জন্য কোনো বিষয় নির্ধারণ করা থাকলে তা বিবেচনা।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ছ) এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার মন্ত্রিসভা কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(জ) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৯.০৪

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)’ নিম্নরূপে গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
(১)	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
(২)	জনাব আহম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারপারসন
(৩)	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	ডাঃ দীপু মনি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	জনাব এম এ মান্নান মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	জনাব জাহিদ মালেক মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	জনাব টিপু মুনশি মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	জনাব শ. ম. রেজাউল করিম মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪)	জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

(৪) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(৫) সচিব, অর্থ বিভাগ

(৬) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(৮-১৩) পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ

(১৪) সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বিবেচনা ও অনুমোদন;

(২) সরকারি খাতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;

(৩) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) বেসরকারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;

(৫) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী বিষয়সমূহ পর্যালোচনা; এবং

(৬) বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(চ) এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার মন্ত্রিসভা কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ছ) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

৪২—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮.১২৬

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০৬ ডিসেম্বর ২০১৮খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড, ২০১৮'-এর** রোয়েদাদ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে মন্ত্রিসভা-কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১।	মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২।	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) **কার্যপরিধি :**
কমিটি মজুরি বোর্ডের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করিয়া 'নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড, ২০১৮'-এর রোয়েদাদ চূড়ান্ত করিবে।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য যে কোনো উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঘ) তথ্য মন্ত্রণালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(ঙ) মন্ত্রিসভা-কমিটির মতামতের ভিত্তিতে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে রোয়েদাদ যথাযথভাবে সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত করিবে এবং সংবাদপত্র মজুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রকাশের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চূড়ান্তকৃত 'নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড, ২০১৮'-এর রোয়েদাদ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৯৫

তারিখ: ২৮ ভাদ্র ১৪২৫ / ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৮'-এর খসড়া অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া পুনর্গঠনের নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১।	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;	আহ্বায়ক
২।	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;	সদস্য
৩।	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়;	সদস্য
৪।	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;	সদস্য

(খ) **কার্যপরিধি :**

কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি সার্বিকভাবে পরীক্ষা করিয়া 'বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৮' পুনর্গঠন করিবে।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৮৯

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৫ / ২৭ আগস্ট ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখের ০৪.২২২.০৫৮.০০.০০.০১৪.২০১০-১৫৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত 'উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' নিম্নরূপে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির নাম : 'সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি' [Upazila Management Committee (UMC) on Social Security] পুনর্গঠন করিয়াছে :

(খ) কমিটির গঠন :

(১)	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
(২)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
(৩)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(৪)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(১০)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(১১)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(১২)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(১৩)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(১৪)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(১৫)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(১৬)	মেয়র (সকল পৌরসভা)	সদস্য
(১৭)	ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় শাখা	সদস্য
(১৮)	কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	সদস্য
(১৯)	চেয়ারম্যান (সকল ইউনিয়ন পরিষদ)	সদস্য
(২০)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ;

(২) উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন দপ্তর, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সমন্বয় এবং সুবিধাভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেইজ সংরক্ষণ।

(৩) স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহকে NSSS-এ বর্ণিত জীবনচক্র কাঠামো (Lifecycle Framework)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করণের নিমিত্ত নিয়মিত পর্যালোচনা;

(৪) স্থানীয় পর্যায়ে পরিচালিত এনজিও, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বৃহৎ পরিসরে পরিচালিত ব্যক্তি পর্যায়ের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের তালিকা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের সঙ্গে সমন্বয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের আর্থিক সহায়তা বা ভাতা সরাসরি 'সরকার থেকে ব্যক্তি' (G2P) পদ্ধতিতে বিতরণের জন্য সম্ভাব্য কার্যক্রম গ্রহণ;

(৬) স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জলবায়ুর উপর প্রভাব, জেন্ডার সমতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নগরকেন্দ্রিক দারিদ্র্য ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা;

(৭) বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) এবং সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম;

(ঘ) কমিটি প্রতি দুই মাসে অন্তত একটি সভা আয়োজন করিবে।

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৮৮

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৫ / ২৭ আগস্ট ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখের ০৪.২২২.০৫৮.০০.০০.০১৪.২০১০-১৫৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত 'জেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিবীক্ষণ কমিটি' নিম্নরূপে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির নাম:** **'সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি'** [District Management Committee (DMC) on Social Security].

(খ) **কমিটির গঠন :**

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য
(৩)	সিভিল সার্জন	সদস্য
(৪)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সদস্য
(৫)	উপ-পরিচালক, কৃষি	সদস্য
(৬)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	উপ-পরিচালক, বিআরডিবি	সদস্য
(৯)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(১০)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(১১)	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(১২)	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(১৩)	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন	সদস্য
(১৪)	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
(১৫)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(১৬)	জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য
(১৭)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
(১৮)	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক লিঃ, জেলা শাখা	সদস্য
(১৯)	মেয়র (সকল পৌরসভা)/সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
(২০)	কমান্ডার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	সদস্য
(২১)	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা	সদস্য-সচিব

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) জেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং এই বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ;

(২) জেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন দপ্তর, উপজেলা এবং পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সমন্বয় এবং সুবিধাভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেইজ সংরক্ষণ।

(৩) স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ, NSSS-এ বর্ণিত জীবনচক্র কাঠামো (Lifecycle Framework)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেই বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(৪) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের আর্থিক সহায়তা বা ভাতা সরাসরি 'সরকার থেকে ব্যক্তি' (G2P) পদ্ধতিতে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান;

(৫) স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জলবায়ুর উপর প্রভাব, জেন্ডার সমতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নগর কেন্দ্রিক দারিদ্র্য ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা;

(৬) বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) এবং সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম;

(ঘ) কমিটি প্রতি দুই মাসে অন্তত একটি সভা আয়োজন করিবে।

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৮৭

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৫ / ২৭ আগস্ট ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি [Divisional Management Committee (DivMC) on Social Security] গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	বিভাগীয় কমিশনার	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	সদস্য
(৩)	পরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য
(৪)	জেলা প্রশাসক (সকল)	সদস্য
(৫)	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
(৬)	জেনারেল ম্যানেজার বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(৭)	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক জেলা কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সমন্বিত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

(২) বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) এবং সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম;

(গ) কমিটি প্রতি দুই মাসে অন্তত একটি সভা আয়োজন করিবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৭০

তারিখ: ১৮ আষাঢ় ১৪২৫ / ০২ জুলাই ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপে 'জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাহী কমিটি' গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১।	মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৪।	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৬।	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
৮।	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৯।	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
১০।	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১।	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২।	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩।	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
১৪।	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫।	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬।	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১৭।	সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১৮।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১৯।	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
২০।	অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	সদস্য
২১।	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য
২২।	পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা	সদস্য
২৩।	সভাপতি ও মহাসচিব, হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)	সদস্য
২৪।	যুগ্মসচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এই কমিটিতে 'সচিব' বলিতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) **কার্যপরিধি :**

(১) জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি এবং সম্পাদিত হজ চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণপূর্বক জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট সুপারিশ প্রদান;

(২) হজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক করণীয় কার্যক্রমের বিশ্লেষণ ও নির্দেশনা প্রদান;

(৩) সুষ্ঠ হজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি সংশোধন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(৪) জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; এবং

(৫) হজ সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বিবেচনা।

৪৩— কমিটি বছরে অন্তত দুইবার বৈঠকে মিলিত হইবে।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারিবে।

(ঙ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৬৯ তারিখ: ১৮ আষাঢ় ১৪২৫ / ০২ জুলাই ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপে 'জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১।	প্রধানমন্ত্রী	সভাপতি
২।	মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সদস্য
৫।	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
৬।	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৮।	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
১০।	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১।	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
১২।	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
১৩।	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
১৫।	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬।	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১৮।	মহাপরিচালক, এন, এস, আই	সদস্য
১৯।	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য
২০।	পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা	সদস্য
২১।	সভাপতি ও মহাসচিব, হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)	সদস্য
২২।	যুগ্মসচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এই কমিটিতে ‘সচিব’ বলিতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) **কার্যপরিধি :**

(১) জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি এবং সম্পাদিত হজ চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(২) হজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণ; এবং

(৩) আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা।

(গ) কমিটি বছরে অন্তত একবার বৈঠকে মিলিত হইবে।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঙ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৬৮

তারিখ: ০৭ আষাঢ় ১৪২৫ / ২১ জুন ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-এর সংশোধনকল্পে প্রণীত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৮ সার্বিকভাবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১।	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;	আহ্বায়ক
২।	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ;	সদস্য
৩।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;	সদস্য
৪।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;	সদস্য
৫।	সচিব, অর্থ বিভাগ;	সদস্য
৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য

এই কমিটিতে 'সচিব' বলিতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) **কার্যপরিধি :**
'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৮'-এর ৫ ধারায় বর্ণিত ট্যারিফ কমিশনের কার্যাবলি সংশোধনের প্রস্তাব আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈশ্বিক ও প্রতিবেশী দেশসমূহের মডেল পর্যালোচনাপূর্বক উক্ত খসড়া আইন পুনর্গঠন/পরিমার্জন।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঘ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৬৬

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ / ০৪ জুন ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাননীয় মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/পরিষদ/টাস্কফোর্স/ সাব-গ্রুপ-এর সভায় প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর অংশগ্রহণের বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে :

কোন কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/পরিষদ/টাস্কফোর্স/সাব-গ্রুপ-এ মাননীয় মন্ত্রী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে এবং কোন কারণে তিনি সভায় অংশগ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী উক্ত কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/পরিষদ/টাস্কফোর্স/সাব-গ্রুপ-এর সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৫৫

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪২৫ / ২৩ এপ্রিল ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ''জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫''-এর সুপারিশ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিরূপণের লক্ষ্যে নিম্নরূপে কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব	আহ্বায়ক
২। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৩। সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৪। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলিতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) **কার্যপরিধি :**

সরকারের আর্থিক সক্ষমতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দিক বিবেচনাপূর্বক ''জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫''-এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

(গ) প্রয়োজনবোধে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঘ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(ঙ) কমিটি ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করিবে।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-৫১

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৪ / ০৪ এপ্রিল ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে ‘বাংলাদেশ এনার্জি পোর্ট লিমিটেড’ নামক কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কোম্পানির Memorandum of Association (MoA), Articles of Association (AoA) এবং Joint Venture and Shareholders’ Agreement-এর খসড়া সার্বিকভাবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১।	এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;	আহ্বায়ক
২।	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;	সদস্য
৩।	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;	সদস্য
৪।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;	সদস্য
৫।	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ;	সদস্য
৬।	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;	সদস্য
৭।	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়;	সদস্য
৮।	সচিব, অর্থ বিভাগ;	সদস্য
৯।	হেড অব মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;	সদস্য
১০।	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;	সদস্য-সচিব

(খ) **কার্যপরিধি :**

কমিটি প্রস্তাবিত কোম্পানির Memorandum of Association, Articles of Association এবং Joint Venture and Shareholders’ Agreement-এর খসড়া পর্যালোচনাক্রমে পুনর্গঠন/পরিমার্জনসহ প্রস্তাবিত কোম্পানি গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করিবে;

(গ) এই কমিটিতে ‘সচিব’ বলিতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঙ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.১৮-০৫

তারিখ: ০৩ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৬ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা (IPoA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ‘সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ’ কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-	সভাপতি
(২)	মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৩)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	-	সদস্য
(৫)	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৭)	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	সদস্য
(৮)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৯)	সচিব, সেতু বিভাগ	-	সদস্য
(১০)	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১১)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১২)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৩)	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	-	সদস্য
(১৪)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৫)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	-	সদস্য
(১৬)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	-	সদস্য
(১৭)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
(১৮)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৯)	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-	সদস্য
(২০)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	-	সদস্য
(২১)	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(২২)	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	-	সদস্য
(২৩)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২৪)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২৫)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২৬)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	-	সদস্য
(২৭)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	-	সদস্য
(২৮)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(২৯)	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	-	সদস্য
(৩০)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩১)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	-	সদস্য
(৩২)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	-	সদস্য
(৩৩)	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩৪)	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	-	সদস্য
(৩৫)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩৬)	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-	সদস্য
(৩৭)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
(৩৮)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩৯)	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪০)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য

(৪১)	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য
(৪২)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪৩)	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪৪)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪৫)	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪৬)	সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(৪৭)	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	-	সদস্য
(৪৮)	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪৯)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫০)	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	-	সদস্য
(৫১)	সদস্য (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	-	সদস্য
(৫২)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ (এলডিসি) হতে বাংলাদেশের উত্তরণ-পরিকল্পনা ও উত্তরণ-কৌশল প্রণয়ন এবং উত্তরণ-সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি নির্বাহের নিমিত্ত সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে যথাযথ কর্মবণ্টন;

(২) এলডিসি'র তিনটি নির্ণায়কের মানোন্নয়নকারী কর্মসূচিসমূহ সমন্বয়ের জন্য লিড মন্ত্রণালয়/ বিভাগ নির্ধারণ;

(৩) এলডিসি হিসাবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ও অর্জন (score) এবং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অবস্থান চিহ্নিতকরণ;

(৪) এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তরণ-পর্যায়ে উপনীত হওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই;

(৫) কমিটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ; এবং

(৬) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

(গ) এই কমিটিতে 'সচিব' বলিতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঙ) কমিটি বছরে অন্তত দুইবার বৈঠকে মিলিত হইবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

৪৪—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-০৩

তারিখ: ২৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ০৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ‘সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি’ নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	আহ্বায়ক
(২)	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(৩)	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	:	সদস্য
(৪)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
(৫)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(৬)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(৭)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(৮)	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	:	সদস্য
(৯)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
(১০)	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
(১১)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য
(১২)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
(১৪)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	:	সদস্য
(১৫)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
(১৬)	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	:	সদস্য
(১৭)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(১৮)	সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	:	সদস্য
(১৯)	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(২০)	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
(২১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	:	সদস্য
(২২)	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
(২৩)	প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(২৪)	মহাপরিচালক, এনআইডি উইং, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	:	সদস্য
(২৫)	রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)-ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(২) CRVS-কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) CRVS-বিষয়ক কৌশলপত্র, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি পর্যালোচনা; এবং

(৪) CRVS-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

(গ) কমিটিতে সচিব বলিতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করিতে/কোন বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিআরভিএস সচিবালয় উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(চ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-১৮৯

তারিখ: ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ১৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার National Emergency Operation Center (NEOC)-এর কনসেপ্ট নোট চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১।	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
২।	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৩।	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৬।	ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, অধ্যাপক, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং ডীন, ফ্যাকাল্টি অব আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭।	অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮।	অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ডিজ্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ভালনের‌্যাবিলিটি স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯।	জনাব মোঃ মোহসীন, যুগ্মসচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) **কার্যপরিধি :**
National Emergency Operation Center (NEOC)-এর কনসেপ্ট নোট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া চূড়ান্তকরণ।

(গ) প্রয়োজনবোধে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-১৮৪

তারিখ: ২১ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ০৫ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২০ আগস্ট ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-১২৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত 'জাতীয় পরিবেশ কমিটি' নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	প্রধানমন্ত্রী	:	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১১)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১২)	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৩)	সভাপতি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	:	সদস্য
(১৪)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
(১৫)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	:	সদস্য
(১৬)	মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
(১৭)	সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৮)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৯)	সদস্য (কার্যক্রম বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
(২০)	সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
(২১)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(২২)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৩)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৪)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	:	সদস্য
(২৫)	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(২৬)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
(২৭)	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	:	সদস্য
(২৮)	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর	:	সদস্য
(২৯)	চেয়ারম্যান, স্পারসো	:	সদস্য
(৩০)	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	:	সদস্য
(৩১)	সভাপতি, বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি	:	সদস্য
(৩২)	সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ বিষয়ক ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ	:	সদস্য
(৩৩)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

১. জাতীয় পরিবেশ নীতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

২. পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়াদি বিবেচনা;

৩. সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

৪. আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা।

(গ) কমিটি বছরে অন্তত একবার সভায় মিলিত হইবে।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঙ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-মপবি/ক:বি:শা:/সক-৫/২০০৩-১৭৫

তারিখ: ০৪ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি’ নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	চেয়ারম্যান
(২)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(৩)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
(৫)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	সদস্য
(৬)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
(৭)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
(৮)	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(৯)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(১১)	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
(১২)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(১৪)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
(১৫)	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(১৬)	প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব	সদস্য

উপর্যুক্ত কমিটির কার্য সম্পাদনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'সচিব' বলিতে সিনিয়র সচিবও বুঝাইবে।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) সরকারি কার্য পরিচালনার পদ্ধতি, দক্ষতা এবং সরকারি সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা;

(২) একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পৃক্ত এমন বিষয় বিবেচনা করা;

(৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা দপ্তর/অধিদপ্তর-এর সৃজন কিংবা পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা;

(৪) নতুন কর্পোরেশন/স্বশাসিত সংস্থার সৃজন কিংবা বিদ্যমান কর্পোরেশন/সংস্থার পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা;

(৫) প্রশাসনিক দক্ষতা, দ্রুততা এবং ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকান্ড সম্পাদন সম্পর্কীয় যে কোন ধরণের বিষয় বিবেচনা করা এবং

(৬) সম্পূর্ণরূপে সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির সৃষ্টি, অবসান, বিভক্তি বা একীভূতকরণের প্রস্তাব বিবেচনা করা।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-১৭২

তারিখ: ২৭ আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ১২ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৮/০৩/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭.৫৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে সৃজিত 'পদ সৃষ্টি, পদ স্থায়ীকরণ এবং জনবল নিয়োগ পদ্ধতি (রাজস্ব) প্রভৃতি সমজাতীয় কার্যক্রমকে আরও সহজতর করিবার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি'র মেয়াদ ০২ (দুই) মাস বৃদ্ধি করিয়াছে।

২। কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭- ১৪৮

তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২০ আগস্ট ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং-এর জন্য জাতীয় কমিটি' নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১)	প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা	সদস্য
(১১)	প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	সদস্য
(১২)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(১৩)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(১৪)	সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	সদস্য
(১৫)	মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(১৬)	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(১৭)	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৮)	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(১৯)	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
(২০)	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২১)	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২২)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(২৩)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(২৪)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(২৫)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৬)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বাবিউক)	সদস্য
(২৭)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২৮)	ড. নঈম চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
(২৯)	প্রকল্প পরিচালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
(৩০)	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

৪৫—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-১৪০

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৯ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৯/০৫/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-৯৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত 'সরকারি কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও পরিবর্ধনের বিষয় পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি'র মেয়াদ আরও ৯০দিন বৃদ্ধি করিয়াছে।

২। কমিটির অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Cabinet Division
Committee Affairs Section
www.cabinet.gov.bd

No-04.00.0000.611.006.001.17-138 Date: 21/08/2017

NOTIFICATION

Government of the People's Republic of Bangladesh is pleased to constitute a National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms (NCMID). The composition and terms of reference of NCMID are as follows :

2. Composition:

1.	Cabinet Secretary, Cabinet Division	Chairperson
2.	Senior Secretary/Secretary, Ministry of Public Administration	Member
3.	Senior Secretary/Secretary, Prime Minister's Office	Member
4.	Senior Secretary/Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs Division	Member
5.	Secretary, Ministry of Housing and Public Works	Member
6.	Secretary, Security Services Division	Member
7.	Secretary, Public Security Division	Member
8.	Secretary, Local Government Division	Member
9.	Secretary, Ministry of Shipping	Member
10.	Secretary, Power Division	Member
11.	Secretary, Ministry of Land	Member
12.	Secretary, Ministry of Environment and Forests	Member
13.	Secretary, Ministry of Commerce	Member
14.	Secretary, Law and Justice Division	Member
15.	Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority	Member

The committee may co-opt any new member and invite relevant persons from public and private sectors, as and when required, based on the required expertise and knowledge in specific areas.

3. Terms of Reference:

The Committee is entrusted to carry out the following activities:

a. Monitor implementation progress of short, medium and long term reform recommendations as agreed in the Doing Business Reform Memorandum 2017 and subsequent Action plan;

b. Provide guidance to the reform implementing agencies in removing any challenges faced during implementation;

c. Encourage the reform implementing agencies to adopt doing business reform targets in respective Annual Performance Agreement (APA) and other institutional performance matrices;

d. Recommend for any resource allocation to support better capacities for reform adoption and implementation; and

e. Undertake any relevant activities required to expedite implementation of doing business reforms;

4. **Meetings and Secretarial Support:**

a. The Committee will meet as and when necessary.

b. The Doing Business Reform Coordination Secretariat (DBRCS) of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) will provide secretarial support to the committee.

c. The Committee may ask DBRCS to deploy necessary technology/system to track progress of reform implementation.

5. **Duration and effect:**

The committee will be permanent and continue its works to achieve Bangladesh’s rank in the World Bank Doing Business index to a double digit position.

This Notification shall come into effect immediately.

By order of the President

Md. Mostafizur Rahman
Additional Secretary (Committee & Economic)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-১৩৭

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২০ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘সচিব/যুগ্মসচিব/প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়’-এর স্থলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ‘সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ’/‘সচিব/যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ’ প্রতিস্থাপন করিয়া নিম্নবর্ণিত কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/পরিষদ/ওয়ার্কিং গ্রুপ/সাব-গ্রুপ পুনর্গঠন করিয়াছে :

ক্রমিক নং	কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/পরিষদ/ওয়ার্কিং গ্রুপ/ সাব-গ্রুপ-এর নাম	প্রতিস্থাপিত সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা/প্রতিনিধি
(১)	বাংলাদেশীদের বিদেশে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটি	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
(২)	জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদ	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
(৩)	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ	(ক) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
(৪)	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ওয়ার্কিং গ্রুপ-কে সহায়তা করার নিমিত্ত গঠিত ডেভেলপমেন্ট অব হিউম্যান রিসোর্স সাব-গ্রুপ	(ক) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
(৫)	পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং পল্লী উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি	(ক) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২। উপর্যুক্ত কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/পরিষদ/ওয়ার্কিং গ্রুপ/সাব-গ্রুপসমূহের অন্যান্য সদস্য, সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা এবং কার্যপরিধির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হইবে না।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-১৩৬

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৩ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়'-এর স্থলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ'/'সচিব/প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ' প্রতিস্থাপন করিয়া নিম্নবর্ণিত পরিষদ/কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/টাস্কফোর্স/সাব-গ্রুপ পুনর্গঠন করিয়াছে :

ক্রমিক নং	পরিষদ/কমিটি/স্টিয়ারিংকমিটি/টাস্কফোর্স/সাব-গ্রুপ -এর নাম	প্রতিস্থাপিত সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা/প্রতিনিধি
১।	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (National Implementation Committee for Administrative Reforms/ Reorganisation-NICAR)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২।	জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (National Council for Women and Children Development-NCWCD)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৩।	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৪।	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৫।	পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং পল্লী উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৬।	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির নির্বাহী কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৭।	রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয়, সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য গঠিত সমন্বয় কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৮।	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং-এর জন্য জাতীয় কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৯।	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটির বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে তদারকি, প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ও কারিগরি বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরাক্ষা সেবা বিভাগ
১০।	জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১১।	আইন- শৃংখলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরাক্ষা সেবা বিভাগ
১২।	পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, সুপারিশ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
১৪।	বিদেশে অবস্থানরত আসামী (বাংলাদেশের নাগরিক)-দেরকে বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বাংলাদেশে আনয়নের বিষয়ে পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত গঠিত টাস্কফোর্স	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

ক্রমিক নং	পরিষদ/কমিটি/স্টিয়ারিংকমিটি/টাস্কফোর্স/সাব-গ্রুপ -এর নাম	প্রতিস্থাপিত সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা/প্রতিনিধি
১৫।	নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
১৬।	জেলা সদরে কোর ভবন এলাকায় নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৭।	ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনার (Istanbul Programme of Action-IPoA)-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের জন্য গঠিত ‘সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি’	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
১৮।	‘বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন, ২০১৪’ -এর খসড়া পর্যালোচনা এবং মন্ত্রিসভা বৈঠকের পর্যবেক্ষণের আলোকে উক্ত খসড়া সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্গঠনের জন্য গঠিত কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
১৯।	দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদার এবং এ কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
		অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক), সদস্য-সচিব, জননিরপত্তা বিভাগ
২০।	সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি (Civil Registration and Vital Statistics-CRVS)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
২১।	পররাষ্ট্রনীতি অধিকতর বাস্তবানুগ ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২২।	নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৩।	পরিকল্পিত উপায়ে বস্তি অপসারণ ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
২৪।	বাংলাদেশীদের বিদেশে নিয়োগ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৫।	বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৬।	কারাগারে থাকা শিশু-কিশোরদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত টাস্কফোর্স	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৭।	পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং পল্লী উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জননিরাপত্তা বিভাগ
২৮।	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ওয়ার্কিং গ্রুপ-কে সহায়তা করার নিমিত্ত গঠিত সাব-গ্রুপ (ইন্টারন্যাশনাল অবলিগেশনস, লিগ্যাল এন্ড রেগুলেটরি অ্যাসপেক্টস এবং নিউক্লিয়ার সেফটি এন্ড সিকিউরিটি)	যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-১), জননিরাপত্তা বিভাগ প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৯।	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’, ‘স্বাধীনতা যাদুঘর’ ও ‘শিখা চিরন্তন’ এবং ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিধানকল্পে গঠিত	যুগ্মসচিব (এনটিএমসি), জননিরাপত্তা বিভাগ

ক্রমিক নং	পরিষদ/কমিটি/স্টিয়ারিংকমিটি/টাস্কফোর্স/সাব-গ্রুপ -এর নাম	প্রতিস্থাপিত সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা/প্রতিনিধি
	আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি	প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ (যুগ্মসচিবের নিচে নহে)

২। উপর্যুক্ত পরিষদ/কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি/ টাস্কফোর্স/সাব-গ্রুপসমূহের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-১২১ তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

০৯ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়’-এর স্থলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ‘সচিব/যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ’/‘সচিব/যুগ্মসচিব, ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ’ প্রতিস্থাপন করিয়া নিম্নবর্ণিত কাউন্সিল/কমিটি/পরিষদ পুনর্গঠন করিয়াছে :

ক্রমিক নম্বর	**কাউন্সিল/কমিটি/পরিষদের নাম**	প্রতিস্থাপিত সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা
১।	জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
২।	জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৩।	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৪।	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCST)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৫।	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৬।	পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং পল্লী উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৭।	পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং পল্লী উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৮।	Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh-শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের National Advisory Council (NAC).	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৯।	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফ, পি, এম, সি)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১০।	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (Central Management Committee-CMC)।	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১১।	জেলা সদরে কোর ভবন এলাকার নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১২।	দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং-এর জন্য ‘কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি’	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৪৬—	ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনার (Istanbul Programme of Action-IPoA) পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত কর্ম- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের জন্য গঠিত ‘সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি’	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১৪।	সরকারের শূন্য পদ পূরণ, আবশ্যকীয় নতুন পদ সৃজন ও এই সকল	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	কাউন্সিল/কমিটি/পরিষদের নাম	প্রতিস্থাপিত সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা
	পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন এবং এইগুলি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১৫।	সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিস্‌টিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি (Civil Registration and Vital Statistics-CRVS)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১৬।	জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদ	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১৭।	বাংলাদেশীদের বিদেশে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটি	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১৮।	পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি	যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২। উপর্যুক্ত কাউন্সিল/কমিটি/পরিষদসমূহের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-৯৭

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়’-এর স্থলে ‘সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ’/‘সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ’ প্রতিস্থাপন করিয়া নিম্নবর্ণিত কাউন্সিল/কমিটি/পরিষদ পুনর্গঠন করিয়াছে :

ক্রমিক নম্বর	কাউন্সিল/কমিটি/পরিষদের নাম	কাউন্সিল/কমিটি/ পরিষদে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে দায়িত্বে আছেন	প্রতিস্থাপিত সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা
১)	জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
২)	জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৩)	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST)	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৪)	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCST)	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৫)	ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স-এর নির্বাহী কমিটি	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৬)	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৭)	জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৮)	পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং পল্লী উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	সদস্য	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৯)	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটির বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে তদারকি, প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ও কারিগরি বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি	সদস্য	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১০)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) সচিবালয়ের সাংগঠনিক মর্যাদা নির্ধারণ এবং জাতীয় দক্ষতা ও রেমিটেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রিসভা কমিটির আবশ্যকতা ও কার্যপরিধি নিরূপণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১১)	সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (CRVS) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১২)	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	কাউন্সিল/কমিটি/পরিষদের নাম	কাউন্সিল/কমিটি/ পরিষদে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে দায়িত্বে আছেন	প্রতিস্থাপিত সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা
১৩)	দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাজেট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং-এর জন্য ‘কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি’	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১৪)	ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনার (Istanbul Programme of Action-IPoA)-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের জন্য গঠিত ‘সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি’	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১৫)	সরকারের শূন্য পদ পূরণ, আবশ্যকীয় নতুন পদ সৃজন ও এই সকল পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন এবং এইগুলি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গঠিত কমিটি	সদস্য	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১৬)	জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৭)	নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা	(ক) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২। উপর্যুক্ত কাউন্সিল/কমিটি/পরিষদসমূহের অন্যান্য সদস্য, সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা এবং কার্যপরিধির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হইবে না।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
২১/০৫/১৭

(ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল)
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ০২-৯৫৭১৬০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-৯৩ তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

০৯ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও পরিবর্ধনের বিষয় পর্যালোচনার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির নাম:** সরকারি কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও পরিবর্ধনের বিষয় পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি ।

(খ) **কমিটির গঠন :**

(১)	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	আহ্বায়ক
(২)	প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
(৩)	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	প্রতিনিধি, পরিসংখ্যান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৭)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক	-	সদস্য
(৮)	প্রতিনিধি, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয়	-	সদস্য
(৯)	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) কমিটি সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি তাদের জীবন-যাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার এবং মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয়করণের উপায় নির্ধারণের লক্ষ্যে সার্বিক বিষয় বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক একটি সুচিন্তিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করিবে;

(২) কমিটি আগামী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(ঘ) অর্থ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

আনিসুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১১০৮১
Email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ মার্চ ২০১৭/২৪ ফাল্গুন ১৪২৩

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৭-৫৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পদ সৃষ্টি, পদ স্থায়ীকরণ এবং জনবল নিয়োগ পদ্ধতি (রাজস্ব) প্রভৃতি সমজাতীয় কার্যক্রমকে আরও সহজতর করিবার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির নাম:** পদ সৃষ্টি, পদ স্থায়ীকরণ এবং জনবল নিয়োগ পদ্ধতি (রাজস্ব) প্রভৃতি সমজাতীয় কার্যক্রমকে আরও সহজতর করিবার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি।

(খ) **কমিটির গঠন :**

(১) অতিরিক্ত সচিব (সওব্য), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২) অতিরিক্ত সচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ/রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান), অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(৩) অতিরিক্ত সচিব (বাস্তবায়ন), অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
(৪) অতিরিক্ত সচিব, প্রস্তাব প্রেরণকারী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) কমিটি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পদ সৃজন/বিলুপ্তকরণ/স্থায়ীকরণ/পদনাম পরিবর্তন/পদবি উন্নীতকরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ করিয়া প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে; এবং

(২) যে সকল পদের বেতন স্কেল ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণের প্রয়োজন সে সকল পদের বেতন স্কেল ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কমিটি অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।

(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিগণের মতামতকেই উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্মতি হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(ঙ) কমিটি পরীক্ষামূলকভাবে ০৬ মাসের জন্য কাজ করিবে।

(চ) কমিটি ০৬ মাসের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার নিরিখে এ সংক্রান্ত পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে।

(ছ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(জ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৭ ডিসেম্বর ২০১৬/ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-১৬৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৪/০৪/২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৮৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCST) নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) পরিষদের গঠনঃ

১.	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	- সদস্য
৫.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	- সদস্য
৬.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	- সদস্য
৭.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৮.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৯.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১০.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য
১১.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১২.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৩.	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
১৪.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	- সদস্য
১৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	- সদস্য
১৬.	মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	- সদস্য
১৭.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	- সদস্য
১৮.	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
১৯.	ড. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা	- সদস্য
২০.	চেয়ারম্যান, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	- সদস্য
২১.	ড. নঈম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, আগারগাঁও, ঢাকা	- সদস্য
২২.	ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	- সদস্য
২৩.	প্রফেসর ড. মোঃ জাফর ইকবাল, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	- সদস্য
২৪.	জনাব মোস্তফা জব্বার, প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ও আইটি বিশেষজ্ঞ	- সদস্য
২৫.	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	- সদস্য
২৬.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

(খ) <u>নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধি :</u>

নির্বাহী কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদকে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করিবে :

(১) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উল্লিখিত বিভিন্ন সেক্টরের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক প্রণয়নকৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি হালনাগাদকরণ;

(২) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নীতি এবং প্রযুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(৩) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নীতি এবং প্রযুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

(৫) উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে একটি সার্বিক প্রতিবেদন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদে উপস্থাপন।

(গ) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৭ ডিসেম্বর ২০১৬/ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-১৬৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৪/০৪/২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৮৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST) নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) পরিষদের গঠনঃ

(১)	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	- সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	- সহ-সভাপতি
(৩)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১১)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১২)	প্রতিমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	- সদস্য
(১৩)	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১৪)	প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য
(১৫)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	- সদস্য
(১৬)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	- সদস্য
(১৭)	জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, সংসদ সদস্য, নারায়নগঞ্জ-১ (ঢাকা বিভাগ) (২০৪)	- সদস্য
(১৮)	জনাব আশেক উল্লাহ রফিক, সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-২ (চট্টগ্রাম বিভাগ) (২৯৫)	- সদস্য
(১৯)	জনাব মোঃ আলী আজগার, সংসদ সদস্য, চুয়াডাংগা-২ (খুলনা বিভাগ) (৮০)	- সদস্য
(২০)	জনাব এনামুল হক, সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৪ (রাজশাহী বিভাগ)(৫৫)	- সদস্য
(২১)	জনাব ইমরান আহমদ, সংসদ সদস্য, সিলেট-৪ (সিলেট বিভাগ) (২৩২)	- সদস্য
(২২)	জনাব আ খ ম জাহঙ্গীর হোসাইন, সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী-৩ (বরিশাল বিভাগ) (১১৩)	- সদস্য
(২৩)	জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-২ (রংপুর বিভাগ) (৭)	- সদস্য
(২৪)	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
(২৫)	সিনিয়র সচিব/সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(২৬)	সিনিয়র সচিব/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(২৭)	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(২৮)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	- সদস্য
(২৯)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	- সদস্য
(৩০)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩১)	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩২)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য
৪৭— (৩৩)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩৪)	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
(৩৫)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
(৩৬)	উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য

(৩৭) উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
(৩৮) উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
(৩৯) উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
(৪০) উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
(৪১) উপাচার্য, ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি অব টেকনোলজি - সদস্য
(৪২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ - সদস্য
(৪৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন - সদস্য
(৪৪) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল - সদস্য
(৪৫) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল - সদস্য
(৪৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল - সদস্য
(৪৭) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস - সদস্য
(৪৮) প্রফেসর ড. সুলতানা সফি, সাবেক চেয়ারম্যান, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
(৪৯) প্রফেসর ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও সেক্রেটারি, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস - সদস্য
(৫০) ড. নঈম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, আগারগাঁও, ঢাকা - সদস্য
(৫১) ড. অজয় রায়, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
(৫২) প্রফেসর ড. মুনাজ আহম্মদ নূর, উপ-উপচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ঢাকা - সদস্য
(৫৩) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় - সদস্য-সচিব

(খ) পরিষদের কার্যপরিধি :

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন;

(২) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মান ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন, সমন্বয় সাধন এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ব্যবহারিক প্রয়োগের সার্থকতা নিরূপণের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(৪) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি।

(গ) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ প্রতি ৬ মাসে একবার এবং প্রয়োজন অনুসারে আরও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সভায় মিলিত হইবে।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এই পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর ২০১৬/ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-১৬১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৪/০৪/২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৮৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নিবার্হী কমিটি (ECNCID) নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির গঠন :

০১.	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
০২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
০৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
০৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
০৫.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	-	সদস্য
০৬.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
০৭.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	-	সদস্য
০৮.	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
০৯.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	-	সদস্য
১১.	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১২.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৩.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৪.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
১৫.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৬.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
১৭.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৮.	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	-	সদস্য
১৯.	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২০.	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২১.	নির্বাহী সদস্য-১, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
২২.	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	-	সদস্য
২৩.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোনস অথরিটি (বেজা)	-	সদস্য
২৪.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (বেপজা)	-	সদস্য
২৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	-	সদস্য
২৬.	চেয়ারম্যান, বিসিক	-	সদস্য
২৭.	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	-	সদস্য
২৮.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আইসিবি	-	সদস্য
২৯.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	-	সদস্য
৩০.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	-	সদস্য
৩১.	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই)	-	সদস্য
৩২.	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই)	-	সদস্য
৩৩.	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)	-	সদস্য
৩৪.	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)	-	সদস্য
৩৫.	সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফআইসিসিআই)	-	সদস্য
৩৬.	সভাপতি, চিটাগং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিসিআই)	-	সদস্য
৩৭.	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	-	সদস্য

৩৮. সভাপতি, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস্ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ) - সদস্য

৩৯. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা - সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) কমিটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে স্বীকৃতির জন্য কোন আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা পর্যালোচনা করিবে এবং এনসিআইডি-এর নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করিবে;

(২) পরিবেশ রক্ষাসহ শিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা কমিটি তাহা পরিবীক্ষণ করিবে; এবং

(৩) শিল্পনীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হইলে তাহা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করিবে কিংবা অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা অনীহা পরিলক্ষিত হইলে বা অনুরূপ কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তাহা খতিয়ে দেখিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিবে।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে প্রতি চার মাস অন্তর সভা করিবে।

(ঘ) প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর ২০১৬/ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-১৬০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৪/০৪/২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৮৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID) নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) পরিষদের গঠনঃ

০১.	প্রধানমন্ত্রী	- সভাপতি
০২.	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সহ-সভাপতি
০৩.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৪.	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৫.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৬.	মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৭.	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৮.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৯.	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১০.	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(১১-১৮)	সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রত্যেক বিভাগ হতে ১ জন করে মোট ৮ জন সংসদ সদস্য	
১১.	জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, সংসদ সদস্য, ৩-ঠাকুরগাঁও-১, (রংপুর বিভাগ)	- সদস্য
১২.	জনাব শামসুল হক টুকু, সংসদ সদস্য, ৬৮-পাবনা-১, (রাজশাহী বিভাগ)	- সদস্য
১৩.	জনাব এটিএম আব্দুল ওয়াহাব, সংসদ সদস্য, ৯১-মাগুরা-১, (খুলনা বিভাগ)	- সদস্য
১৪.	জনাব মো: রুস্তম আলী ফরাজী, সংসদ সদস্য, ১২৯ -পিরোজপুর -৩, (বরিশাল বিভাগ)	- সদস্য
১৫.	জনাব এ, কে, এম, ফজলুল হক, সংসদ সদস্য, ১৪৫ - শেরপুর - ৩, (ময়মনসিংহ বিভাগ)	- সদস্য
১৬.	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, সংসদ সদস্য, ২০২ - নরসিংদী-৪, (ঢাকা বিভাগ)	- সদস্য
১৭.	সৈয়দা সায়রা মহসীন, সংসদ সদস্য, ২৩৭ - মৌলভীবাজার-৩, (সিলেট বিভাগ)	- সদস্য
১৮.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ, সংসদ সদস্য, ২৮৪ - চট্টগ্রাম-৭, (চট্টগ্রাম বিভাগ)	- সদস্য
১৯.	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	- সদস্য
২০.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
২১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
২২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
২৫.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	- সদস্য
২৬.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	- সদস্য
২৭.	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	- সদস্য
২৮.	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৯.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩০.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩১.	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
৩২.	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩৩.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোনস অথরিটি (বেজা)	- সদস্য
৩৪.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (বেপজা)	- সদস্য
৩৫.	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	- সদস্য
৩৬.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	- সদস্য

৩৭.	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড, ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই)	- সদস্য
৩৮.	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)	- সদস্য
৩৯.	সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স, অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফআইসিসিআই)	- সদস্য
৪০.	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	- সদস্য
৪১.	সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)	- সদস্য
৪২.	সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়্যার মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)	- সদস্য
৪৩.	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	- সদস্য
৪৪.	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	- সদস্য
৪৫.	চেয়ারপার্সন, উইমেন এন্ট্রেপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েশন	- সদস্য
(৪৬-৪৭)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশিষ্ট শিল্পপতি	
৪৬.	কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই এবং চেয়ারম্যান, স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	- সদস্য
৪৭.	জনাব মহিউদ্দিন মাহমুদ মাহিন, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফিনিস্ড লেদার এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনস (BFLFEA)	- সদস্য

(খ) পরিষদের কার্যপরিধিঃ

(১) আবেদনকারী কোন উদীয়মান যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা প্রদান;

(২) বিদ্যমান অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতের পর্যালোচনা ও তালিকা হালনাগাদ করাসহ প্রদেয় প্রণোদনাসমূহের ধরন ও শর্ত নির্ধারণ করা;

(৩) শিল্পনীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা; এবং

(৪) দেশের শিল্প উন্নয়ন ও প্রসার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

(গ) পরিষদে সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উল্লেখ থাকিলেও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীও এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(ঘ) প্রতি ছয় মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হইবে।

(ঙ) বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় পরিষদে আরো সদস্য কো-অপ্ট করা যাইবে। যখন কোন সুনির্দিষ্ট উপ-খাত বিষয়ক আলোচনা হইবে তখন উপ-খাতের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(চ) শিল্প মন্ত্রণালয় এই পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৭ নভেম্বর ২০১৬/২৩ কার্তিক ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৬ (অংশ)-১৫০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৫/০১/২০১৪ তারিখের ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১১.২০১১-০৭ নম্বর, ৩০/০৭/২০১৫ তারিখের ০৪.০০. ০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৩০ নম্বর এবং ১৮/০৪/২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১. ১৬-৮৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধি সংশোধন করিয়া নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করিয়াছে :

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) ক. উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, অধস্তন দপ্তর, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত এককভাবে ১০০ (একশত) কোটি টাকার উর্ধ্বের পূর্ত কাজ ও ভৌত সেবা এবং পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় ও চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা।

খ. অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, অধস্তন দপ্তর, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত এককভাবে পূর্ত কাজের ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) কোটি টাকার এবং পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও সংশ্লিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের ক্রয় ও চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা।

(২) ক. উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরামর্শক সার্ভিস (কনসালটেন্সি সার্ভিসেস) সংক্রান্ত ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা।

খ. অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে পরামর্শক সার্ভিস (কনসালটেন্সি সার্ভিসেস) সংক্রান্ত ২০ (বিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বিবেচনা।

(৩) উপরের (১) ক, খ এবং (২) ক, খ উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অংকের (অর্থাৎ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পূর্ত কাজ ও ভৌত সেবা এবং পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়/চুক্তি অনুমোদন সংক্রান্ত ১০০ (একশত) কোটি টাকার উর্ধ্বের ও পরামর্শক সার্ভিস-এর ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের এবং অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে পূর্ত কাজ ক্রয়/চুক্তি অনুমোদনের ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) কোটি টাকার উর্ধ্বের, পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও সংশ্লিষ্ট সেবা সংক্রান্ত ক্রয়/চুক্তির ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের ও পরামর্শক সার্ভিসের ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের) পুন:দরপত্র সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব বিবেচনা।

(৪) সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত দরপত্র পদ্ধতির পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা।

(৫) কোন আইন, বিধি বা নীতিমালায় এই কমিটি কর্তৃক বিবেচনার জন্য কোন বিষয় নির্ধারণ করা থাকিলে উহা বিবেচনা।

২। কমিটির গঠন ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ অক্টোবর ২০১৬/ ১৭ আশ্বিন ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-১৩৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২০/০৮/২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-১৩৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (Bangladesh National Conservation Strategy)-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন** :

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৮)	প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা	-	সদস্য
(৯)	উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি** :

কমিটি এতদ্বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্রের খসড়া চূড়ান্তকরণ করিবে।

(গ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে এবং উক্ত কমিটির নির্দেশনার আলোকে 'Bangladesh National Conservation Strategy'-এর খসড়া সংশোধন করিয়া বাংলা অনুবাদসহ পুনরায় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মো: মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২২ আগস্ট ২০১৬/ ০৭ ভাদ্র ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-১২১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত ০৩/০৮/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ মোতাবেক বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান/উত্তোলন ও উৎপাদনের নিমিত্ত সমুদ্র এলাকার ভূ-গঠন এবং তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভের লক্ষ্যে Non-Exclusive Survey/Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক আহ্বানকৃত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করিবার নিমিত্ত নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন** :

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	-	সদস্য
(৪)	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	-	সদস্য
(৫)	মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট	-	সদস্য

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান/উত্তোলন ও উৎপাদনের নিমিত্ত সমুদ্র এলাকার ভূ-গঠন এবং তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভের লক্ষ্যে Non-Exclusive Survey/ Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক আহ্বানকৃত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করিয়া কমিটি যত দ্রুত সম্ভব প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(গ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(ঘ) এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১১ জুলাই ২০১৬/ ২৭ আষাঢ় ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-১০৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০২ জুন ২০১০ তারিখের ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-৯৩ নম্বর এবং ৩০ নভেম্বর ২০১১ তারিখের ০৪.৬১১.০০৬. ০০.০০.০০২.২০১০-১৭৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি-এর নাম সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির নাম : সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (**Central Management Committee – CMC)**।

(খ) কমিটির গঠন :

(১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	আহ্বায়ক
(২)	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৪)	সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(৭)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(৮)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
(১৩)	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
(১৬)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৭)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৮)	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৯)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২০)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
(২১)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২২)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৩)	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
(২৪)	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৫)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৬)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(২৭)	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৮)	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য
(২৯)	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩০)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩১)	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(৩২)	সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩৩)	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩৪)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
(৩৫)	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০২/০৬/২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭২২.৫৮.০০১.১৬.১১৩ নম্বর পরিপত্রমূলে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নকারী

মন্ত্রণালয়/বিভাগের পারস্পরিক সমন্বয়ে সহযোগিতা প্রদান এবং ইহাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধান এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃক্লাস্টার মতানৈক্য বা বিরোধ নিষ্পত্তি;

(২) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫-এর বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এই বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদকে যথাসময়ে অবহিতকরণ;

(৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মপরিকল্পনার আলোকে যৌক্তিক পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের প্রকৃত ব্যয় ও কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

(৪) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে জীবনচক্রভিত্তিক কার্যক্রমে পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে চলমান কর্মসূচিসমূহ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সংশোধন, সমন্বয়, পর্যায়ক্রমে বিলোপন অথবা নুতন কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ক্লাস্টারসমূহের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান;

(৫) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(৬) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং নিয়মিতভাবে কমিটিসমূহের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৭) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা এবং উক্ত অভিজ্ঞতা চলমান কর্মসূচিসমূহে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

(৮) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্নকরণে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান-

(অ) একক ও সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (MIS) প্রণয়ন;

(আ) ডিজিটাল এবং মোবাইলভিত্তিক G2P (সরকার থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে) অর্থ-হস্তান্তর ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;

(ই) সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ব্যবস্থা উন্নয়ন; এবং

(ঈ) কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রণয়ন।

(৯) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগী নির্বাচনের নীতি, পদ্ধতি এবং তালিকা পর্যালোচনা;

(১০) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পর্যালোচনাপূর্বক ইহার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন বা পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(১১) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটিকে প্রদত্ত অন্যান্য যে কোন দায়িত্ব পালন;

(১২) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রম; এবং

(১৩) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেই সকল বিষয়াদি এই প্রজ্ঞাপনে বিস্তারিত বর্ণিত হয় নাই এইরূপ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২। কমিটি বছরে কমপক্ষে দুইটি এবং প্রয়োজনবোধে যে কোন সময়ে সভার আয়োজন করিবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করিতে পারিবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মো: মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১০ জুলাই ২০১৬/ ২৬ আষাঢ় ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-১০১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০৬.০১৯.১৪-৮১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত এবং ৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০৬.০১৯.১৪-১৩২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সংশোধিত 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র কার্যপরিধিতে নিম্নলিখিত বিষয় দুইটি অন্তর্ভুক্ত/সংযোজন করিয়াছে :

(১১)'ভিজিডি কার্যক্রম' এবং 'কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি'।

২। কমিটির গঠন ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
<u>কমিটি বিষয়ক শাখা</u>

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১১ মে ২০১৬/ ২৮ বৈশাখ ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-৯২ বাংলাদেশ সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস)-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপভাবে **'সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি'** গঠন করিয়াছে :

(ক) কমিটির গঠন :

০১.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
০২.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
০৩.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য
০৬.	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭.	মহাপরিচালক, এনআইডি উইং, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, বাংলাদেশ	সদস্য
০৮.	মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
০৯.	রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেল (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন)-এর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১০.	প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১১.	যুগ্মসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	সদস্য
১২.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	পলিসি এডভাইজার, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১৪.	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

ক) স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটিকে সহায়তা প্রদান;

খ) সিআরভিএস বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সিআরভিএস কৌশল প্রণয়ন কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান;

গ) সিআরভিএস-এর ডিজাইন/পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান এবং এ সংক্রান্তে গঠিত কারিগরি কমিটিকে পরামর্শ প্রদান;

ঘ) সিআরভিএস বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

ঙ) সিআরভিএস বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন;

চ) সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ ও সুপারিশ প্রদান; এবং

ছ) সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি প্রদত্ত সিআরভিএস বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম।

২। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিআরভিএস সচিবালয় উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ এপ্রিল ২০১৬/ ০৭ বৈশাখ ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-৮৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে :

যেই সকল কমিটিতে কোন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত আছেন, সেই মন্ত্রণালয়/বিভাগে কোন মন্ত্রী নিয়োজিত না থাকিলে প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী ঐ কমিটিতে মন্ত্রীর বদলে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ এপ্রিল ২০১৬/ ০৫ বৈশাখ ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-৮৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধিতে নিম্নলিখিত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত/সংযোজন করিয়াছে :

‘(৫) কোন আইন, বিধি বা নীতিমালায় এই কমিটি কর্তৃক বিবেচনার জন্য কোন বিষয় নির্ধারণ করা থাকিলে উহা বিবেচনা।’

২। কমিটির গঠন ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

_প্রজ্ঞাপন_

ঢাকা, ১৮ এপ্রিল ২০১৬/ ০৫ বৈশাখ ১৪২৩

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০১.১৬-৮৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধিতে নিম্নলিখিত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত/সংযোজন করিয়াছে :

‘(৮) কোন আইন, বিধি বা নীতিমালায় এই কমিটি কর্তৃক বিবেচনার জন্য কোন বিষয় নির্ধারণ করা থাকিলে উহা বিবেচনা।’

২। কমিটির গঠন ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন : ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিয়ষক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ২০১৬/২৯ পৌষ ১৪২২

নম্বর-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১৩-০৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষঙ্গিক সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পে কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন-২০১৫ বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নরূপভাবে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করিয়াছে :

(ক) **কমিটির গঠন** :

(১)	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(২)	জনাব আমির হোসেন আমু, মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	জনাব তোফায়েল আহমেদ, মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	জনাব আনিসুল হক, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৭)	জনাব এইচ টি ইমাম, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা	-	সদস্য
(৮)	জনাব মোঃ মুজিবুল হক (চুন্নু), প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৯)	বেগম ইসমাত আরা সাদেক, প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

(খ) কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে কমিটিতে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(গ) অর্থ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(ঘ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোনঃ ৯৫১১০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা

www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২০.

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'** নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	আহ্বায়ক
(২)	যে সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন সে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাঁর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	:	সদস্য
(৩)	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ বা তাঁর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	:	সদস্য
(৪)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালক পর্যায়ের)	:	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

কমিটি একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রে আদালতে মামলা না করে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে আপিল করতে পারবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট এবং বিশেষজ্ঞ-মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

(ঙ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২০.১৩২ তারিখ: ০৯ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) আরও বিশদভাবে পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'** নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা :**

(১) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
(২) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(৩) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(৪) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(৫) সচিব, সেতু বিভাগ
(৬) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
(৭) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
(৮) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
(৯) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত পর্যালোচনাক্রমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) চূড়ান্তকরণ।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২০.৮৯ তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৬ নভেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘**পুরাতন ঢাকায় বিদ্যমান কেমিক্যাল গোডাউন ও প্লাস্টিক কারখানা স্থানান্তরসহ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা ও সকল বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি**’ নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

১.	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ:**

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব

২. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

৩. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪. সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৫. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৬. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৭. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

৮. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) পুরাতন ঢাকায় বিদ্যমান কেমিক্যাল গোডাউন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-এর অনুকূলে সাময়িক/অস্থায়ীভাবে সীমিত সময়ের জন্য ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের বিষয়টি পর্যালোচনা;

(২) সকল বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(৩) বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান, পরিবহণ, বিপণন, পরিদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রমকে একটি দপ্তরের অধীনে (অথরিটি) এনে ‘ওয়ানস্টপ’ সার্ভিসের মত একটি নতুন ব্যবস্থাপনায় আনয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে সুপারিশ প্রদান এবং

(৪) পুরাতন ঢাকার কেমিক্যাল গোডাউন ও প্লাস্টিক কারখানা স্থানান্তরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ছ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২০.১৭৪

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’** নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	জনাব আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(২)	জনাব আসাদুজ্জামান খান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্‌মুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৫)	ডাঃ দীপু মনি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	জনাব এ. কে আব্দুল মোমেন মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
(৮)	জনাব ফরহাদ হোসেন প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	জনাব কে এম খালিদ প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) **সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ:**

(১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(২) ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
(৩) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
(৪) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
(৫) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
(৬) সচিব, অর্থ বিভাগ
(৭) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৮) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(৯) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
(১০) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(১১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(১২) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
(১৩) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(১৪) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের কর্মসূচি প্রণয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা গ্রহণ;

(২) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় কর্মসূচি পর্যালোচনা, সংযোজন বা বিয়োজন;

(৩) কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের নির্দেশনা প্রদান;

(৪) কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান; এবং

(৫) উপর্যুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্য যে কোনো প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২০.১৭৫

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

১.	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	আহ্বায়ক
২.	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
৬.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
৭.	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	:	সদস্য
৮.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
৯.	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১০.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
১১.	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১২.	পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর	:	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	:	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, সামরিক গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)	:	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই)	:	সদস্য
১৬.	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম	:	সদস্য
১৭.	শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার	:	সদস্য

এ কমিটিতে সচিব বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

১. বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ক্যাম্প এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যবস্থাপনা ও প্রত্যাবাসনসহ সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

২. প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স (এনটিএফ), ভাসানচরে স্থানান্তরের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় এক্সিকিউটিভ কমিটির কার্যক্রম, নিরাপত্তা প্রদান ও রোহিঙ্গা নাগরিকদের বিষয়ে গৃহীত সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, পুনর্নিরীক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান;

৩. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাতে পারবে।

(ঘ) প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কমিটি অন্যূন একটি সভা এবং প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো সময়ে সভার আয়োজন করবে।

(ঙ) রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ

মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা।
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০৭২.১২-৪৬৬

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২২ / ০৪ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয় : একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাস্তবায়নে নিবিড় সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।

সূত্র: প্রকল্প পরিচালক, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প-এর আধা সরকারি পত্রের স্মারক নম্বর: ৩৪, তারিখ: ২১-১২-২০১৫।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে একটি বাড়ি একটি খামার সম্পূর্ণই একটি বিশেষায়িত প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসনের জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্প দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে যে সফলতা অর্জন করেছে তার সার্বিক প্রশংসার দাবিদার মাঠ প্রশাসন। এ সকল আশাপ্রদ ভূমিকার পাশাপাশি কোন কোন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আন্তরিকতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে যা সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলাতে দরিদ্র জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনকে বাঁধাগ্রস্ত করছে মর্মে পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, দারিদ্র বিমোচনের এ মহতী উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার নিবিড় সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৪.০১.২০১৬

(মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী)
উপসচিব (মাপ্রসম)
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

০১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
০২। জেলা প্রশাসক (সকল)।
০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

অনুলিপি:
ড. প্রশান্ত কুমার রায়
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.৫১৪.০৭১.০২.০০.০০৪.২০১১-৭৫১

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪২৩
১১ আগস্ট ২০১৬

বিষয় : নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমন্বয়/উন্নয়ন/উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় নিয়মিত এজেন্ডাভুক্তকরণ।

সূত্র: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০২২.৩২.০০২.১৬-৪১১, তারিখ: ২৮.৭.২০১৬

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের চিত্রপ্রতিলিপি এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল। পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর মাধ্যমে উৎপাদন, আমদানি ও বিপণন সকল স্তরে খাদ্য নিরাপদ রাখা নিশ্চিতকরণ; খাদ্যের নিরাপদ মান নির্ধারণে অসমতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে খাদ্য ভোক্তা, খাদ্য উৎপাদনকারী ও খাদ্য ব্যবসায়ী তথা সর্বস্তরের জনগণকে অধিকতর সচেতন করা এবং সচেতনতাকে অনুশীলনে পরিণত করা আবশ্যক। এ বিষয়ে সচেতনতা ও প্রচারণার লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনারগণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সমন্বয় সভা, জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভা এবং উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা একটি কার্যকর ফোরাম। এজন্য উক্ত সভাগুলিতে ‘নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ’ শীর্ষক একটি এজেন্ডা রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, বিভাগীয় কমিশনারগণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সমন্বয় সভা, জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভা এবং উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এজেন্ডাভুক্তকরণ এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১১.০৮.২০১৬

(ড. ফারুক আহাম্মদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব (মাপ্রসম)
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

০১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
০২। জেলা প্রশাসক (সকল)
০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

অনুলিপি:

সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০৫.১৫-৫০৪ তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪২২ / ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বিষয় : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুসরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর ০৪.৫১৪.০২৯.০৩.০০.০০৪.২০১০-৩৯৩ তারিখ: ১৯-৯-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণকে আগামী দিনের যোগ্য, দক্ষ, গতিশীল, দ্রুত ও কার্যকরভাবে জনগণকে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে জনমুখী করে গড়ে তোলার মানসিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাঠপ্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হিসাবে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এসব নবীন কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক তাঁর সাহচর্যে থাকেন। ফলে বাস্তবভিত্তিক ও প্রয়োগিত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলার কৌশল এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণে তাঁদেরকে আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করবে। তাছাড়া, সরকারের উন্নয়ন-লক্ষ্য অর্জন, চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন, জনগণের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ তথা মাঠ পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণকে উপযুক্ত মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। এ কারণে পরবর্তীতে প্রথম কর্মস্থল ও শিক্ষানবিসকালের ছাপ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

০২। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সরাসরি উপস্থিত হয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকে একবছর মেয়াদি কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (on-the-job-training) কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে আরও কার্যকর, বাস্তবভিত্তিক, কর্মোপযোগী, প্রয়োগযোগ্য ও হালনগাদ করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা কর্তৃক গবেষণালব্ধ মতামত/সুপারিশের ভিত্তিতে উক্ত কর্মসূচির সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন করে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকের পরিবর্তে তদ্‌স্থলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের জন্য ছয়মাস মেয়াদি নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত ফরম এইসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হল।

০৩। শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাবলি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল :

(ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলাকালে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রতি রবিবার জেলা প্রশাসক শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করবেন। কোন কারণে রবিবার মিলিত হওয়া সম্ভব না হলে তার পূর্বের বা পরের দিন এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিবেন;

(খ) প্রশিক্ষণকালে শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণকে প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় সকল আইন, বিধিমালা, পরিপত্র, নীতিমালা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে;

(গ) প্রতিটি মডিউল সমাপ্ত হওয়ার পর শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারদের একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারদের জন্য প্রতিমাসের ১৫ তারিখে আনুষ্ঠানিক চা-চক্র এবং প্রশিক্ষণকালে ন্যূনতম দু'টি নৈশভোজের আয়োজন করতে হবে। মাসের ১৫ তারিখে চা-চক্র করা সম্ভব না হলে তার পূর্বের বা পরের দিন অথবা নিকটবর্তী কোন তারিখে তার ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঙ) জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ/ইউনিয়ন ভূমি অফিস/অন্য কোন অফিস পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারদেরকে পর্যায়ক্রমে সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং তাঁদেরকে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শনের বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন;

(চ) শিক্ষানবিস কর্মকর্তাদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভা, জুডিশিয়াল সভা এবং যথাসম্ভব অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সভায় ইংরেজির অনুশীলন করতে হবে;

(ছ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পর জেলা প্রশাসক শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারদের মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকে সম্পৃক্ত রাখা যেতে পারে;

(জ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পর জেলা প্রশাসক শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি এবং বিভাগীয় কমিশনারের উপস্থিতিতে সনদপত্র বিতরণ করতে হবে। এতে জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকেও আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। বিশেষক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে;

(ঝ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলাকালীন প্রতিমাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত ফরমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন; এবং

(ঞ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপ্তির পর জেলা প্রশাসক প্রত্যেক শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনার সম্পর্কে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে একটি প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করবেন।

সংযুক্তি:

(ক) কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (on-the-job-trainging) কর্মসূচি ছয় পৃষ্ঠা।
(খ) প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সংযুক্ত ফরম এক পৃষ্ঠা।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১০/০২/২০১৬

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগ)
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩

জেলা প্রশাসক
.... (সকল)।

<u>অনুলিপি:</u>

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩। রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৪। রেক্টর, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মনিটরিং করার অনুরোধসহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০২৯.০০৪.২০১০-৮৩৪

তারিখ: ০৫ কার্তিক ১৪২৩
২০ অক্টোবর ২০১৬

বিষয় : শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০৫.১৫-৫০৪ তারিখ: ১০-০২-২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোস্থ স্মারকে শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ জেলা হতে যথাসময়ে এ প্রতিবেদন প্রেরণ না করার কারণে শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অবহিত হচ্ছে না।

০২। এমতাবস্থায়, শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনার কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্দেশিত ছকে প্রতি মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখায় হার্ড কপি এবং সফট্ কপি Nikosh ফন্টে (ই-মেইল faco_sec@cabinet.gov.bd)-তে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২০.১০.২০১৬

(ড. ফারুক আহাম্মদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব (মাপ্রসম)
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক
.................(সকল)।

অনুলিপি:
বিভাগীয় কমিশনার
..........................(সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০২.২০১৬-৮৬৫

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
২৩ নভেম্বর ২০১৬

বিষয় : **কৃষি কার্যক্রম জোরদারকরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত।**

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০২.২০১৬-৮৩৯ তারিখ ৩১.১০.২০১৬

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে সরকারের ধারাবাহিক ও বিশেষ উদ্যোগ/কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দেশ ইতোমধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তাছাড়া, পুষ্টিগত মানসম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, অনাবাদি জমি আবাদ করা, সরকারের উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন এবং সমন্বয়সাধনে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এজন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ যাতে জনগণকে আরও সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এই পরিপ্রেক্ষিতে গত অক্টোবর /২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের কৃষি কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ এবং জনগণকে সচেতন করতে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক:

(১) কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনাবাদি পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনয়ন;

(২) অকৃষি কাজে কৃষি জমির ব্যবহাররোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) মৌ-চাষের জন্য ব্যবহৃত বাক্স নির্বিঘ্ন পরিবহণে মৌ-চাষিগণকে সহযোগিতা প্রদান;

(৪) সরকারের প্রদেয় বিভিন্ন প্রণোদনা কৃষকদের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ;

(৫) বরেন্দ্র এলাকায় সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে পাতকুয়া স্থাপন এবং সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ;

(৬) এলাকাভিত্তিক পরিবেশ বিবেচনায় যেমন: উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধান ও জলমগ্ন এলাকার জন্য নুতন ধানের জাত এবং খরা এলাকার জন্য খরা-সহিষ্ণু বিভিন্ন জাতের ধান, গম, সরিষা, আলু, তিল প্রভৃতি শস্যের সম্প্রসারণে জনগণকে উৎসাহিতকরণ;

(৭) উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা, নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে ভিয়েতনাম ও কেরালা থেকে আমদানিকৃত খাটো জাতের নারিকেল চাষের জন্য উপকূলীয় এলাকাকে প্রাধান্য প্রদান;

(৮) সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ;

(৯) দেশের বাজারে ফুলের চাহিদার বিষয় বিবেচনা করে ফুলের বাজার-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

(১০) দেশের হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নভূমির জন্য ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদনের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(১১) কৃষি কার্যক্রম যান্ত্রিকীকরণে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১২) কৃষকের উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বাজার ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় স্থাপিত পাইকারি বাজার, গ্রোয়ার্স মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার, প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বিশেষায়িত হিমাগারগুলি যাতে সঠিকভাবে কাজ করে সে বিষয়টির মনিটরিং করা;

(১৩) অপরিপক্ক ধান কাটা বন্ধের জন্য কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণ; এবং

(১৪) জনগণের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে সুষম ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সচল রাখা।

০২। এমতাবস্থায়, উপরিল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৩.১১.২০১৬

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক.................. (সকল)।

<u>অনুলিপি:</u>

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০২৯.০০৪.২০১৬-৮৭৯

তারিখ: ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬

বিষয় : শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মূল্যায়নে/সমাপ্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতি সংক্রান্ত।

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০৫.১৫-৫০৪ তারিখ: ১০-০২-২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোস্থ স্মারকে জারিকৃত বিভিন্ন জেলা প্রশাসকগণের কার্যালয়ে কর্মরত শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত অগ্রগতি-প্রতিবেদন প্রতিমাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অথচ কোন কোন জেলা হতে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয় না। এছাড়া, কোন কোন জেলায় প্রশিক্ষণটি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করা হচ্ছে না। শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মডিউল সমাপ্তির পর কোন কোন জেলায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল ও মূল্যায়নের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয় না। অধিকন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায়/প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিত থাকার বিধান রয়েছে। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অথবা বিভাগীয় কমিশনারের উপস্থিতির বিষয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অবহিত নয়।

০২। এমতাবস্থায়, সূত্রে উল্লিখিত স্মারকের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ এবং শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবে কাজে লাগবে এভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ, মডিউল সমাপ্তির পর গৃহীত পরীক্ষার মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখায় (ই-মেইল faco_sec@cabinet.gov.bd)-তে প্রেরণ এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায়/প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৪.১২.২০১৬

(ড. ফারুক আহাম্মদ)
উপসচিব (মাপ্রসম)
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক
..................................(সকল)।

অনুলিপি:
বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নং-০৪.৫১৪.০৩৫.০০.০০.০২০.২০১০-১৪৯

তারিখ: ০৫ বৈশাখ ১৪২৪ / ১৮ এপ্রিল ২০১৭

বিষয়: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৫-তম ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের জন্য Orientation Training প্রোগ্রাম আয়োজন সংক্রান্ত।

সূত্র : (১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর : ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩৫.০০৬.১৬-৮২, তারিখ : ০২ এপ্রিল ২০১৭।

(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর : ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৮.১১৫.১৭-১৬৩, তারিখ : ১১ এপ্রিল ২০১৭।

(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর : ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৮.১১৫.১৭-১৯২, তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত (১) নম্বর স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত ৩৫-তম বিসিএস-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত/পদায়িত কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরকে আগামী ০২ মে ২০১৭ তারিখের মধ্যে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। সূত্রস্থ (২) নম্বর স্মারকে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৫-তম ব্যাচের নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণকে বিভিন্ন বিভাগে পদায়ন করা হয়। সূত্রস্থ (৩) নম্বর স্মারকে ঢাকা বিভাগে ন্যস্তকৃত শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণকে আগামী **০৩.০৫.২০১৭** তারিখে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকায় এবং অন্যান্য শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণকে আগামী **০৭.০৫.২০১৭** তারিখে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে যোগদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২। বরাবরের ন্যায় এই বছরও বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৫-তম ব্যাচের নবনিয়োগপ্রাপ্ত ২৮৬ জন শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের জন্য তিন দিনব্যাপী একটি Orientation Training-এর আয়োজনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ একটি অভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে (সংযুক্ত)। প্রণীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে।

৩। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকায় **আগামী ০৩-০৫ মে ২০১৭ এবং অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ০৭-০৯ মে ২০১৭ মেয়াদে অনুষ্ঠেয়** ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং প্রোগ্রামে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবগণ দিক্-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে। উক্ত নীতি-নির্ধারকগণের মধ্যে কে কোন বিভাগে উপস্থিত থাকবেন তা অচিরেই জানানো হবে।

৪। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হল।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৮.০৪.১৭

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৩৮৩৩

বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।

<u>অনুলিপি প্রেরণ করা হল :</u>

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক/স্থানীয় সরকার/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০১৭.১৬-১৫৪

তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪২৪ / ২৬ এপ্রিল ২০১৭

বিষয় : সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত।

সূত্র : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়-এর স্মারক নম্বর ২২.০০.০০০০.০৬৭.৪০.০০৬.১৬-১৪৩ তারিখ: ২৭-৩-২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে প্রাপ্ত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পত্রের চিত্রপ্রতিলিপি এই সঙ্গে প্রেরণ করা হল। রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় এক ঘন্টায় ২,৫০,০০০টি চারাগাছ রোপণের বিষয়টি সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য বন অধিদপ্তর কর্তৃক সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪-এর আলোকে স্থানীয় উপকারভোগী নির্বাচন এবং সংশ্লিষ্ট মালিক/সংস্থাসমূহের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অন্যান্য জেলা ও উপজেলায় এ ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হলে বন বিভাগ এ বিষয়ে সহযোগিতা করবে মর্মে জানা যায়।

২। এমতাবস্থায়, তারাগঞ্জ উপজেলার দৃষ্টান্ত অনুসরণে স্থানীয় বন বিভাগের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে একই ধরণের বৃক্ষরোপনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে এক পাতা।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৬.০৪.১৭

(ড. ফারুক আহাম্মদ)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

১। জেলা প্রশাসক
(সকল)।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার
(সকল)।

অনুলিপি:
১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০৫৪.১৫-৮৬৪

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
২৩ নভেম্বর ২০১৬

বিষয় : সার্কিট হাউজের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত।

রাষ্ট্রের অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী, সাংবিধানিক পদাধিকারী ব্যক্তি, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বেসরকারি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সুধী প্রমুখ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়/ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জেলায় গমন করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা স্বল্পকালীন সময়ের জন্য সরকারি রেস্ট হাউজ হিসাবে সার্কিট হাউজ ব্যবহার করে থাকেন। জেলা প্রশাসকের আওতায় পরিচালিত এই সার্কিট হাউজের যথাযথ ব্যবস্থাপনার ওপর জেলা প্রশাসনের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এজন্য সার্কিট হাউজ ব্যবস্থাপনাকে জেলা প্রশাসনের দর্পণ হিসাবে অভিহিত করা হয়। সার্কিট হাউজ ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা প্রদান ও সার্কিট হাউজের সেবার মান প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিকল্পে সরকারের অনেক আর্থিক সংশ্লেষ থাকে। অথচ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কোন কোন সার্কিট হাউজের সেবার মান সন্তোষজনক নহে। আবার কোন কোন জেলা হতে কক্ষ খালি থাকা সত্ত্বেও “খালি নাই” মর্মে জানিয়ে দেওয়া হয়। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য সার্কিট হাউজের সেবার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আরও উদ্যোগ গ্রহণ একান্তভাবে কাম্য।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে সার্কিট হাউজের সেবার মান আরও বৃদ্ধিকল্পে নিম্নোল্লিখিত বিষয়াদি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল :

(১) জেলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সার্কিট হাউজের অবস্থান-নির্দেশক স্থাপন;

(২) সার্কিট হাউজের দ্বারে প্রবেশ পথে স্পষ্টাকারে উহার নাম লিখন;

(৩) মূল রাস্তা হতে ভিতরে প্রবেশ পর্যন্ত রাস্তার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন;

(৪) আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মৌসুমভিত্তিক দৃষ্টিনন্দন ফুলের বাগান সৃজন;

(৫) সালামির মঞ্চ এবং গার্ড-অব-অনার-এর স্থান সুসজ্জিত রাখা;

(৬) হেল্প ডেস্ক স্থাপন এবং হেল্প ডেস্ক-এর সামনে ইলেকট্রনিক বোর্ড স্থাপনপূর্বক কক্ষ বরাদ্দ /শূন্য সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ;

(৭) জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুসরণে কক্ষগুলির নাম প্রদান;

(৮) কক্ষের সামনে/লবি/বারান্দায় দৃষ্টিনন্দন গাছ/ফুলের টব সংরক্ষণ এবং নিয়মিতভাবে পরিচর্যাকরণ;

(৯) ভিভিআইপি কক্ষের সাজ-শয্যা তথা: সোফা, টেবিল, বেড, বেডশিট, বেড-কভার, মশারি, বালিশ, পর্দা, তোয়ালে, লেপ এবং এর কভার, জায়নামাজ, টুপি, লেখার ছোট প্যাড, কলমদানি, কলম, এক নজরে জেলার তথ্য, টেলিফোন নির্দেশিকা, ভাড়ার হার, খাদ্য তালিকা, জুতার ব্রাস, হ্যাঙ্গার, চপ্পল ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা;

(১০) ভিআইপি কক্ষে “একবার ব্যবহারের জন্য” প্রমাণ সাইজের সাবান, স্যাম্পু, টুথপেস্ট, টুথ-ব্রাস, রেজর, শেভিং ফোম ইত্যাদি সংরক্ষণ;

(১১) অন্যান্য কক্ষে পর্যায়ক্রমে ও প্রয়োজনমতো অনুরূপ সাজ-শয্যার ব্যবস্থাকরণ ও কক্ষের মানোন্নয়ন;

(১২) প্রতিটি কক্ষে দিক্-নির্দেশক চিহ্ন প্রদান;

(১৩) কলের বেসিন, কমোড, কল, গিজার, এসি ইত্যাদি সচল রাখা;

(১৪) ধুমপায়ীদের জন্য বিশেষ কর্ণার সংরক্ষণ;

(১৫) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের নির্ধারিত পোশাক পরিধানের ব্যবস্থাকরণ;

(১৬) মাঝে মাঝে কর্মচারীদের মহড়ার ব্যবস্থাকরণ;

(১৭) অতিথি আগমনের পূর্বে কক্ষের অবস্থা মানসম্মতকরণ;

(১৮) সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি/কর্মকর্তার ভ্রমণসূচি/যাত্রাবিরতি/টেলিফোন/মোবাইল/ই-মেইলের নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থাকরণ;

(১৯) সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি/কর্মকর্তা/সুধীজনের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (যদি থাকে)-এর নিকট হতে খাবার-মেন্যুর নির্ধারণ;

(২০) পদ-মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে কক্ষের বরাদ্দ প্রদান;

(২১) বাস্তবতা/অবস্থাভেদে খরচের হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট ভিভিআইপি/গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো/উপস্থাপন;

(২২) ভিভিআইপি/কর্মকর্তা/সুধীজনের মর্যাদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাকরণ;

(২৩) রুচিশীল ও মার্জিত আচরণের মাধ্যমে অতিথিগণের সন্তুষ্টি অর্জনে সদা তৎপর থাকা;

(২৪) অতিথিদের মন্তব্য লিপিবদ্ধকরণের জন্য রেজিস্টার/Feedback Card প্রদান;

(২৫) রেজিস্টারের মাধ্যমে আদায়কৃত ভাড়া যথাসময়ে জমাপ্রদান এবং মাঝে মাঝে Cash Transaction Report (CTR) পরীক্ষাকরণ;

(২৬) প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি'র ক্যামেরা স্থাপন;

(২৭) নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে রাত্রিকালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার;

(২৮) নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেনারেটর/আইপিএস/সোলার প্যানেল ব্যবহার;

(২৯) বিদ্যুতের ব্যবহারে কৃচ্ছতা সাধন;

(৩০) wifi সংযোগ স্থাপন;

(৩১) নেজারত ডেপুটি কালেক্টর কর্তৃক নিয়মিতভাবে এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কর্তৃক সপ্তাহে দু'বার এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক মাঝে মাঝে কক্ষগুলি সরেজমিন পরিদর্শন;

(৩২) কক্ষগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কক্ষ ও অতিথির পদমর্যাদা ও সংখ্যা সংবলিত সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রতিদিন রাতে নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি)-কে অবহিত করবেন; এনডিসি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)-কে এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জেলা প্রশাসককে প্রতিদিনের অবস্থা অবহিত রাখবেন;

(৩৩) কোন কর্মকর্তা/সুধীজনকে দীর্ঘদিন অবস্থানের সুযোগ না দেওয়া;

(৩৪) ব্যয়-হ্রাসকরণসহ সার্কিট হাউজের আয় বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩৫) সার্কিট হাউজের কক্ষের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ; এবং

(৩৬) সার্কিট হাউজের সংস্কার/উন্নয়ন/নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ/ডরমিটরি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে সরকারের নিকট পূর্ণাঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ।

০৩। সার্কিট হাউজের উন্নয়ন/ভাড়া আদায় সংক্রান্ত নিম্নোল্লিখিত ছকে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে Nikosh Font-এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখার ই-মেইল:faco_sec@cabinet.gov.bd-এ Soft Copy এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল :

ক্রম	আবেদনকারীর সংখ্যা (মৌখিকসহ)	ভিআইপি কক্ষ		সাধারণ কক্ষ		মোট ব্যবহৃত কক্ষের সংখ্যা	মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	সংশ্লিষ্ট খাতে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ও তারিখ	কক্ষ শূন্য থাকার কারণ	অতিথিগণের মন্তব্য (যদি থাকে) এবং গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
		ব্যবহৃত সংখ্যা	অব্যবহৃত সংখ্যা	ব্যবহৃত সংখ্যা	অব্যবহৃত সংখ্যা						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৩.১১.২০১৬

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ০২-৯৫৭৩৮৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক (সকল)

অনুলিপি:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)।

(একই তারিখ ও স্মারকের স্থলে স্থলাভিষিক্ত হবে)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০৯.২০১৫-২২৬

তারিখ: ০৪ বৈশাখ ১৪২৫ / ১৭ এপ্রিল ২০১৮

বিষয় : ভিডিও কনফারেন্সিং।

তথ্য প্রযুক্তির যুগে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম মত-বিনিময় এবং দিক্-নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর মাধ্যম। এর মাধ্যমে নীতিনির্ধারকগণ যেমন দ্রুততম সময়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা সরাসরি জানানোর সুযোগ পান, তেমনি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও তাঁদের মতামত নীতিনির্ধারকদের অবহিত করতে পারেন।

২। বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলত সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি তাঁদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং অধস্তন অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন/দর্শনসহ বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ সভায় অংশগ্রহণ করতে হয়। সাধারণত এক মাস পূর্বেই পরবর্তী মাসের কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়। এইসব কর্মসূচির সঙ্গে অনেক দপ্তর এবং সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা থাকে।

৩। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে প্রায়শই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং আয়োজন করে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাকে দীর্ঘসময় তাতে (ভিডিও কনফারেন্সিং-এ) সংযুক্ত রাখা হয়। ফলে, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়।

৪। এমতাবস্থায়, মাঠ প্রশাসনের সেবাদান/উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আরও সমন্বয় ও সুদৃঢ় করতে প্রতি বুধবার, যেদিন গণশুনানি হয়ে থাকে সেদিন (গণশুনানির পূর্বে বা পরে) এবং বিশেষ প্রয়োজনে এদিন ব্যতীত অন্য কোনো দিন ভিডিও কনফারেন্সিং-এর প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ : ১৭-০৪-২০১৮

(মোঃ ছাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল-faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব
....কার্যালয়/মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। বিভাগীয় কমিশনার,...(সকল)।
৪। জেলা প্রশাসক,...(সকল)।
৫। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৮৩ তারিখ: ৮ বৈশাখ ১৪২৭ / ২১ এপ্রিল ২০২০

বিষয় : **বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র উদ্যোগে সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে কর্মসূচি গ্রহণ।**

সূত্র : বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির স্মারক নম্বর- আইআর-এনভি-২০০৪, তারিখ- ১৩ এপ্রিল ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থেকে প্রাপ্ত পত্রের প্রতিলিপি এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্পের আওতায় সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে হাত ধোয়ার স্টেশন স্থাপন, জীবাণুমুক্তকরণ ও কর্মচারীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে সরকারের নির্দেশনাসমূহ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর কম্পনেন্ট উক্ত কর্মসূচিতে রয়েছে। বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লেষ নেই।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
সংযুক্তি: বর্ণনামতে

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২১-৪-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৫৩৩
ইমেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক (সকল)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৮৩/১(১১) তারিখ: ৮ বৈশাখ ১৪২৭ / ২১ এপ্রিল ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(১) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
(২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
(৩) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
(৪) মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বড় মগবাজার, ঢাকা

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২১-৪-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৮৮ তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪২৭ / ২৬ এপ্রিল ২০২০

বিষয় : **বিদেশ ফেরত বাংলাদেশি/প্রবাসীদের জন্য জেলাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ**

সূত্র: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্মারক নম্বর- ৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০১.১৯.৫৫০, তারিখ: ২০ এপ্রিল ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত পত্রের প্রতিলিপি এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। বিদেশ ফেরত বাংলাদেশি/প্রবাসীদের জন্য প্রতিটি জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ:২৬-৪-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৫৩৩
ইমেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক (সকল)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৮৮/১(১০) তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪২৭ / ২৬ এপ্রিল ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো :

(১) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
(২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
(৩) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ:২৬-৪-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব

৫২—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৯৯ তারিখ: ৩০ বৈশাখ ১৪২৭ / ১৩ মে ২০২০

বিষয় : **কোভিড ১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণ।**

সূত্র: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্মারক নম্বর- ৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-৬৫৫, তারিখ: ১১ মে ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে জারিকৃত ১৩ দফা নির্দেশনা এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ:১৩-৫-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৫৩৩
ইমেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ :

১) সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩) যুগ্মসচিব, প্রশাসন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪) জেলা প্রশাসক (সকল)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৯৯/১(৩) তারিখ: ৩০ বৈশাখ ১৪২৭ / ১৩ মে ২০২০

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৩) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ:১৩-৫-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.১২৩

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৭ / ৩০ জুন ২০২০

বিষয় : **করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ ৩ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ**

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে দেশের সার্বিক কার্যাবলি এবং জনসাধারণের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. আগামী **০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত** এ নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটি এ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

২. রাত ১০:০০ টা হতে সকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, কর্মস্থলে যাতায়াত, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) বাসস্থানের বাইরে আসা যাবে না। বাসস্থানের বাইরে মাস্ক পরিধান করা, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩. হাটবাজার, দোকান-পাটে ক্রয় বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাটবাজার, দোকান-পাট এবং শপিংমলসমূহ আবশ্যিকভাবে সন্ধ্যা ৭:০০ টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে;

৪. সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে খোলা থাকবে;

৫. গণপরিবহনসহ সবধরণের যানসমূহ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে চলাচল করবে;

৬. উক্ত নিয়ন্ত্রণকালে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। তবে, অনলাইন কোর্স/ডিস্টেন্স লার্নিং অব্যাহত থাকবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশাসনিক কার্যাবলি চালাতে পারবে;

৭. উক্ত সময়ে সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, গণ জমায়েত ও অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ থাকবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় ও অন্যান্য উপাসনালয়সমূহে প্রার্থনা পরিচালনা করা যাবে;

৮. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ‘কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি জোন ভিত্তিক সংযমন (Containment) ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কৌশল/গাইড’ অনুসরণ করে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করতে হবে। রেড জোন ঘোষণা করে সে এলাকায় কেবল গুরুতর সংক্রমিত পরিসীমাকে লকডাউনের আওতায় আনতে হবে। সেখানে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি/বিষয়াদির সরবরাহ/প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অনুমোদন ও নির্দেশনা প্রদান করবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য এলাকায় জেলা প্রশাসন এ সংক্রান্ত কার্যাবলির সার্বিক সমন্বয় করবে;

৯. আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহার সময় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ অনুসরণপূর্বক কোরবানির পশুর হাট আয়োজনের অনুমতি প্রদান করা যাবে এবং উল্লিখিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সীমিত পরিসরে গণপরিবহন ও জনচলাচল অব্যাহত থাকবে;

১০. ঝুঁকিপূর্ণ, অসুস্থ কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা নারীগণ কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে জারিকৃত নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে; এবং

১১. জনসাধারণকে কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য করণীয় বিষয় অনুসরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সারা দেশে স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

০২। এমতাবস্থায়, তার মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ৩০-৬-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৫৩৩
ইমেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.১২৩/১(৭৩)

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৭ / ৩০ জুন ২০২০

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে
১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩) জেলা প্রশাসক (সকল)

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ৩০-৬-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.১৪০

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪২৭ / ০৩ আগস্ট ২০২০

বিষয় : **করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ ৩১ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ**

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে দেশের সার্বিক কার্যাবলি এবং জনসাধারণের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. আগামী **৪ আগস্ট ২০২০ হতে ৩১ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত** এ নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটি এ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

২. রাত ১০:০০ টা হতে সকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, কর্মস্থলে যাতায়াত, জরুরি পরিষেবা, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) বাসস্থানের বাইরে আসা যাবে না;

৩. বাসস্থানের বাইরে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান করা, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪. হাটবাজার, দোকান-পাট ও শপিং মলে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। শপিংমলের প্রবেশমুখে তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাটবাজার, দোকান-পাট ও শপিং মল আবশ্যিকভাবে রাত ৮:০০ টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে। পণ্য/খাদ্য ক্রয়ে জনসাধারণকে ই-কমার্স সাইট ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে;

৫. সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে খোলা থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ, অসুস্থ কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা নারীগণ কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন;

৬. গণপরিবহনসহ সবধরণের যানসমূহ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে চলাচল করবে;

৭. উক্ত নিয়ন্ত্রণকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে;

৮. উক্ত সময়ে সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত ও অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ থাকবে। ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান আয়োজনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় ও অন্যান্য উপাসনালয়সমূহে প্রার্থনা পরিচালনা করা যাবে;

৯. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত 'কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি জোনভিত্তিক সংযমন (Containment) ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কৌশল/গাইড' অনুসরণ করে অধিকতর সংক্রমিত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সেখানে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ/প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অনুমোদন ও

নির্দেশনা প্রদান করবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য এলাকায় জেলা প্রশাসন এ সংক্রান্ত কার্যাবলির সার্বিক সমন্বয় করবে; এবং

১০. কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ব্যাপক প্রচারণা ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

০২। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ:৩-৮-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৫৩৩
ইমেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.১৪০/১(৭৪)

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪২৭ / ০৩ আগস্ট ২০২০

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে
১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩) জেলা প্রশাসক (সকল)
৪) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ৩-৮-২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.৯২

তারিখ: ২১ বৈশাখ ১৪২৭ / ০৪ মে ২০২০

বিষয়: করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ছুটি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বর্ধিতকরণ

সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৫ মে ২০২০ তারিখের পর নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে বিদ্যমান সাধারণ ছুটি বৃদ্ধি করা/জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা/সীমিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. আগামী ৭ মে ২০২০ থেকে ১৪ মে ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি/জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা/সীমিত করা যেতে পারে। ৬ মে ২০২০ (বুদ্ধ পূর্ণিমার সরকারি ছুটি), ৮ ও ৯ মে এবং ১৫ ও ১৬ মে ২০২০ তারিখের সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোও এই ছুটি/নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

২. সাধারণ ছুটি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞাকালে এক জেলা হতে অন্য জেলা এবং এক উপজেলা হতে অন্য উপজেলায় জনসাধারণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। জেলাপ্রশাসন/আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এই নিয়ন্ত্রণ সতর্কভাবে বাস্তবায়ন করবে। এ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধকল্পে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। রাত ৮:০০ টা হতে সকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে আসা যাবে না;

৩. এই ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞাকালীন জনসাধারণ ও সব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে;

৪. রমজান এবং ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে সীমিত পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখার স্বার্থে দোকান-পাট খোলা রাখা যাবে; তবে ক্রয় বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করতে হবে। বড় বড় শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। দোকানপাট এবং শপিংমলসমূহ আবশ্যিকভাবে বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে;

৫. সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞাকালীন জরুরি পরিসেবা, যেমন-বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থল বন্দর, নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীগণ এ ছুটির বাইরে থাকবেন;

৬. সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহণের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে;

৭. কৃষি পণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ ছুটি প্রযোজ্য হবে না;

৮. চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মী এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যম (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবেন;

৯. ঔষধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা' প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

১০. পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে শিল্প-কারখানা, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হবে;

১১. সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞাকালীন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না;

১২. রমজান, ঈদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা বিবেচনায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

১৩. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসসমূহ প্রয়োজন অনুসারে খোলা রাখবে। সেইসঙ্গে তারা তাদের অধিক্ষেত্রের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করবে; এবং

১৪. ঈদ-উল-ফিতরের সরকারি ছুটিতে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। উক্ত সময়ে আন্তঃজেলা গণপরিবহন বন্ধ থাকবে।

০২। উক্ত প্রস্তাবসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন।

০৩। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত শর্তাদির মধ্যে প্রযোজ্য বিষয়াদি বিবেচনা করে সাধারণ ছুটি/জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা/সীমিত হওয়ার বিষয়ে আদেশ জারির জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৪.০৫.২০২০
(মো: ছাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অনুলিপি:

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.৯৩

তারিখ: ২১ বৈশাখ ১৪২৭
০৪ মে ২০২০

বিষয় : করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ছুটি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বর্ধিতকরণ

সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৫ মে ২০২০ তারিখের পর নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে বিদ্যমান সাধারণ ছুটি বৃদ্ধি করা/জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা/সীমিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. আগামী ৭ মে ২০২০ থেকে ১৪ মে ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি/জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা/সীমিত করা যেতে পারে। ৬ মে ২০২০ (বুদ্ধ পূর্ণিমার সরকারি ছুটি), ৮ ও ৯ মে এবং ১৫ ও ১৬ মে ২০২০ তারিখের সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোও এই ছুটি/নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

২. সাধারণ ছুটি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞাকালে এক জেলা হতে অন্য জেলা এবং এক উপজেলা হতে অন্য উপজেলায় জনসাধারণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। জেলাপ্রশাসন/আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এই নিয়ন্ত্রণ সতর্কভাবে বাস্তবায়ন করবে। এ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধকল্পে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। রাত ৮:০০ টা হতে সকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে আসা যাবে না;

৩. এই ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞাকালীন জনসাধারণ ও সব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে;

৪. রমজান এবং ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে সীমিত পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখার স্বার্থে দোকান-পাট খোলা রাখা যাবে; তবে ক্রয় বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করতে হবে। বড় বড় শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। দোকানপাট এবং শপিংমলসমূহ আবশ্যিকভাবে বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে;

৫. সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞাকালীন জরুরি পরিসেবা, যেমন-বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থল বন্দর, নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীগণ এ ছুটির বাইরে থাকবেন;

৬. সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহণের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে;

৭. কৃষি পণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ ছুটি প্রযোজ্য হবে না;

৮. চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মী এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যম (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবেন;

৯. ঔষধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ‘বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা’ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

১০. পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে শিল্প-কারখানা, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হবে;

৫৩— সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞাকালীন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না;

১২. রমজান, ঈদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা বিবেচনায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

১৩. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসসমূহ প্রয়োজন অনুসারে খোলা রাখবে। সেইসঙ্গে তারা তাদের অধিক্ষেত্রের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করবে; এবং

১৪. ঈদ-উল-ফিতরের সরকারি ছুটিতে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। উক্ত সময়ে আন্তঃজেলা গণপরিবহন বন্ধ থাকবে।

০২। উক্ত প্রস্তাবসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন।

০৩। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত শর্তাদির মধ্যে প্রযোজ্য বিষয়াদি বিবেচনা করে তার মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন কার্যাবলি সীমিত আকারে শুরু করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারির জন্য আদেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৪.০৫.২০২০
(মো: ছাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:
সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

অনুলিপি:
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০-১০৩

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪২৭ / ১৪ মে ২০২০

বিষয় : করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ছুটি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বর্ধিতকরণ

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আগামী ১৬ মে ২০২০ তারিখের পর নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে বিদ্যমান সাধারণ ছুটি বৃদ্ধি করাসহ জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ/সীমিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. আগামী ১৭ মে ২০২০ থেকে ২৮ মে ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটিকালীন জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা/সীমিত থাকবে। ২১ মে ২০২০ (শব-ই-কদরের সরকারি ছুটি), ২২, ২৩, ২৯ ও ৩০ মে ২০২০ সাপ্তাহিক ছুটি এবং ২৪, ২৫ ও ২৬ মে ২০২০ তারিখ (ঈদ-উল-ফিতরের সাধারণ/সরকারি ছুটি) এ ছুটি/নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

২. সাধারণ ছুটি এবং চলাচলে নিষেধাজ্ঞাকালে এক জেলা হতে অন্য জেলা এবং এক উপজেলা হতে অন্য উপজেলায় জনসাধারণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। জেলাপ্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় এ নিয়ন্ত্রণ সতর্কভাবে বাস্তবায়ন করবে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধকল্পে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। রাত ৮:০০ টা হতে সকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইর আসা যাবেনা;

৩. সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞাকালীন জনসাধারণ ও সব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে;

৪. রমজান এবং ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে দোকান-পাটে ক্রয় বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। দোকানপাট এবং শপিংমলসমূহ আবশ্যিকভাবে বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে;

৫. সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞাকালীন জরুরি পরিসেবা, যেমন-বিদ্যুৎ, পানি গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থল বন্দর, নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীগণ এ ছুটির বাইরে থাকবেন;

৬. সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহণের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে;

৭. কৃষি পণ্য, সার, বীজ কীটনাশক, খাদ্য শিল্প পণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ ছুটি প্রযোজ্য হবে না;

৮. চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মী এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যম (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবেন;

৯. ঔষধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ‘বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি

নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা’ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

১০. পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে শিল্প-কারখানা, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করতে হবে;

১১. সাধারণ ছুটি/চলাচল নিষেধাজ্ঞাকালীন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না;

১২. রমজান, ঈদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা বিবেচনায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

১৩. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন অফিসমূহ প্রয়োজন অনুসারে খোলা রাখবে। সেইসঙ্গে তারা তাদের অধিক্ষেত্রের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশন জারি করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে জারিকৃত ১৩ দফা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে;

১৪. উক্ত সাধারণ ছুটি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞাকালে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। উক্ত সময়ে সড়কপথে গণপরিবহণ, যাত্রীবাহী নৌযান ও রেল চলাচল এবং অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে এবং মহাসড়কে মালবাহী/জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন ব্যতীত অন্যান্য যানবাহন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; এবং

১৫. আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর-এর নামাজের ক্ষেত্রেও বর্তমানে বিদ্যমান বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। উন্মুক্ত স্থানে বড় জমায়েত পরিহার করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে।

০২। এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে তার মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৪.০৫.২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.১৬-৪০৩

তারিখ: ০১ ভাদ্র ১৪১৪ / ১৬ আগস্ট ২০১৭

বিষয় : সার্কিট হাউস ব্যবস্থাপনা প্রামাণ্যকরণ সংক্রান্ত।

বাংলাদেশের প্রটোকল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে দেশের প্রায় সকল জেলার অন্তত একটি ভবন যুক্ত রয়েছে, যাতে সীমিত পরিসরে হলেও হোটেল/রেস্ট হাউজ সুবিধাদি রয়েছে। কিন্তু উক্ত সার্কিট হাউজ/রেস্ট হাউজে প্রদত্ত সুবিধাদি প্রামাণ্য (standard) বা মানসম্মত নহে। ফলে যাঁরা এর সুবিধাদি গ্রহণ করেন, তাঁরা কখনও কখনও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন ও বিব্রত হন। কিন্তু বিষয়টি অপ্রীতিকর বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কখনও উহা চেপে যান অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা থেকে বিরত থাকেন।

০২। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে সার্কিট হাউজ/রেস্ট হাউজে মূলত আবাসন সমস্যাদি বেশি দৃশ্যমান হয়। যেমন:- বাথরুমের শাওয়ার কাজ না করা, টয়লেটের ফ্ল্যাশ কাজ না করা, দরজার ছিটকানি বন্ধ না হওয়া, টাওয়েলটি ব্যবহারের উপযোগী না হওয়া কিংবা পিচ্ছিল সিনথেটিক non-soaking হওয়া, কখনও কখনও টাওয়েল না রাখা, বাথরুমের লাইট না জ্বলা, রুমের এসি কাজ না করা, প্লাম্বিং সমস্যা, বাথরুমে দুর্গন্ধ-নিবারক না থাকা, হ্যান্ডওয়াশ শাওয়ার কাজ না করা, রুমে শীত-নিবারক চাদর বা কাঁথা না রাখা (কম্বল থাকলেও উহা অপেক্ষাকৃত বেশি গরম), চাদর বা কাঁথা দুর্গন্ধযুক্ত থাকা, বাথরুমের আলাদা সাবানদানি ও সাবান না থাকা, বিকল্প হিসাবে গোসলের জন্য বালতি না রাখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সমাধানের জন্য বড় অংকের বরাদ্দ অথবা বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল যারা উপর্যুক্ত বিষয়গুলি মনিটরিং করেন তাঁদের অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের আরও সচেতন হওয়া, নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা সর্বোপরি তাঁদের দায়িত্বপূর্ণ আচরণ-ই যথেষ্ট।

০৩। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে সার্কিট হাউজ/রেস্ট হাউজের প্রত্যেকটি কক্ষ আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি চেকলিস্ট অনুসরণ করা যেতে পারে:

(ক) প্রত্যেকটি কক্ষ ও টয়লেট যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য উক্ত কক্ষ/টয়লেটে অবস্থিত সকল উপকরণের নাম এবং কক্ষ/টয়লেট নেই অথচ অপরিহার্য এমন উপকরণাদির নামের তালিকা চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(খ) প্রস্তুতকৃত চেকলিস্টটি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে দেওয়া যেতে পারে;

(গ) যখন কেউ আবাসন সুবিধা গ্রহণের জন্য বুকিং দেন বা cheak-in করেন তখনই ঐ চেকলিস্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কক্ষের বরাদ্দকৃত সবকিছু সঠিক রয়েছে কিনা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বাস্তবে পরীক্ষা করে সব সঠিক রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হবেন;

(ঘ) অতঃপর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উক্ত চেকলিস্টটি উক্ত কক্ষের সামনে বা দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলিয়ে দিবেন অথবা রেজিস্টার আকারে নিজের কাছে রাখবেন।

(ঙ) কাজের সুবিধার্থে চেকলিস্টের একটি অতি-সংক্ষিপ্ত নমুনা নিম্নে দেওয়া হল :

<u>বাথরুম সংক্রান্ত:</u>

ক্রম	**বিবেচ্য বিষয়**	**মন্তব্য**

১)	বাথরুমের শাওয়ার	ব্যবহার প্রণালী অতিথিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, ok
২)	বাথরুমের বালতি	ভাল অবস্থায় রাখা আছে, ok
৩)	বাথরুমের টয়লেট ফ্ল্যাশ	ব্যবহার প্রণালী অতিথিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, ok... ইত্যাদি।

০৪। উপর্যুক্ত বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

০৫। অধিকন্তু, "সার্কিট হাউজের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত" ৩৬টি নির্দেশনা সংবলিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০৫৪.১৫-৮৬৪ সংখ্যক স্মারকটি অনুসরণ করার জন্যও অনুরোধ করা হল (চিত্রপ্রতিলিপি সংযুক্ত)।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৬/০৮/২০১৭
(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব (জেমাপ্র)

জেলা প্রশাসক
..., (সকল)।

অনুলিপি:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ..., (সকল)।

(একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত হবে)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.১১১

তারিখ: ০১ আষাঢ় ১৪২৭ / ১৫ জুন ২০২২০

বিষয় : করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচল নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ১৬ জুন ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৫ জুন ২০২০ তারিখের পর নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে দেশের সার্বিক কার্যাবলি এবং জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বর্ধিতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. আগামী ১৬ জুন ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

২. রাত ৮:০০ টা হতে সকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, কর্মস্থলে যাতায়াত, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে আসা যাবে না; তবে, সর্বাবস্থায়ই বাইরে চলাচলের সময় মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। অন্যথায় নির্দেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৩. নিষেধাজ্ঞাকালীন জনসাধারণ ও সব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে;

৪. হাটবাজার, দোকান-পাটে ক্রয়-বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবানুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাটবাজার, দোকানপাট এবং শপিংমলসমূহ আবশ্যিকভাবে বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে;

৫. আইন-শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন-ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতা-বহির্ভূত থাকবে;

৬. সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহণের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে;

৭. কৃষি পণ্য, সার, বীজ, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্প পণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না;

৮. চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মী এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যম (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবেন;

৯. ঔষধশিল্প, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা' প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

১০. নিষেধাজ্ঞাকালে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। তবে, অনলাইন কোর্স/ডিস্টেন্স লার্নিং অব্যাহত থাকবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশাসনিক কার্যাবলি চালাতে পারবে;

১১. অঞ্চলভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

১২. অনুমোদিত অঞ্চলে শর্তসাপেক্ষে সীমিত পরিসরে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী নিয়ে গণপরিবহণ, যাত্রীবাহী নৌযান, রেল ও বিমান চলাচল করতে পারবে; তবে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে;

১৩. উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালে সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, গণ জমায়েত ও অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ থাকবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক মসজিদসমূহে সর্বসাধারণের জামায়াতে নামাজ আদায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপসানালয়সমূহে প্রার্থনা অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে;

১৪. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Risk Zone-Based COVID-19 Containment Implementation Strategy/Guide অনুসরণ করে সংক্রমণের ভিত্তিতে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর কর্তৃত্ব অনুযায়ি এখতিয়ারবান কর্তৃপক্ষ লাল অঞ্চল (Red Zone), হলুদ অঞ্চল (Yellow Zone), সবুজ অঞ্চল (Green Zone) হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। এখতিয়ারবান কর্তৃপক্ষ লাল অঞ্চল (Red Zone) ঘোষিত জেলা/উপজেলা/এলাকা/বাড়ি/মহল্লার জন চলাচল/জীবনযাত্রা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। হলুদ ও সবুজ অঞ্চলের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫. প্রত্যেকটি লাল জোনের জন্য কোভিড নমুনা পরীক্ষা, কোভিড-ননকোভিড স্বাস্থ্য সেবা প্রটোকল, কোয়ারেন্টিন/আইসোলেশন, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, জন চলাচল, যান চলাচল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, খাবার ও ঔষধ সরবরাহ, দরিদ্র লোকদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান, মসজিদ-মন্দির-অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মচর্চা, জনসচেতনতা তৈরি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যাংকিং সুবিধাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিচালনার বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৬. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সার্বিক দায়িত্ব থাকবে সিটি কর্পোরেশনের। সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে জেলা প্রশাসন সার্বিক সমন্বয় করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জেলা/উপজেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ সমন্বিতভাবে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এ কার্যক্রমে মাননীয় সংসদ সদস্যগণসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবীসহ অন্যান্যদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে;

১৭. লাল অঞ্চলে অবস্থিত সামরিক বা অ-সামরিক সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি দপ্তরসমূহ এবং বসবাসকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সাধারণ ছুটির আওতায় থাকবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮. হলুদ ও সবুজ অঞ্চলে সকল সরকারি/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিসসমূহ নিজ ব্যবস্থাপনায় সীমিত পরিসরে খোলা থাকবে। উক্ত নিষেধাজ্ঞাকলে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। ঝুঁকিপূর্ণ, অসুস্থ কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা নারীগণ কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে জারিকৃত ১২ দফা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্র ব্যতীত সকল সভা ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে আয়োজন করতে হবে; এবং

১৯. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুরোধ অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জোন সংক্রান্ত বিষয়াদি সমন্বয় করবে।

০২। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায়ধীন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৫.০৬.২০২০

(মোঃ ছাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.১০৯

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ২৮ মে ২০২০

বিষয় : করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বর্ধিতকরণ

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আগামী ৩০ মে ২০২০ তারিখের পর নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে দেশের সার্বিক কার্যাবলি এবং জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ/সীমিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. আগামী ৩১ মে ২০২০ থেকে ১৫ জুন ২০২০ পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। ৫, ৬, ১২ ও ১৩ জুন ২০২০ সাপ্তাহিক ছুটি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

২. নিষেধাজ্ঞাকালে এক জেলা হতে অন্য জেলায় জনসাধারণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। প্রতিটি জেলার প্রবেশ ও বহির্গমন পথে চেকপোস্টের ব্যবস্থা থাকবে। জেলাপ্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় এ নিয়ন্ত্রণ সতর্কভাবে বাস্তবায়ন করবে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধকল্পে চলাচলে নিষেধাজ্ঞাকালে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। রাত ৮:০০ টা হতে সকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, কর্মস্থলে যাতায়াত, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে আসা যাবে না। তবে, সর্বাবস্থায় বাইরে চলাচলের সময় মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে;

৩. নিষেধাজ্ঞাকালীন জনসাধারণ ও সব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে;

৪. হাটবাজার, দোকান-পাটে ক্রয় বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাটবাজার, দোকানপাট এবং শপিংমলসমূহ আবশ্যিকভাবে বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে;

৫. আইন-শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা এবং জরুরি পরিসেবা, যেমন-ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থল বন্দর, নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতা-বহির্ভূত থাকবে;

৬. সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহণের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে;

৭. কৃষি পণ্য, সার, বীজ, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্প পণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না;

৮. চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মী এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহণকারী যানবাহন ও

কর্মী, গণমাধ্যম (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবেন;

৯. ঔষধশিল্প, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা' প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

১০. নিষেধাজ্ঞাকালীন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। তবে, অনলাইন কোর্স/ডিস্টেন্স লার্নিং অব্যাহত থাকবে;

৫৪— ব্যাংকিং ব্যবস্থা পূর্ণভাবে চালু করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

১২. সকল সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিসসমূহ নিজ ব্যবস্থাপনায় সীমিত পরিসরে খোলা থাকবে। বয়স্ক, অসুস্থ কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা নারীগণ কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে জারিকৃত ১৩ দফা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্র ব্যতীত সকল সভা ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে আয়োজন করতে হবে;

১৩. উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। উক্ত সময়ে সড়কপথে গণপরিবহন, যাত্রীবাহী নৌযান, রেল চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কর্মস্থলে যাতায়াতের যান এবং ব্যক্তিগত হালকা যান চলাচল করতে পারবে;

১৪. বিমান কর্তৃপক্ষ নিজ ব্যবস্থাপনায় বিমান চলাচলের বিষয় বিবেচনা করবে; এবং

১৫. উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালে সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, গণ জমায়েত ও অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ থাকবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক মসজিদসমূহে সর্বসাধারণের জামায়াতে নামায আদায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহে প্রার্থনা অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে।

০২। এমতাবস্থায়, তার মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৮.০৫.২০২০
(তৌহিদ ইলাহী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০-১৫৯

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৭
৩১ আগস্ট ২০২০

বিষয় : কোভিড-১৯-এর বর্তমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলের ক্ষেত্রে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বর্তমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলের ক্ষেত্রে আগামী ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. জনসাধারণের সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলের ক্ষেত্রে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষ তাদের আওতাধীন বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
২. বাসস্থানের বাইরে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান করা, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে;
৩. কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ব্যাপক প্রচারণা ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে; এবং
৪. স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিধানাবলি অমান্যকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

০২। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ৩১/০৮/২০২০
(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)
৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০৯.২০১৫.২২২

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪২৭ / ০৮ নভেম্বর ২০২০

বিষয় : বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সঙ্গে ভিডিও/জুম কনফারেন্সিং-এর পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ।

সূত্র : (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০৯.২০১৫-২২৬ তারিখ: ১৭ এপ্রিল ২০১৮
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০৯.২০১৫-২১ তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ২০২০

বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ মাঠ পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি তাঁদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং অধস্তন অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন/দর্শনসহ বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ সভায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিমাসের নিয়মিত সভাসমূহের দিন ধার্যসহ বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণের পরবর্তী মাসের কর্মসূচি সাধারণত এক মাস পূর্বেই চূড়ান্ত করা হয়। এ সকল কর্মসূচির সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তর এবং সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা থাকে। সে কারণে একই দিন ও সময়ে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে, এমনকি বিভিন্ন প্রকল্প থেকে ভিডিও কনফারেন্স/জুম অ্যাপ্সে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। উল্লেখ্য, সূত্রস্থ (১) ও (২) নম্বর স্মারকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতিক্রমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের (বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার) সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

০২। এমতাবস্থায়, মাঠ প্রশাসনের সেবাদান/উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন, সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ ও সঠিক সময়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের স্বার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতিক্রমে ভিডিও কনফারেন্স/জুম অ্যাপ্স-এ সভার তারিখ নির্ধারণ করার জন্য নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ৮-১১-২০২০
(মোঃ রেজাউল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৫৩৩
ইমেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০৯.২০১৫.২২২/১(৭৫)

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪২৭ / ০৮ নভেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩) জেলা প্রশাসক (সকল)
৪) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ৮-১১-২০২০
(মোঃ রেজাউল ইসলাম)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১১

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৭ / ০৪ এপ্রিল ২০২১

বিষয় : করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গত ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখের ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১.১২৪ নম্বর স্মারকে ১৮ দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে আগামী ০৫ এপ্রিল ২০২১ ভোর ৬.০০টা থেকে ১১ এপ্রিল ২০২১ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত প্রতিপালনের জন্য নিম্নোল্লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

২। (ক) সকল প্রকার গণপরিবহণ (সড়ক, নৌ, রেল ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট) বন্ধ থাকবে। তবে, পণ্য পরিবহণ, উৎপাদন ব্যবস্থা, জরুরি সেবাদানের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া, বিদেশগামী/বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না;

(খ) আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন-ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস/জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবে;

(গ) সকল সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও আদালত এবং বেসরকারি অফিস কেবল জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় জনবলকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থাপনায় অফিসে আনা-নেওয়া করতে পারবে। শিল্প-কারখানা ও নির্মাণ কার্যাদি চালু থাকবে। শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় আনা-নেওয়া করতে হবে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক শিল্প-কারখানা এলাকায় নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে তাদের শ্রমিকদের জন্য ফিল্ড হাসপাতাল/চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঘ) সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে ভোর ৬:০০টা পর্যন্ত অতি জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (ঔষধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না;

(ঙ) খাবারের দোকান ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় কেবল খাদ্য বিক্রয়/সরবরাহ (Takeaway/Online) করা যাবে। কোনো অবস্থাতেই হোটেল-রেস্তোরাঁয় বসে খাবার গ্রহণ করা যাবে না;

(চ) শপিংমলসহ অন্যান্য দোকানসমূহ বন্ধ থাকবে। তবে দোকানসমূহ পাইকারি ও খুচরা পণ্য Online-এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বাবস্থায় কর্মচারীদের মধ্যে আবশ্যিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং কোনো ক্রেতা স্বশরীরে যেতে পারবে না;

(ছ) কাঁচাবাজার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকাল ৮.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। বাজার কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করবে;

(জ) ব্যাংকিং ব্যবস্থা সীমিত পরিসরে চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

(ঝ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ঢাকায় সুবিধাজনক স্থানে ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঞ) সারাদেশে জেলা ও মাঠ প্রশাসন উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়মিত টহল জোরদার করবে; এবং

(ট) এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তাং ০৪-০৪-২০২১
(মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১১

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৭ / ০৪ এপ্রিল ২০২১

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)
৪। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতর-নির্দেশনাটি ব্যাপক প্রচারের অনুরোধসহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১২০

তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪২৭
১২ এপ্রিল ২০২১

বিষয় : করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ

সূত্র: (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১১, তারিখ: ০৪.০৪.২০২১

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১৬, তারিখ: ০৮.০৪.২০২১

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১৮, তারিখ: ১১.০৪.২০২১

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতি অবনতির কারণে বর্ণিত স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে **আগামী ১৪ এপ্রিল ২০২১ ভোর ৬:০০ হতে ২১ এপ্রিল ২০২১ মধ্যরাত** পর্যন্ত নিম্নরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলো:

(ক) সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করবেন। তবে, বিমান, সমুদ্র, নৌ ও স্থলবন্দর এবং তৎসংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ এ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবে;

(খ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আদালতসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে;

(গ) সকল প্রকার পরিবহণ (সড়ক, নৌ, রেল, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট) বন্ধ থাকবে। তবে, পণ্য পরিবহণ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও জরুরি সেবাদানের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না;

(ঘ) শিল্প-কারখানাসমূহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চালু থাকবে। তবে, শ্রমিকদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় আনা-নেওয়া নিশ্চিত করতে হবে;

(ঙ) আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন-কৃষি উপকরণ (সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি), খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহণ, ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, কোভিড-১৯ টিকা প্রদান, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস/জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট (সরকারি-বেসরকারি), গণমাধ্যম (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া), বেসরকারি নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবে;

(চ) অতি জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (ঔষধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। তবে টিকা কার্ড প্রদর্শন সাপেক্ষে টিকা গ্রহণের জন্য যাতায়াত করা যাবে;

(ছ) খাবারের দোকান ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় দুপুর ১২:০০টা থেকে সন্ধ্যা ৭:০০টা এবং রাত ১২:০০টা থেকে ভোর ০৬:০০টা পর্যন্ত কেবল খাদ্য বিক্রয়/সরবরাহ (Takeaway/Online) করা যাবে। শপিংমলসহ অন্যান্য দোকানসমূহ বন্ধ থাকবে;

(জ) কাঁচাবাজার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকাল ৯:০০টা থেকে বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। বাজার কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করবে;

(ঝ) বোরো ধান কাটার জরুরি প্রয়োজনে কৃষি শ্রমিক পরিবহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন সমন্বয় করবে;

(ঞ) সারাদেশে জেলা ও মাঠ প্রশাসন উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়মিত টহল জোরদার করবে;

(ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাঁর পক্ষে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করবেন;

(ঠ) স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জুম্মা ও তারাবী নামাজের জমায়েত বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশনা জারি করবে; এবং

(ড) উপর্যুক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনে সম্পূরক নির্দেশনা জারি করতে পারবে।

০২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তাং ১২-০৪-২০২১
(মোঃ রেজাউল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)
৪। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতর—নির্দেশনাটি ব্যাপক প্রচারের অনুরোধসহ
৫। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১৩৪

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪২৮ / ২৮ এপ্রিল ২০২১

বিষয় : করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধের সময়সীমা বর্ধিতকরণ।

সূত্র:
(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১২০, তারিখ: ১২.০৪.২০২১
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১২৪, তারিখ: ১৩.০৪.২০২১
(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১২৬, তারিখ: ২০.০৪.২০২১
(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১২৯, তারিখ: ২৩.০৪.২০২১

করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় পূর্বের সকল বিধি-নিষেধ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সূত্রস্থ স্মারকসমূহের নির্দেশনার অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নোক্ত শর্তাবলি সংযুক্ত করে **আগামী ২৮ এপ্রিল ২০২১ মধ্যরাত হতে ৫ মে ২০২১ মধ্যরাত পর্যন্ত** এ বিধি-নিষেধ আরোপের সময় বর্ধিত করা হলো:

(ক) স্থল, নৌ ও বিমানযোগে যে কোনো ব্যক্তি ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশের (পণ্য পরিবহণ ব্যতীত) ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে, শুধুমাত্র ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ বাংলাদেশীগণ ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের অনুমতি/অনাপত্তি ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশে প্রবেশকারীদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণীত বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(খ) দোকানপাট/শপিংমলসমূহ সকাল ১০.০০ টা হতে রাত ০৮.০০ পর্যন্ত যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে খোলা রাখা যাবে। স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট বাজার/সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(গ) আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর নামাজের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও চীন থেকে আগত যাত্রীদের ভ্যাকসিন গ্রহণের সনদসহ নন-কোভিড-১৯

সনদধারী যাত্রীগণ নিজ বাড়িতে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন। সেক্ষেত্রে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট থানাকে আগমন ও কোয়ারেন্টাইনের বিষয়টি অবহিত করতে হবে;

(ঙ) উল্লিখিত দেশ থেকে আগত শুধুমাত্র নন-কোভিড-১৯ সনদধারীরা সরকার নির্ধারিত কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থায় থাকবেন। ৩—৫ দিনের মধ্যে চিকিৎসকগণ তাদের পরীক্ষা করে সম্মতি প্রদান করলে তারা স্ব স্ব বাড়িতে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন। তবে, সেক্ষেত্রেও তাদের স্ব স্ব থানাকে অবহিত করতে হবে; এবং

(চ) অন্যান্য দেশ থেকে আগত যাত্রীরা সরকার নির্ধারিত হোটেলে নিজ ব্যয়ে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৫৫—

স্বাক্ষরিত/-
তাং ২৮-০৪-২০২১
(মোঃ রেজাউল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতর—নির্দেশনাটি ব্যাপক প্রচারের অনুরোধসহ।
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৭। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১১.০২৭.১৩৫.১৯.৬০১

তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪২৭ / ১৫ নভেম্বর ২০২০

বিষয় : ভূমি সেবা (ই-নামজারি ও ই-রেজিস্ট্রেশন) ত্বরান্বিত ও সহজিকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি যুগপৎ সেবা। ভূমি ব্যবস্থাপনায় এই অভিন্ন একমাত্রিক সেবা আইন ও বিচার বিভাগের অধীন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস হতে দুই পর্যায়ে প্রদান করা হয়ে থাকে। অফিস দু'টির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও সমন্বয় না থাকায় ভূমি সেবায় দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয়।

০২। ভূমি সেবা সহজিকরণ ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি রেজিস্ট্রেশন, নামজারি কার্যক্রম সহজিকরণ এবং নামজারির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খতিয়ান সংশোধনের জন্য সরকার নীতিগতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছে:

(ক) জমি হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রি করার সময়ে ৩ কপি দলিল দাখিল করতে হবে যার এক কপি ও জমি হস্তান্তরের পরিচ্ছন্ন নোটিশ (এল.টি. নোটিশ) সাব-রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে অনলাইনে প্রেরণ করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) হস্তান্তরের নোটিশ ও দলিলের তথ্য যাচাইয়ান্তে দ্রুত নাম পত্তন কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন;

(খ) ই-রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার অনলাইনে খতিয়ান যাচাই করে মালিকানার সত্যতা নিশ্চিত হবার পর জমি হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রি করবেন। অন্যদিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ই-নামজারি করার সময় অনলাইনে দলিলের তথ্যাদি যাচাই করে সঠিকতা নিরূপণ সাপেক্ষে নামজারি করবেন।

০৩। উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগ/জেলা/উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা ও রাজস্ব সভার এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ ছাইফুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৪৮৮৭
ই-মেইল: fac_sec@cabinet.gov.bd

০১। বিভাগীয় কমিশনার... (সকল)
০২। জেলা প্রশাসক...... (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১১.০২৭.১৩৫.১৯.৬০০

তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪২৬
১৫ নভেম্বর ২০২০

বিষয় : সায়রাত মহালসমূহের তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ (হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল চিংড়িমহাল ও ফেরিঘাট ইত্যাদি) সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে সায়রাত মহালসমূহের (হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়িমহাল ও ফেরিঘাট ইত্যাদি) সংখ্যা, আয়তন, ইজারা ও বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত হাল-নাগাদ তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে না থাকায় সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং এ সংক্রান্ত সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য সায়রাত মহালসমূহের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরণ এবং নিয়মিত তা হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

০২। এমতাবস্থায়, প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা থেকে তাদের ওয়েবসাইটে সায়রাত মহালসমূহের (হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, পাথরমহাল ও ফেরিঘাট ইত্যাদি) সংখ্যা, আয়তন, ইজারা ও বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত হাল-নাগাদ তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ ছাইফুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৪৮৮৭
ই-মেইল: fac_sec@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক... (সকল)

অনুলিপি:

০১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২। বিভাগীয় কমিশনার... (সকল)।
০৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/ ১৪ ডিসেম্বর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.২৩.০০৮.২০.৬০১ - স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ২৬শে মার্চ ২০২১ সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে সরকার মুজিববর্ষের সময়কাল ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত ঘোষণা করল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০০৪.২০.**৩৩৮**

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪২৭ / ০৬ আগস্ট ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : হালনাগাদকৃত জেলার শ্রেণি।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Creation of New District সম্পর্কিত গত ২৮.১২.১৯৮৩ তারিখের CD/DA-III/4(2)/83 নম্বর অফিস মেমোরেন্ডাম অনুযায়ী দেশের ৬৪টি জেলার শ্রেণি (Category) নিম্নরূপে হালনাগাদ করা হলো:

ক্রমঃ	জেলা	উপজেলা	সংখ্যা	শ্রেণি
		ঢাকা বিভাগ		
০১	ঢাকা	দোহার, ধামরাই, সাভার, নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ	৫	**বিশেষ ক্যাটাগরি**
০২	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, কালীগঞ্জ, শ্রীপুর, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর	৫	**বিশেষ ক্যাটাগরি**
০৩	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, পাকুন্দিয়া, অষ্টগ্রাম, ইটনা, বাজিতপুর, কটিয়াদী, ভৈরব, নিকলী, কুলিয়ারচর, করিমগঞ্জ, হোসেনপুর, তাড়াইল, মিঠামইন	১৩	A
০৪	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, গোপালপুর, সখিপুর, বাসাইল, কালিহাতী, মির্জাপুর, ঘাটাইল, মধুপুর, ভূঞাপুর, দেলদুয়ার, ধনবাড়ী	১২	A
০৫	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, ভাঙ্গা, সদরপুর, নগরকান্দা, চরভদ্রাসন, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা, সালথা	৯	A
০৬	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয়, হরিরামপুর, দৌলতপুর, ঘিওর, সিংগাইর, সাটুরিয়া	৭	B
০৭	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর, টংগিবাড়ী, লৌহজং, গজারিয়া, শ্রীনগর, সিরাজদিখান	৬	B
০৮	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা, শিবপুর, মনোহরদী, পলাশ, বেলাবো	৬	B
০৯	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর, ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া, গোসাইরহাট	৬	B
১০	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া	৫	B
১১	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর, সোনারগাঁ, আড়াইহাজার, বন্দর, রূপগঞ্জ	৫	B
১২	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর, গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি, পাংশা, কালুখালী	৫	B
১৩	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, শিবচর, কালকিনি, রাজৈর	৪	C
		মোট	৮৮	

		চট্টগ্রাম বিভাগ		
১৪	চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি, সন্দ্বীপ, আনোয়ারা, রাউজান, মীরসরাই, বাঁশখালী, লোহাগাড়া, হাটহাজারী, বোয়ালখালী, রাঙ্গুনিয়া, সীতাকুন্ড, সাতকানিয়া, পটিয়া, চন্দনাইশ, কর্ণফুলী	১৫	**বিশেষ ক্যাটাগরি**
১৫	কুমিল্লা	আদর্শ সদর, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, মনোহরগঞ্জ, লাকসাম, হোমনা, মুরাদনগর, বুড়িচং, বরুড়া, দেবিদ্বার, চৌদ্দগ্রাম, চান্দিনা, দাউদকান্দি, নাঙ্গলকোট, ব্রাহ্মণপাড়া, মেঘনা, তিতাস, লালমাই	১৭	A

১৬	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর, বাঘাইছড়ি, লংগদু, কাউখালী, বরকল, জুরাছড়ি, নানিয়ারচর, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি, রাজস্থলী	১০	A
১৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, সরাইল, নাসিরনগর, বাঞ্ছারামপুর, কসবা, নবীনগর, আখাউড়া, আশুগঞ্জ, বিজয়নগর	৯	A
১৮	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর, মহালছড়ি, দীঘিনালা, পানছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি, গুইমারা	৯	A
১৯	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, বেগমগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ, কোম্পানীগঞ্জ, চাটখিল, সোনাইমুড়ী, সুবর্ণচর, কবিরহাট	৯	A
২০	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, মতলব দক্ষিণ, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, শাহরাস্তি, হাইমচর, মতলব উত্তর	৮	A
২১	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, রামু, টেকনাফ, উখিয়া, পেকুয়া	৮	A
২২	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, লামা, রুমা, আলীকদম, থানচি, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি	৭	B
২৩	ফেনী	ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী, পরশুরাম, দাগনভূঞা, ফুলগাজী	৬	B
২৪	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রামগতি, রামগঞ্জ, রায়পুর, কমলনগর	৫	B
		মোট	১০৩	

রাজশাহী বিভাগ				
২৫	রাজশাহী	পবা, মোহনপুর, তানোর, গোদাগাড়ী, চারঘাট, বাঘা, বাগমারা, পুঠিয়া, দুর্গাপুর	৯	**বিশেষ ক্যাটাগরি**
২৬	বগুড়া	বগুড়া সদর, দুপচাঁচিয়া, ধুনট, সারিয়াকান্দি, শিবগঞ্জ, কাহালু, আদমদীঘি, গাবতলী, নন্দীগ্রাম, সোনাতলা, শেরপুর, শাজাহানপুর	১২	A
২৭	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, পত্নীতলা, মহাদেবপুর, মান্দা, আত্রাই, নিয়ামতপুর, রাণীনগর, বদলগাছী, ধামইরহাট, পোরশা, সাপাহার	১১	A
২৮	পাবনা	পাবনা সদর, ইশ্বরদী, চাটমোহর, সুজানগর, ফরিদপুর, আটঘরিয়া, সাঁথিয়া, বেড়া, ভাঙ্গুড়া	৯	A
২৯	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ, কামারখন্দ, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, বেলকুচি, কাজিপুর, চৌহালী, শাহজাদপুর	৯	A
৩০	নাটোর	নাটোর সদর, বাগাতিপাড়া, লালপুর, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, সিংড়া, নলডাঙ্গা	৭	B
৩১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট	৫	B
৩২	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর, কালাই	৫	B
		মোট	৬৭	

রংপুর বিভাগ				
৩৩	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, ফুলবাড়ী, বিরল, পার্বতীপুর, বোচাগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট, চিরিরবন্দর, খানসামা, বীরগঞ্জ, কাহারোল, বিরামপুর	১৩	A
৩৪	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, চিলমারী, ফুলবাড়ী, ভূরুঙ্গামারী, রৌমারী, উলিপুর, নাগেশ্বরী, চর রাজিবপুর, রাজারহাট	৯	A
৩৫	রংপুর	রংপুর সদর, গংগাচড়া, পীরগাছা, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, কাউনিয়া, তারাগঞ্জ	৮	A

৩৬	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সাদুল্লাপুর, পলাশবাড়ী, সাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি, গোবিন্দগঞ্জ	৭	B
৩৭	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা, ডোমার	৬	B
৩৮	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, কালীগঞ্জ, পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা, আদিতমারী	৫	B
৩৯	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর, বোদা, আটোয়ারী, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া	৫	B
৪০	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, রাণীশংকৈল, হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ	৫	B
		মোট	৫৮	

খুলনা বিভাগ				
৪১	খুলনা	পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা, তেরখাদা, ডুমুরিয়া, ফুলতলা, দিঘলিয়া, দাকোপ, রূপসা, কয়রা	৯	**বিশেষ ক্যাটাগরি**
৪২	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, মোল্লাহাট, মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা, রামপাল, ফকিরহাট, মোংলা, কচুয়া, চিতলমারী	৯	A
৪৩	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা, অভয়নগর, কেশবপুর, মণিরামপুর, শার্শা, বাঘারপাড়া, চৌগাছা	৮	A
৪৪	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি, তালা, কলারোয়া, শ্যামনগর, দেবহাটা, কালিগঞ্জ	৭	B
৪৫	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, হরিণাকুণ্ডু, কালীগঞ্জ, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর	৬	B
৪৬	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, কুমারখালী, খোকসা, ভেড়ামারা, দৌলতপুর	৬	B
৪৭	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা, জীবননগর	8	C
৪৮	মাগুরা	মাগুরা সদর, মহম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর	8	C
৪৯	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর	৩	C
৫০	নড়াইল	নড়াইল সদর, লোহাগড়া, কালিয়া	৩	C
		মোট	৫৯	

বরিশাল বিভাগ				
৫১	বরিশাল	বরিশাল সদর, আগৈলঝাড়া, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, বানারীপাড়া, গৌরনদী, হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী, উজিরপুর	১০	A
৫২	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, মির্জাগঞ্জ, বাউফল, গলাচিপা, কলাপাড়া, দশমিনা, দুমকী, রাঙ্গাবালী	৮	A
৫৩	ভোলা	ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, তজুমদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন, মনপুরা	৭	B
৫৩	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর, নেছারাবাদ, কাউখালী, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়ীয়া, ইন্দুরকানী	৭	B
৫৫	বরগুনা	বরগুনা সদর, বেতাগী, আমতলী, পাথরঘাটা, বামনা, তালতলী	৬	B
৫৬	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, নলছিটি, রাজাপুর, কাঠালিয়া	8	C
		মোট	৪২	

সিলেট বিভাগ				
৫৭	সিলেট	সিলেট সদর, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, কানাইঘাট, গোলাপগঞ্জ, জকিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কোম্পানীগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, ওসমানী নগর	১৩	A
৫৮	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক, ধর্মপাশা, দিরাই, জামালগঞ্জ, জগন্নাথপুর, তাহিরপুর, শাল্লা, দোয়ারাবাজার, বিশ্বম্ভরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	১১	A
৫৯	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, চুনারুঘাট, নবীগঞ্জ, মাধবপুর, লাখাই, বানিয়াচং, আজমিরীগঞ্জ, বাহুবল, শায়েস্তাগঞ্জ	৯	A
৬০	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল, বড়লেখা, কমলগঞ্জ, রাজনগর, জুড়ী	৭	A
		মোট	৪০	

ময়মনসিংহ বিভাগ				
৬১	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, মুক্তাগাছা, ফুলবাড়ীয়া, তারাকান্দা, ফুলপুর, গফরগাঁও, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, ভালুকা, নান্দাইল, ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট	১৩	**বিশেষ ক্যাটাগরি**
৬২	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর, বারহাট্টা, আটপাড়া, পূর্বধলা, কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, মদন, মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী, কেন্দুয়া	১০	A
৬৩	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী, মাদারগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, বকশীগঞ্জ	৭	B
৬৪	শেরপুর	শেরপুর সদর, শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী, নকলা, নালিতাবাড়ী	৫	B
		মোট	৩৫	
মোট = বিভাগ ০৮টি, জেলা ৬৪টি এবং উপজেলার সংখ্যা ৪৯২টি				
*বিশেষ ক্যাটাগরি-৬টি জেলা, A-২৬টি জেলা, B-২৬টি জেলা, C-৬টি জেলা				
**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৯.০৯.২০০৪ তারিখের মপবি/নিকার/১(৪)/২০০৪/১৫০ নম্বর স্মারকে মৌলভীবাজার জেলাকে A শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে				

০২। এমতাবস্থায়, হালনাগাদকৃত জেলার শ্রেণি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd

<u>বিতরণ:</u>

০১. সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
০২. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
০৩. জেলাপ্রশাসক (সকল)
০৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

<u>অনুলিপি:</u>

০১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
০২. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ মাঘ ১৪২৬/২৬ জানুয়ারি ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০০৪.২০.৬১—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের অন্যতম পর্যটন শহর কক্সবাজারের শহর/পৌর এলাকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ বাড়িভাড়া, যানবাহন ভাড়া, খাদ্য ও পোশাক সামগ্রীসহ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য বিবেচনায় কক্সবাজার শহর/পৌর এলাকাকে ব্যয়বহুল হিসেবে ঘোষণা করেছে।

০২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৬ ফাল্গুন ১৪২৫/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৩৫.০১১.১৭.৭৬—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে পার্বত্য এলাকা বহির্ভূত নিম্নোল্লিখিত ১৬টি উপজেলাকে হাওড়/দ্বীপ/চর উপজেলা হিসাবে ঘোষণা করেছে:

বিভাগ	জেলা	হাওড়/দ্বীপ/চর উপজেলা
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	ইটনা
		মিঠামইন
		অষ্টগ্রাম
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ
	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া
	নোয়াখালী	হাতিয়া
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী
রংপুর	কুড়িগ্রাম	রৌমারী
		চর রাজিবপুর
বরিশাল	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালী
	ভোলা	মনপুরা
সিলেট	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা
		শাল্লা
		দোয়ারাবাজার
	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী

০২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০০২.১৫.২০০ — তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৬ / ২৫ এপ্রিল ২০১৯

দেশে বেসরকারি খাতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে বিভাগীয় পর্যায়ে **বিভাগীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটি** নিম্নরূপে গঠন করা হলো:

(ক) কমিটির গঠন :

১.	বিভাগীয় কমিশনার	আহ্বায়ক
২.	উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	সদস্য
৪.	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫.	নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)	সদস্য
৬.	কর কমিশনার	সদস্য
৭.	প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়	সদস্য
৮.	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়	সদস্য
৯.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়	সদস্য
১০.	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়	সদস্য
১১.	নিয়ন্ত্রক/যুগ্ম নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক দপ্তর	সদস্য
১২.	উপ-পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস	সদস্য
১৩.	উপ-মহা পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (বিভাগের সংশ্লিষ্ট জেলা হতে)	সদস্য
১৪.	জেলা রেজিস্ট্রার (বিভাগের সংশ্লিষ্ট জেলা হতে)	সদস্য
১৫.	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়রের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১৬.	বাংলাদেশ ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১৭.	স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/উপযুক্ত প্রতিনিধি (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৮.	সভাপতি, বিভাগীয় চেম্বার অব কমার্স	সদস্য
১৯.	প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২০.	উইমেন চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট/সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
২১.	তরুণ উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২২.	নারী উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৩.	বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৪.	বিভাগে সরকারি/বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৫.	বিভাগের উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক এসোসিয়েশনসমূহের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক (পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৬.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) বিনিয়োগ ও ব্যবসায় সহজীকরণ ও প্রসারের লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা, আইন, বিধি ও পদ্ধতি সংস্কার এবং প্রয়োজনে নতুন নীতিমালা, আইন, বিধি ও পদ্ধতি প্রচলনের লক্ষ্যে সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

(খ) বিশিষ্ট উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী, স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য, শিক্ষকমন্ডলী, গবেষক, সরকারের বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভাগে বিনিয়োগের জন্য সম্ভাবনাময় এলাকা ও খাত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ;

(গ) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনাসমূহ প্রচারের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) বিনিয়োগ আবহ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির কৌশল নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন;

(ঙ) নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল (Venture Capital) সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন;

(চ) নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের সাথে এঞ্জেল ইনভেস্টরদের যোগাযোগ স্থাপন;

(ছ) জেলা বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব/হস্তক্ষেপ বন্ধ করা;

(ঝ) বিনিয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিত সভার আয়োজন এবং প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন;

(ঞ) উচ্চ প্রযুক্তির ভারী শিল্প এবং সাপ্লায়ার্স ও লিংকেজ শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ও কৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ;

(ট) অনিবাসী বাংলাদেশীদের (এনআরবি) প্রত্যাবাসিত অর্থ (রেমিটেন্স) দেশে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের লক্ষ্যে তাঁদেরকে উৎসাহিত করা;

(ঠ) বিনিয়োগ ও ব্যবসায় প্রসারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব;

(ড) কমিটি প্রতি তিন মাসে ১ (এক) বার এবং প্রয়োজনে একাধিকবার সভায় মিলিত হবে। বছরের শুরুতে সভা অনুষ্ঠানের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণপূর্বক বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ; এবং

(ঢ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী
উপসচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
০২. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
০৩. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... (সকল);
০৪. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল);
০৫. জেলা প্রশাসক, ... (সকল);
০৬. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
০৭. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; ও
০৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০০২.১৫.২০১ তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৬ / ২৫ এপ্রিল ২০১৯

দেশে বেসরকারি খাতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে জেলা পর্যায়ে **জেলা বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটি** নিম্নরূপে গঠন করা হলো:

(ক) কমিটির গঠন :

১.	জেলা প্রশাসক	আহ্বায়ক
২.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক ও উন্নয়ন)	সদস্য
৪.	উপ কর কমিশনার	সদস্য
৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়	সদস্য
৭.	উপ-পরিচালক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	উপ-পরিচালক, জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	উপ-পরিচালক, জেলা মৎস্য অফিস	সদস্য
১০.	জেলা রেজিস্ট্রার	সদস্য
১১.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	সহকারি পরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	উপ-মহা পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)-এর কর্মকর্তা (যদি থাকে)	সদস্য
১৫.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৬.	আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক দপ্তরের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
১৭.	পৌরসভার মেয়রের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১৮.	ব্যাংকিং/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	সদস্য
১৯.	স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান/উপযুক্ত প্রতিনিধি (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২০.	জেলার চেম্বার প্রেসিডেন্ট	সদস্য
২১.	প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২২.	জেলার উইমেন চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট	সদস্য
২৩.	তরুণ উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৪.	নারী উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৫.	বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৬.	জেলায় অবস্থিত সরকারি/বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
২৭.	জেলার উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক এসোসিয়েশনসমূহের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৮.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ব্যবসা ও বিনিয়োগ শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) বিনিয়োগ ও ব্যবসায় সহজীকরণ ও প্রসারের লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা, আইন, বিধি ও পদ্ধতি সংস্কার এবং প্রয়োজনে নতুন নীতিমালা, আইন, বিধি ও পদ্ধতি প্রচলনের লক্ষ্যে সুপারিশমালা বিভাগীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটির নিকট উপস্থাপন;

(খ) বিশিষ্ট উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী, স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য, শিক্ষকমন্ডলী, গবেষক, সরকারের বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে জেলায় বিনিয়োগের জন্য সম্ভাবনাময় এলাকা ও খাত চিহ্নিত করে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিভাগীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটির নিকট প্রস্তাব আকারে প্রেরণ;

(গ) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনাসমূহ প্রচারের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) বিনিয়োগ আবহ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির কৌশল নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন;

(ঙ) নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল (Venture Capital) সংগ্রহের লক্ষ্যে ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন;

(চ) নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের সাথে এঞ্জেল ইনভেস্টরদের যোগাযোগ স্থাপন;

(ছ) উপজেলা বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব/হস্তক্ষেপ বন্ধ করা;

(ঝ) বিনিয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিত সভার আয়োজন এবং প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন;

(ঞ) উচ্চ প্রযুক্তির ভারী শিল্প এবং সাপ্লায়ার্স ও লিংকেজ শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ও কৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ;

(ট) উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য সুবিধা সৃষ্টি;

(ঠ) ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তা হয়রানির শিকার হলে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণকল্পে প্রতি মাসে কতজন নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তা ঋণ পেলেন এবং যারা পেলেন না তাদের ঋণ না পাওয়ার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঢ) অনিবাসী বাংলাদেশীদের (এনআরবি) প্রত্যাবাসিত অর্থ (রেমিটেন্স) দেশে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের লক্ষ্যে তাঁদেরকে উৎসাহিত করা;

(ণ) বিনিয়োগ ও ব্যবসায় প্রসারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্ব;

(ত) কমিটি প্রতি তিন মাসে ১ (এক) বার এবং প্রয়োজনে একাধিকবার সভায় মিলিত হবে। বছরের শুরুতে সভা অনুষ্ঠানের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রেরণপূর্বক বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

(থ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী
উপসচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
০২. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
০৩. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... (সকল);
০৪. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল);
০৫. জেলা প্রশাসক, ... (সকল);
০৬. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
০৭. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; ও
০৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০০২.১৫.২০২

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৬ / ২৫ এপ্রিল ২০১৯

দেশে বেসরকারি খাতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে উপজেলা পর্যায়ে **উপজেলা বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটি** নিম্নরূপে গঠন করা হলো:

(ক) কমিটির গঠন :

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহ্বায়ক
২.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৩.	সাব-রেজিস্ট্রার	সদস্য
৪.	আবাসিক প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৫.	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৬.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপজেলা তথ্য কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	উপজেলা চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়রের প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	ব্যাংকিং/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত প্রতিনিধি (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২.	স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিনিধি (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৩.	উপজেলার ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৪.	প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৫.	উপজেলার উইমেন চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট	সদস্য
১৬.	তরুণ উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৭.	নারী উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৮.	বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৯.	উপজেলায় অবস্থিত সরকারি/বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান (যদি থাকে)	সদস্য
২০.	উপজেলার উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক এসোসিয়েশানসমূহের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২১.	একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২২.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)/সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর পদ শূন্য থাকলে আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পর্যায়ের যে কোনো কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) বিনিয়োগ ও ব্যবসায় সহজীকরণ ও প্রসারের লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা, আইন, বিধি ও পদ্ধতি সংস্কার এবং প্রয়োজনে নতুন নীতিমালা, আইন, বিধি ও পদ্ধতি প্রচলনের লক্ষ্যে সুপারিশমালা জেলা বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটির নিকট উপস্থাপন;

(খ) বিশিষ্ট উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী, স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য, শিক্ষকমন্ডলী, গবেষক, সরকারের বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে উপজেলায় বিনিয়োগের জন্য সম্ভাবনাময় এলাকা ও খাত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটির নিকট প্রস্তাব আকারে প্রেরণ;

(গ) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনাসমূহ প্রচারের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) বিনিয়োগ আবহ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির কৌশল নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন;

(ঙ) নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল (Venture Capital) সংগ্রহের লক্ষ্যে ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন;

(চ) নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের সাথে এঞ্জেল ইনভেস্টরদের যোগাযোগ স্থাপন;

(ছ) বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব/হস্তক্ষেপ বন্ধ করা;

(জ) বিনিয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিত সভার আয়োজন এবং প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন;

(ঝ) উচ্চ প্রযুক্তির ভারী শিল্প এবং সাপ্লায়ার্স ও লিংকেজ শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ও কৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ;

(ঞ) উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য সুবিধা সৃষ্টি;

(ট) ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তা হয়রানির শিকার হলে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণকল্পে প্রতি মাসে কতজন নারী, তরুণ ও বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তা ঋণ পেলেন এবং যারা পেলেন না তাদের ঋণ না পাওয়ার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) অনিবাসী বাংলাদেশীদের (এনআরবি) প্রত্যাবাসিত অর্থ (রেমিটেন্স) দেশে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের লক্ষ্যে তাঁদেরকে উৎসাহিত করা;

(ঢ) বিনিয়োগ ও ব্যবসায় প্রসারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্ব;

(ণ) কমিটি প্রতি তিন মাসে ১ (এক) বার এবং প্রয়োজনে একাধিকবার সভায় মিলিত হবে। বছরের শুরুতে সভা অনুষ্ঠানের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রেরণপূর্বক বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

(ত) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী
উপসচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd

<u>বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

০১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
০২. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
০৩. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... (সকল);
০৪. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল);
০৫. জেলা প্রশাসক, ... (সকল);
০৬. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
০৭. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; ও
০৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৩৯.১৪-৬০

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪২৩
১৬ জানুয়ারি ২০১৭

বিষয় : মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত।

মেধার লালন, মূল্যায়ন ও প্রণোদনা প্রদান করা হলে মেধাবীদের মাঝে আরও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এ লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তিগত পর্যায় হতে বিভিন্ন সময়ে এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, স্নাতক/ স্নাতকোত্তর/ সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অসাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে, জেলা/উপজেলা প্রশাসন হতে সাধারণভাবে মাধ্যমিক/সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সপ্তম হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা/সম্মাননা/সনদ প্রদান করা হয় না। এইসব মেধাবী শিক্ষার্থীগণ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং জাতির কান্ডারী হিসাবে দেশ গড়ার দায়িত্ব নিবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ তাঁদের মাধ্যমেই প্রতিস্থিত হবে। এই লক্ষ্যে তাঁর উপজেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী সপ্তম হতে দশম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হলে তাঁরা আরও বেশি উৎসাহিত হবে, প্রশাসনের সঙ্গে আরও নিবিড় সর্ম্পক স্থাপিত হবে, বিভিন্ন সামাজিক বিশৃঙ্খলা সংক্রান্ত তথ্যাদির দ্রুত আদান-প্রদান হবে, "Student Journalism" সৃষ্টি হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ জঙ্গিবাদমুক্ত সুনাগরিক সৃষ্টি হবে- এককথায় বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো:

ক) তাঁর উপজেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী সপ্তম হতে দশম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) এই লক্ষ্যে উল্লিখিত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা সংগ্রহকরণ;

গ) শিক্ষার্থীদেরকে তাঁদের অসাধারণ সাফল্যের পরিচায়ক হিসাবে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রদান;

ঘ) উপজেলা পর্যায়ে উল্লিখিত মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে এইসঙ্গে সংযুক্ত আধা-সরকারি পত্র (নমুনা) প্রদান অথবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি, তাদের অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে আধা-সরকারি পত্র বিতরণ;

ঙ) সম্ভব হলে আধা-সরকারি পত্রের সঙ্গে মানসম্মত কিছু বই/ফুল বিতরণ;

চ) আধা-সরকারি পত্র গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা, এই সংক্রান্তে তাঁদের অনুভূতি, ইতিবাচক-নেতিবাচক সাধারণ মন্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ; এবং

ছ) জেলা-প্রশাসক কর্তৃক সামগ্রিক বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।

সংযুক্ত: আধা-সরকারি পত্র-দুই পৃষ্ঠা।

মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

১। জেলা প্রশাসক,................ (সকল)।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,....(সকল)।

<u>অনুলিপি:</u>

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা /কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৫। বিভাগীয় কমিশনার,...(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১২.০৬.০০৪.১৫-৫৩৪

তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
২৪ নভেম্বর ২০১৬

বিষয় : দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত।

শিক্ষার প্রসারে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিদারুন দারিদ্র ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে কোন কোন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে/ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে না মর্মে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পেলে এসব দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সুগম হতে পারে। পরবর্তীতে এসব ধীশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ জাতিগঠনমূলক কাজে নিয়োজিত হয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন মর্মে প্রত্যাশা করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক/উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৫ নম্বর আইন) অনুযায়ী উল্লিখিত শ্রেণির শিক্ষার্থীগণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করা আবশ্যক। অধিকন্তু, মাঠ পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকেন। একই সঙ্গে তাঁরা বিভিন্ন জনহিতকর কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। এজন্য উল্লিখিত দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশ এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল লাভকারী সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী অধিবাসী ও অতি দরিদ্র/ ভূমিহীন/ শারীরিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক/উচ্চশিক্ষা লাভ অব্যাহত রাখার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৫ নম্বর আইন)/ গুরুতর দুর্ঘটনায় আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫/ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।

০৩। অধিকন্তু, অনুচ্ছেদ ০২-এ উল্লিখিত বিধান ছাড়াও এসব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল :

ক) সংশ্লিষ্ট মেধাবী শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে অতি দরিদ্র/ভূমিহীন/শারিরীক প্রতিবন্ধি কিনা তা সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস/ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সমাজসেবা অফিস ইত্যাদি দপ্তর হতে যাচাই-বাছাইকরণ;

খ) শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক/উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী কিনা তা পরীক্ষাকরণ;

গ) শিক্ষার্থীর অধ্যয়নকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহপাঠী, বিদ্যোৎসাহী অভিভাবক, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এলাকার ধন্যাঢ্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, প্রবাসী প্রমূখ ব্যক্তিগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;

ঘ) সাধারণতঃ ভর্তি, সেশন-চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি আর্থিক সংশ্লেষ থাকে। এজন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনমতো আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঙ) শিক্ষা তথা জনকল্যাণমূলক কাজে জেলা পরিষদের বিশেষ ভূমিকা থাকায় এর সহায়তা গ্রহণ;

চ) শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক/উচ্চশিক্ষা লাভের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দ্রুততার সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এল আর ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

জ) সংশ্লিষ্ট জেলায় শিক্ষা ও কল্যাণ সংক্রান্ত কোন ফাউন্ডেশন (যদি থাকে) অথবা উপজেলা/জেলা সমিতির সহায়তা নিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে পরামর্শ প্রদান;

ঝ) শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বিরাজমান শিক্ষা ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে আরও গতিশীল এবং শক্তিশালী করা যেতে পারে। জেলায় কোন ফাউন্ডেশন/সংস্থা না থাকলে প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী অনুরূপ ফাউন্ডেশন/ সংস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ;

ঞ) শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি হলে জেলা পর্যায়ে যে সব দপ্তরের জনবল অপেক্ষাকৃত বেশি এমন দপ্তরসমূহকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের প্রত্যেক দপ্তরকে এক জন করে শিক্ষার্থীর ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব প্রদান;

ট) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি/সার্বিক)-কে এসব ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব প্রদান;

ঠ) এসব শিক্ষার্থীকে ভর্তিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ;

ড) স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকে খণ্ডকালীন চাকরি/প্রাইভেট টিউশন করতে উদ্বুদ্ধকরণ;

ঢ) স্বাবলম্বী হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী অনুরূপ কার্য সম্পাদন করবেন মর্মে তাঁকে দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

ণ) প্রচলিত বিধান অনুযায়ী শিক্ষার্থীর অভিভাবককে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় আনয়ন/খাস জমি বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৪। উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ এবং নিম্নোল্লিখিত ছক অনুযায়ী প্রতি দুইমাস অন্তর 'নিকশ ফন্টে' লিখিত প্রতিবেদন মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখায় ই-মেইলযোগে (dfal_sec@cabinet.gov.bd) প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

ক্রম	বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য/ আবেদনের সংখ্যা	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রেরিত আবেদনের সংখ্যা	স্থানীয়ভাবে প্রদত্ত সাহায্য		সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা	উপকৃত শিক্ষার্থী- অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	উপকার ভোগীদের জন্য বিকল্প আর্থিক উৎসের সংস্থান করা গেছে কিনা	উপকার ভোগীদের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয় কিনা	মন্তব্য
			নগদ	শিক্ষা উপকরণ/ অন্যান্য						
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১

মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক
------------------------(সকল)।

অনুলিপি:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৩৫.০৩১.১৫-৩৭৬

তারিখ: ০৯ ভাদ্র ১৪২৩ / ২৪ আগস্ট ২০১৬

বিষয় : জেলা প্রশাসকগণের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং উপদেষ্টাগণের জন্য অনুসরণীয় বিষয়।

১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-০০.০০০০.৫১২.৩৫.০৩১.১৫-৫৫ তারিখ: ০৮.০২.২০১৬

২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নম্বর-০৩.০৯২.০০৬.০০.০০.০০২.২০১২-৪৫৭ তারিখ: ১৪.৭.২০১৬

নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসকগণ সরকারের উন্নয়ন-লক্ষ্য অর্জন, চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপদান, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ তথা মাঠ পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলায় বাস্তবায়নযোগ্য তিনবছর মেয়াদি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সূত্রস্থ (১) নম্বর স্মারকে সকল জেলা প্রশাসক-কে অনুরোধ করা হয়। একই স্মারকে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী অধিবাসী অথবা ঐ জেলায় কর্মরত ছিলেন এমন একজন কর্মরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব-কে উপদেষ্টা হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। কিন্তু উপর্যুক্ত বিষয়ে আশানুরূপ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

০২। অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার ওপর উপদেষ্টাগণের মতামত এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসকগণের কর্মপরিকল্পনা পুন:পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সূত্রস্থ (১) নম্বর স্মারকটি আংশিক সংশোধনপূর্বক অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপদেষ্টা, জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়।

০৩। এমতাবস্থায়, অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নিম্নরূপ কর্মপরিধি পুনর্নির্ধারণ এবং নিম্নের বিষয়সমূহ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল :

(ক) **জেলা প্রশাসকের করণীয়**

(০১) এসডিজি, রূপকল্প ২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, স্থানীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সংশ্লিষ্ট জেলার জনগণের বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(০২) কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হতে হবে;

(০৩) যে সকল কার্যক্রম বর্তমানে বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে বা চলমান রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে চলমান কর্মসম্পাদন সূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(০৪) সংশ্লিষ্ট জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ;

(০৫) সরকারের সমকালীন উদ্যোগসমূহ কর্মপরিকল্পনায় সংযোজন;

(০৬) জেলার সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও অংশীজনদের মতামত গ্রহণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(০৭) বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা উক্ত কর্মপরিকল্পনায় সংযোজন;

(০৮) সময়াবদ্ধভাবে উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

(০৯) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ/দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

(১০) সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিতকরণ;

(১১) অংশীজনের সমন্বয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি-সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার আয়োজন;

(১২) মেন্টর-এর সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা, তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ, তাঁদেরকে বাস্তবায়ন-অগ্রগতি অবহিতকরণ ও গুরুত্বপূর্ণ সভায় আমন্ত্রণ জানানো;

(১৩) প্রয়োজনে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে মেন্টরের সঙ্গে সভার আয়োজন; এবং

(১৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট মেন্টর-এর নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

(খ) **উপদেষ্টা'র (mentor) করণীয়**

(০১) চাকরিজীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসক-কে পরামর্শ প্রদান;

(০২) এসডিজি, রূপকল্প ২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, স্থানীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট জেলার জনগণের বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান;

(০৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক চিহ্নিতকরণ ও নিরসনে সহায়তাকরণ;

(০৪) প্রয়োজন অনুযায়ী ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে পরামর্শ প্রদান;

(০৫) উদ্ভাবনী এবং জনহিতকর কার্যক্রমে স্থানীয় সুধীবৃন্দের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ;

(০৬) অগ্রগতি-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সভায়/ ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত থাকা; এবং

(০৭) মাঝে মধ্যে সরেজমিন অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকিকরণ।

(গ) **বিভাগীয় কমিশনারের করণীয়**

(০১) নিজ অধিক্ষেত্রের জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রণীত অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা, পরিবীক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান; এবং

(০২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(ঘ) **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের করণীয়**

(০১) সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী অধিবাসী অথবা ঐ জেলায় কর্মরত ছিলেন এমন একজন কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব/সচিবকে মেন্টর হিসাবে নিয়োগ প্রদান;

(০২) প্রয়োজন হলে নতুন মেন্টর নিয়োগ প্রদান;

(০৩) প্রণীত অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে জেলা প্রশাসক/মেন্টরের বিশেষ মতামত থাকলে উক্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(০৪) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(০৫) অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনার প্রভাব (impact) পর্যালোচনা;

(০৬) প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগদান ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান; এবং

(০৭) প্রয়োজন অনুযায়ী ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ।

০৪। এমতাবস্থায়, তিনবছর মেয়াদি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, কাঠামোবদ্ধ ও পরিমাপযোগ্য করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক হিসাবে যোগদানের তারিখ থেকে একমাসের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত ছকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখায় (ই-মেইল: dfal_sec@ cabinet.gov.bd, MS Word Format, Nikosh Font) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর জেলার অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল :

……………….জেলার তিন বছর মেয়াদি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

কার্যক্রমসমূহ	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক (সংখ্যা/ পরিমাণ/ শতকরা/ তারিখ)	লক্ষ্যমাত্রা (সংশ্লিষ্ট বছরের)	সময়সীমা		অর্জন					
						২০১৬				২০১৭	২০১৮
				শুরু	শেষ	প্রান্তিক-১	প্রান্তিক-২	প্রান্তিক-৩	প্রান্তিক-৪		
						জানুয়ারি-মার্চ	এপ্রিল-জুন	জুলাই-সেপ্টেম্বর	অক্টোবর-ডিসেম্বর		

মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব (জেমাপ্র)
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
e-mail: addl_dfa@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১) জনাব ---।
২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩) জেলা প্রশাসক, -------------------------- (সংশ্লিষ্ট)।

অনুলিপি:

১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২) সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৩৫.০৬২.১৬-২৩০

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪২৩ / ১২ মে ২০১৬

<u>পরিপত্র</u>

বিষয় : ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে জেলা প্রশাসকগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত।

সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তাবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কার্যক্রমে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছর থেকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনারগণের এবং বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

০২। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসকের কার্যাবলির মধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের সঙ্গে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-গণের একটি পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

০৩। উক্ত চুক্তিতে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রাধিকার এবং এসডিজি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের জন্য স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক করণীয় বিষয় (activities) এবং কর্মসম্পাদন সূচক (performance indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (targets) বিধৃত হবে। উক্ত চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে (চিত্রপ্রতিলিপি সংযুক্ত)। এ নীতিমালায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, চুক্তির কাঠামো, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

০৪। সংযুক্ত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারগণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে এবং জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করবেন।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব (জেমাপ্র)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
e-mail: addl_dfa@cabinet.gov.bd

<u>বিতরণ:</u>

১। বিভাগীয় কমিশনার
----------------------------(সকল)।
২। জেলা প্রশাসক
----------------------------(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৩৫.০৩১.১৫-৫৫

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২২ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বিষয় : জেলা প্রশাসকগণের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমিতে সরকারের উপসচিব পর্যায়ের কতিপয় কর্মকর্তার সঙ্গে তিনি গভর্নেন্স এন্ড ইনোভেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রশিক্ষণকালে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীগণ জেলা প্রশাসনের তিনবছর মেয়াদি একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২.০১.২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৪.১৬-১৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। গত ২১.০১.২০১৬ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমিতে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এঁর দিক্-নির্দেশনায় ইতোপূর্বে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা আরও সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জন করে কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ এবং কর্মসম্পাদনসূচকসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। **উক্ত কর্মপরিকল্পনার চিত্রপ্রতিলিপি এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল।**

০২। জেলা প্রশাসক হিসাবে যোগদানের পর তিনি তাঁর জেলার জন্য তিনবছর মেয়াদি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক উহা অনুমোদনের পরে বাস্তবায়ন করবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। সরকারের উন্নয়ন-লক্ষ্য অর্জন, চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপদান, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ তথা মাঠ পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর জেলায় বাস্তবায়নযোগ্য তিনবছর মেয়াদি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সমীচীন হবে।

০৩। উপর্যুক্ত অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকালে নিম্নের বিষয়সমূহ অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল :

(ক) কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হতে হবে;

(খ) যে সকল কার্যক্রম বর্তমানে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আওতায় বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে বা চলমান রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে চলমান কর্মসম্পাদন সূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঘ) সরকারের সমকালীন উদ্যোগসমূহ কর্মপরিকল্পনায় সংযোজন করতে হবে;

(ঙ) এসডিজি, রূপকল্প ২০২১ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে বিবেচনায় নিয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

(চ) তাঁর জেলার সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও অংশীজনদের মতামত গ্রহণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

(ছ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আটটি বিশেষ উদ্যোগ (একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি) ব্র্যান্ডিং-এর ক্ষেত্রে ভূমিকা কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(জ) বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা উক্ত কর্মপরিকল্পনায় সংযোজন করতে হবে; এবং

(ঝ) উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে তাঁর জেলার স্থায়ী অধিবাসী অথবা ঐ জেলায় কর্মরত ছিলেন এমন একজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিবকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উপদেষ্টা (Mentor) হিসাবে নিয়োগ দিবেন। বর্ণিত উপদেষ্টা নিয়োগের লক্ষ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তিনজন কর্মকর্তার নাম কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

০৪। এমতাবস্থায়, তিনবছর মেয়াদি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, কাঠামোবদ্ধ ও পরিমাপযোগ্য করার লক্ষ্যে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে একমাসের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত ছকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখায় ই-মেইল (dfal_sec@ cabinet.gov.bd) যোগে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর জেলার অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল :

<u>..................জেলার তিন বছর মেয়াদি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা</u>

কার্যক্রমসমূহ	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক (সংখ্যা/ পরিমাণ/ শতকরা/ তারিখ)	লক্ষ্যমাত্রা (সংশ্লিষ্ট বছরের)	সময়সীমা		অর্জন					
						২০১৬				২০১৭	২০১৮
				শুরু	শেষ	প্রান্তিক-১	প্রান্তিক-২	প্রান্তিক-৩	প্রান্তিক-৪		
						জানুয়ারি-মার্চ	এপ্রিল-জুন	জুলাই-সেপ্টেম্বর	অক্টোবর-ডিসেম্বর		

সংযুক্তি: বর্ণনামতে আট পৃষ্ঠা।

স্বাক্ষরিত/-
০৮.২.১৬
(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগ)
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
e-mail: addl_dfa@cabinet.gov.bd

<u>জেলা প্রশাসক</u>
.... (সংশ্লিষ্ট)।

অনুলিপি:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৩৫.০৩১.১৫-১৯

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪২২ / ১৩ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয় : জেলা প্রশাসনের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৩৫.০৩১.১৫-৪৮৬ তারিখ: ০৩.১২.২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে প্রত্যেক জেলা প্রশাসক স্ব-স্ব এখতিয়ারাধীন এলাকায় প্রতিনিয়ত নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত বিভিন্নমুখী কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। অধিকন্তু, সরকারের উন্নয়ন-লক্ষ্য অর্জন এবং মাঠ পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চলমান কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট জেলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে তিনি তাঁর জেলার জন্য তিনবছর মেয়াদি কতিপয় কার্যক্রমসহ অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। তাছাড়া, উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাঠামোবদ্ধ ও পরিমাপযোগ্য হওয়া সমীচীন। এলক্ষ্যে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল :

(ক) প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে সমন্বয়কের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে;

(গ) কর্মপরিকল্পনার কোন অংশ অন্য কোন দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে;

(ঘ) কর্মপরিকল্পনা অথবা এর কোন কার্যক্রম বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসক সম্মেলন, জেলা পর্যায়ে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সভা অথবা কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট অন্য কোন সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

(ঙ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা (Mentor)-এঁর নিকট থেকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে;

(চ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করবেন; তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাফল্যের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে;

(ছ) উহা বাস্তবায়নে আর্থিক সংশ্লেষ বা অন্য কোন প্রকার সহযোগিতার প্রয়োজন হলে যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সহযোগিতা কামনা করা যেতে পারে;

(জ) প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে কোন সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং

(ঝ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

০২. এমতাবস্থায়, নিম্নোল্লিখিত ছকে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের সাত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখায় ই-মেইল (dfal_sec@ cabinet.gov.bd) যোগে প্রেরণ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল :

…………জেলার তিন বছর মেয়াদি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার প্রান্তিক…………/২০১……….এর তথ্য:

কার্যক্রমসমূহ	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক (সংখ্যা/ পরিমাণ/ শতকরা/ তারিখ)	লক্ষ্যমাত্রা (সংশ্লিষ্ট বছরের)	সময়সীমা		অর্জন					
						২০১৬				২০১৭	২০১৮
				শুরু	শেষ	প্রান্তিক-১	প্রান্তিক-২	প্রান্তিক-৩	প্রান্তিক-৪		
						জানুয়ারি-মার্চ	এপ্রিল-জুন	জুলাই-সেপ্টেম্বর	অক্টোবর-ডিসেম্বর		

মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
e-mail: addl_dfa@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক
…………………………(সংশ্লিষ্ট)।

অনুলিপি: সদয় অবগতি/কার্যার্থে

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, …………….(সকল)-কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণের অনুরোধসহ।

৪। জনাব ……………………………….., উপদেষ্টা (Mentor),………………………. জেলা-কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে পরামর্শ প্রদানের অনুরোধসহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.২৩.০১১.২০.৮৫

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪২৬ / ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

অফিস আদেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সদয় অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাজেট পর্যালোচনা ও অর্থ বরাদ্দ কমিটি নির্দেশক্রমে নিম্নরূপে গঠন করা হলো:

ক্রমঃ	কর্মকর্তার পদবি	কমিটিতে অবস্থান
০১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
০২.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
০৩.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
০৪.	অতিরিক্ত সচিব, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি	সদস্য
০৫.	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

০১. কমিটি মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বরাদ্দকৃত বাজেট পর্যালোচনা করবে;
০২. কমিটি মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা নিরূপণ করবে;
০৩. কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করবে; এবং
০৪. কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন
উপসচিব (সংযুক্ত)
ফোন: ৯৫৪৬২৮২
ই-মেইল: dfal_sec@ cabinet.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
২. সিনিয়র সচিব/সচিব...................................... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল);
৩. অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
৪. অতিরিক্ত সচিব, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি;
৫. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
৬. প্রধান সমন্বয়কের একান্ত সচিব, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন ১৪২৬/০২ মার্চ ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.২৩.০১০.২০.১৫৪—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম/অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব কার্যক্রম/অনুষ্ঠানের ব্যয় মিটানোর জন্য ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক বাজেটে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি খেয়াল রেখে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত সরকার ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সম্পর্কিত নাগরিক তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২০’ প্রণয়ন করেছে। ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন
উপসচিব

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সম্পর্কিত নাগরিক তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম/অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব কার্যক্রম/অনুষ্ঠানের ব্যয় মিটানোর জন্য ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক বাজেটে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি খেয়াল রেখে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত এ নীতিমালাটি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১। **শিরোনাম:** এ নীতিমালাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সম্পর্কিত নাগরিক তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞা:**

(ক) **নাগরিক তহবিল** অর্থ ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সম্পর্কিত নাগরিক তহবিলে জমাকৃত অর্থের সমন্বয়ে গঠিত তহবিল;

(খ) **ব্যাংক হিসাব অর্থ** নাগরিক তহবিল পরিচালনার জন্য যে কোন তফসিলি ব্যাংকে এতদ্‌উদ্দেশ্যে পরিচালিত চলতি হিসাব।

৩। **ব্যাংক হিসাব পরিচালনা:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও প্রধান সমন্বয়ক কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

৪। **তহবিলে অনুদান প্রদানের যোগ্যতা-**

(ক) মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যার—

(১) বৈধ আয়ের উৎস আছে;

(২) কোনো স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) নেই;

(খ) অনুদান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ অনুদানের বিপরীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সুবিধা দাবি না করা;

(গ) যুদ্ধাপরাধ বা গণহত্যার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বা পরিবারের সদস্য থেকে অনুদান গ্রহণ না করা।

৫। **অনুদানের অর্থ গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ:** কেন্দ্রীয়ভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয় কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সম্পর্কিত নাগরিক তহবিল খাতে অনুদানের অর্থ গ্রহণ করা হবে। অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনুদান গ্রহণ করতে পারবে না।

৬। **তহবিল ব্যবহারের খাত নির্ধারণ ও অনুমোদন:**

(ক) জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে যথাযথ উৎসব আয়োজন;

(খ) জন্মশতবার্ষিকীর প্রতি লক্ষ্য রেখে জনকল্যাণে গৃহীত সেবাধর্মী কার্যক্রম;

(গ) জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম;

(ঘ) এ তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৭। **স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ:**

(ক) যে কোন ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব অর্থ খরচের ন্যায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

(খ) প্রতিটি ব্যয়ের বিপরীতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (Internal Audit) পাশাপাশি ব্যয়ের ভাউচারসমূহ ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

(গ) সকল ব্যয় ক্রস চেকের মাধ্যমে নির্বাহ করতে হবে।

৮। **অনুদান দাতার তথ্য সংরক্ষণ:** অনুদান প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং অনুদানের অর্থ ক্রস চেক বা ব্যাংক ড্রাফট আকারে গ্রহণ করতে হবে। কোন প্রকার নগদ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

৯। **ক্যাশ বুক সংরক্ষণ:** অনুদান প্রাপ্তির উৎসের পাশাপাশি খরচের বিবরণ দৈনন্দিন ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে ক্যাশ বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১০। **ভাউচার সংরক্ষণ:** অডিটের জন্য খরচের ভাউচারসমূহ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করতে হবে।

১১। **বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান:** বিদেশে বসবাসকারী/চাকরিরত বাংলাদেশের নাগরিক বা তার/তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

১২। **ভ্রমণ বা সম্মানি বাবদ ব্যয়:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সভাপতি, সদস্য, সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারীর দেশ বা বিদেশে ভ্রমণ বা সম্মানি বাবদ এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

১৩। **দায় দায়িত্ব নিরূপণ:** অনিয়মিত বা বেআইনিভাবে বা এ নীতিমালা অনুসরণ না করে কোন ব্যয় করা হলে ব্যয় অনুমোদনকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ এবং এ ধরনের ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ দায়ী হবেন।

১৪। **অব্যয়িত অর্থের নিষ্পত্তি:** জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ব্যয় নির্বাহের পর উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত ব্যাংক হিসাবে কোন অব্যয়িত অর্থ থাকলে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমাকরণের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৫। **নীতিমালা অনুসরণ**: নাগরিক তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং এ তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৬। **নীতিমালা সংশোধন/সংযোজন:** এ নীতিমালা সংশোধনের প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন করা যাবে।

১৭। **নীতিমালার ব্যাখ্যা:** এ নীতিমালার বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯.১৭১

তারিখ: ২২ ফাল্গুন ১৪২৫ / ০৬ মার্চ ২০১৯

বিষয় : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় মাসিক সভায় উপস্থিত থাকা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ০৮.৮.২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.১৫-৭৩২ নম্বর স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভার দিন, তারিখ ও সময় নির্ধারিত আছে। পরিপত্রটির মূল উদ্দেশ্য হলো গুচ্ছ আকারে সভাগুলির আয়োজন করা হলে সংশ্লিষ্ট সকলে পূর্ব হতে যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন। সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর প্রধানগণ আইনশৃঙ্খলা সভা, উন্নয়ন সমন্বয় সভাসহ জনগুরুত্বপূর্ণ সভায় প্রায়শ অনুপস্থিত থাকছেন। অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় সভার জন্য নির্ধারিত তারিখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের বিভাগীয় অফিস অথবা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সভায় ডাকা হয়। সভায় গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণের অনুপস্থিতির ফলে সভার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়।

০২। এমতাবস্থায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ইতোপূর্বে জারিকৃত পরিপত্রের (সংযুক্ত) নির্দেশনামতে জেলা/উপজেলার সভার জন্য নির্ধারিত দিনে জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন না হলে অন্য কোনো সভা/সেমিনারে জেলা/উপজেলার অফিস প্রধানকে আমন্ত্রণ না জানানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: ০২ (দুই) পৃষ্ঠা

ড. ফারুক আহাম্মদ
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব
..............................মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।

অনুলিপি:

১। বিভাগীয় কমিশনার,...(সকল)।
২। জেলা প্রশাসক,...(সকল)।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,...(সকল)।
৪। অফিস/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯.৪৮৪

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৬ / ২৭ আগস্ট ২০১৯

পরিপত্র

বিষয় : মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ৯:০০ থেকে ০৯:৪০ মিঃ পর্যন্ত অফিস কক্ষে অবস্থান সংক্রান্ত।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ১-৪৭/৮৮-মপবি (সংস্থা)/৩৪৪, তারিখ: ২৩ জুন ২০০৩

সূত্রোক্ত পরিপত্রের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে অফিসে আগমনকালে পথিমধ্যে দাপ্তরিক/ব্যক্তিগত বিভিন্ন কাজের অজুহাত দেখিয়ে কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারী সঠিক সময়ে অফিসে উপস্থিত হন না মর্মে সম্প্রতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সঙ্গে জনসাধারণ ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপন দুঃসাধ্য বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এতে সাধারণ নাগরিকগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হন, তেমনি সরকারি কাজের গতিও শ্লথ হয়।

২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকতা/কর্মচারীগণকে এ মর্মে অনুশাসন প্রদান করা যাচ্ছে যে তারা সকাল ৯:০০ থেকে ০৯:৪০ মিনিট সময় পর্যন্ত আবশ্যকীয়ভাবে নিজ অফিস কক্ষে অবস্থান করে অফিসের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। দাপ্তরিক কর্মসূচি প্রণয়নকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাদের সকাল ৯:০০ টা থেকে ০৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত অফিসে অবস্থান ব্যাহত না হয়।

৩। উল্লেখ্য, অফিস সময়ে অফিস কক্ষে/দপ্তরে অবস্থানপূর্বক দায়িত্ব পালনকারী মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে উক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে। তবে ভিভিআইপি/ভিআইপিদের প্রটোকল প্রদান, আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোন বড় রকমের দুর্ঘটনা মোকাবেলা, গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগদান এবং অনুমোদিত ভ্রমণসূচির মাধ্যমে সফরে গমনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না।

৪। এমতাবস্থায়, সেবাগ্রহণকারী নাগরিকদের সুবিধা এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জনস্বার্থে সকাল ৯:০০টায় সরাসরি অফিসে আসবেন এবং আবশ্যকীয়ভাবে ০৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত অফিসে অবস্থান করে অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৫। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
২৭.০৮.১৯
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ:

০১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
০২. সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ;
০৩. বিভাগীয় কমিশনার (সকল);
০৪. জেলা প্রশাসক (সকল); ও
০৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯.৬৫৫

তারিখ: ২৬ কার্তিক ১৪২৬ / ১১ নভেম্বর ২০১৯

বিষয় : বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় সভার তারিখ সুনির্দিষ্টকরণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫.৭৩২ তারিখ: ০৮/০৮/২০১৬

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোস্থ স্মারকে বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় মাসিক সভাসমূহে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সভায় অংশগ্রহণকারীগণের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের স্বার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সকল সভাসমূহকে আইনশৃঙ্খলা, উন্নয়ন/সমন্বয়, রাজস্ব ও অন্যান্য-এই চারটি গুচ্ছে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট করা হয়। এ সকল সভায় জনপ্রতিনিধি, বিভাগ, জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যোগদান করে থাকেন।

ক্রম	পর্যায়	আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভাসমূহ	উন্নয়ন/সমন্বয় বিষয়ক সভাসমূহ	রাজস্ব বিষয়ক সভাসমূহ	অন্যান্য সভাসমূহ	মন্তব্য
(ক)	বিভাগীয় পর্যায়ে	মাসের তৃতীয় সোমবার	মাসের তৃতীয় সোমবার	মাসের তৃতীয় সোমবার	মাসের তৃতীয় সোমবার	বাস্তব অবস্থা অথবা কোন কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী আগে বা পরে যে কোন সভার আয়োজন করা যেতে পারে।
(খ)	জেলা পর্যায়ে	মাসের দ্বিতীয় রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	মাসের তৃতীয় রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	মাসের চতুর্থ রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	সুবিধাজনক তারিখে	-
(গ)	উপজেলা পর্যায়ে	মাসের দ্বিতীয় সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	মাসের চতুর্থ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	সুবিধাজনক তারিখে	-

০২। উল্লেখ্য, সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর অনেক সময় উপরোক্ত সময়সূচি অনুসরণ না করে একই তারিখ ও সময়ে সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আহবান করছে। ফলশ্রুতিতে বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয়হীনতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং বর্ণিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী/সদস্যগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

০৩। এমতাবস্থায়, বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে উপরোল্লিখিত সভাসমূহের তারিখ ও সময়ে অন্য কোন সভা আহবান না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১১.১১.১৯
(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব.................................মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

অনুলিপি:

১। বিভাগীয় কমিশনার. . .(সকল)

২। জেলা প্রশাসক . . .(সকল)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার . . .(সকল)

৬০—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯.৬৫৯

তারিখ: ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ১৭ নভেম্বর ২০১৯

বিষয় : ০৩ (তিন) দিন পর্যন্ত জেলাপ্রশাসকগণের নৈমিত্তিক ছুটি সংক্রান্ত।

সূত্র: মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখার ইউ.ও. নোট নম্বর; ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০৩.১৯.৩১০ তারিখ: ০৩.১১.২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনারগণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত রেখে জেলা প্রশাসকগণের ০৩ (তিন) দিন পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুরসহ কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি দিবেন।

০২। এতদ্‌সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৭.১১.১৯
(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

১। বিভাগীয় কমিশনার,...(সকল)।
২। জেলাপ্রশাসক,...(সকল)।

অনুলিপি:
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব।
২। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.৫১৩.০৫৪.০০.০০.০০১.২০১০-১২.২৬

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪২৬ / ১৫ জানুয়ারি ২০২০

বিষয় : উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারকে সকল শ্রেণির পৌরসভার কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং-এর ক্ষমতা প্রদান।

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নম্বর: ৪৬.০৯৯.০১৬.০১.০১.০০৫.২০১৩-২১, তারিখ: ০৭.০১.২০২০।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২ মে ২০১৬ তারিখের ০৪.৫১৩.০৫৪.০০.০০.০০১.২০১০-৪৬৯ নং স্মারকে বর্ণিত মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন, দর্শন এবং রাত্রিযাপন সংক্রান্ত প্রমাপ সংশোধনক্রমে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারকে নির্দেশক্রমে তাঁর অধিক্ষেত্রের মধ্যে সকল শ্রেণির পৌরসভার কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং-এর ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১৫.০১.২০
(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। সিনিয়র সচিব/সচিব..............................মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।
২। বিভাগীয় কমিশনার.................(সকল)।
৩। পরিচালক, স্থানীয় সরকার.......................(সকল)।
৪। জেলা প্রশাসক.................................(সকল)।
৫। বিভাগীয় পর্যায়ের উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার.................(সকল)।
৬। জেলা পর্যায়ের উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার.......................(সকল)।
৭। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৮। অতিরিক্ত সচিব (জেমাপ্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৯। যুগ্মসচিব (জেমাপ্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১০। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

একই নম্বর ও তারিখের স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd.

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯-১৪২

তারিখ: ০৮ চৈত্র ১৪২৬ / ২২ মার্চ ২০২০

বিষয় : কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রাদুর্ভাবজনিত যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২২.০৩.২০২০
(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

০১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব.............................মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।
০৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
০৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।
০৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
০৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৮। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৯। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd.

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০৮.১৫-১৫৮

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪২৭ / ১৩ আগস্ট ২০২০

বিষয় : জেলাপ্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণী ও পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণী ও পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহের হার্ডকপি মাসের বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার ফলে পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

এমতবস্থায়, জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণী ও পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহের হার্ডকপি পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে একত্রিত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১৩.০৮.২০২০
(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক,...(সকল)।

অনুলিপি:

১। বিভাগীয় কমিশনার,...(সকল)।
২। অফিস/মাস্টার ফাইল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.০৬.১৫-১৩

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪২২
১৪ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয় : <u>মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংশোধিত প্রমাপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।</u>

জননিরাপত্তা বিধান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আরও দক্ষতার সঙ্গে ও প্রয়োগসিদ্ধভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিদ্যমান প্রমাপ সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক জেলার আয়তন, অবস্থান, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপজেলার সংখ্যা, জনসংখ্যা, সংশ্লিষ্ট জেলার মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সক্ষমতা, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের মতামত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৮ আগস্ট ২০১২ তারিখের ০৪.৫২২.১১৬.০০.০০.০১৩.২০১১-১৩৬ নম্বর স্মারক বাতিলক্রমে তদ্‌স্থলে মাসিক ভিত্তিতে জেলাওয়ারি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হল :

ক্রম	জেলার নাম	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ (সংখ্যায়)
(ক)	ঢাকা ও কুমিল্লা জেলা।	১৫০
(খ)	চট্টগ্রাম জেলা।	১০০
(গ)	খুলনা, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও চাঁদপুর জেলা।	৭০
(ঘ)	বরিশাল, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা।	৬০
(ঙ)	কিশোরগঞ্জ, যশোর, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলা।	৫০
(চ)	নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী, ভোলা, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, নাটোর ও গাইবান্ধা জেলা।	৪৫
(ছ)	নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর ও মৌলভীবাজার জেলা।	৩৫
(জ)	গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, শেরপুর, লক্ষ্মীপুর, ঝিনাইদহ, বরগুনা ও জয়পুরহাট জেলা।	৩০
(ঝ)	মাদারীপুর, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, মাগুরা, মেহেরপুর ও ঝালকাঠি জেলা।	২২

০২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত প্রমাপ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনাপূর্বক তথ্যাদি পরবর্তী মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত ছকে ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেম (e-court) আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হল :

ক্রম	জেলা	উপজেলার সংখ্যা	প্রমাপ	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা		মামলার সংখ্যা		আদায়কৃত জরিমানা (টাকায়)		আসামীর সংখ্যা				মন্তব্য
										মোট		কারাদণ্ড প্রাপ্ত		
				বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	বর্তমান মাস	পূর্বের মাস	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	

মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব (জেমাপ্র)
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)

অনুলিপি:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ।

৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)-বিষয়টি মনিটরিং করার অনুরোধসহ।

৬১—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৬.০৯.২০১৬.৪৩২

তারিখ: ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ১২ ডিসেম্বর ২০১৬

বিষয় : গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়াধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ১৯ নম্বর আইন) জারি করা হয়েছে। Penal Court, 1860 (Act No. XLV of 1860), Cattle-Trespass Act, 1871(Act No. I of 1871) এবং Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. I of 1908)-এর আওতাধীন কতিপয় ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিরোধসমূহের সমাধান, গ্রামের দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী যেন স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে তাঁদের দোরগোড়ায় বিচার পেতে পারেন সে লক্ষ্যে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর আওতায় গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকার সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy of Bangladesh) প্রণয়ন করেছে। গ্রাম আদালত স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের সকল কার্যক্রম Time, Cost and Visit (TCV) হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের প্রায় সকল দপ্তরে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত TCV-এর ধারনা বাস্তবায়নের একটি উপর্যুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে। অধিকন্তু, সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরণ, স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার অপচেষ্টারোধ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৭.৩.২০১৩ তারিখের ০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০.৫০ সংখ্যক স্মারকে মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ওয়ার্ড-এর পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণে গ্রাম আদালতের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া, গ্রাম আদালতের এখতিয়ারসম্পন্ন মামলা গ্রাম আদালতে দায়ের ও নিষ্পন্ন হলে এবং এসব শ্রেণির মামলা থানায় অথবা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়ের না হলে পুলিশ বিভাগ এবং বিচার কার্যক্রমের জন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ওপর অনেক চাপ কমবে মর্মে আশা করা যায়। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী, গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান, পরিদর্শন, দর্শন ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, কার্যকর ও শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল :

(ক) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর অধীন গ্রাম আদালতের কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টে ইউনিয়ন পরিষদের সকল জনপ্রতিনিধিকে সচেতনকরণ;

(খ) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বিনা খরচে, অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এবং জনগণ তাঁদের দোরগোড়ায় ন্যায়-বিচার পেতে পারেন মর্মে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;

(গ) উক্ত আইনের সুফল সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেমন: গ্রাম আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয় বা বিরোধসমূহ গ্রাম আদালতে দায়ের ও নিষ্পত্তি করা যাবে। এজন্য তাঁদের অন্য কোন ফৌজদারি বা দেওয়ানি আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই, আইনজীবি নিয়োগের আবশ্যকতা নেই, আবেদনের ৯০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হতে পারে অর্থ্যাৎ দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার বিশেষ সুযোগ রয়েছে এবং ৭৫,০০০/- টাকা

মূল্যমান পর্যন্ত কতিপয় অপরাধের বা বিরোধের নালিশ ও বিচার গ্রাম আদালতেই পেশ ও নিষ্পত্তি করা যাবে মর্মে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিকে অবহিতকরণ;

(ঘ) গ্রাম আদালতের মামলার সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য নির্ধারিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন এবং এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;

(ঙ) উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় গ্রাম আদালতের মামলা সংক্রান্ত তথ্য আলোচ্যসূচিভুক্ত করে গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার বিষয় নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ;

(চ) জেলা আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় বিষয়টি আলোচ্যসূচিভুক্ত করে গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার বিষয় নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ;

(ছ) আমলযোগ্য ও গুরুতর মামলার তদন্ত কার্যে সংশ্লিষ্ট থানার তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ যেন আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারেন এরূপ উদ্দেশ্যে গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য অভিযোগসমূহ থানায় দায়ের না করে গ্রাম আদালতে দায়ের করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান;

(জ) গ্রাম আদালতকে শক্তিশালীকরণের বিষয়টি জিপি ও পিপি-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার সকল দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের দৃষ্টিগোচরে আনয়নের ব্যবস্থাকরণ;

(ঝ) ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান;

(ঞ) মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন, দর্শন এবং রাত্রিযাপন প্রমাপ নির্ধারণ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২ মে ২০১৬ তারিখের ০৪.৫১৩.০৫৪.০০.০০.০০১.২০১০-৪৬৯ নম্বর স্মারকে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন/দর্শনকালে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ এবং যথাযথ গুরুত্ব প্রদান;

(ট) গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

(ঠ) প্রয়োজ্যক্ষেত্রে যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ জ্ঞাপন; এবং

(ড) গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালীকরণে প্রয়োজ্যক্ষেত্রে সরকারের নিকট সুপারিশমালা প্রেরণ।

০৩। গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিষয়ে নিম্নোল্লিখিত 'ছক' অনুযায়ী উপজেলা এবং জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে পর্যালোচনা করতে হবে:

(১) উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির জন্য ('ছক-ক')

ক্রম:	ইউনিয়ন- ভিত্তিক গ্রাম আদালতের নাম	পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের	বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

(২) জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির জন্য ('ছক-খ')

ক্রম:	উপজেলার নাম	পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের	বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

০৪। নিম্নোল্লিখিত 'ছক'-এ তাঁর জেলার গ্রাম আদালতের মামলার তথ্য প্রতিমাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখায় email: cjme_sec@cabinet.gov.bd -যোগে নিকস ফন্টে এবং অনুলিপি স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য ('ছক-গ')

ক্রম:	জেলার নাম	গ্রাম আদালতের মোট সংখ্যা	পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের	বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

০৫। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩

১। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট . . .(সকল)।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার . . .(সকল)।

অনুলিপি:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার . . . (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.০৪.২১.২০১৭-২৯০

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৪ / ২৭ আগস্ট ২০১৭

পরিপত্র

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর Chapter XIV অনুসরণ করে ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর Chapter VII অনুযায়ী মামলা প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর ওপর অর্পিত। তাছাড়া, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭১(২) অনুযায়ী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক আদালতে সাক্ষী হাজির করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সাধারণভাবে নিম্নআদালতে পিপি/এপিপিগণ রাষ্ট্রবাদী মামলা পরিচালনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, পিপি ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবী প্রমুখ সমন্বিতভাবে বিচারকার্য পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আদালতকে সহযোগিতা প্রদান করলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা আরও সহজতর হতে পারে।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে জেলাপর্যায়ে বিচারকার্য পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আদালতকে আরও সহযোগিতা প্রদান তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পথ আরও সুগম করার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে আদালত সহায়তা কমিটি গঠন করা হল :

(ক) **আদালত সহায়তা কমিটি:**

(১)	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	- সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার	- সদস্য
(৩)	সিভিল সার্জন	- সদস্য
(৪)	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি	- সদস্য
(৫)	কমান্ডার, র‌্যাব	- সদস্য
(৬)	পিপি	- সদস্য
(৭)	সভাপতি/সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি	- সদস্য
(৮)	সিনিয়র কারা তত্ত্বাবধায়ক/কারা তত্ত্বাবধায়ক	- সদস্য
(৯)	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	- সদস্য-সচিব

(খ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(গ) **কার্য-পদ্ধতি:**

(১) কমিটি প্রতিমাসে একটি সভার আয়োজন করবেন;

(২) প্রয়োজনে কমিটি মাসে একাধিক সভা করতে পারেন;

(৩) সংশ্লিষ্ট আদালতের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তীতে অনুরূপ ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের ব্যবস্থা করবেন; এবং

(৪) সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঘ) **কর্ম-পরিধি:** প্রয়োজন, বাস্তব অবস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্র বিবেচনায় নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করা যেতে পারে:

(১) সকল শ্রেণির দায়রা আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন/চিফ জুডিসিয়াল/মেট্রোপলিটন/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং

অন্যান্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রসিকিউশনের পক্ষে নিয়োজিত সরকারি কৌশলি ও পুলিশ কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্য বিধি, ১৮৯৮-এর ৩৭৩ ধারার আলোকে রাষ্ট্রবাদী মামলার রায়ের কপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে প্রাপ্তির ব্যবস্থাকরণ;

(২) কোন জেলায় অথবা মেট্রোপলিটন এলাকায় ফৌজদারি কার্য বিধির ৩৭৩ ধারার বিধান অনুযায়ী রায়ের অনুলিপি যথাসময়ে পাওয়া না গেলে ক্ষেত্রমতে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল/সলিসিটর উইং-এর সঙ্গে পত্র যোগাযোগকরণ;

(৩) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিচার শাখায় সকল রায়ের কপি সংরক্ষণ এবং উক্ত শাখা কর্তৃক প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন;

(৪) সংশ্লিষ্ট আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তদন্তে ত্রুটির কারণে আসামী খালাস পেলে অপরাপর মামলার ক্ষেত্রে অনুরূপ তদন্ত কার্যক্রমে ভুল-ত্রুটি পরিহারের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) ফৌজদারি কার্য বিধির ১৭১(২) ধারা অনুযায়ী সাক্ষীদের যথাসময়ে আদালতে হাজির করার লক্ষ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তার পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ;

(৬) সরকার কর্তৃক ঘোষিত চাঞ্চল্যকর/লোমহর্ষক/নৃশংস মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে সাক্ষ্য/আলামত উপস্থাপনের নিমিত্ত যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

(৭) ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১৭ এবং ৪১৭A ধারার বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মামলার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে আপিল করার যৌক্তিক কারণ ও প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে অন্য কোন অভিজ্ঞ আইনজীবী, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, এজাহারকারী অথবা ভিকটিমের সঙ্গে আলোচনা করা;

(৮) ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১৭ এবং ৪১৭A ধারার বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষ ন্যায় বিচার লাভ করেনি মর্মে যৌক্তিকভাবে প্রতীয়মান হলে দ্রুততার সঙ্গে রায়ের অনুলিপি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দলিলাদির নকল সংগ্রহকরণ;

(৯) রায় ঘোষণার পর ছয় মাসের মধ্যে আপিল দায়ের করার বিধান থাকায় আপিল দায়েরের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়সীমার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উচ্চতর আদালতে আপিল দায়েরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১০) কোন কারণে তামাদি হলে তামাদি মওকুফের লক্ষ্যে সকল তথ্যাদিসহ সলিসিটির উইং-এ প্রেরণ;

(১১) রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন মামলায় তামাদি না হয়ে যায় সে লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ এবং সতর্কতা অবলম্বনকরণ;

(১২) যে সকল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ অভিযোগকারীর পক্ষে আপিল দায়ের করা হয়নি, সে সব ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষেও আপিল দায়ের করার সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন মনে করলে এরূপ ক্ষেত্রে আপিল দায়েরের কার্যক্রম গ্রহণ;

(১৩) সকল প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করে যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করার জন্য সলিসিটর উইং-কে অনুরোধ জ্ঞাপন;

(১৪) মামলা পরিচালনার স্বার্থে সলিসিটর উইং-এর চাহিদা মোতাবেক যাচিত তথ্য দ্রুততার সঙ্গে প্রেরণ;

(১৫) Criminal Rules & Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009-এর Vol-1-এর Rule 310 অনুযায়ী পাবলিক প্রসিকিউটর অথবা তাঁর অন্যান্য সহকর্মীগণ প্রতিনিয়ত আদালতে উপস্থিত থাকেন। তাঁর ছুটিকালীন সময়ে অন্য সরকারি কৌশলি যাতে সংশ্লিষ্ট আদালতে উপস্থিত থেকে মামলা পরিচালনা করতে পারেন সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৬) Criminal Rules & Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009-এর Vol-1-এর Rule 313 অনুযায়ী আদালতে প্রসিকিউশনের দায়িত্বপালনকারী সরকারি কৌশলি অথবা পুলিশ কর্মকর্তা সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য বিনা খরচে সাদা কাগজে নকল গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারেন;

(১৭) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক খালাস প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা আপিলযোগ্য হলে দায়রা জজ আদালতে যথাসময়ে আপিল/রিভিশন দায়ের করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) জেলা পর্যায়ের কোন আদালতে কোন নৃশংস/চাঞ্চল্যকর/লোমহর্ষক/জনগুরুত্বপূর্ণ/আলোচিত মামলার আসামীর

জামিন মঞ্জুর হলে পর্যালোচনাক্রমে জামিন বাতিলের জন্য দ্রুত উচ্চ আদালতে রিভিশন দায়ের করা;

(১৯) দীর্ঘদিন যাবৎ তদন্তাধীন এমন চাঞ্চল্যকর/লোমহর্ষক/গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ যথাযথভাবে দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান;

(২০) কোন মামলায় কোন হাজতী দীর্ঘদিন ধরে বিনা বিচারে আটক থাকলে এবং তাদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ অথবা তদবিরকারী না থাকলে ঐ সকল মামলা দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান;

(২১) কোন মামলায় কোন হাজতী দীর্ঘদিন ধরে বিনা বিচারে আটক থাকলে/আইনজীবী নিয়োগের সঙ্গতি না থাকলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থাকরণ/সংশ্লিষ্ট পিপি/ নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদালতের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন/জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন;

(২২) রাষ্ট্রপক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণে সলিসিটর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল-এঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

(২৩) দ্রুত যোগাযোগ রক্ষাকল্পে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার তথা ই-মেইল, ফ্যাক্স, মোবাইল ব্যবহার করা যাবে; এবং

(২৪) প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক অন্য যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সভার কার্যবিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করবেন:

সভার সংখ্যা	ফৌকাবি ৩৭৩ ধারায় প্রাপ্ত মোট রায়ের সংখ্যা	আপিলযোগ্য রায়ের সংখ্যা	আপিল দায়েরের সংখ্যা	রিভিশন দায়েরের সংখ্যা	দায়রা জজ আদালতে দায়েরকৃত আপিল/ রিভিশনের সংখ্যা	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত আপিল/ রিভিশনের সংখ্যা	মন্তব্য

০৪। উপর্যুক্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মো: মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ০২-৯৫৭৩৮৩৩

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট . . . . . (সকল)।

<u>অনুলিপি:</u>

(১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
(২) সচিব, জননিরাপত্তা/আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৩) বিভাগীয় কমিশনার . . . . . (সকল)- বিষয়টি মনিটরিং করার অনুরোধসহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৫.২৭.২০১৭-২২২

তারিখ: ০১ আশ্বিন ১৪২৫ / ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

বিষয় : কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাদ্বয়ে গৃহীত/গৃহীতব্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে কমিটি গঠন।

সূত্র: জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের স্মারক নম্বর-০৫.২০.২২০০.১১০.০৪.৭২.৮২২ তারিখ: ০২.০৮.২০১৮।

কক্সবাজার জেলায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে উক্ত উপজেলাদ্বয়ের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

ক্রম:	কর্মকর্তা	পদবি
১.	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার, কক্সবাজার	সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন, কক্সবাজার	
৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার----------------(সংশ্লিষ্ট), কক্সবাজার	
৫.	শরণার্থী ও ত্রাণ প্রত্যাবাসন কমিশনার-এর প্রতিনিধি	
৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার	
৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার	
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার	
৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার	
১০.	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার	
১১.	জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার	
১২.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার	
১৩.	০২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	
১৪.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), কক্সবাজার	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

(i) উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাদ্বয়ের ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্পের সার্বিক সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

(ii) কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম/সুপারিশ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অবহিত করানোসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করানো; এবং

(iii) কমিটি প্রয়োজনে বর্ণিত কমিটিতে যে কোনো ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

তৌহিদ ইলাহী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬২
email: cjme_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ: কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. শরণার্থী ও ত্রাণ প্রত্যাবাসন কমিশনার
২. জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
৩. পুলিশ সুপার, কক্সবাজার
৪. সিভিল সার্জন, কক্সবাজার
৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার
৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
১০. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার
১১. জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার
১২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার----------------(উখিয়া/টেকনাফ), কক্সবাজার
১৩. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), কক্সবাজার

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে) :

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ বিদ্যুৎ বিভাগ/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ জননিরাপত্তা বিভাগ/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৪. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।

একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

৬২—

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৫.২৬.২০১৯.৮১

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৬ / ২৭ আগস্ট ২০১৯

পরিপত্র

বিষয় : কারাবন্দিদের আইনগত সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশে জেলা পর্যায়ে কেস কো- অর্ডিনেশন কমিটি গঠন।

ফৌজদারি মামলায় দীর্ঘদিন আটক কারাবন্দিদের দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির নিমিত্তে তাদের আইনগত সহায়তা প্রদান ও জেলা পর্যায়ে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কেস কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিসিসি) গঠন করা হলো:

১.১) কেস কো-অর্ডিনেশন কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১।	বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ	যুগ্ম-সভাপতি
২।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	যুগ্ম-সভাপতি
৩।	বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ (মহানগর এলাকায়)	সদস্য
৪।	বিজ্ঞ বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল (একের অধিক হলে জ্যেষ্ঠ বিচারক)	সদস্য
৫।	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (মহানগর এলাকায়)	সদস্য
৬।	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য
৭।	পরিচালক, সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	সদস্য
৮।	রিজিওনাল কমান্ডার/সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি	সদস্য
৯।	পুলিশ সুপার	সদস্য
১০।	একজন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত) (মহানগর এলাকায়)	সদস্য
১১।	ডিসি প্রসিকিউশন (মহানগর এলাকায়)	সদস্য
১২।	সিভিল সার্জন	সদস্য
১৩।	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ডিডিএলজি)	সদস্য
১৪।	জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার	সদস্য
১৫।	সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি	সদস্য
১৬।	বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর	সদস্য
১৭।	বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, মহানগর দায়রা জজ আদালত (মহানগর এলাকায়)	সদস্য
১৮।	বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল	সদস্য
১৯।	উপ-পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	সদস্য
২০।	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
২১।	উপ-পরিচালক, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
২২।	জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য

২৩।	প্রতিনিধি, কমিউনিটি পুলিশ ফোরাম	সদস্য
২৪।	সিনিয়র জেলসুপার/জেলসুপার	সদস্য
২৫।	বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য-সচিব

১.২) কমিটির কার্যপরিধি :

ক) বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ এবং বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত কমিটিতে যুগ্মভাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রতি মাসে পর্যায়ক্রমে নিজ দপ্তরে সভা আয়োজন করবেন;

খ) ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় স্থানীয় সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেই আলোকে স্থানীয়ভাবে তার সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) দীর্ঘমেয়াদি পেন্ডিং মামলাসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক দ্রুত নিষ্পত্তিতে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) মামলা নিষ্পত্তির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা;

ঙ) ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যকর সমন্বয় সাধন;

চ) বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক কারাবন্দিদের আইনের আলোকে মুক্তির লক্ষ্যে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ;

ছ) কারাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

জ) সংশ্লিষ্ট কারাবন্দিদের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয়ে তার পরিবারের নিকট খবরাখবর পৌঁছানো এবং প্রয়োজনে ভিডিও কলের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন;

ঝ) কারাবন্দিদের জেল হতে মুক্তির পর পরিবারে ও সমাজে সম্পৃক্তকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও তদারকির ব্যবস্থাকরণ;

ঞ) পুনর্বাসন এর মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

ট) কারাবন্দিদের জীবনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা করা;

ঠ) জামিনে মুক্ত আসামি যেন ঐ একই অপরাধে পুনরায় জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য তাদের পেশার প্রতি নজরদারি ও তদারকি বৃদ্ধি করাসহ সমাজের সকল মহলের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

ড) মাদকের প্রতি আসক্তি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;

ঢ) ভাল ব্যবহারের প্রতি আর্কষণীয় করে তোলা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা;

ণ) কারাবন্দিদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সর্ম্পকে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলে তাকে সমাজে পুন:প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন উপায় গ্রহণ;

ত) আদালতসমূহে আসামি ও সাক্ষীদের হাজিরা নিশ্চিতকরণ ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ;

থ) উক্ত কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী জেলখানা পরিদর্শন কমিটি জেলখানা পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একই দিনে সিসিসি সভায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

দ) সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট- বরাবর প্রেরণ; এবং

ধ) কমিটির বিবেচনায় অন্য যে কোনো বিষয়।

০২। আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করত: যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

মো: সাবিরুল ইসলাম
যুগ্মসচিব
ফোন :৯৫১৪১৪৭
ইমেইল: ds_cj@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

কমিটির সকল সদস্য (. . . . .)।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/আইন ও বিচার বিভাগ।

৩। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

৪। অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৫। বিভাগীয় কমিশনার . . . . . (সকল)।

৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৭। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৫.০৪.১৬-১২৯

তারিখ: ২৮ কার্তিক ১৪২৬ / ১৩ নভেম্বর ২০১৯

পরিপত্র

বিষয় : দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বা বসতি স্থাপন করা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) সনাক্তকরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন সংক্রান্ত।

দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বা বসতি স্থাপন করা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) চিহ্নিতকরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত টাস্কফোর্স গঠন করা হলো:

জেলা টাস্কফোর্স (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা ব্যতীত)

ক) দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বা বসতি স্থাপন করা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) চিহ্নিতকরণে জেলা টাস্কফোর্স (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা ব্যতীত):

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৩)	সিভিল সার্জন	সদস্য
(৪)	সেক্টর কমান্ডার-এর প্রতিনিধি/কমান্ডিং অফিসার, বিজিবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৫)	কর্নেল জিএস, ডিজিএফআই-এর প্রতিনিধি,	সদস্য
(৬)	যুগ্ম/উপ-পরিচালক, এনএসআই	সদস্য
(৭)	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
(৮)	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
(১০)	জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য
(১১)	স্টেশন কমান্ডার, কোস্ট গার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(১০)	জেলা ত্রাণ ও পুনবাসন কর্মকর্তা	সদস্য
(১১)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সদস্য-সচিব

খ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধি/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

গ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সংশ্লিষ্ট জেলায় আত্মগোপনকৃত/ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা/ বসতি স্থাপন করা (যদি থাকে) অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) সনাক্তকরণ এবং তাদের নির্দিষ্ট জেলায় নির্দিষ্ট ক্যাম্পে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) জন্মনিবন্ধন/ জন্মসনদ/ পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে আরো সতর্কভাবে যাচাইকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(৩) প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করা, তবে বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী সভা করা;

(৪) উপজেলা টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ পর্যালোচনা;

(৫) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নিকট সুপারিশ/মতামত প্রেরণ; এবং

(৬) সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

<u>উপজেলা টাস্কফোর্স</u>

(ক) দেশব্যাপী ছিটিয়ে থাকা বা বসতি স্থাপন করা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) চিহ্নিতকরণে উপজেলা টাস্কফোর্স :

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-সভাপতি
(২)	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা)	-সদস্য
(৩)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিসার	-সদস্য
(৪)	উপজেলা কৃষি অফিসার	-সদস্য
(৫)	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	-সদস্য
(৬)	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	-সদস্য
(৭)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-সদস্য
(৮)	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-সদস্য
(৯)	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	-সদস্য
(১০)	শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-সদস্য
(১১)	বিজিবির প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-সদস্য
(১২)	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)	-সদস্য
(১৩)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-সদস্য-সচিব

(খ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধি/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(গ) কমিটির কার্যপরিধি :

১) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় আত্মগোপনকৃত/ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা/ বসতি স্থাপন করা (যদি থাকে) অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) সনাক্তকরণ এবং তাদের নির্দিষ্ট জেলায় নির্দিষ্ট ক্যাম্পে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) জন্মনিবন্ধন/ জন্মসনদ/ পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে আরো সতর্কভাবে যাচাইকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

৩) প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করা, তবে বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী সভা করা;

৪) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকার/জেলা কমিটির নিকট সুপারিশ/মতামত প্রেরণ; এবং

৫) সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

০২। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ সালের ০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৫.০৪.১৬.৪৭ নম্বর স্মারকে উল্লিখিত কমিটি বহাল থাকবে।

তৌহিদ ইলাহী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬২
email:cjme_sec@cabinet.gov.bd

১। জেলা প্রশাসক . . . (সকল)।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার . . . (সকল)।

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৫.০৪.১৬-১২৯ তারিখ: ২৮ কার্তিক ১৪২৬

১৩ নভেম্বর ২০১৯

অনুলিপি:

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ।

৩। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ কৃষি মন্ত্রণালয়/ ভূমি মন্ত্রণালয়/ সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪। বিভাগীয় কমিশনার . . . (সকল)

তৌহিদ ইলাহী
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.০১.১৬.১০৬

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২২
৩১ মার্চ ২০১৬

বিষয় : মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চাহিদার নিরিখে দ্রুততার সঙ্গে কমপক্ষে ০৭ (সাত) জন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিতকরণ সংক্রান্ত।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিতকরণের নিম্নের প্রস্তাব এবং আরও কতিপয় প্রস্তাবসহ একটি সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপন করা হয়:

> "মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম বিধায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চাহিদার নিরিখে দ্রুততার সঙ্গে কমপক্ষে ০৭ (সাত) জন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত করার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে"।

০২। উক্ত প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন।

০৩। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত প্রস্তাব/অনুশাসন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: cjme_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.১৯.২০১৭-২২১

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ / ০৮ জুন ২০১৭

প্রজ্ঞাপন

বিষয় : কারাগারে থাকা শিশু-কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৭.০৭.২০০৮ তারিখের মপবি/ফৌবিপমূ/কারাশিশু/২০০৮-৮৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায় কারাগারে থাকা শিশু-কিশোরদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত উপজেলা ও জেলা কমিটির কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং জাতীয় টাস্কফোর্সকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিভাগীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হল :

(ক) **গঠন :**

(১)	বিভাগীয় কমিশনার	-	সভাপতি
(২)	ডিআইজি রেঞ্জ	-	সদস্য
(৩)	পরিচালক (স্বাস্থ্য)	-	সদস্য
(৪)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	-	সদস্য
(৫)	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-(সংশ্লিষ্ট সকল)	-	সদস্য
(৬)	পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-(সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)	-	সদস্য
(৭)	উপপরিচালক, সমাজসেবা	-	সদস্য
(৮)	বিভাগীয় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৯)	কারা উপ মহাপরিদর্শক	-	সদস্য
(১০)	জেলা আইনজীবি সমিতির একজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(১১)	একজন এনজিও প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য

কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(খ) **কার্য পরিধি:**

(১) জেলা কমিটির কার্যাবলি তদারকিকরণ;
(২) জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
(৩) জেলা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান; এবং
(৪) কমিটি কর্তৃক প্রতি চার মাস অন্তর সভার আয়োজন।

মো: মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
email: addl_dfa@cabinet.gov.bd

বিতরণ: কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
২। সচিব, সুরক্ষা সেবা/জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় কমিশনার . . . (সকল)।
৯। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বক্‌শিবাজার, ঢাকা-১২১১।
১১। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট . . . (সকল)।

অনুলিপি:

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২২.১২৫.০২.১৫-১৬৭

তারিখ: ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩
১৫ মে ২০১৬

বিষয় : মোবাইল কোর্ট ও ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর আওতাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ অন-লাইনে ই-কোর্ট সফটওয়ারের মাধ্যমে আপলোডকরণ এবং হার্ডকপি প্রেরণ না করা সংক্রান্ত।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠপ্রশাসন পরিবীক্ষণ অধিশাখার স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৬.২৫.১৫-৩৫৫ তারিখ: ৩০.১২.২০১৫।

উপযুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রক্ষিতে মোবাইল কোর্ট ও ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর আওতাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ অন-লাইনে ই-কোর্ট সফটওয়ারের মাধ্যমে আপলোড নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে উল্লিখিত তথ্যসমূহ অনলাইনে আপলোড করার পাশাপাশি ই-মেইল/ফ্যাক্স/হার্ডকপি প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে প্রাপ্ত ই-মেইল/ফ্যাক্স/হার্ডকপি সংরক্ষণে একদিকে সমস্যা দেখা দিচ্ছে অন্যদিকে অন-লাইনে ই-কোর্ট সফ্টওয়ার চালু করার মূল উদ্দেশ্যও ব্যাহত হচ্ছে।

০২। এমতাবস্থায়, মোবাইল কোর্ট ও ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর আওতাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্যসমূহের ই-মেইল/ফ্যাক্স/ হার্ডকপি প্রেরণ না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মোঃ ছাইফুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: cjme_sec@cabinet.gov.bd

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট..................(সকল)।

অনুলিপি:
বিভাগীয় কমিশনার..................(সকল)।

৬৩—

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২১.০২.০৩৪.১৫.৪৮২

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪২৩ / ১০ আগস্ট ২০১৬

<u>পরিপত্র</u>

বিষয় : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এল.আর.ফান্ড পরিচালনা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঐতিহ্যবাহী জেলা প্রশাসন বর্তমানে একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জেলা প্রশাসন সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ স্বরূপ। স্থানীয় জনগণের কতিপয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে অপ্রতুল সরকারি আর্থিক বরাদ্দের পাশাপাশি Local Resource Fund (L.R Fund) নামক স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তহবিল দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি, আর্থ-সামাজিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ইত্যাদি স্থানীয় কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এল.আর.ফান্ড সংগ্রহ, পরিচালনা ও ব্যবহার সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা না থাকায় এর অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করা হল :

১. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এল.আর.ফান্ডের নামে কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না;

২. নগদ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না;

৩. সরকারি ব্যয় নির্বাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন খাতে এল.আর.ফান্ড থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হলে সেক্ষেত্রে তার কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে;

৪. অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করতে হবে এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে হবে;

৫. উৎসভিত্তিক আয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে;

৬. খাতওয়ারি অর্থ প্রাপ্তির বিবরণ ক্যাশবই/রেজিস্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

৭. স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের আওতায় একটি ব্যাংক হিসাব থাকবে;

৮. জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও নেজারত ডেপুটি কালেক্টর এই তিনজন কর্মকর্তার মধ্যে কমপক্ষে দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে উক্ত ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে;

৯. ডিপোজিট একাউন্ট স্লিপ-এর মাধ্যমে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে সকল অর্থ নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে এবং ব্যাংকের চেকের মাধ্যমে উক্ত হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন করতে হবে;

১০. এই হিসাব পরিচালনার জন্য আলাদা ক্যাশবহি সংরক্ষণ করতে হবে এবং ক্যাশবহি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে রাখতে হবে;

১১. নেজারত ডেপুটি কালেক্টর এ সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ করবেন এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)-এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থাপন করবেন;

১২. ব্যাংক হিসাবে ও জমাকৃত অর্থের রশিদ এবং ব্যয়িত অর্থের ভাউচার নেজারত ডেপুটি কালেক্টর কর্তৃক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

১৩. প্রত্যেক ব্যয়ের বিপরীতে চাহিদাপত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

১৪. বিল ভাউচারের সঙ্গে ব্যয়/বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত হতে হবে। প্রতিটি বিল/ভাউচারে "পরিশোধিত" সিল ব্যবহার করতে হবে এবং পরিশোধকারীর স্বাক্ষরসহ নাম সম্বলিত সিল ব্যবহার করতে হবে;

১৫. জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে:

১৬. অর্থ জমা দেওয়ার এবং উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত চেক/জমাবহি কাউন্টার পার্ট স্লিপের কপি সংরক্ষণ করতে হবে;

১৭. প্রতি সপ্তাহে একবার সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং প্রতি মাসে একবার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এ ফান্ডের অর্থ ব্যয়ের যৌক্তিকতা/ফান্ডের ব্যবহার পরীক্ষা করবেন;

১৮.(১) এল.আর ফান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি অডিট কমিটি থাকবে:

(ক)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)-	আহবায়ক
(খ)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ)-	সদস্য
(গ)	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সংশ্লিষ্ট জেলা)-	সদস্য সচিব

(২) কার্যপরিধি :

(ক) অডিট কমিটি প্রতি দুই বছর অন্তর প্রত্যেক জেলায় এল.আর.ফান্ড সংক্রান্ত হিসাবের অডিট করবে;

(খ) অডিট কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী সংশোধনমূলক কার্যক্রম/ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

(গ) অডিট কমিটির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

১৯. এল.আর.ফান্ড সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ে কোন জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভেযোগ উত্থাপিত হলে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগ প্রমাণিত হলে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৯-১১-২০০৮ তারিখের মপবি/ফৌনীস/৮-৮/৮৯(অংশ-১)/৯৪৭(৬) স্মারকের সংশোধনক্রমে এই পরিপত্র জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মো: মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী
অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
e-mai:addl_dfa@*cabinet.gov.bd*

বিতরণ:

১। কমিশনার--- (সকল)।
২। জেলা প্রশাসক--- (সকল)।

অনুলিপি:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ আষাঢ়, ১৪২৫/ ০১ জুলাই, ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫২১.০৮.০৬৪.১৫-৩৪১ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৬ ধারার বিধানমতে বিদ্যমান সরকারি আর্থিক বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে (যথা অবসর-উত্তর ছুটি বাতিল ইত্যাদি) নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার পদে নিয়োগ করা হলো:

ড. মো: মোজাম্মেল হক খান
সাবেক সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ ধারার বিধানমতে **ড. মো: মোজাম্মেল হক খান, কমিশনার**-এর বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধা ও পদমর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের সমরূপ নির্ধারণ করা হলো।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ ফাল্গুন ১৪২২/ ১০ মার্চ ২০১৬

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫২১.০৮.০৬৪.১৫.১৯৮-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন)-এর ৬(১) ধারার বিধানমতে নিম্ন-উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগ করা হল :

(১) জনাব ইকবাল মাহমুদ, প্রাক্তন সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; এবং
(২) জনাব এ, এফ, এম, আমিনুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ।

২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৫(১) ধারার বিধানমতে জনাব ইকবাল মাহমুদ, কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন-কে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হল।

৩। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ ধারার বিধানমতে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদের বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধা ও পদমর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের এবং কমিশনার জনাব এ, এফ, এম, আমিনুল ইসলামের বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধা ও পদমর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের সমরূপ নির্ধারণ করা হল।

৪। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ মাঘ ১৪২২/ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২১.০৮.০৬৪.১৫-১২৬ দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন কমিশনারের পদ শীঘ্রই শূন্য হবে বিধায় তদ্‌স্থলে দু'জন কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নোল্লিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হল :

(ক)	বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন মাননীয় বিচারক, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সভাপতি
(খ)	বিচারপতি এম, মোয়াজ্জাম হোসেন মাননীয় বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য
(গ)	জনাব মাসুদ আহমেদ বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(ঘ)	জনাব ইকরাম আহমেদ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন	সদস্য
(ঙ)	জনাব এম আবদুল আজিজ এনডিসি (সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অব্যবহিত পূর্বের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব)	সদস্য

২। কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ :

বাছাই কমিটি, কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন তিনজনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিশনারের প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দু'জন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করে উক্ত আইনের ধারা ৬-এর অধীনে নিয়োগ প্রদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।

৩। অন্যূন চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হবে।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

৬৪—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/৩০ মে ২০১৮

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২১.০৮.০৬৪.১৫-৩০৫ দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন কমিশনারের পদ শীঘ্রই শূন্য হবে বিধায় তদ্‌স্থলে একজন কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হলো:

(ক)	বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী মাননীয় বিচারক, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা	সভাপতি
(খ)	বিচারপতি জনাব মোঃ নূরুজ্জামান মাননীয় বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা	সদস্য
(গ)	বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(ঘ)	ড. মোহাম্মদ সাদিক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	সদস্য
(ঙ)	জনাব এম আবদুল আজিজ এনডিসি (সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অব্যবহিত পূর্বের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব)	সদস্য

২। **কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ :**

বাছাই কমিটি, কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন তিনজনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিশনারের একটি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করে উক্ত আইনের ধারা ৬-এর অধীনে নিয়োগ প্রদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।

৩। অন্যূন চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হবে।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সংস্কার অনুবিভাগ
শুদ্ধাচার শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.

তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪২৬ / ২৫ জুন ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি'** নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	:	সদস্য
৪.	চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
৬.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব	:	সদস্য
৭.	মিজ্ আরমা দত্ত, সংসদ সদস্য, ৩১১ মহিলা আসন-১১	:	সদস্য
৮.	কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিঅ্যান্ডএজি)	:	সদস্য
৯.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
১০.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
১১.	সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	:	সদস্য
১২.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	:	সদস্য
১৩.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৪.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
১৫.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
১৬.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৭.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	:	সদস্য
১৮.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
১৯.	জনাব আব্দুল মতিন, পরিচালক কাম সিইও, সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)	:	সদস্য
২০.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	:	সদস্য

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদনে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’-কে সহায়তা প্রদান:

(১) মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;
(২) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
(৩) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
(৪) প্রয়োজনবোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান; এবং
(৫) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.

তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪২৬ / ২৫ জুন ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপে **‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’** পুনর্গঠন করেছে :

(ক) **কমিটির গঠন :**

১.	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
	মন্ত্রী/উপদেষ্টা:		
২.	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা	:	সদস্য
৯.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
	সংসদ সদস্য:		
১০.	জনাব আবুল কালাম আজাদ, সংসদ সদস্য, ১৩৮ জামালপুর-১	:	সদস্য
১১.	জনাব মো: আব্দুস শহীদ, সংসদ সদস্য, ২৩৮ মৌলভীবাজার-৪	:	সদস্য
১২.	আরমা দত্ত, সংসদ সদস্য, ৩১১ মহিলা আসন-১১	:	সদস্য
	সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান:		
১৩.	প্রধান নির্বাচন কমিশনার	:	সদস্য
১৪.	চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন	:	সদস্য
১৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন	:	সদস্য
১৬.	চেয়ারম্যান, প্রেস কাউন্সিল	:	সদস্য

১৭.	বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল	:	সদস্য
১৮.	কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিঅ্যান্ডএজি)	:	সদস্য
১৯.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি)	:	সদস্য
২০.	প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন	:	সদস্য
	সরকারি কর্মকর্তা:		
২১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
২২.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব	:	সদস্য
২৩.	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	:	সদস্য
২৪.	সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	:	সদস্য
২৫.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	:	সদস্য
২৬.	রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	:	সদস্য
২৭.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
২৮.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	:	সদস্য
২৯.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	:	সদস্য
৩০.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩১.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
৩২.	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	:	সদস্য
৩৩.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
৩৪.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩৫.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	:	সদস্য
৩৬.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ	:	সদস্য
৩৭.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩৮.	সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
৩৯.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	:	সদস্য
৪০.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪১.	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
৪২.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
৪৩.	পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	:	সদস্য
	এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।		
	শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ ও এনজিও:		
৪৪.	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	:	সদস্য
৪৫.	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৪৬.	ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরী, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	:	সদস্য
৪৭.	জনাব আব্দুল মতিন, পরিচালক কাম সিইও, সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)	:	সদস্য
	গণমাধ্যম:		
৪৮.	জনাব মোহাম্মদ জমির, কলামিস্ট, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও তথ্য কমিশন-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান	:	সদস্য
৪৯.	জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সিইও, একুশে টিভি	:	সদস্য
	বেসরকারি খাত:		
৫০.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	:	সদস্য
৫১.	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)	:	সদস্য
৫২.	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	:	সদস্য
৫৩.	সভাপতি, অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো)	:	সদস্য

(খ) **পরিষদের কার্যপরিধি :**

(ক) মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(খ) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
(গ) জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
(ঘ) প্রয়োজনবোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান; এবং
(ঙ) সরকার প্রদত্ত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

(গ) পরিষদ এ উদ্দেশ্যে গঠিত নির্বাহী কমিটির সহায়তায় দায়িত্ব সম্পাদন করবে।

(ঘ) পরিষদ বছরে অন্তত দু'বার বৈঠকে মিলিত হবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

বেবী পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৮১
email: ca_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪২৩/০৩ এপ্রিল ২০১৭

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.১০৪-'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২০১২ সালে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর ২.১.৩ অনুচ্ছেদের ৪ নম্বর ক্রমিকে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্বাহী বিভাগের কর্মচারীদের প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সে পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করেছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১। **পটভূমি:**

'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। এ কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নৈতিকতা কমিটির সদস্য-সচিব শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করছেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনায় অন্যান্য কর্মকান্ডের সঙ্গে শুদ্ধাচার পুরস্কার

প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।

২। উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল। এ নীতিমালা অনুসরণে প্রতি অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৩। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করা হবে:

৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিব***,**

৩.২ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের গ্রেড-১ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী ******,

৩.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী;

৩.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার গ্রেড-১ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী;

৩.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী;

৩.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের গ্রেড-৩ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী;

৩.৭ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের জেলা কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী;

৩.৮ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের জেলা কার্যালয়সমূহের গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবংগ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী;

৩.৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী, এবং

৩.১০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের উপজেলা কার্যালয়সমূহের গ্রেড-৫ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবংগ্রেড-১১ ভুক্ত হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী;

*** সচিব** বলতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবকে বুঝাবে

**** কর্মচারী** বলতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত সকলকে বুঝাবে।

৪। মূল্যায়ন পদ্ধতি:

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে এবং প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণে এ পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্মচারী নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্ধারিত ১৮টি সূচকে ৯০ নম্বর এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য কার্যক্রমে ১০ নম্বরসহ নিম্নের ছকে উল্লিখিত মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করা যেতে পারে:

ছক: শুদ্ধাচার পুরস্কারের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
০১।	পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা	৫	
০২।	সততার নিদর্শন	৫	
০৩।	নির্ভরযোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা	৫	
০৪।	শৃঙ্খলাবোধ	৫	
০৫।	সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণ	৫	
০৬।	সেবা গ্রহীতার সঙ্গে আচরণ	৫	

০৭।	প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৫	
০৮।	সমন্বয় ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা	৫	
০৯।	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শিতা	৫	
১০।	পেশাগত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক নিরাপত্তা সচেতনতা	৫	
১১।	ছুটি গ্রহণের প্রবণতা	৫	
১২।	উদ্ভাবন চর্চা	৫	
১৩।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপরতা	৫	
১৪।	সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার	৫	
১৫।	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে আগ্রহ	৫	
১৬।	উপস্থাপন দক্ষতা	৫	
১৭।	ই-ফাইল ব্যবহারে আগ্রহ	৫	
১৮।	অভিযোগ প্রতিকারে সহযোগিতা	৫	
১৯।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য কার্যক্রম	১০	
	মোট	১০০	

৬৫— **পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ :**

বিবেচ্য কর্মচারীকে প্রতি অর্থবছরে ন্যূনতম ছয় মাস সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে হবে।

৫.২ কোন কর্মচারীর গুণাবলির সূচকের বিপরীতে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে সেরা কর্মচারী হিসাবে মূল্যায়ন করা হবে।

৫.৩ কোন কর্মচারীর মোট প্রাপ্ত নম্বর ন্যূনতম ৮০ না হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৫.৪ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কর্মচারী শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন।

৫.৫ মূল্যায়নের পর একাধিক কর্মচারী একই নম্বর পেলে লটারির ভিত্তিতে সেরা কর্মচারী নির্বাচন করতে হবে।

৫.৬ কোন কর্মচারী যে কোন অর্থবছরে একবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলে তিনি পরবর্তী ৩ অর্থবছরের মধ্যে পুনরায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬। শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন :

৬.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিবদের মধ্য হতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একজন সিনিয়র সচিব/সচিবকে নির্বাচন করবে।

৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্য হতে একজনকে এবং আওতাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে।

৬.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীদের মধ্য হতে একজনকে এবং আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে।

৬.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে।

৬.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য জেলা কার্যালয়ের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে।

৭। পুরস্কারের মান:

পুরস্কার হিসাবে একটি সার্টিফিকেট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৪৩-আইন/২০১৭।—জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৭ নম্বর আইন) এর ধারা ১৫ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন ।—(১) এই বিধিমালা জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **“অভিযুক্ত ব্যক্তি”** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যাহাকে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে কোনো অপরাধ বা অনিয়মে জড়িত মর্মে চিহ্নিত করা হইয়াছে;

(খ) **“উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ”** অর্থে কোনো সংস্থার প্রধান বা উক্ত সংস্থার সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোনো অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়ন কার্যালয়ের প্রধান বা প্রধান নির্বাহী এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা পদধারীগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা :—

(অ) সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্ট;

(আ) সংসদ সদস্যের ক্ষেত্রে, স্পিকার;

(ই) বিচার বিভাগের কোনো সদস্যের ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল;

(ঈ) দুর্নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, দুর্নীতি দমন কমিশন;

(উ) সরকারি অর্থের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

(ঊ) অবৈধ বা অনৈতিক কার্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) **“কর্মকর্তা”** অর্থে কোনো সংস্থায় নির্বাচিত, মনোনীত, চুক্তিভিত্তিক বা সার্বক্ষণিকভাবে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন এমন ব্যক্তি এবং কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঘ) **“জনস্বার্থ”** অর্থ সরকার বা সরকারের নির্দেশে জনগণ বা জনগণের কিয়দংশের স্বার্থে বা কল্যাণে গৃহীত কোনো কর্ম;

(ঙ) **“জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য” বা “ তথ্য”** অর্থ কোনো সংস্থার এইরূপ কোনো তথ্য যাহাতে প্রকাশ পায় যে, কোনো কর্মকর্তা—

(অ) সরকারি অর্থের অনিয়মিত ও অননুমোদিত ব্যয়;

(আ) সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা:

(ই) সরকারি সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ বা অপচয়;

(ঈ) ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা (maladministration);

(উ) ফৌজদারি অপরাধ বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ কোন কার্যকলাপ;
অথবা

(ঊ) দুর্নীতি—

এর সহিত জড়িত ছিলেন, রহিয়াছেন বা হইতে পারেন;

[**ব্যাখ্যা:** এই দফায় “দুর্নীতি” বলিতে Penal Code, ১৮৬০ এর section ১৬১ এ ‘gratification’ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে বুঝাইবে।]

(চ) **“তথ্য প্রকাশকারী”** অর্থ যিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করেন;

(ছ) **“তদন্ত”** অর্থে ফৌজদারি কার্যবিধির section 4 এর sub-section (১) এর clause (k) ও (l) এ সংজ্ঞায়িত, ক্ষেত্রমত, inquiry বা investigation-কে বুঝাইবে;

(জ) **“দুর্নীতি দমন কমিশন আইন”** অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪;

(ঝ) **“ধারা”** অর্থ জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ এর কোনো ধারা;

(ঞ) **“ফরম”** অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে উল্লিখিত কোনো ফরম;

(ট) **“ফৌজদারি কার্যবিধি”** অর্থ Code of Criminial Procedure, ১৮৯৮;

(ঠ) **“শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা”** অর্থ Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, ১৯৮৫;

(ড) **“সরকারি গোপনীয় আইন”** অর্থ Official Secrets Act, ১৯২৩; এবং

(ঢ) **“সংস্থা”** অর্থ –

(অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোনো সংস্থা;

(আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্যবিধিমালার (Rules of Business) অধীন গঠিত সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(ই) কোনো আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঈ) সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(উ) বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঋ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; এবং

(এ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা**।—(১) ফরম-১ এ বর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক যে কোনো ব্যক্তি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি ধারা ৪ এর অধীন জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় গোপন রাখাসহ তাহাকে প্রয়োজনীয় সকল সুরক্ষা প্রদান করিবে।

(৩) জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের কারণে তথ্য প্রকাশকারী যাহাতে কোনো প্রকার হয়রানির শিকার না হন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা নিশ্চিত করিবে।

৪। **ডেজিগনেটেড অফিসার**।— এই বিধিমালার অধীন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তৎসংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তাকে "ডেজিগনেটেড অফিসার" হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করিবে এবং তাহাকে তথ্য নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

৫। **জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে করণীয়**।—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, ডেজিগনেটেড অফিসারের তত্ত্বাবধানে, তৎসংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের জন্য ফরম-২ মোতাবেক একটি রেজিস্টার গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করিবে, যাহাতে ডেজিগনেটেড অফিসার তথ্য প্রকাশকারীর ব্যক্তিগত তথ্যসহ আনুষঙ্গিক তথ্য লিপিবদ্ধ রাখিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত রেজিস্টার বা উহাতে লিপিবদ্ধ তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য যাহাতে প্রকাশিত না হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদ্বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন এবং কখনও উক্ত তথ্যের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইলে তজ্জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রেজিস্টারে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন, যথা: —

(ক) প্রকাশিত তথ্য তদন্তের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত হইলে কোন্ প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হইয়াছে তাহার বিবরণ;

(খ) প্রকাশিত তথ্য তদন্তের জন্য গৃহীত না হইয়া থাকিলে উহার কারণ;

(গ) আনীত অভিযোগ তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হইলে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ;

(ঘ) তথ্য প্রকাশকারীকে তদন্তের ফলাফল অবগত করা হইয়াছে কিনা;

(ঙ) ভিন্ন কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের জন্য প্রেরিত হইলে তাহা তথ্য প্রকাশকারীকে অবগত করা হইয়াছে কিনা;

(চ) তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় গোপন রাখিবার লক্ষ্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে;

(ছ) ভিন্ন কোনো প্রতিষ্ঠান একইসঙ্গে একই ধরনের অভিযোগপ্রাপ্ত হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা।

(৪) ডেজিগনেটেড অফিসার ফরম-৩ মোতাবেক একটি অভিযোগ রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, যাহাতে তিনি তথ্য প্রকাশকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির তথ্য লিপিবদ্ধকরত উহা গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা ফরম-৪ অনুযায়ী উক্ত তথ্য প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়টি মূল্যায়ন করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন তথ্য যাচাই-বাছাইকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের সমর্থনে দাখিলকৃত তথ্য-উপাত্ত ও দলিলাদি ফরম-৫ অনুযায়ী বিবেচনা করিবেন এবং কোন্ কোন্ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করা প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা তৈরি করিবেন এবং যে সকল তথ্য তুচ্ছ, বিরক্তিকর বা যথার্থতা পাওয়া যাইবে না মর্মে প্রতীয়মান হইবে তাহারও একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৫) এর অধীন তথ্য যাচাই-বাছাইকালে যদি দেখা যায় যে, বিষয়টি প্রাথমিকভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, বিষয়টির উপর প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করিয়া ফরম-৬ অনুযায়ী একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এ উল্লিখিত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা পাওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয়, ফৌজদারি বা দুর্নীতি দমন কমিশনের বিবেচনাযোগ্য মামলা হইতে পারে কিনা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন গৃহীত সিদ্ধান্তে যদি দেখা যায় যে, —

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মকর্তা এবং বিষয়টি বিভাগীয় মামলার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(খ) অভিযোগটি ফৌজদারি বিষয়ক এবং মামলাযোগ্য, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আনুষঙ্গিক তথ্য-উপাত্তসহ বিষয়টি, ফরম-৭ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে; এবং

(গ) বিষয়টি দুর্নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আনুষঙ্গিক তথ্য-উপাত্তসহ বিষয়টি ফরম-৮ অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করিবে।

(১০) এজাহার দায়েরের পর এজাহারে বর্ণিত অপরাধের বিষয় দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত হইলে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং, অন্যান্য ক্ষেত্রে, আমলযোগ্য ও ধর্তব্য অপরাধসমূহ সংশ্লিষ্ট থানা তদন্ত করিবে।

(১১) মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধি মোতাবেক তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবে এবং তদন্ত সমাপ্তির পর ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি, যথাক্রমে, ফরম-৯ ও ফরম-১০ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উহার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, তথ্য প্রকাশকারী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গৃহীত কার্যক্রমের সকল তথ্য তাহাকে, ফরম-১১ অনুযায়ী, অবহিত করিতে হইবে।

৬। **প্রাথমিক তদন্ত কার্যক্রম।**—(১) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৭) এর অধীন প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনাকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা যথাযথ মনে করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, নির্ধারিত তারিখ, সময় ও উপস্থিতির স্থান উল্লেখ করিয়া কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের সময় প্রদানপূর্বক, হাজির হইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর অভিযুক্ত ব্যক্তি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে হাজির হইবেন অথবা সময় চাহিয়া কর্তৃপক্ষের বরাবরে আবেদন করিতে পারিবেন; তবে আবেদিত সময়ের মেয়াদ কোনোক্রমেই ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করিলে এবং তিনি বিদেশ হইতে যোগাযোগের আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাহাকে যোগাযোগের জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় ও সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সহিত ই-মেইল, ফ্যাক্স, স্কাইপ অথবা অন্য যে কোনো ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করিতে পারিবেন অথবা, প্রয়োজনে, ইলেকট্রনিক সিগনেচারসহ তাহার জবাব ই-মেইলে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৪) জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো বিষয় তদন্তকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, কোনো তদন্তকারী সংস্থা তথ্য প্রকাশকারীর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া, প্রয়োজনে, তাহার নিকট হইতে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৭। **বিভাগীয় ব্যবস্থা।**—(১) কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত ও দন্ড প্রদানসহ আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালাসহ সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসৃত হইবে।

৮। **পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।**—(১) ধারা ৪ এর অধীন প্রকাশিত জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সত্য ও সঠিক মর্মে বিবেচনা করিলে এবং উহা পুলিশ কর্তৃক ধর্তব্য অপরাধ হইবে মর্মে গণ্য করিলে, বিধি ৫ এর বিধান সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহা সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত কোনো অভিযোগের প্রেক্ষিতে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে আদালতে, ক্ষেত্রমত, ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (এফআইআর), চার্জশিট বা ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করা হইলে, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অভিযোগ প্রেরণকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, মামলা চলাকালীন মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে, উক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিবেন।

(৩) এই বিধিতে উল্লিখিত কোনো মামলার চূড়ান্ত রায় প্রাপ্তির পর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং, মামলার ফলাফল প্রত্যাশিত বিবেচিত না হইলে, উক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। **দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।**—(১) ধারা ৪ এর অধীন প্রকাশিত জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সত্য ও সঠিক মর্মে বিবেচনা করিলে এবং উহা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী ধর্তব্য অপরাধ হইবে মর্মে গণ্য করিলে, বিধি ৫ এর বিধান সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহা দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করিবে।

(২) দুর্নীতি দমন কমিশন, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত কোনো অভিযোগের প্রেক্ষিতে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে, উক্ত কমিশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে এবং, ক্ষেত্রমত, মামলা চলাকালীন মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ প্রেরণকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিবে।

(৪) এই বিধিতে উল্লিখিত কোনো মামলার চূড়ান্ত রায় প্রাপ্তির পর দুর্নীতি দমন কমিশন উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে এবং, মামলার ফলাফল প্রত্যাশিত বিবেচিত না হইলে, প্রয়োজনে, উক্ত কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) এই বিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪ এর অধীন প্রাপ্ত জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহা সরাসরি দুর্নীতি দমন কমিশন ছাড়াও উক্ত কমিশনের জেলা কার্যালয় বা বিভাগীয় কার্যালয়েও প্রেরণ করিতে পারিবে।

১০। জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য ও তথ্য প্রকাশকারীর গোপনীয়তা সংরক্ষণ।—(১) জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত কোনো তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে উহার যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে, যেন তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় কোনোভাবে প্রকাশিত না হয়।

(২)তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয়কে গোপনীয় তথ্য গণ্যে সরকারি গোপনীয় আইনের আলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১১। গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল অবহিতকরণ।—(১) কোনো তথ্য প্রকাশকারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথভাবে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ করা হইলে, তথ্য প্রকাশকারী অনুরোধ করিলে, সংশ্লিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা তাহাকে, তাহার গোপনীয়তা অক্ষুণ্ন রাখিয়া, অবহিত করিতে হইবে।

১২। বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ।—এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, ধারা ৪ এর অধীন প্রকাশিত জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের সূত্রে—

(ক) কোনো অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি;

(খ) দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন;

(গ) প্রশাসনিক অসদাচরণ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা; এবং

(ঘ) তথ্য প্রকাশকারীর গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি গোপনীয় আইন—

এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৩। অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর।— উপযুক্ত আদালত, ধারা ১০ এর অধীন, তৎকর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে, তথ্য প্রকাশকারীর দ্বারা ভিত্তিহীন বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশের কারণে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিয়া আদেশ প্রদান করিলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

১৪। পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান, ইত্যাদি।—(১) কোনো তথ্য প্রকাশকারীর তথ্যের ভিত্তিতে আনীত কোনো অভিযোগ বা অপরাধ আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে যথাযথ পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য ফরম-১২ অনুসারে লিপিবদ্ধ রাখিবে।

(২)জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি সম্পদ উদ্ধার বা অপচয় রোধ করা সম্ভব হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত সম্পদের প্রকৃতি, ধরন ও বর্ণনাসহ আনুষঙ্গিক তথ্যাদির সমন্বয়ে তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবে।

১৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২)এই বিধিমালার বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল

ফরম-১

[বিধি ৩ (১) দ্রষ্টব্য]

জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ ফরম

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ‘জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১’ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন আমার অধিকার, দায়িত্ব এবং সুরক্ষা প্রাপ্তির বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া জনস্বার্থে নিম্নরূপ তথ্য প্রকাশ করিলাম:

১। বিবেচ্য তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাম:

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম ও, ক্ষেত্রমত, পদবি (চাকরিজীবীর ক্ষেত্রে):

৩। অভিযোগসমূহ:

৪। সংঘটনের তারিখ:

৫। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

৬। সংযুক্ত দলিলাদির বর্ণনা:

৭। সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা (যদি থাকে):

৮। তথ্যটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও প্রকাশ করা হইয়াছে কিনা (হইয়া থাকিলে তাহার বর্ণনা):

৯। তথ্য প্রকাশকারীর ঘোষণা:

(ক) আমি উপর্যুক্ত বর্ণনা সত্য ও সঠিক মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি।

(খ) উল্লিখিত তথ্য যদি বিভ্রান্তিমূলক, মিথ্যা বা কোনো প্রকার অসৎ উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আইনের অধীনে আমার কোনো প্রকার সুরক্ষা পাইবার অধিকার থাকিবে না।

(গ) আমি তদন্তের প্রয়োজনে, আমার জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করিব।

(ঘ) আমি উল্লিখিত তথ্য পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করিব না।

নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ:

পিতার নাম:

মাতার নাম:
বয়স:
পদবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
ঠিকানা:
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
ফোন নম্বর:
ই-মেইল:

(অফিস কর্তৃক ব্যবহারের জন্য)
প্রকাশিত তথ্যের নম্বর:
তথ্য সংগ্রহকারীর কর্মকর্তার নাম:
তথ্য প্রাপ্তির সময় ও তারিখ:

ফরম-২
[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]
তথ্য প্রকাশকারীর ব্যক্তিগত ও আনুষঙ্গিক তথ্যের রেজিস্টার

প্রকাশিত তথ্যের নাম: রেজিস্টার নম্বর:

১। তথ্যে প্রকাশকারীর ব্যক্তিগত তথ্য:
নাম- বয়স-
পিতার নাম- মাতার নাম-
ঠিকানা- জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর-
ফোন- ই-মেইল-

২। পদবি ও অফিসের ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)-

৩। প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহিত তথ্য প্রকাশকারীর সম্পর্ক (যদি থাকে)-

৪। প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার নাম ও ঠিকানা-

৫। তথ্য প্রকাশের ধরন ও প্রকৃতি:
ক) দুর্নীতি সংক্রান্ত-
খ) ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত-
গ) অন্যান্য-

৬। তথ্য যে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে:
ক) যিনি তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহার নাম, পদবি ও ঠিকানা:
খ) যিনি তথ্য যাচাই-বাছাই করিয়াছেন তাহার নাম, পদবি ও ঠিকানা:

৭। যাচাই-বাছাইয়ের পর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত:
ক) দুর্নীতি সংক্রান্ত-
খ) ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত-
গ) বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত-

৮। তদন্তের জন্য গৃহীত না হইলে উহার কারণ:

৯। তদন্তের প্রেরণের সিদ্ধান্ত হইলে কোন্ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে বা হইয়াছে তাহার বিবরণ:

১০। আনীত অভিযোগ তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হইলে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বা হইয়াছে কিনা:

১১। তথ্য প্রকাশকারীকে গ্রহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত করা হইবে বা হইয়াছে কিনা:

১২। তথ্যটি অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে বা হইয়াছে কিনা:

১৩। তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় গোপন রাখিবার লক্ষ্যে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে বা হইয়াছে:

১৪। অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট একইসঙ্গে একই ধরনের তথ্য প্রকাশ করা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা:

১৫। বিশেষ কোনো মন্তব্য:

অফিস প্রধান
বা
তৎকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সিল

৬৬—

ফরম-৩
[বিধি ৫(৪) দ্রষ্টব্য]

জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অভিযোগ রেজিস্টার

ক্রমিক নম্বর	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পদবি ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	তথ্য প্রকাশকারীর নাম, পদবি ও ঠিকানা	তথ্য প্রাপ্তির তারিখ	তথ্য প্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
৩।						
৪।						
৫।						
৬।						

অফিস প্রধান
বা
তৎকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সিল

ফরম-৪
[বিধি ৫(৫) দ্রষ্টব্য]

প্রকাশিত জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রমিক নম্বর	বর্ণনা	হ্যাঁ/না	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৭)
১।	বিবেচ্য তথ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কর্মকর্তা কিংবা কোনো কোম্পানি বা বেসরকারি ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কিনা		
২।	বিবেচ্য তথ্য তদন্তযোগ্য কিনা		
৩।	বিবেচ্য তথ্য তদন্তযোগ্য হইলে কোন্ সংস্থা উহার উপযুক্ত		
৪।	কর্তৃপক্ষের সরাসরি তদন্ত করিবার ক্ষমতা আছে কিনা		
৫।	উর্ধ্বতন কোন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন আছে কিনা বা উর্ধ্বতন কোনো কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার প্রয়োজন আছে কিনা		
৬।	বিবেচ্য তথ্য প্রকাশ দূরভিসন্ধিমূলক কিনা		
৭।	বিবেচ্য তথ্য প্রকাশ মিথ্যা, বিরক্তিকর ও অস্বচ্ছ কিনা		
৮।	বিবেচ্য তথ্যের সহিত সংযুক্ত দলিলাদি যথাযথ কিনা		
৯।	বিবেচ্য তথ্য অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত করানো প্রয়োজন কিনা		

আমি বিবেচ্য জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যটি তদন্তযোগ্য/তদন্তযোগ্য নয় মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি।

তারিখ:... ... ...

অফিস প্রধান
বা

তৎকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সিল

ফরম-৫
[বিধি ৫(৬) দ্রষ্টব্য]

প্রাথমিক যাচাই-বাছাই সমাপনান্তে দাখিলকৃত প্রতিবেদন

স্মারক নম্বর: তারিখ:

প্রেরক:
নাম-
পদবি-
দপ্তর-

প্রাপক:
নাম-
পদবি-
দপ্তর-

বিষয় :

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করিবার জন্য বিগত...তারিখে আমার নিকট বিবেচ্য তথ্য অর্পণের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন দাখিল করা হইল:

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম, ঠিকানা, পদবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মকর্তা হইলে তাহার বর্তমান বেতনক্রম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(৩) অভিযোগের বিবরণ (অভিযোগের ক্রমানুসারে সুস্পষ্টভাবে):
(ক)
(খ)
(গ)

(৪) অভিযোগ প্রমাণের জন্য সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ যেসকল দালিলাদি যাচাই-বাছাই করা হইয়াছে:

(ক)

(খ)

(গ)

(৫) অভিযোগ প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের বিবরণ:
- (ক) জমি (কৃষি বা অকৃষি):
- (খ) গৃহসম্পদ:
- (গ) শিল্পস্থাপনা:
- (ঘ) অন্যান্য সম্পদ:

(৬) বিশারদের মতামত (যদি থাকে):

(৭) অন্যান্য তথ্য পর্যালোচনা:

(৮) অভিযোগের বিষয় বা অভিযোগ প্রমাণে সহায়ক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক মন্তব্য:

(৯) সমাপনী মন্তব্যসহ চূড়ান্ত প্রস্তাব:

নাম ও স্বাক্ষর:
পদবি:
দপ্তর:

(নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে অপারগ হইলে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।)

ফরম-৬
[বিধি ৫ (৭) দ্রষ্টব্য]

প্রাথমিক তদন্তের মুল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রমিক নম্বর	তথ্য প্রকাশের বর্ণনা	হ্যাঁ/না	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সরকারি সম্পত্তি ও সরকারি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ কিনা		
২।	সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহিত সম্পর্কিত কিনা		
৩।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করিয়া তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে কিনা		
৪।	তথ্যটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে সত্য ও সঠিক কিনা		
৫।	‘জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১’ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান জানিয়া বুঝিয়া তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে কিনা		

আমি প্রাপ্ত তথ্য যথাযথভাবে মূল্যায়ন করিয়াছি, রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি।

তারিখ:

অফিস প্রধান
বা
তৎকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সিল

ফরম-৭

[বিধি ৫(৯)(খ) দ্রষ্টব্য]

...................কার্যালয়

....

স্মারক নম্বর: তারিখ:

বিষয় : প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যের প্রেক্ষিতে বিবেচ্য বিষয় প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই ও তদন্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া, 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৬' এর বিধি ৫(৯)(খ) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রেরণ করা হইল:

ক্রমিক নম্বর	নাম, পদবি (যদি থাকে) ও ঠিকানা	অপরাধের বিবরণ	অপরাধের ধারা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।			
২।			
৩।			

তারিখ:..........................

(স্বাক্ষর)
সিলমোহরসহ নাম, পদবি, দপ্তর

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা
থানা...............
জেলা..............

ফরম-৮
[বিধি ৫(৯)(গ) দ্রষ্টব্য]
.... কার্যালয়
....

স্মারক নম্বর: তারিখ:

বিষয় : <u>প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।</u>

এই কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যের প্রেক্ষিতে বিবেচ্য বিষয় প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই ও তদন্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া, 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৬' এর বিধি ৫(৯)(গ) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রেরণ করা হইল:

ক্রমিক নম্বর	নাম, পদবি ও ঠিকানা	অপরাধের বিবরণ	অপরাধের ধারা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।			
২।			
৩।			

তারিখ:............................

(স্বাক্ষর)
সিলমোহরসহ নাম, পদবি, দপ্তর

চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

ঢাকা।

ফরম-৯
[বিধি ৫(১১) দ্রষ্টব্য]

<u>পুলিশ কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ</u>

ক্রমিক নম্বর	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পদবি ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগ প্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					
২।					
৩।					
৪।					
৫।					
৬।					

তারিখ:.........................

থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর
ও
সিলমোহর

.... কার্যালয়
..............................।

ফরম-১০
[বিধি ৫(১১) দ্রষ্টব্য]

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ

ক্রমিক নম্বর	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পদবি ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগ প্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					
২।					
৩।					
৪।					
৫।					
৬।					

তারিখ:…………………………..

দুর্নীতি দমন কমিশনের
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর
ও
সিলমোহর

……………………………কার্যালয়
……………………………..।

৬৭—

ফরম-১১
[বিধি ৫(১১) দ্রষ্টব্য]

<u>তথ্য প্রকাশকারীকে অবহিতকরণ</u>

ক্রমিক নম্বর	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পদবি ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগ প্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					
২।					
৩।					
৪।					
৫।					
৬।					

তারিখ:..........................

কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর
ও
সিলমোহর

জনাব............................
................................।

ফরম-১২
[বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য]

জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে পুরস্কার প্রদানের বিবরণ

ক্রমিক	তথ্য প্রকাশকারীর নাম ও ঠিকানা	পুরস্কারের বর্ণনা	প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				
৪।				

দপ্তর প্রধান
বা
তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
নাম, স্বাক্ষর ও সিলমোহর

....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খন্দকার সাদিয়া আরাফিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
শুদ্ধাচার শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৫৭.১৭.

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ০৮ জুন ২০২০

অফিস আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-এর সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২)-এর আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের নিমিত্ত একটি অনলাইন সিস্টেম ক্রয়, প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাজের সুবিধার্থে কমিটির কার্যপরিধি অপরিবর্তিত রেখে উক্ত কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব (ই-গভর্ন্যান্স)-এর পরিবর্তে যুগ্মসচিব (ই-গভর্ন্যান্স)-কে আহ্বায়ক করে কমিটি ও নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হল :

ক্রমিক	পদবি ও দাপ্তরিক ঠিকানা	কমিটিতে অবস্থান
১।	যুগ্মসচিব (ই-গভর্ন্যান্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
২।	উপসচিব (সাধারণ সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩।	উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
৫।	সিনিয়র সহকারী সচিব, (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-২), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৬।	সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি সেল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৭।	প্রতিনিধি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২)	সদস্য
৮।	সিনিয়র সহকারী সচিব (শুদ্ধাচার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

২। কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) অনলাইন সিস্টেম ক্রয়ের লক্ষ্যে স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ;

(খ) প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক উপযুক্ত প্রস্তাবকারী (ভেন্ডর) নির্বাচন;

(গ) নির্বাচিত প্রস্তাবকারী (ভেন্ডর)-এর সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে শর্তাবলি নির্ধারণ: এবং

(ঘ) অনলাইন সিস্টেম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

৩। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উপর্যুক্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ বিভাগের সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি সেল)-কে কমিটিতে কো-অপ্ট করা হল।

৪। কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫। নির্দেশক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাহিদ সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ও
সদস্য-সচিব
ফোন: ৯৫১৩৬০১
ই-মেইল: inar_sec@cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৫৭.১৭.

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ০৮ জুন ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, ঢাকা
[দৃষ্টি আকর্ষণ: রাজন দাস, এ্যাডমিন (এফডব্লিউ এবং আইপিএস)]

২। যুগ্মসচিব (ই-গভর্ন্যান্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩। সাবেক উপসচিব (ই-গভর্ন্যান্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৪। উপসচিব (সাধারণ সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৫। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-২), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৭। সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি সেল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৮। সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি সেল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৯। টিম লিডার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩। প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অফিস আদেশটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার-এর কমিটি বক্সে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হল)

৪। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

নাহিদ সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
শুদ্ধাচার শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০২২.১৬.০৯৭

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৬ / ০৬ অক্টোবর ২০১৯

<u>অফিস আদেশ</u>

গত ২৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট-এর তৃতীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ সংশোধন/হালনাগাদকরণের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে কমিটি পুনর্গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হল :

ক্রমিক	নাম, পদবি ও দাপ্তরিক ঠিকানা	কমিটিতে অবস্থান
০১.	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
০২.	কমিশনার, ঢাকা বিভাগ	সদস্য
০৩.	প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
০৪.	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
০৫.	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
০৭.	যুগ্মসচিব (সুশাসন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
০৮.	উপসচিব (কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
০৯.	সিনিয়র সহকারী সচিব (শুদ্ধাচার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১০.	উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

২। <u>কমিটির কার্যপরিধি :</u>

১. কমিটি শুদ্ধাচার পুরস্কার সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান পর্যালোচনা করবে;

২. কমিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রেরিত মতামত পর্যালোচনা করে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' সংশোধন/হালনাগাদকরণের সুপারিশ করবে;

৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-১৯-এর সার্বিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে;

৪। নির্দেশক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৫। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জারিকৃত ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০২২.১৬.০৮৭ সংখ্যক অফিস আদেশটি বাতিল করা হল।

খন্দকার সাদিয়া আরাফিন
উপসচিব ও সদস্য-সচিব
ফোন: ৯৫১৩৬০১
ই-মেইল: inar_sec@cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০২২.১৬.০৯৭

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৬
০৬ অক্টোবর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক (যুগ্মসচিব-এর নিম্নে নয়) এ বিভাগ-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল]

২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক (যুগ্মসচিব-এর নিম্নে নয়) এ বিভাগ-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল]

৩। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক (যুগ্মসচিব-এর নিম্নে নয়) এ বিভাগ-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল]

৪। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক (যুগ্মসচিব-এর নিম্নে নয়) এ বিভাগ-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল]

৫। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৬। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা

৭। যুগ্মসচিব (সুশাসন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৮। উপসচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (শুদ্ধাচার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩। প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পুনর্গঠিত অফিস আদেশটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার-এর কমিটি বক্সে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হল)।

খন্দকার সাদিয়া আরাফিন

উপসচিব ও সদস্য-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
শুদ্ধাচার শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০২২.১৬.২২৮

তারিখ: ২২ কার্তিক ১৪২৫ / ০৬ নভেম্বর ২০১৮

পরিপত্র

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট (National Integrity Implementation Unit-NIIU)-এর কমিটি গঠন।

জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মহোদয়কে সভাপতি করে নিম্নলিখিতভাবে একটি কমিটি পুনর্গঠন ও এর কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হল :

ক্রমিক	নাম ও পদবি	:	কমিটিতে অবস্থান
০১।	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সভাপতি
০২।	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
০৩।	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
০৪।	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
০৫।	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠপ্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
০৬।	প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব-এর নিম্নে নয়), অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
০৭।	প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব-এর নিম্নে নয়), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
০৮।	প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব-এর নিম্নে নয়), স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
০৯।	প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব-এর নিম্নে নয়), জননিরাপত্তা বিভাগ	:	সদস্য
১০।	প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব-এর নিম্নে নয়), আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য

১১।	মহাপরিচালক (প্রতিরোধ), দুর্নীতি দমন কমিশন	:	সদস্য
১২।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
১৩।	উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
১৪।	সিনিয়র সহকারী সচিব (শুদ্ধাচার শাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি :

১। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল সরকারি কার্যালয়ে গঠিত নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

২। সময়ে সময়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশোধন/হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রণয়ন ও সমন্বয়;

৫। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সংশোধন;

৬। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

৭। উক্ত কমিটি মাসে এক বা একাধিকবার সভায় মিলিত হবে এবং প্রয়োজনে উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারবে।

২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত কমিটির আলোকে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক মনোনীত কর্মকর্তার নাম, পদবি, টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৫৪৯
ই-মেইল: inar_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। মহাপরিচালক (প্রতিরোধ), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে):

১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬। অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠপ্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১০। প্রোগ্রামার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (উপর্যুক্ত পরিপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার বক্সে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

৬৮—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
শুদ্ধাচার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৩৮.১৩.০৬৫

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৪ / ০৪ এপ্রিল ২০১৮

অফিস আদেশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৩৮.১৩.০৫৭ সংখ্যক স্মারকে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নৈতিকতা কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হল :

নৈতিকতা কমিটি

ক্রমিক	পদবি	কমিটিতে অবস্থান
০১।	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সভাপতি
০২।	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার	সদস্য
০৩।	অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
০৪।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি)	সদস্য
০৫।	অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)	সদস্য
০৬।	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার)	সদস্য
০৭।	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)	সদস্য
০৮।	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠপ্রশাসন)	সদস্য
০৯।	অতিরিক্ত সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট)	সদস্য
১০।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)	সদস্য

১১। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার) — সদস্য

১২। যুগ্মসচিব (ই-গভর্ন্যান্স) — সদস্য-সচিব

২। <u>নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি :</u>

ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর আওতাধীন মাঠপ্রশাসনে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;

খ) পরিলক্ষিত অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের ওপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ;

ঘ) এ বিভাগে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ; এবং

ঙ) এ বিভাগের শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ।

৩। কমিটির সদস্য-সচিব এ বিভাগের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪। নির্দেশক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

খন্দকার সাদিয়া আরাফিন
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৮৫৪৯
ই-মেইল: inar_sec@cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৩৮.১৩.০৬৫

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৪ / ০৪ এপ্রিল ২০১৮

<u>সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

০১। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৩। অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৪। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৫। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৬। অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠপ্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৭। অতিরিক্ত সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৮। বিভাগীয় কমিশনার (সকল), ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ

০৯। যুগ্মসচিব (ই-গভর্ন্যান্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১০। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

১২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

খন্দকার সাদিয়া আরাফিন
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২১.১৪.০৩৮.১৩.৫৯৭ তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ১১ ডিসেম্বর ২০১৬

পরিপত্র

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন।

সরকার কর্তৃক ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুমোদিত হয়। উক্ত কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিকতা কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায় কার্যালয়সমূহের নৈতিকতা কমিটি গঠনের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকায় বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের কোন কোন কার্যালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হলেও বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়নি।

২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের জন্য ১টি করে নৈতিকতা কমিটি গঠন করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের নৈতিকতা কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ :

(ক) কমিটির গঠন/কাঠামো :
অফিসপ্রধানকে আহ্বায়ক করে উপযুক্ত যেকোন গ্রেডের ৩/৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্তর্ভুক্ত করে নৈতিকতা কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কার্যপরিধি :
(১) সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায় কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;

(২) পরিলক্ষিত অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

(৩) কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের ওপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ; এবং

(৪) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

(গ) বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের বিশেষত্ব অনুযায়ী কমিটির কাঠামো ও কার্যপরিধি পরিবর্তন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, পদ্ধতিগত সমরূপতার চাইতে লক্ষ্য অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। তবে কমিটির কার্যক্রম জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর কপি তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইতঃপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.cabinet.gov.bd) উক্ত কপি পাওয়া যাবে।

৪। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নৈতিকতা কমিটি গঠন নিশ্চিতকরণ ও গৃহীত কার্যাবলি পরিবীক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

খন্দকার সাদিয়া আরাফিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৫৪৯
ই-মেইল: inar_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়, কাকরাইল, ঢাকা

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,.., মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক/মহাপরিচালক/বিভাগীয় কমিশনার (সকল),...

২। জেলা প্রশাসক,...............................

৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৪। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৫। প্রোগ্রামার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (উপর্যুক্ত পরিপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২১.১৪.০৩৮.১৩.৫৯৬

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ১১ ডিসেম্বর ২০১৬

পরিপত্র

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন।

সরকার কর্তৃক ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুমোদিত হয়। উক্ত কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিকতা কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়সমূহের নৈতিকতা কমিটি গঠনের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকায় অধিদপ্তর/সংস্থার কোন কোন কার্যালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হলেও অধিদপ্তর/সংস্থার সকল কার্যালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়নি।

২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ের জন্য ১টি করে নৈতিকতা কমিটি গঠন করতে হবে। অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়সমূহের নৈতিকতা কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ :

(ক) কমিটি গঠন/কাঠামো :
অধিদপ্তর/সংস্থাপ্রধান-কে আহ্বায়ক করে এবং অধিদপ্তর/সংস্থাপ্রধান-এর অব্যবহিত পরের পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ৩/৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্তর্ভুক্ত করে নৈতিকতা কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কার্যপরিধি :
(১) সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;

(২) পরিলক্ষিত অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের ওপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ; এবং

(৪) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

(গ) দপ্তর/সংস্থার বিশেষত্ব অনুযায়ী কমিটির কাঠামো ও কার্যপরিধি পরিবর্তন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, পদ্ধতিগত সমরূপতার চাইতে লক্ষ্য অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। তবে কমিটির কার্যক্রম জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর কপি তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইতঃপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.cabinet.gov.bd) উক্ত কপি পাওয়া যাবে।

৪। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ের নৈতিকতা কমিটি গঠন নিশ্চিতকরণ ও গৃহীত কার্যাবলি পরিবীক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

খন্দকার সাদিয়া আরাফিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৫৪৯
ই-মেইল: inar_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়, কাকরাইল, ঢাকা

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,..., মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক/মহাপরিচালক,..

২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৪। প্রোগ্রামার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (উপর্যুক্ত পরিপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর:- ০৪.২২১.০১৪.০০.০৪.০১৯.২০.৪০০

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪১৯ / ০৪ এপ্রিল ২০১৩

বিষয় : **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.২২১.০১৪.০০.০৩.০১৯.২০১০-৩৩৮; তারিখ ২১ জানুয়ারি ২০১৩।

গত ২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অন্যতম হচ্ছে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে একটি করে নৈতিকতা কমিটি গঠন। মন্ত্রণালয়/বিভাগে সচিবের নেতৃত্বে ও অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। প্রয়োজনবোধে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এক বা একাধিক কর্মকর্তা কমিটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান-প্রধান/দ্বিতীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এ কমিটি গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা কমিটির সদস্য-সচিব এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

০২। নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

ক) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;

খ) পরিলক্ষিত অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের ওপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ;

ঘ) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ; এবং

৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অবস্থিত জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

০৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব অনুযায়ী কমিটির কাঠামো ও কার্যপরিধি পরিবর্তন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, পদ্ধতিগত সমরূপতার চাইতে লক্ষ্য অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। তবে, কমিটির কার্যক্রম জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

০৪। সূত্রে উল্লিখিত স্মারকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের কপি তাঁর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটেও (www.cabinet.gov.bd) পাওয়া যাবে।

০৫। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠনপূর্বক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে এ বিভাগকে (দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন) অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬০২
ই-মেইল: inar_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা
www.cabinet.gov.bd

<u>পরিপত্র</u>

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৮১১.২৭.০৪৭.১৬.০৪ তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪২২ / ১২ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয় : <u>অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল গঠন সংক্রান্ত।</u>

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ৫.২ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে নিম্নরূপ একটি ‘অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল’ গঠন করা হল :

১.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
৬.	উপসচিব (সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব (সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

০২। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল-এর কার্যপরিধি :

(ক) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করবে:

১. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

২. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং এ বিষয়ে অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম; এবং

৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা নিরপেক্ষ ও ন্যায়ানুগভাবে কোন অভিযোগের নিষ্পত্তি না হলে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অনুমোদনক্রমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভিযোগ সম্পর্কিত নথি, দলিল, প্রতিবেদন প্রভৃতি সংগ্রহ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

(খ) সেল কর্তৃক অধিযাচনের সর্বাধিক ২০ দিনের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে। যদি সেলের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হয়নি, তাহলে সেল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তা নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ দিতে পারবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরামর্শ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেবে।

(গ) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে, এর অন্যথা হলে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫১৩৬০১
E-mail: im_sec@cabinet.gov.bd

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৬. সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা
৮. সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২০. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২. সচিব, সেতু বিভাগ, বনানী, ঢাকা
২৩. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২৪. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৫. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৭. সচিব, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা
২৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২৯. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৩০. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩১. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহণ পুল ভবন, ঢাকা
৩২. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৩. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা
৩৪. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৩৫. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৬. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৭. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৮. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৯. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪০. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা
৪২. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৩. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা
৪৪. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৫. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৬. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৭. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৮. সচিব, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৮১১.২৭.০৫১.১৬.৪৫

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪২২ / ১৩ এপ্রিল ২০১৬

প্রজ্ঞাপন

'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫'-এর অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে নিম্নরূপ একটি 'কেন্দ্রীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ' কমিটি গঠন করা হল :

১।	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-	সভাপতি
২।	মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
৩।	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪।	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫।	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬।	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭।	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	-	সদস্য
৮।	সচিব, (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৯।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য সচিব

উল্লেখ্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'সচিব' বলতে 'সিনিয়র সচিব'ও বোঝাবে।

২। 'কেন্দ্রীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ' কমিটির কার্যপরিধি এবং কার্যপদ্ধতি হবে নিম্নরূপ :

(ক) উক্ত কমিটি প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থায় অনিষ্পন্ন অভিযোগের বিষয়েও কমিটি প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা প্রদান করবে;

(খ) উপ-সচিব এবং তদূর্ধ্ব পদে কর্মকর্তাদের পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় এ কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে; এবং

(গ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণী বিষয়সমূহ পর্যালোচনান্তে কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬০১
ই-মেইল: im_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সুশাসন শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮.৯৫

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৭
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয় : সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five Accountability Tools) সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো (Logo) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী আপলোড।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সেবাসমূহ জনগণের কাছে সহজভাবে পৌঁছানো বা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ যেমন সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (CC), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), তথ্য অধিকার (RTI), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বিষয়ে সরকারিভাবে প্রজ্ঞাপন/নির্দেশিকা/ পরিপত্র/আইন ইত্যাদি প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে। এ সকল তথ্য সহজভাবে পৌঁছানো/জানানোর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করা বাধ্যতামূলক, যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

০২। পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে বর্ণিত জবাবদিহিমূলক উপকরণসমূহ, সংশ্লিষ্ট লোগো ও এ সংক্রান্ত তথ্য সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী সহজ ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে না। ফলে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে একইভাবে উপস্থাপন করা হলে বিষয়টি সম্পর্কে জনগণের ধারণা নেওয়া সহজ হবে। সে লক্ষ্যে সেবা বক্সে জবাবদিহির উপকরণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে আপলোড করা প্রয়োজন:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
- শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা
- ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা
- ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্‌স চার্টার)
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্‌স চার্টার)
- ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা
- ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- পরিবীক্ষণ কমিটি
- আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
- চুক্তিসমূহ
- টিম লিডার ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
- ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
- এপিএএমএস ওয়েব লিংক
- আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা
- অনিক ও আপিল কর্মকর্তা
- মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- অভিযোগ দাখিল (অনলাইন আবেদন)
- আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন

তথ্য অধিকার
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ
- আবেদন ও আপিল ফরম
- স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ
- আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন

০৩। তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে জবাবদিহিমূলক উপকরণসমূহের তথ্য উল্লিখিত ক্রম অনুসরণে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে Aspire to Innovate (a2i)-এর সাথে যোগাযোগ করে আপডেট করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করারও নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ নাজমুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬০১
মোবাইল: ০১৭৭৭-৬৯৬৭৪৭
ই-মেইল: gg_sec@cabinet.gov.bd
nazmul.dubd@gmail.com

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১০. সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১২. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪. সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১৯. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২০. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
২৩. সচিব, সেতু বিভাগ, বনানী, ঢাকা
২৪. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৫. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা
২৭. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৮. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৯. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহণ পুলভবন, ঢাকা
৩১. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩২. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৩. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৪. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৫. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৬. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৭. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৮. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৯. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪০. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪১. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৪২. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৩. সচিব, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা
৪৪. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৪৬. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা
৪৭. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৮. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৯. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫০. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৫১. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫২. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

<u>সদয় অবগতি/কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১. প্রকল্প পরিচালক, এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) প্রকল্প
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৪. অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫. অতিরিক্ত সচিব (সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬. অফিস কপি/নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সুশাসন শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮.১০৭ তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৭ / ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০

বিষয় : মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্‌স চার্টার) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ৩-৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্‌স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭ অনুযায়ী প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ইতোমধ্যে তাদের স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়নপূর্বক তদানুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

০২। মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৯-২০)-এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য-২ এর আওতায় কার্যক্রম সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত কর্মসম্পাদন সূচকটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ৩-৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি পরিবীক্ষণ কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কমিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম যাচাইপূর্বক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করছেন। এখন হতে উক্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি গঠিত পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক/সভাপতি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্য সচিব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কার্যক্রমের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

০৩। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্‌স চার্টার) হালনাগাদকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৩-৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন/ইতোপূর্বে গঠিত হয়ে থাকলে উক্ত কমিটির কার্যক্রম

প্রতিবেদন এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবিসহ তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ নাজমুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬০১
ই-মেইল: gg_sec@cabinet.gov.bd

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১০. সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪. সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭০— ।চিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
।চিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১৯. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২০. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা
২৩. সচিব, সেতু বিভাগ, বনানী, ঢাকা
২৪. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৫. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
২৭. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৮. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৯. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩০. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহণ পুলভবন, ঢাকা
৩১. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩২. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৩. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৪. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৫. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৬. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৭. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩৮. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৯. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪০. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪১. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৪২. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৩. সচিব, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা
৪৪. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৪৬. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা
৪৭. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৮. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৯. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫০. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৫১. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫২. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদয় অবগতি/কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩. অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪. অতিরিক্ত সচিব (সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫. অফিস কপি/নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সুশাসন শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮.১৫৬

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয় : সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five Accountability Tools) সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো (Logo) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী আপলোড।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮.৯৫; তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five Accountability Tools) সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো (Logo) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী আপলোডের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।

০২। এ সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো (Logo) আপলোডের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্‌স চার্টার) এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সেবা বক্সে ৫টি বুলেট পয়েন্ট রয়েছে। কিন্তু কারিগরি সীমাবদ্ধতার কারণে একটি সেবা বক্সের অধীনে ৪ (চার)টি-এর বেশি বুলেট পয়েন্ট সৃজন করা সম্ভব নয় মর্মে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে টেলিফোনে অবহিত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

০৩। উপর্যুক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণপূর্বক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্‌স চার্টার) এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সেবা বক্সের বুলেট পয়েন্টে উল্লিখিত তথ্য নিম্নোক্ত ভাবে পরিবর্তন করা যাবে:

পূর্বের সেবা বক্স	পরিবর্তিত সেবা বক্স
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) ● সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) ● ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা ● ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন ● পরিবীক্ষণ কমিটি ● আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন	**সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার)** ● সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) ● ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/পরিবীক্ষণ কমিটি ● ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন ● আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ● চুক্তিসমূহ ● টিম লিডার ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ● ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ● এপিএএমএস ওয়েব লিংক ● আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি** ● এপিএ নির্দেশিকা/পরিপত্র/এপিএ টিম ● চুক্তিসমূহ ● পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন ● এপিএএমএস সফটওয়্যার লিংক

০৪। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে জবাবদিহিমূলক উপকরণসমূহের তথ্য পরিবর্তিত সেবা বক্সে উল্লিখিত বুলেট পয়েন্ট অনুসরণে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে প্রয়োজনে Aspire to Innovate (a2i)-এর সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করারও নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ নাজমুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪১০৫০৯৯০
ই-মেইল: gg_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল), ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সদয় অবগতি/কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রকল্প পরিচালক, এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) প্রকল্প
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ [পত্রের মর্মার্থ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সেবা বক্স হালনাগাদ ও এই পত্রের কপি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) সেবা বক্সে আপলোডের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৫. অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬. অতিরিক্ত সচিব (সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৭. অফিস কপি/নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সুশাসন শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮.১৫৭

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
১৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয় : সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) সেবা বক্সের অধীনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ‘মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭’ যথাযথভাবে আপলোড সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে বর্ণিত জবাবদিহিমূলক উপকরণসমূহ, সংশ্লিষ্ট লোগো ও এ সংক্রান্ত তথ্য সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী সহজ ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে না। ফলে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) সেবা বক্সের লিংকে অধীনে আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিপত্র/ নির্দেশিকা/প্রজ্ঞাপন-এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭’ যথাযথভাবে আপলোড করা নেই।

০২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) সেবা বক্স থেকে ‘মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭’ ডাউনলোড পূর্বক তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা বক্সে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ‘মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭’ যথাযথভাবে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ নাজমুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪১০৫০৯৯০
ই-মেইল: gg_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:
সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল), ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সদয় অবগতি/কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রকল্প পরিচালক, এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) প্রকল্প
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ [পত্রের মর্মার্থ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সেবা বক্স হালনাগাদ ও এই পত্রের কপি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) সেবা বক্সে আপলোডের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৫. অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬. অতিরিক্ত সচিব (সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৭. অফিস কপি/নথি।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৮.৩৮

তারিখ: ৩০আষাঢ় ১৪২৭ / ১৪ জুলাই ২০২০

প্রজ্ঞাপন

উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর যথাযথ বাস্তবায়নে সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ‘এপিএ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি’ গঠন করা হয়েছে:

(ক) কমিটির গঠন :

১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য
৩)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৪)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫)	উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
৬)	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৭)	অফিসার ইনচার্জ	-	সদস্য
৮)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
৯)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

১) উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি অফিসের এপিএ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

২) এপিএ বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনে সমন্বয় সাধান;

৩) উপজেলা পর্যায়ের অফিসমূহের এপিএ বাস্তবায়নে সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে জেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;

৪) এপিএ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন

(গ) কমিটি প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) প্রয়োজনে যে কোন উপযুক্ত সদস্যকে কমিটিতে কো-অপ্ট করা যাবে।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪১০৫০১১১
ই-মেইল: pmpc_sec@cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৮.৩৮

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪২৭ / ১৪ জুলাই ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল :

১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২) সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
৩) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৪) জেলা প্রশাসক (সকল)
৫) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ—মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
৬) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারের মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ—সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
৭) উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)
৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

৭১—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা
www.cabinet.gov.bd.

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৮.৩৭

তারিখ : ৩০ আষাঢ় ১৪২৭ / ১৪ জুলাই ২০২০

প্রজ্ঞাপন

বিভাগীয় পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর যথাযথ বাস্তবায়নে সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ‘এপিএ সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটি’ গঠন করা হয়েছে :

(ক) কমিটির গঠন :

(১) বিভাগীয় কমিশনার	-	সভাপতি
(২) উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক	-	সদস্য
(৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৪) বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য)	-	সদস্য
(৫) জেলা প্রশাসক (বিভাগীয় জেলা)	-	সদস্য
(৬) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৭) পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	-	সদস্য
(৮) উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য

(৯) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) - সদস্য সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি অফিসের এপিএ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(২) এপিএ বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনে সমন্বয় সাধন;

(৩) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের এপিএ বাস্তবায়নে সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-কে অবহিতকরণ;

(৪) জেলা পর্যায়ের এপিএ কমিটির কার্যক্রমের তদারকিকরণ;

(৫) এপিএ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন।

(গ) কমিটি প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে এক বার সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) প্রয়োজনে যে কোন উপযুক্ত সদস্যকে কমিটিতে কো-অপ্ট করা যাবে।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৪১০৫০১১১
ফ্যাক্স : ৯৫১৩৩০২
ই-মেইল : pmpc_sec@cabinet.gov.bd

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৮.৩৭/১(১২৮) তারিখ : ৩০ আষাঢ় ১৪২৭ / ১৪ জুলাই ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৮.৩৬ তারিখ: ২৫আষাঢ় ১৪২৭ / ০৯ জুলাই ২০২০

বিষয় : বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২০-২১ প্রকাশ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উল্লেখ্য, নির্দেশিকার পরিশিষ্টে ২০২০-২১ অর্থবছরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য, এপিএ'র কাঠামো ও এপিএ ক্যালেন্ডার সংযুক্ত আছে।

উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আওতাধীন অফিসসমূহকে (দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিস) প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪১০৫০১১১
ই-মেইল: pmpc_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১) সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৮.৩৬

তারিখ: ২৫আষাঢ় ১৪২৭ / ০৯ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ—মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য

২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারের মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ—সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য

৩। সিস্টেম এনালিস্ট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ—সংযুক্ত এপিএ নির্দেশিকাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হল।

৪। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ—অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৯.৪৩

তারিখ: ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ১৭ নভেম্বর ২০১৯

বিষয় : মন্ত্রণালয়/বিভাগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ-পুল পুনর্গঠন।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার নিমিত্ত প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে এপিএ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সচিব বা দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে অন্তর্ভুক্ত করে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ-পুল (expart pool) গঠনের জন্য ইতঃপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২১.২৯.০৪৯.১৫.২৮১ নম্বর স্মারকে পত্র জারি করা হয়।

২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ২১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট এপিএ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ-পুলে অবসরপ্রাপ্ত সচিবের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৩। এমতাবস্থায়, সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ২১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ-পুল পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪১০৫০১১১
ই-মেইল: pmpc_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০১.১৯.৪৩

তারিখ: ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ১৭ নভেম্বর ২০১৯

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে):
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ—মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারের মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ— সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
৩। প্রোগ্রামার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ—পত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২১.২৯.০৪৯.১৫.২৮১

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪২৩ / ২১ এপ্রিল ২০১৬

বিষয় : মন্ত্রণালয়/বিভাগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ-পুল গঠন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য রাষ্ট্রের সামগ্রিক ভিশনের সঙ্গে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার ভিশনের সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও লাক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং ফলাফল মূল্যায়ন করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সচিব বা দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে অন্তর্ভুক্ত করে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বিশেষজ্ঞ-পুল (expart pool) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ-পুলের কর্মপরিধি নিম্নরূপ হতে পারে:

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জনের জন্য পরামর্শ প্রদান;

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান; এবং

(গ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাকে যথাযথ সহায়তা প্রদান।

২।	এমতাবস্থায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি বিশেষজ্ঞ-পুল গঠনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৩৭১
ই-মেইল: gpm_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৬। সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা
০৮। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
১০। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭। সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২০। সচিব, সেতু বিভাগ, বনানী, ঢাকা
২১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২২। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৪। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৫। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৭। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুলভবন, ঢাকা
২৮। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা
২৯। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩০। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩১। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৩। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৩৫। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৬। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৭। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩৮। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা
৩৯। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪০। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
৪১। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪২। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৩। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৪। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৫। সচিব, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৬। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৭। সচিব, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
৪৮। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২১.২৯.০৫৪.১৬.৬১৬

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৩ / ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিষয় : মাঠপর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা কমিটি গঠন।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ১২তম সভায় মাঠপর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ জেলা কমিটি ও এর কার্যপরিধি গঠনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়:

ক. সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জেলা কমিটির কাঠামো :

১.	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	- সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন	- সদস্য
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	- সদস্য
৫.	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য

৬. উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর - সদস্য

৭. জেলা শিক্ষা অফিসার - সদস্য

৮. জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা - সদস্য

৯. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) - সদস্য-সচিব

খ. কমিটির কার্যপরিধি :

১. বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার জেলা পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন;

২. বিভিন্ন দপ্তরের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অংশিজনদের নিয়ে সেমিনার, কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা আয়োজন;

৩. কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সিটিজেন্স চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রভৃতি বাস্তবায়ন;

৫. উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকিকরণ; এবং

৬. কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন কাজ।

গ. এ কমিটি প্রতিমাসে অন্তত: একবার সভায় মিলিত হবে।

ঘ. কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন উপযুক্ত সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এমতাবস্থায়, সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জেলা কমিটির উপর্যুক্ত কাঠামো ও কার্যপরিধি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৩৭১
ই-মেইল: gpm_sec@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক (সকল)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২১.২৯.০৫৪.১৬.৬১৬

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৩
২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে):

১। অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৪। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৫। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান

উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও মূল্যায়ন) অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৫.০৬.০০২.১৮.৩৩

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪২৬ / ৩০ জুলাই ২০১৯

পরিপত্র

বিষয় : সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন-এর আওতায় কারিগরি কমিটি পুনর্গঠন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটিকে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হল :

১।	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩।	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪।	অতিরিক্ত সচিব, বাজেট-১, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৫।	অতিরিক্ত সচিব, কর্মজীবন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	অতিরিক্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য

৭।	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৮।	মহাপরিচালক, গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৯।	যুগ্মসচিব (সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা) অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১০।	উপসচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ) অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১১।	উপসচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও মূল্যায়ন) অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

২। কারিগরি কমিটি-এর কর্মপরিধি:

(ক) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির পক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা;

(খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশোধন/পরিমার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(গ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং উক্ত কাজে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ষান্মাসিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই ও জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন:

৩। এই কমিটি প্রয়োজনে এপিএ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। এছাড়াও এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞকেও সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৪। উক্ত কমিটি প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোহাম্মদ আজিজুল হক
উপসচিব
ফোন: ৪১০৫০১০৮
ই-মেইল: pmim_branch@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

৭২— সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা—অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা-কে মনোনয়ন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।

২। ভারপ্রাপ্ত সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। অতিরিক্ত সচিব, বাজেট-১, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত সচিব, কর্মজীবন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৮। মহাপরিচালক, গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। যুগ্মসচিব (সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা) অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১০। উপসচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও মূল্যায়ন) অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১১। উপসচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ) অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ—মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সংস্কার অনুবিভাগ
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪.১৭ তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪২১ / ২১ জানুয়ারি ২০১৫

পরিপত্র

বিষয় : সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) সম্পাদন।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক

কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসাবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয় তথা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

৩। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন।

৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি নীতিমালা (Guidelines for Annual Performance Agreement) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের বিষয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি সফটওয়্যার (Annual Performance Agreement Management System-APAMS) প্রস্তুত করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতিমালার অনুলিপি এই সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

৫। উপর্যুক্ত নীতিমালা অনুসরণে এবং এ সংক্রান্ত সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নপূর্বক আগামী ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটে প্রেরণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানানো হল।

মোঃ নজরুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১২. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৮. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৯. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২০. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২১. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৫. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ,আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৩৭. সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪২. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৪. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪৫. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৭. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৮. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবন. বাংলাদেশ সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৫১. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্র [illegible] প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
৫২. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রে[illegible], [illegible]ানী, ঢাকা।

তথ্য অধিকার শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৫- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করল:

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি:

০১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	: সভাপতি
০২. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	: সদস্য
০৩. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	: সদস্য
০৪. সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	: সদস্য
০৫. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	: সদস্য
০৬. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	: সদস্য
০৭. উপজেলা প্রকৌশলী	: সদস্য
০৮. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	: সদস্য
০৯. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	: সদস্য
১০. উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	: সদস্য

১১. একজন সাংবাদিক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) : সদস্য
১২. একজন আইনজীবী (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) : সদস্য
১৩. দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) : সদস্য
১৪. দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) : সদস্য
১৫. সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) : সদস্য
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : সদস্য-সচিব

০১। কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ, সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দেশি/বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিও এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(ছ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

০২। কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন, বিভাগীয় ও জেলা কমিটির নিকট গ্রহণ করবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৪- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.৬৪৩ সংখ্যক স্মারকে জেলা উপদেষ্টা কমিটি নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল:

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি:

০১. জেলা প্রশাসক : সভাপতি
০২. পুলিশ সুপার : সদস্য
০৩. সিভিল সার্জন : সদস্য
০৪. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) : সদস্য
০৫. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) : সদস্য
০৬. একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) : সদস্য
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) : সদস্য
০৮. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : সদস্য

০৯.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	:	সদস্য
১০.	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১১.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১২.	জেলা শিক্ষা অফিসার	:	সদস্য
১৩.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)	:	সদস্য
১৫.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৬.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	:	সদস্য
১৭.	সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন	:	সদস্য
১৮.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	:	সদস্য
১৯.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২২.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য সচিব

০১। কমিটির কার্যপরিধি :

ক। তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

খ। তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

গ। জেলার আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ। তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

ঙ। জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

চ। তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

ছ। তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

জ। নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে জেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

০২। কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৭৩— মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৩- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি :

০১.	বিভাগীয় কমিশনার	:	সভাপতি
০২.	ডিআইজ (সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ)	:	সদস্য
০৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার	:	সদস্য
০৪.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	:	সদস্য
০৫.	বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৬.	বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক	:	সদস্য
০৭.	পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	:	সদস্য
০৮.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)	:	সদস্য
০৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত (সংশ্লিষ্ট সার্কেল)	:	সদস্য

১০.	একজন অধ্যক্ষ (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১২	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১৩.	বিভাগাধীন একজন উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	উপ-পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস	:	সদস্য
১৫.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৭.	একজন আইনজীবী (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৮.	তিনজন এনজিও প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৯.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	সুশীল সমাজের দুইজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

০১। <u>কমিটির কার্যপরিধি :</u>

ক। তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

খ। তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

গ। বিভাগের আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ। তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

ঙ। বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

চ। জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

ছ। তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

জ। নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

০২। কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪২- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.১৭৫ সংখ্যক স্মারকে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল:

<u>তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়):</u>

০১.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সভাপতি
০২.	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
০৩.	প্রতিনিধি তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
০৪.	সচিব, তথ্য কমিশন	:	সদস্য
০৫.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	:	সদস্য
০৬.	এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট যে কোন ১টি)	:	সদস্য
০৭.	প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সদস্য
০৮.	উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

১। আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যপরিধি :

ক। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

খ। নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

ঘ। তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (Proactive Disclosure) কার্যক্রমের অগ্রগতির জোরদাকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

ঙ। বাংলাদেশে নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

চ। নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের নিমিত্ত ফোরাম গঠন; এবং

ছ। নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৃহীত মাল্টি-সেক্টোরাল সুযোগের রেপ্লিকেশন।

২। উক্ত ওয়ার্কিং গুপ প্রতি ৩ মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং উপর্যুক্ত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে;

৩। উক্ত ওয়ার্কিং গুপ প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞ কিংবা এ কাজের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ পৌষ ১৪২০/১৫ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৪.০০.০০০০.২৩২.৪৫.০১৭.১৩.৫৮- জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌছাইয়া দেওয়ার লক্ষ্যে ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ হইতে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সরকারি দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইট তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল ওয়েবসাইট তথ্যসমৃদ্ধ, মানসম্মত এবং জনবান্ধব করিবার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সরকার নিম্নরূপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেঃ

বিভাগীয় ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	আহবায়ক
বিভাগীয় দপ্তরসমূহ হইতে মনোনীত ৩-৫ জন কর্মকর্তা	সদস্য
সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার	সদস্য-সচিব

২। **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(ক) অধিক্ষেত্রভুক্ত দপ্তরসমূহের ওয়েব পোর্টালসমূহ সমৃদ্ধ করিবার লক্ষ্যে উপযুক্ত কনটেন্ট সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পোর্টাল আপলোডকৃত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই এবং পোর্টালের ছবি ও তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা পরীক্ষণ;

(গ) প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী সংগ্রহ, দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাসিক ব্যয় নির্বাহ নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) ওয়েব পোর্টালের তথ্য সংযোজন ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা;

(ঙ) ওয়েব পোর্টালের বিষয়ে কর্মকর্তা- কর্মচারীদের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি প্রশিক্ষক পুল তৈরিকরণ;

(চ) ওয়েব পোর্টালের প্রচার এবং ইহা টেকসই করিবার লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন; এবং

(ছ) প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভার আয়োজন এবং অধিক্ষেত্রাধীন ওয়েব পোর্টালসমূহের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ০৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখের ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.১৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে গঠিত ইনোভেশন টিম এর কার্যপরিধিতে উপর্যুক্ত দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪। ইউনিয়ন পোর্টালসমূহের ব্যবস্থাপনা উপজেলা ইনোভেশন টিমের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইবে। ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণ পোর্টাল বাস্তবায়ন এবং হালনাগাদকরণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ইনোভেশন টিমকে সহায়তা প্রদান করিবেন।

৫। বিভাগীয় কমিশনারগণ এই প্রজ্ঞাপনের আলোকে বিভাগীয় পর্যায়ে ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করিবেন। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ তাদের অধিক্ষেত্রাধীন ইনোভেশন টিমকে ওয়েব পোর্টাল সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ ভাদ্র ১৪২১/১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.৬৪৩- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক জেলায় নিম্নরূপ একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়াছে :

০২। কমিটি গঠন :

০১.	জেলা প্রশাসক	: সভাপতি
০২.	পুলিশ সুপার	: সদস্য
০৩.	সিভিল সার্জন	: সদস্য
০৪.	উপজেলা চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
০৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	: সদস্য
০৬.	একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
০৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
০৮.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	: সদস্য

০৯.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	: সদস্য
১০.	সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন	: সদস্য
১১.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	: সদস্য
১২.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
১৩.	একজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
১৪.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	: সদস্য
১৫.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	: সদস্য-সচিব

০৩। **কমিটির কার্যপরিধি :**

ক। তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;

খ। তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

গ। তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

ঘ। জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

ঙ। তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

০৪। কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

০৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ চৈত্র ১৪২০/১৩ এপ্রিল ২০১৪

স্মারক নম্বর ০৪.২২১.০১৪.০০.০৫.০১৯.২০১০-৫৬৫- জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার (০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩) সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি উপকমিটি গঠন করিয়াছে।

০২। **উপকমিটির গঠন :**

০১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
০২.	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
০৩.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
০৪.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
০৫.	তথ্য কমিশনের প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৬.	জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম	-	সদস্য
০৭.	সভাপতি, বি এফইউজে	-	সদস্য
০৮.	অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

৩। **<u>কমিটির কার্যপরিধিঃ</u>**

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলি সমাধানের উপায় নির্ধারণ;

(খ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রকাশের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং নাগরিক সন্তুষ্টি পরিবীক্ষণ; এবং

(ঙ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচলিত সরকারি নীতি, আইন ও বিধি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনবোধে এগুলি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

৪। উপকমিটি দুই মাস পরপর সভায় মিলিত হইবে এবং প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ই-গভর্নেন্স শাখা সম্পর্কিত

ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঘ ১৪২৬/ফেব্রুয়ারি ২০২০

ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২০

১. **প্রেক্ষাপট:**

তথ্য-প্রযুক্তি বিশ্বায়নের যুগে মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে প্রধানতম একটি মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। দৈনন্দিন জীবনে তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের নির্ভরশীলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের রক্ষিত দাপ্তরিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহের নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্থাৎ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাইজেশনের সঙ্গে সঙ্গে এর নিরাপত্তা বিধানের প্রতি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি হয়ে পড়েছে।

নিরাপদ ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর কলাকৌশল না জেনে ইন্টারনেট ব্যবহার করার ফলে সম্প্রতি সরকারি দপ্তরসমূহে ব্যবহৃত অনলাইন সিস্টেম, ডিজিটাল ডিভাইস ও ডিভাইসে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ বিভিন্ন ধরণের সাইবার আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ডিভাইস ও তথ্য সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২০' প্রণয়ন করা হলো। এ নির্দেশিকা অনুসরণের মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট ও তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরাপত্তায় অধিকতর দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

২. **সংজ্ঞা:**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে, এই নির্দেশিকায়-

(১). "ডিজিটাল তথ্য" অর্থ টেক্সট, ইমেজ, অডিও বা ভিডিও আকারে প্রস্তুত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা বা নির্দেশিকাবলী যা কম্পিউটারের প্রিন্ট আউট, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া, পাঞ্চকার্ড, পাঞ্চ টেপসহ যে কোন আকারে বা বিন্যাসে কম্পিউটার সিস্টেম অথবা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে, হচ্ছে বা হবে অথবা অভ্যন্তরীণভাবে যা কোন কম্পিউটার স্মৃতিতে সংরক্ষিত;

(২) "ডিজিটাল ডিভাইস" অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম যা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপাল্স ব্যবহার করে যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পন্ন করে অথবা কোন ডিজিটাল সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিত, যোগাযোগ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করে তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৩) "তথ্য" অর্থ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ-২(১) এ বর্ণিত ডিজিটাল তথ্য;

(৪) "তথ্য নিরাপত্তা নিরীক্ষা" অর্থ তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(৫) "ভাইরাস" অর্থ এক ধরণের কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা কোড বা নির্দেশনা যা কোন কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসে সংক্রমণের ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য পরিবর্তন, বিনাশ, ক্ষতি বা এর কার্যসম্পাদনের দক্ষতায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে;

(৬) "ম্যালওয়ার" অর্থ এমন কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল নির্দেশ, তথ্য-উপাত্ত, প্রোগ্রাম বা এ্যাপস যা-

(ক) কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস কর্তৃক সম্পাদিত কার্যকে পরিবর্তন, বিকৃত, বিনাশ, ক্ষতি বা ক্ষুন্ন করে বা এর কার্য সম্পাদনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে;

(খ) নিজেকে অন্য কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত করে উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের কোনো প্রোগ্রাম, তথ্য-উপাত্ত বা নির্দেশ কার্যকর করার বা কোনো কার্য সম্পাদনের সময় স্বপ্রণোদিতভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে এবং উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের কোনো ক্ষতিকর পরিবর্তন বা ঘটনা ঘটায়; এবং

(গ) কোনো ডিজিটাল ডিভাইসের তথ্য চুরি বা তাতে স্বয়ংক্রিয় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে।

(৭) "সাইবার ঘটনা" অর্থ সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈরী পরিস্থিতিকে বুঝাবে যেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নীতিমালা ভঙ্গ করে অনুনমোদিত প্রবেশ সংঘঠিত হয়। কোনো সেবা প্রদান বন্ধ বা ব্যাহত হয় এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সিস্টেম অনুনমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য পরিবর্তন, তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও সংগৃহীত হয়;

(৮) "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" অর্থ কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে তথ্য-উপাত্ত (টেক্সট, ইমেজ, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি) আদান-প্রদানের একটি প্ল্যাটফরম; এবং

(৯) "সরকারি প্রতিষ্ঠান" অর্থ কোন আইন, বিধি বা সরকারি আদেশ বলে প্রতিস্থিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অথবা সরকারের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ।

৩. **উদ্দেশ্য:**

(১) ডিজিটাল তথ্য সম্পর্কে ধারণা, সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিষয়ে সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

(২) ডিজিটাল ডিভাইস, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্ক যথাযথভাবে পরিচালন, সংরক্ষণ ও নিরাপদ রাখা; এবং

(৩) ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৪. **নির্দেশিকার পরিধি:**

এ নির্দেশিকাটি সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট ও তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫. ডিজিটাল ডিভাইস ও তথ্য ব্যবস্থাপনা:

৫.১ **ইনভেন্টরি তৈরি:**

সুষ্ঠু তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ডিভাইস এবং তথ্যের ইনভেন্টরি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ইনভেন্টরি প্রস্তুত করার সময় সকল সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় এনে তালিকাভুক্ত করতে হবে। ইনভেন্টরিতে সম্পদের ধরন,

আকার, অবস্থান, ব্যাকআপ, লাইসেন্স বিষয়ক তথ্য, প্রতিষ্ঠানের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

৫.২ **তথ্য শ্রেণিকরণ:**

সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে তথ্যের গোপনীয়তা, প্রয়োজনীয়তা, অগ্রাধিকার ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক তথ্য শ্রেণিকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩ **তথ্য নিরাপত্তার কৌশলসমূহ:**

(ক) তথ্য নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের নিমিত্ত জনবল ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) তথ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত নতুন নতুন হুমকি/ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কৌশলসমূহ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তথ্য নিরাপত্তা কৌশলের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী অনুশীলনযোগ্য টেকসই পদ্ধতির নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

(গ) তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, ভৌত ও পরিবেশগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সফটওয়্যারের নিরাপত্তা ও ব্যাক-আপ ব্যবস্থা, নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা-ব্যবস্থাপনা, ক্রিপ্টোগ্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

(ঘ) হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সেবা গ্রহণ কার্যক্রমে ব্যবহারের Service Level Agreement নিশ্চিত হতে হবে।

(ঙ) যথাসম্ভব ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৪. **ডিজিটাল ডিভাইস সুরক্ষায় করণীয়:**

(ক) কম্পিউটারের সঙ্গে ইউপিএস ব্যবহার করা;

(খ) কম্পিউটার/ল্যাপটপ/ট্যাব/মোবাইল ইত্যাদি ডিজিটাল ডিভাইসসমূহ অবশ্যই পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত রাখা;

(গ) ডেস্ক থেকে উঠে যাবার সময় ব্যবহৃত কম্পিউটার/ল্যাপটপ সিস্টেম লক করে যাওয়া;

(ঘ) কম্পিউটার/ল্যাপটপ সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ ফাইলসমূহ zip করে ব্যাকআপ রাখা;

(ঙ) কম্পিউটার/ল্যাপটপে ইউএসবি পোর্টের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা;

(চ) কম্পিউটার/ল্যাপটপ/মোবাইলে লাইসেন্স-ভার্সন এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করা এবং নিয়মিত আপডেট রাখা;

(ছ) সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল ডিভাইসে Biometric Authentication (Finger Print. Scans Option ইত্যাদি) থাকলে তা Enable রাখা;

(জ) কম্পিউটার/ল্যাপটপ/মোবাইলে অপ্রয়োজনীয় Service বন্ধ রাখা;

(ঝ) ডেস্কটপ/ল্যাপটপ/মোবাইল/ট্যাবে অননুমোদিত সফটওয়্যার ইনস্টল না করা;

(ঞ) ডেস্কটপ/ল্যাপটপ/মোবাইল/ট্যাব অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে না দেয়া;

(ট) পেনড্রাইভ, এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক, মেমরি কার্ড, সিডি/ডিভিডি ডিস্ক ইত্যাদি ভাইরাস স্ক্যান করে ব্যবহার করা;

(ঠ) গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টসমূহ পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত রাখা;

(ড) লাইসেন্সকৃত আপডেটেড অপারেটিং সিস্টেম, এন্টিভাইরাস, এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইত্যাদি ব্যবহার করা;

(ঢ) অপারেটিং সিস্টেম ফায়ারওয়াল চালু রাখা;

(ণ) প্রয়োজন না হলে ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম (ব্লু-টুথ, ওয়াই-ফাই, হটস্পট, ইনফ্রারেড ইত্যাদি) বন্ধ রাখা;

(ত) ব্যাকআপ ফাইলসমূহ অপারেটিং সিস্টেম ড্রাইভ (c:/, ডেস্কটপ, ডাউনলোড ইত্যাদি) ব্যতীত অন্য ড্রাইভে সংরক্ষণ করা;

(থ) তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত বিকল্প স্টোরেজ ডিভাইস এ ব্যাক-আপ রাখা;

(দ) নিরাপত্তায় বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে ফ্রি সফটওয়্যার ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকা;

(ধ) নিয়মিত ডিজিটাল ডিভাইস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;

(ন) হার্ডওয়্যারের কোয়ালিটি টেস্ট নিশ্চিত করা;

(প) কম্পিউটার/ল্যাপটপ/ট্যাবের Physical security নিশ্চিত করা;

(ফ) কম্পিউটার/ল্যাপটপ/ট্যাবের কাজ শেষ হওয়া মাত্র shut down কমান্ড দিয়ে বন্ধ করা;

(ব) Memory Card, Pen drive, HDD, CD নষ্ট হলে তা ফেলে না দিয়ে বা বিক্রি না করে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করে ধ্বংস করা যেতে পারে; এবং

(ভ) নিয়মিত file system error checking, disk cleanup, disk defragment করা।

৫.৫ **সফটওয়্যারের নিরাপত্তায় করণীয়:**

(ক) সফটওয়্যার প্রস্তুতের সময় সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক (BNDA) যথাযথভাবে অনুসরণ করা;

(খ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক সফটওয়্যারের কোয়ালিটি টেস্ট নিশ্চিত করে ব্যবহার করা;

(গ) সফটওয়্যার ইউজার পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করে রাখা;

(ঘ) ওয়েব এপ্লিকেশন নিরাপত্তার জন্য Secured Socket Layer (SSL) সার্টিফিকেশন ব্যবহার করা;

(ঙ) সফটওয়্যারের Vulnerability নিয়মিত পরীক্ষা করা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া;

(চ) সফটওয়্যার বা ওয়েবসাইটে অ্যাডমিন ইউজারের পাসওয়ার্ড নিয়মিত পরিবর্তনের অপশন রাখা;

(ছ) সফটওয়্যার বা ওয়েবসাইটের লগইন পাতায় অধিক নিরাপত্তার জন্য ২-Factor Authentication ব্যবস্থা রাখা;

(জ) লগ-ইন এলার্ট ব্যবহার করা;

(ঝ) প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারের সোর্সকোড, ডাটাবেইজ এবং ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা; এবং

(ঞ) সফটওয়্যারের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.৬. **সর্বক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা করণীয়:**

(ক) ব্যবহৃত পাসওয়ার্ড কমপক্ষে ৮ ডিজিট হওয়া সমীচীন (পাসওয়ার্ড কমপক্ষে একটি বড় অক্ষর, একটি ছোট অক্ষর, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্নের সমন্বয়ে থাকা প্রয়োজন;

(খ) পাসওয়ার্ড তৈরি ও রিকভারি করার সময় সিকিউরিটি চেকের ব্যবস্থা রাখা;

(গ) অন্যকোনো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহৃত পাসওয়ার্ডটি শেয়ার না করা এবং কেউ জানতে পারে এমন কোথাও লিখে না রাখা;

(ঘ) পাসওয়ার্ড তৈরিতে নিজের নাম, জন্ম তারিখ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারে বিরত থাকা;

(ঙ) নিয়মিত (অন্তত ২/৩ মাস পর পর) পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা; এবং

(চ) পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের সময় সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয় সতর্ক বার্তা প্রদর্শন করার ব্যবস্থা রাখা।

৫.৭. **লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) সুরক্ষায় করণীয়:**

(ক) LAN-এ অননুমোদিত ব্যক্তির ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা;

(খ) নেটওয়ার্ক সুরক্ষার জন্য ম্যানেজেবল সুইচ, ফায়ারওয়্যাল, রাউটার ইত্যাদি ব্যবহার করা;

(গ) ডিজিটাল ডিভাইসে রিমোট অ্যাকসেসের বিষয়ে সতর্ক থাকা;

(ঘ) সার্ভার/কম্পিউটার/ল্যাপটপের কোন ড্রাইভ, ফোল্ডার, ফাইল ইত্যাদি অননুমোদিত কারও সঙ্গে শেয়ার না করা;

(ঙ) সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা;

(চ) নিয়মিত নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা; এবং

(ছ) সার্ভারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এ্যাপ্লিকেশনসমূহ ল্যান ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় রাখা।

৫.৮. **ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায় করণীয়:**

(ক) সরকার অনুমোদিত আইএসপি প্রতিষ্ঠান হতে ইন্টারনেটের সংযোগ নেওয়া;

(খ) যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(গ) ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিভাইস ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(ঘ) ব্রাউজারে পাসওয়ার্ড স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ না করা;

(ঙ) নিয়মিত ব্রাউজার আপডেট রাখা;

(চ) ফ্রি প্রক্সি সাইট ব্যবহার থেকে বিরত থাকা;

(ছ) পাবলিক হটস্পট থেকে অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা;

(জ) ওয়াই-ফাই রাউটার পাসওয়ার্ড নিয়মিত পরিবর্তন করা;

(ঝ) প্রসিদ্ধ ওয়েবসাইট ছাড়া অন্য সোর্স থেকে ফ্রি সফটওয়্যার ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকা;

(ঞ) ব্রাউজার হিস্টোরি ও কম্পিউটার ক্যাশ মেমরি নিয়মিত পরিষ্কার করা; এবং

(ট) দাপ্তরিক ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগত অতিথিদের Captive Portal এর মাধ্যমে ভেরিফাই করা।

৫.৯. **ই-মেইল ব্যবস্থাপনা করণীয়:**

(ক) দাপ্তরিক কাজে সরকারি ই-মেইল ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(খ) ই-মেইল সিকিউরিটি গেটওয়ে ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(গ) ই-মেইল ব্যবহার শেষে লগ আউট করা;

(ঘ) ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার থেকে সুরক্ষায় ই-মেইলে আগত .exe, .bat, .vbs, .scr ইত্যাদি ফাইল খোলা থেকে বিরত থাকা;

(ঙ) সন্দেহজনক ই-মেইল বা সংযুক্তি না খোলা;

(চ) ই-মেইল থেকে নিয়মিত অপ্রয়োজনীয় তথ্যাদি অপসারণ করা;

(ছ) খুব বেশি জরুরি না হলে অন্যের কম্পিউটার থেকে ই-মেইল, সোস্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ইত্যাদিতে লগ-ইন করা থেকে বিরত থাকা;

(জ) ই-মেইলে আগত অবাঞ্ছিত মেইল "স্পট অফার", "লটারি মানি", "ফ্রি লোন", এ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি নানা ধরণের আকর্ষণীয়, প্রণোদনামূলক মেইলে ক্লিক না করে তাৎক্ষণিকভাবে এ সকল ই-মেইল ডিলিট করে দেওয়া;

(ঝ) অন্যের কম্পিউটারে ই-মেইল, সোস্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনো সাইটে লগ-ইন করার ক্ষেত্রে ব্রাউজারে "Incognito" মোড বা প্রাইভেট মোড ব্যবহার করা;

(ঞ) সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮ অনুসরণ করা;

(ট) ই-মেইলের গুরুত্বপূর্ণ কনটেন্টসমূহ পৃথক সার্ভারে আর্কাইভ করে রাখা; এবং

(ঠ) ই-মেইলের পাসওয়ার্ড ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকার ৫.৬ এ বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করা।

৫.১০. **সার্ভার কক্ষ সুরক্ষায় করণীয়:**

(ক) সার্ভার কক্ষে প্রবেশে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখা;

(খ) প্রয়োজনে নিরাপত্তাকর্মীর মাধ্যমে সার্ভার কক্ষের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(গ) সার্ভার কক্ষের দরজায় উন্নতমানের লকের ব্যবস্থা রাখা;

(ঘ) সার্বক্ষণিক সিসিটিভি'র মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা রাখা;

(ঙ) ভিজিটর অথবা ভেন্ডরের সার্ভার কক্ষে প্রবেশের তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখা;

(চ) ফিঙ্গার প্রিন্টসহ অন্যান্য বায়োমেট্রিক সিকিউরিটি সিস্টেমের ব্যবস্থা রাখা;

(ছ) সার্ভার কক্ষে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা;

(জ) স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপন সিস্টেমের ব্যবস্থা রাখা;

(ঝ) Environment Monitoring System ব্যবস্থা রাখা; এবং

(ঞ) বন্যা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিবেচনায় রেখে সার্ভার কক্ষের অবস্থান নির্ধারণ করা।

৫.১১. **সার্ভার সুরক্ষায় করণীয়:**

(ক) সার্ভারের সঙ্গে অনলাইন ইউপিএস-এর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(খ) সার্ভার অবশ্যই পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত রাখা;

(গ) সার্ভারে ইউএসবি পোর্টের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা;

(ঘ) সার্ভার-কে ভাইরাস, স্পাইওয়্যার, মালওয়্যার, অ্যাডওয়্যার এবং অন্যান্য আক্রমণ মুক্ত রাখার জন্য লাইসেন্স-ভার্সন এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করা, এন্টি-স্পাইওয়্যার ব্যবহার করা, সফটওয়্যারের পাসওয়ার্ড আপডেট রাখা এবং ফায়ারওয়াল চালু রাখা;

(ঙ) সার্ভারে Biometric Authentication like Finger Print, Scans Option থাকলে তা Enable করে রাখা;

(চ) সার্ভারের অপ্রয়োজনীয় Service বন্ধ রাখা;

(ছ) সার্ভারে অননুমোদিত সফটওয়্যার ইনস্টল না করা;

(জ) পেনড্রাইভ, মোবাইল হার্ডডিস্ক, মেমরি কার্ড, সিডি/ডিভিডি ডিস্ক ইত্যাদি ভাইরাস স্ক্যান করে ব্যবহার করা;

(ঝ) লাইসেন্সকৃত আপডেটেড অপারেটিং সিস্টেম, এন্টিভাইরাস, এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইত্যাদি ব্যবহার করা;

(ঞ) ব্লু-টুথ, ওয়াই-ফাই, ইনফ্রারেড ইত্যাদি বন্ধ রাখা;

(ট) ডাটাবেইজের নিয়মিত ব্যাক-আপ নিশ্চিত করা;

(ঠ) সার্ভারে লগ ফাইল নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা;

(ড) অডিট লগ চালু রাখা;

(ঢ) যে কোন চলমান সিস্টেমের ব্যাক-আপ সার্ভার প্রস্তুত রাখা;

(ণ) নিরাপত্তায় বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে ফ্রি সফটওয়্যার ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকা;

(ত) সার্ভার নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;

(থ) সার্ভারের Physical Security নিশ্চিত করা; এবং

(দ) প্রয়োজনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক সার্ভারের হার্ডওয়্যারের কোয়ালিটি টেস্ট করা।

৫.১২ **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সুরক্ষায় করণীয়:**

৭৫— (ক) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রোফাইল সম্পর্কে জানা ও সচেতন থাকা;

(খ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন: ফেসবুক, টুইটার, স্কাইপি, ইমো, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদিতে কোন পোস্ট/আপলোড, কমেন্ট, লাইক, বন্ধু বাছাই, শেয়ার করার ক্ষেত্রে যথাযথ সতকর্তা অবলম্বন করা;

(গ) অসামাজিক কোন সাইটে (যেমন: পর্নোসাইট, জুয়া বা লটারি বিষয়ক সাইট, জঙ্গিবাদ বিষয়ক সাইট ইত্যাদি) প্রবেশ থেকে বিরত থাকা;

(ঘ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেটিংস থেকে লগইন নোটিফিকেশন অপশন চালু রাখা:

(ঙ) নিজের অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত আরেকটি ই-মেইল ঠিকানা বা মোবাইল নম্বর যোগ করা যাতে কোনোভাবে অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে পুনরুদ্ধার করা যায়;

(চ) সামাজিক যোগাযোগ বিভিন্ন মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো পোস্ট/আপলোড, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা;

(ছ) সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ) অনুসরণ করা;

(জ) সাইন ইন করার ক্ষেত্রে ২-Factor Authentication-এর মাধ্যমে One-time Password (OTP) অপশন চালু রাখা; এবং

(ঝ) প্রয়োজনে অনলাইন অটো জিও টাইপিং ফিচার অপশন বন্ধ রাখা।

৬. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:**

৬.১ **ঝুঁকি বিশ্লেষণ:**

ডিজিটাল তথ্য সম্পদের ঝুঁকি বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে ঝুঁকির ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করার পাশাপাশি তথ্য সম্পদ সুরক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে তা যথাযথ বিশ্লেষণ করে প্রতিকারের উপায় চিহ্নিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের কোথায়, কীভাবে কোন প্রকৃতির আকস্মিক ঘটনা ঘটতে পারে তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার যাতে তথ্য সম্পদে যে সকল আকস্মিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে বা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে তার প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ শনাক্ত করে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

৬.২ **ঝুঁকি মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:**

ঝুঁকি প্রশমন করার জন্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি বিশ্লেষণের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ঝুঁকিসমূহকে কিভাবে প্রশমন করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য ঝুঁকির ফলাফল ও ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে একটি সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন পর্যায়ে থাকতে পারে। যেমন:

ক. ঘটনা ঘটার পূর্বে, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ. ঘটনা ঘটার সময়, ঝুঁকি শনাক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি অপসারণ;

গ. ঘটনা ঘটার পর, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঝুঁকি অপসারণ।

৬.৩ **আকস্মিক ঘটনা ব্যবস্থাপনা:**

তথ্য নিরাপত্তায় দূর্ঘটনা যে কোনো সময় ঘটতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ সতকর্তা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প ইত্যাদি ও সাইবার দূর্ঘটনার সময় দাপ্তরিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় স্বল্প সময়ের মধ্যে তথ্য ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যায়। আকস্মিক ঘটনা মোকাবিলার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের একটি জরুরি সাড়া প্রদানকারী টিম গঠন করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জনবল দ্বারা মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। এ কারণে জরুরি সাড়া প্রদানকারী টিম গঠনের ক্ষেত্রে নিজস্ব জনবলের পাশাপাশি অন্যান্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আকস্মিক ঘটনা মোকাবিলার জন্য এ টিমের কর্ম-পরিকল্পনা থাকতে হবে। বিশেষজ্ঞ টিম ঘটনা ঘটার পরপরই তদন্তপূর্বক যথাযথ রিপোর্ট প্রদান করবে। আকস্মিক ঘটনা তদন্তের পর সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। অধিকন্তু এ রিপোর্ট প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৭. **তথ্য ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা:**

প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ যে বিপর্যয় রোধ করার ক্ষেত্রে এর নিরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই সময়ে সময়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা করতে হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত নিরীক্ষা সংস্থার মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিচালনা করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিশেষজ্ঞ জনবলের মাধ্যমেও নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৮. **পরিদর্শন:**

ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট ও তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণসহ এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করার বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করা অত্যন্ত জরুরি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট ও তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণসহ এ সকল সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পরিদর্শন করতে হবে।

৯. **প্রশিক্ষণ:**

ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট ও তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. **তথ্য নিরাপত্তার আইনগত বিষয়সমূহ:**

তথ্য নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা ও গাইডলাইন ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

১. দি পেটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন অ্যাক্ট, ১৯১১;

২. রেকর্ড ম্যানুয়্যাল, ১৯৪৩;

৩. জাতীয় আরকাইভ আইন, ১৯৮৩;

৪. কপিরাইট অ্যাক্ট, ২০০০ (২০০৫-এ সংশোধিত);

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬;

৬. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯;

৭. ক্রিপটোগ্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য PKI সম্পর্কিত বিধি, ২০১০;

৮. সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪;

৯. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক প্রণিত Government of Bangladesh Information Security Manual, ২০১৬;

১০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮;

১১. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮;

১২. সরকারি চাকুরি আইন, ২০১৮;

১৩. সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮;

১৪. সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ);

১৫. সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি, ২০১৪; এবং

১৬. তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন, ২০১৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স শাখা
cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০১.১৭.১৪৯

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৪ / ৩০ এপ্রিল, ২০১৭

প্রজ্ঞাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন অপরিহার্য। ভূমিসেবায় গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক ভূমিসেবা-সংক্রান্ত ই-সেবা তৈরি করা হচ্ছে। জনবান্ধব ই-সেবা তৈরিতে যে সকল সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে সেগুলো কোনো সমন্বিত প্লাটফরমে না থাকায় সেবা গ্রহণের জন্য নাগরিকগণকে বিভিন্ন ই-ঠিকানায় তা খুঁজতে হয় এবং একটি সিস্টেমের সঙ্গে অন্য সিস্টেমের আন্তঃচলমানতা (Interoperability) সম্ভব হয় না। এ সকল সফটওয়্যারগুলোকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি-তথ্য ও সেবা কাঠামোর ভার্সন-০১ তৈরিপূর্বক এর উপাত্তমান (Data Standard) ও সমন্বয়মান (Integration Standard) প্রণয়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভূমি-সংক্রান্ত যে সকল ই-সেবা তৈরি করা হবে সেগুলো এই প্রমিতমান ব্যবহার করবে, ফলে বিভিন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার আন্তঃচলমান (Interoperable) হবে

এবং সকল ভূমিসেবা পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত থাকবে। সর্বোপরি সেবা প্রত্যাশীগণ কম সময়, কম খরচ এবং হয়রানিমুক্তভাবে একটিমাত্র সেবাক্ষেত্রের (www.land.gov.bd) মাধ্যমে ভূমিসেবা গ্রহণে সক্ষম হবেন।

২। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহই ভূমিসেবা তৈরির ক্ষেত্রে উক্ত উপাত্তমান এবং সমন্বয়মান ব্যবহার করবে।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ শাহগীর আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৮৮-০২-৯৫৮৮৩৯৫
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৬৬৫৫৯
ইমেইল: eg_sec@cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০১.১৭.১৪৯ তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৪ / ৩০ এপ্রিল, ২০১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২) সিনিয়র সচিব/সচিব, ---মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড।
৪) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড।
৫) প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৬) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
৭) বিভাগীয় কমিশনার, --বিভাগ।
৮) জেলা প্রশাসক, ---জেলা।
৯) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০) মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১১) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---উপজেলা।
১৩) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।

মোঃ শাহগীর আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৮, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪১৯/০৮ এপ্রিল ২০১৩

নং ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮-জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন

অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি করিয়া ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে বিদ্যমান আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট-এর পদনাম মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং অধিদপ্তর/সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসার হিসাবে পরিবর্তিত হইবে।

২। **ইনোভেশন টিমের গঠন :**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়	চিফ ইনোভেশন অফিসার	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
	সদস্য	মনোনীত কর্মকর্তা ৩-৫ জন (ন্যূনতম ০১ জন করিয়া কর্মকর্তা আইসিটি ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা হইতে মনোনীত হইবেন।)
		মন্ত্রণালয়/বিভাগে বর্তমানে বিদ্যমান ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম (Work Improvement Team/ WIT) ইনোভেশন টিম হিসাবে রূপান্তরিত হইবে এবং WIT-প্রধান চিফ ইনোভেশন অফিসার হিসাবে মনোনীত হইবেন।

অধিদপ্তর/ সংস্থা পর্যায়	ইনোভেশন অফিসার	-	পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
	সদস্য	-	মনোনীত কর্মকর্তা ৩-৫ জন (ন্যূনতম ০১ জন করিয়া কর্মকর্তা আইসিটি/পরিকল্পনা সেল হইতে মনোনীত হইবেন।)
জেলা পর্যায়	ইনোভেশন অফিসার	-	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক;
	সদস্য	-	সহকারী কমিশনার ১ জন;
			জেলার অন্যান্য দপ্তর থেকে মনোনীত কর্মকর্তা ৩-৫ জন।
উপজেলা পর্যায়	ইনোভেশন অফিসার	-	উপজেলা নির্বাহী অফিসার;
	সদস্য	-	সহকারী কমিশনার (ভূমি);
			উপজেলার অন্যান্য দপ্তর থেকে মনোনীত কর্মকর্তা ৩-৫ জন।

৩। **ইনোভেশন টিমের সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য পূর্বদক্ষতা:**
উচ্চতর প্রশিক্ষণ/শিক্ষা গ্রহণকারী, অতিরিক্ত দায়িত্বগ্রহণ ও নতুন উদ্ভাবনীমূলক কাজে আগ্রহী, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম, দলীয়ভাবে কাজ করিতে স্বচ্ছন্দ এবং অন্যকে সহায়তা করিবার মানসিকতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণকে এই টিমের সদস্য হিসাবে মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে। বদলিজনিত বা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার/ ইনোভেশন অফিসার এবং ইনোভেশন টিমের সদস্য পরিবর্তন করিতে পারিবেন। মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সচিব, অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে অধিদপ্তর/সংস্থাপ্রধান এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ইনোভেশন টিম গঠন করিবেন।

৪। **ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি :**

(১) স্ব স্ব কার্যালয়ের সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়ন;

(২) এই সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বৎসরের শুরুতে মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৩) প্রতিমাসে টিমের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

(৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(৫) প্রতি বৎসর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের একটি পূর্ণাঙ্গ বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, উহা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং স্বীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

৫। চিফ ইনোভেশন/ইনোভেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) স্ব স্ব কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের নেতৃত্ব প্রদান;

(২) পরিবর্তনের রূপকার হিসাবে স্বীয় কার্যালয়ে সেবা প্রদান ও অভ্যন্তীণ কর্মপ্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল চর্চার সংস্কৃতি ও ক্ষেত্র গড়িয়া তোলা, আইসিটি ও সকল উদ্ভাবনী কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি কাজকর্মে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টিম-সদস্যগণের কর্মস্পৃহার বিকাশসাধন এবং উদ্ভাবনী মেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ;

(৩) নাগরিকসেবা সহজীকরণ (service process simplification)-এর জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং সিটিজেন চার্টারের যথাযথ বাস্তবায়ন;

(৪) স্বীয় কার্যালয়ের সম্ভাব্য সকল সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তরে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন এবং ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও চিঠিপত্র, ডকুমেন্ট ইত্যাদি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণকে উৎসাহিতকরণ;

(৫) স্ব স্ব কার্যালয়ের যাবতীয় তথ্যাবলির সন্নিবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল তৈরি ও হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কার্যালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) জাতীয় আইসিটি নীতিমালায় বর্ণিত ICT Action Plan-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(৭) স্ব স্ব কার্যালয়ের আইসিটি কার্যক্রমের বাজেট তৈরি, প্রকল্প গ্রহণ, অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন;

(৮) তথ্য অধিকার আইন অনুসারে স্ব স্ব কার্যালয়ের নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত সমন্বয়; এবং

(৯) জাতীয় ই-জিফ (eGIF: e-Governance Interoperability Framework)-এর আওতায় আইসিটি কার্যক্রমকে আদর্শমানে আনয়ন (standardization) ও ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ।

৬। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই প্রজ্ঞাপনের আলোকে ইনোভেশন টিম গঠনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করিবেন এবং টিমকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

৭। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ নজরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গর্ভনেন্স অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৫০.০০১.১৭.৬৯

তারিখ: ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ / ২৮ নভেম্বর ২০১৭

আগামী ৬-৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ডিজিটাল ওয়ার্ড ২০১৭ অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন ডিজিটাল ওয়ার্ড ২০১৭ তে আইসিটি'র মাধ্যমে নাগরিক সেবায় বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরুপ একজন সেরা জেলা প্রশাসক, একজন সেরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং একজন সেরা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭-এ আইসিটি'র মাধ্যমে নাগরিক সেবায় বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরুপ একজন সেরা জেলা প্রশাসক, একজন সেরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং একজন সেরা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্দেশক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হল :

ক্রমিক	পদবি ও কর্মস্থল	
১.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহবায়ক
২.	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠপ্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	আইসিটি বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	এটুআই-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য সচিব

মোঃ আশরাফ হোসেন
যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স)
ফোন : ৯৫১৩৩৩৯
ই-মেইল : js_eg@cabinet.gov.bd

বিতরণ :

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৩। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।

৪। মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠপ্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৬। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৭। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০১.১৯.১৬

তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪২৬ / ১৬ জুন ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহার-সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬ অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান নির্দেশিকাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন ও তার কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হলো :

(ক) কমিটির রূপরেখা :

১.	সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	আহবায়ক
২.	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠপ্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৪.	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ	-	সদস্য
৫.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	-	সদস্য
৬.	জননিরাপত্তা বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	-	সদস্য
৭.	তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	-	সদস্য
৮.	যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

১. বিদ্যমান সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহার-সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬ পরিমার্জিতরূপে উপস্থাপন;

২. প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ প্রদান এবং

৩. কমিটি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. উর্মি বিনতে সালাম
উপসচিব
ফোন: ৪৭১১৯৪৯৭
ইমেইল: eg_sec2@cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০১.১৯.১৬

তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪২৬ / ১৬ জুন ২০১৯

<u>অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে)</u> :

১। সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার)/(জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ।

৫। যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স) মন্ত্রপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশের অনুরোধসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গর্ভনেন্স-২ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৪.০০১.১৮.১৯

তারিখ: ২২ মাঘ ১৪২৪ / ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিষয় : ই-নথি কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন।

সূত্র : ১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২১.২৯.১১১.১৬.৪৪১ সংখ্যক স্মারক।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৮ মার্চ ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৯৭.০০৪.১৫.৬৯ সংখ্যক স্মারক।

৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০৩.১৭.২০৮ সংখ্যক স্মারক।

রূপকল্প ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ উপজেলা থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বমোট ২৪২০ টি সরকারি দপ্তরে প্রায় ৩৫০০০ ব্যবহারকারী ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে দাপ্তরিক নথি নিষ্পন্ন করছেন। ই-নথি বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ যেকোন স্থান থেকে নাগরিকগণকে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে যা সকল মহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

২। সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ১৫(১)(ক), ১৫(১)(গ), ১৫(৬) এবং ১৬ নম্বর নির্দেশনাসমূহে ই-নথি বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদানসহ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পত্র গ্রহণ এবং পত্র প্রেরণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদানের সুস্পষ্ট অনুশাসন রয়েছে। এছাড়াও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নির্দেশিকা-২০১৫ এবং জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫-এ ই-নথি কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যপদ্ধতি ও সেবার মনোন্নয়ন-সংক্রান্ত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ই-নথি-সংক্রান্ত কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩। ই-নথি সিস্টেম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

ক) দপ্তরের শাখাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা করে পর্যায়ক্রমে সকল দাপ্তরিক নথি ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;

খ) ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথি পুনরায় হার্ডকপিতে উপস্থাপন না করা;

গ) এন্ড্রয়েড ও আইওএস মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নথি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান;

ঘ) আওতাধীন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে আবশ্যিকভাবে ই-নথি বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) মাসিক সমন্বয় সভায় ই-নথি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং শ্রেষ্ঠ ই-নথি সিস্টেম ব্যবহারকারীগণকে স্বীকৃতি প্রদান;

চ) সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ই-নথি ব্যবহারে পারদর্শীতাকে বিশেষ গুরত্ব দেওয়া;

ছ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসমূহে ই-নথি সিস্টেম অন্তর্ভুক্তকরণ যাতে কর্মচারীদের ই-নথি সিস্টেম ব্যবহারে দক্ষতা তৈরি হয়; এবং

ঝ) সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর ১৫(১)(খ)-এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যান্ড উইথ-এর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪। বর্ণিতাবস্থায়, ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নের তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করে নাগরিকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রমে গতিসঞ্চারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোছাঃ শিরিন সবনম
সিনিয়র সহকারী সচিব

৭৬—

মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২) সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।

৩) চেয়ারম্যান/মহাপরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী (সকল)

৪) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

৫) জেলা প্রশাসক (সকল)।

৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৪.০০১.১৮/১(২)

তারিখ: ২২ মাঘ ১৪২৪ / ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

সদয় অবগতির জন্য :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১
বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩২.০০১.১৮.২১.-রূপকল্প-২০২১ অনুসরণে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ জনকল্যাণমুখী নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন নীতি-নির্দেশনায়ও কম সময়ে, স্বল্প খরচে এবং ভোগান্তিবিহীনভাবে সেবা পৌছানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তথ্য ও সেবা জনগণের হাতের মুঠোয় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে যেখানে ৪৫০০০-এরও অধিক সরকারি দপ্তরের তথ্য সহজলভ্য হয়েছে এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সরকারি বাতায়ন হিসেবে তা ইতোমধ্যে ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছে। কম সময়ে সেবা প্রত্যাশীগণের নিকট কাগজবিহীন পদ্ধতিতে সেবা পৌছে দেওয়ার নিমিত্ত ই-নথি প্রচলন করা হয়েছে যা অচিরেই সকল সরকারি দপ্তরে বাস্তবায়িত হবে। সরকারি দপ্তর থেকে প্রদেয় সকল সেবা সহজিকরণ এবং ই-সেবায় রূপান্তরের জন্য দপ্তরসমূহ কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন-সংস্কৃতি বিকাশে সরকারি সেবা প্রদায়কগণের মধ্যেও বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

২। বর্ণিতাবস্থায়, সরকারি দপ্তরসমূহ থেকে প্রদেয় সেবাসমূহ ব্যবহারকারীবান্ধবরূপে দ্রুত সম্প্রসারণ এবং দেশে উদ্ভাবন-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধনে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :

(ক) কমিটি গঠন :

১.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	আহ্বায়ক
২.	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসার	-	সদস্য
৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	-	সদস্য
৫.	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	-	সদস্য
৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	-	সদস্য
৭.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	-	সদস্য
৮.	প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম	-	সদস্য
৯.	যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ-বিষয়ক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে সরকারি ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-নথির ব্যবহার মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ;

৩. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত সেবা সহজিকরণ-বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়সাধন;

৫. সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দপ্তরসমূহে ই-সেবার সম্প্রসারণ বিষয়ে সমন্বয়সাধন;

৬. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সেবা-প্রদানকারীগণের তথ্য প্রযুক্তি-বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

৭. প্রতিবছর সেবা সহজিকরণ, অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত ও উদ্ভাবন-সংক্রান্ত সংকলন প্রকাশ;

৮. কমিটি প্রতিমাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হয়ে উপর্যুক্ত বিষয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে; এবং

৯. কমিটি প্রয়োজনে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোছাঃ শিরিন সবনম
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১৭.১৩.১৯

তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২২
২৯ জুন ২০১৫

প্রজ্ঞাপন

ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information & Service Architecture: জমি) যথাযথভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হল :

১.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন বাংলাদেশ, নিবন্ধন অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৫.	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৬.	ভূমি ও সংস্কার বোর্ডের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৭.	ভূমি আপীল বোর্ডের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৮.	জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজর, এটুআই প্রোগ্রাম	সদস্য
৯.	ড. মো: আব্দুল মান্নান, পরিচালক, ই-সার্ভিস, এটুআই প্রোগ্রাম	সদস্য-সচিব

২। কার্যপরিধি : ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information & Service Architecture: জমি) যথাযথভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন।

০৩। কমিটি প্রয়োজনেবোধে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মাহ্‌ফুজা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
পরিচিতি নম্বর: ১৫৬৯৮
ফোন: ৯৫৮৮৩৯৫
ফ্যাক্স: ৯৫১৩৩০২
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০১.১৭.১৪৯

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৪ / ৩০ এপ্রিল, ২০১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৬. সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯. মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন বাংলাদেশ, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১১. জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজার, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১২. ড. মো: আব্দুল মান্নান, পরিচালক, ই-সার্ভিস, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১৩. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মাহ্‌ফুজা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
পরিচিতি নম্বর: ১৫৬৯৮
ফোন: ৯৫৮৮৩৯৫
ফ্যাক্স: ৯৫১৩৩০২
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৬৬.০১০.১৫.৬৬

তারিখ: ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২ / ১৯ নভেম্বর ২০১৫

প্রজ্ঞাপন

একটি গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণকল্পে সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারি সেবা নাগরিকগণের দোরগোড়ায় কম সময়ে, কম খরচে ও ভোগান্তিবিহীনভাবে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ‘সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন’ সংক্রান্ত কার্যক্রম (Activity)-এর আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কমপক্ষে একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও একটি করে অনলাইন সেবা চালুকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উল্লিখিত কার্যক্রম সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কমিটি গঠন করা হল :

(ক) কমিটির গঠন :

১.	অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
২.	উপসচিব, প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা	সদস্য
৩.	উপসচিব, সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা	সদস্য
৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	উপসচিব, ই-গভর্নেন্স অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত একটি সেবা সহজীকরণ এবং একটি ই-সেবা চালুকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;

২. প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হয়ে সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ এবং ই-সেবা চালুকরণের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ ; এবং

৩. প্রতি বছর সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ ও ই-সেবা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

০২। উল্লিখিত কমিটি প্রয়োজনে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

০৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মাহ্‌ফুজা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
পরিচিতি নম্বর: ১৫৬৯৮
ফোন: ৯৫৮৮৩৯৫
ফ্যাক্স: ৯৫১৩৩০২
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd

উপপরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা [বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রজ্ঞাপনটি অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশ করে ২০০ (দুইশত) কপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হল।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৩.০০৫.১৯.৬৩

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪২৭ / ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

পরিপত্র

বিষয় : বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন-এর নিমিত্ত কারিগরি কমিটি গঠন সংক্রান্ত।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/মাঠ প্রশাসনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন-এর নিমিত্ত কারিগরি কমিটি নিম্নরূপে নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

কমিটি:

(১) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সভাপতি
(২) অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(৩) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	-	সদস্য
(৬) প্রকল্প পরিচালক/যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক, এটুআই	-	সদস্য
(৭) যুগ্মসচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(৮) যুগ্মসচিব, প্রশাসন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(৯) যুগ্মসচিব, ই-গভর্নেন্স, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(১০) উপসচিব, ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য সচিব

০২। কমিটির কার্যপরিধি :

(১) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/মাঠ প্রশাসনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;

(২) বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সংশোধন/পরিমার্জন;

(৩) বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়নের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কে সম্মাননা/সার্টিফিকেট প্রদানের সুপারিশ; এবং

(৪) উক্ত কমিটি প্রতি তিন মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

০৩। এই কমিটি প্রয়োজনে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। এছাড়াও এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞকেও সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

০৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. উর্মি বিনতে সালাম
উপসচিব
ফোন: ৪৭১১৯৪৯৭
ই-মেইল: eg_sec2@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০৫। প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম
০৬। যুগ্মসচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০৭। যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০৮। যুগ্মসচিব, ই-গভর্নেন্স অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০৯। উপসচিব, ই-গভর্নেন্স-০২ অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৩.০০৫.১৯.৬৩

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪২৭ / ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

<u>অনুলিপি (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে):</u>

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৩। সিস্টেম এনালিস্ট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (উপর্যুক্ত পরিপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্ভাবনী কার্যক্রম সেবা বক্সে আপলোড করার অনুরোধসহ)

০৪। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ড. উর্মি বিনতে সালাম
উপসচিব
ফোন: ৪৭১১৯৪৯৭
ই-মেইল: eg_sec2@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯
(পরিমার্জিত সংস্করণ)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯

১. **ভূমিকা:**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের এ প্রবণতা লক্ষণীয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিক সেবা প্রদানে সমস্যা পর্যালোচনা, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণা এবং সর্বোপরি জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। অপরদিকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের অসত্য তথ্য প্রকাশ করে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ২০১৬ সালে জারিকৃত নির্দেশিকাটি পরিমার্জনের

আবশ্যকতা দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নির্দেশিকাটির পরিমার্জিত সংস্করণ 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়।

২. **সংজ্ঞা:**

(ক) "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" অর্থ কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে তথ্য-উপাত্ত (টেক্সট, ইমেজ, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি) আদান-প্রদানের একটি প্লাটফরম;

(খ) "সরকারি প্রতিষ্ঠান" অর্থ কোনো আইন, বিধি বা সরকারি আদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অথবা সরকারের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ; এবং

(গ) "ডিজিটাল ডিভাইস" অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম যা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপাল্স ব্যবহার করে যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পন্ন করে অথবা কোন ডিজিটাল সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিত, যোগাযোগ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করে তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

৩. **নির্দেশিকা জারির উদ্দেশ্য ও অধিক্ষেত্র:**

৩.১ উদ্দেশ্য:

ক. সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

খ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীগণের করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করা; এবং

গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।

৩.২ অধিক্ষেত্র:

এ নির্দেশিকাটি সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, কমিশন, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানী, মাঠ পর্যায়ের অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্থাপনা এবং গণকর্মচারীগণ কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪. **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন:**

বর্তমান বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে, যেমন: ব্লগ, মাইক্রোব্লগস, ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, স্কাইপ, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, সিগন্যাল, ইউটিউব, উইচ্যাট, ইনস্টাগ্রাম, ম্যাসেঞ্জার, ইমু ইত্যাদি। অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগের এই সকল মাধ্যমের অধিকাংশই ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত। অনেকক্ষেত্রে একজন ব্যবহারকারী একাধিক মাধ্যমও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া কোনো কোনো মাধ্যমের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বা সমন্বয়ের সুবিধাও রয়েছে। এসব যোগাযোগ মাধ্যম তথা প্লাটফরমের ভিন্নতা অনুযায়ী এগুলোর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা, অভীষ্ট গোষ্ঠী, ব্যবহারের শর্তাবলি, তথ্যের গোপনীয়তা ইত্যাদিরও ভিন্নতা রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি ও কর্মকৌশল, অভীষ্টগোষ্ঠী ও অংশীজন, পদ্ধতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের নিয়ম ও শর্তাবলি পর্যালোচনা করে উপযুক্ত এক বা একাধিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন করা যেতে পারে।

৫. **সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার:**

নিম্নবর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক. নেটওয়ার্কিং ও মতবিনিময় (অভ্যন্তরীণ ও বহি:);

খ. নাগরিক সেবা প্রদানে সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধান;

গ. জনসচেতনতা ও প্রচারণা;

ঘ. নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন;

ঙ. নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ;

চ. জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; এবং

ছ. নাগরিক সেবা প্রদানের নতুন মাধ্যম ইত্যাদি।

৬. **একাউন্ট ব্যবস্থাপনা:**

৬.১ **দাপ্তরিক একাউন্ট ব্যবস্থাপনা:**

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য একাউন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করবে:

ক. দপ্তরের একাউন্ট বা পেজের ব্যানারে ব্যক্তি বা পদবির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের নামে হবে। তবে, একাউন্ট তৈরির ক্ষেত্রে সিস্টেমে ব্যক্তির নাম প্রদান করা অপরিহার্য হলে ব্যক্তির নামের পাশাপাশি মূল পেজের ব্যানারে প্রতিষ্ঠানের নাম ও লোগো থাকতে হবে।

খ. মূল পেজের ব্যানারে অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে উক্ত মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্য, অভীষ্টগোষ্ঠী (অডিয়েন্স) ও ব্যবহারকারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে।

গ. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা ৩/৫ সদস্যের একটি টিম উক্ত ইউজার একাউন্টের এডমিন বা মডারেটর বা কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

ঘ. দাপ্তরিক পেইজের ব্যানার বা প্রোফাইল পিকচারে কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ছবি ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ. একাউন্টের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে তা সময়ে সময়ে পরিবর্তন করবেন।

চ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিবেচনায় এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের আলোকে এর কন্টেন্ট প্রদর্শন, মন্তব্য/মতামত জ্ঞাপন, সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি, প্রবেশাধিকার, প্রাইভেসি ইত্যাদি বিষয়ের সেটিংস সংশ্লিষ্ট এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচন করা হবে।

ছ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে প্লাটফরম ব্যবহার করা হবে তার নিয়ম ও শর্তাবলি অবশ্যই পালন করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এর জন্য কোন অনভিপ্রেত অবস্থার সম্মুখীন হতে না হয়।

জ. সোশ্যাল মিডিয়া পেজকে দাপ্তরিক নিজস্ব ওয়েবসাইটের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে। তবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে দাপ্তরিক ওয়েবসাইটের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।

ঝ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System)-এর সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

ঞ. দাপ্তরিক যোগাযোগের সময় চিঠিপত্রসহ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেটার হেড-এ প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক ঠিকানার সঙ্গে ব্যবহৃত ওয়েব ঠিকানার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিজস্ব ঠিকানাটিও ব্যবহার করতে হবে।

৬.২ **ব্যক্তিগত একাউন্ট ব্যবস্থাপনা:**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত একাউন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে:

ক. ব্যক্তিগত একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল নাগরিকসুলভ আচরণ ও অনুশাসন মেনে চলতে হবে;

খ. কন্টেন্ট ও 'ফ্রেন্ড' সিলেকশনে সতর্কতা অবলম্বন এবং অপ্রয়োজনীয় ট্যাগ, রেফারেন্স বা শেয়ার করা পরিহার করতে হবে;

গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার বা নিজ একাউন্টের ক্ষতিকারক কন্টেন্ট-এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন এবং সে জন্য প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে; এবং

ঘ. একাউন্টের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে তা' নিয়মিত পরিবর্তন করতে হবে।

৭. **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিষয়বস্তু ব্যবস্থাপনা:**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদেয়/প্রদত্ত বিষয়বস্তু অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

ক. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিতব্য টেক্সট, ফটো, অডিও ভিডিও ইত্যাদি গুরুত্বের সঙ্গে নির্বাচন ও বাছাই করতে হবে। কর্তৃপক্ষ বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্লাটফরমে তা প্রকাশের অনুমতি প্রদান করবেন;

খ. নিজস্ব পোস্টে প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে;

গ. ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট কোনো কন্টেন্ট (টেক্সট,ফটো, অডিও ও ভিডিও ইত্যাদি) দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো ক্রমেই পোস্ট, আপলোড বা শেয়ার করা যাবে না;

ঘ. সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো পোস্ট আপলোড, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে; এবং

ঙ. গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্টসমূহের আর্কাইভিং, পুনঃপ্রদর্শন ও শেয়ারিং উৎসাহিত করতে হবে।

৮. **হালনাগাদকরণ ও সাড়া প্রদান:**

ক. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর্তৃপক্ষ নিয়মিত নিজ সাইট হালনাগাদ/সাড়া (Response) প্রদান করবেন;

খ. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্থাপিত সমস্যা, মন্তব্য বা প্রশ্নের বিষয়ে সাড়া প্রদান করবেন; এবং

গ. জনপ্রশাসনে নাগরিক-সম্পৃক্তি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্ভব সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণ বা অংশীজন কর্তৃক পোস্ট প্রদানকে উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক কর্তৃক পোস্টকৃত বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা ও সাড়া প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৯. **সরকারি আইন ও বিধি-বিধানের প্রযোজ্যতা:**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

১০. **পরিহারযোগ্য বিষয়াদি:**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করা যাবে না:

ক. জাতীয় ঐক্য ও চেতনার পরিপন্থী কোনো রকম তথ্য-উপাত্ত;

খ. কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন বা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিপন্থী কোনো তথ্য-উপাত্ত;

গ. রাজনৈতিক মতাদর্শ বা আলোচনা-সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য-উপাত্ত;

ঘ. বাংলাদেশের বসবাসকারী কোনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, বা সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক বা হেয় প্রতিপন্নমূলক তথ্য-উপাত্ত;

ঙ. কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করে এমন তথ্য-উপাত্ত;

চ. লিঙ্গ বৈষম্য বা এ সংক্রান্ত বিতর্কমূলক কোনো তথ্য-উপাত্ত;

ছ. জনমনে অসন্তোষ বা অপ্রীতিকর মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো বিষয়, লেখা, অডিও বা ভিডিও ইত্যাদি;

জ. আত্ম-প্রচারণামূলক কোনো পোস্ট; এবং

ঝ. ভিত্তিহীন, অসত্য ও অশ্লীল তথ্য প্রচার।

১১. **পরিবীক্ষণ:**

ক. প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে।

খ. প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার-সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও করণীয় নির্ধারণ করবে।

১২. **স্পস্টীকরণ:**

এ নির্দেশিকা অনুসরণে কোনো সমস্যা বা কোনো অ দর বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট-এর নজরে আনয়ন করা যেতে পা...

সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নং- ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০০১.১৮-১০৭

তারিখ: ২৭ ফাল্গুন ১৪২৪ / ১১ মার্চ ২০১৮

পরিপত্র

বিষয় : মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পদ সৃষ্টি, বিলুপ্তি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পদ সৃষ্টি, বিলুপ্তি ইত্যাদি প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮ মার্চ ২০১৭ তারিখের ৫৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে "পদ সৃষ্টি, পদ স্থায়ীকরণ এবং জনবল নিয়োগ পদ্ধতি (রাজস্ব) প্রভৃতি সমজাতীয় কার্যক্রমকে আরও সহজতর করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি"র পরিবর্তে নিম্নরূপ নীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হবে:

(১) পদ সৃজন, বিলুপ্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে পৃথকভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে;

(২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রস্তাব পর্যালোচনা করে চেকলিস্ট অনুযায়ী কাগজপত্র/তথ্যাদির কোনো ঘাটতি থাকলে অনধিক ০৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে;

(৩) স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সম্মতি/অসম্মতি জ্ঞাপন করবে;

(৪) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর অর্থ বিভাগ প্রস্তাব পর্যালোচনা করে চেকলিস্ট অনুযায়ী কাগজপত্র/তথ্যাদির কোনো ঘাটতি থাকলে অনধিক ০৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে;

(৫) স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর অর্থ বিভাগ অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সম্মতি/অসম্মতি জ্ঞাপন করবে;

(৬) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ এবং বেতন স্কেল নির্ধারণের জন্য একই সঙ্গে প্রস্তাব প্রেরণ করবে। অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ/রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ সমন্বিতভাবে কাজ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একই স্মারকে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন এবং বেতন স্কেল নির্ধারণ করবে। সচিব, অর্থ বিভাগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ/রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করবেন;

(৭) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রস্তাবের অনুলিপি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে গঠিত নিম্নবর্ণিত পরিবীক্ষণ কমিটিতে প্রেরণ করবে:

(ক) <u>কমিটির গঠন :</u>

(১)	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
(২)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সওব্য), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ/রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান), অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৪)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (বাস্তবায়ন), অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত সচিব, প্রস্তাব প্রেরণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সদস্য

(খ) <u>কমিটির কার্যপরিধি :</u>

(১) কমিটি প্রতি মাসে সার্বিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে;

(২) উল্লিখিত কমিটি পদ সৃজন, পদ স্থায়ীকরণ এবং সমজাতীয় কার্যক্রমের প্রস্তাব online-এ submission এর লক্ষ্যে একটি সফটওয়্যার তৈরির ব্যবস্থা নিবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপট করতে পারবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বর্ণিত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আয়েশা আক্তার
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৫১১৫২
E-mail: ad_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব (সকল)
.... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩। সচিব (সকল)
....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৪। অতিরিক্ত সচিব .... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৫। যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (পরিপত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)

প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পুরস্কার/পদক সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

(নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সংশোধিত)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭১২.২২.০০৫.১৯-১১৮

তারিখ: ২৯ কার্তিক ১৪২৬ / ১৪ নভেম্বর ২০১৯

বিষয় : **জাতীয় পুরস্কার/পদক সংক্রান্ত নির্দেশাবলি, ২০১৯।**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হইতে ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/১৫ মে ২০১৭ তারিখে জারিকৃত জাতীয় পুরস্কার/পদক সংক্রান্ত নির্দেশাবলি আংশিক সংশোধনক্রমে নিম্নরূপ নির্দেশাবলি জারি করা হইলঃ

নিম্নবর্ণিত পুরস্কার/পদকসমূহ জাতীয় পুরস্কার/পদক হিসাবে গণ্য হইবে –

০১। স্বাধীনতা পুরস্কার

০২। একুশে পদক

০৩। বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

০৪। বেগম রোকেয়া পদক

০৫। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

০৬। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার

২। জাতীয় পুরস্কার/পদকসমূহের মানক্রম, উহাদের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পুরস্কার/পদক প্রাপকগণকে প্রদেয়সমূহ নিম্নরূপ হইবেঃ

মানক্রম	পুরস্কার/পদকের নাম	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রদেয়সমূহ
০১।	স্বাধীনতা পুরস্কার	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১। আঠার ক্যারেট মানের পঞ্চাশ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক; ২। পদকের একটি রেপ্লিকা; ৩। পাঁচ লক্ষ টাকা; এবং ৪। একটি সম্মাননাপত্র।
০২।	একুশে পদক	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১। আঠার ক্যারেট মানের পঁয়ত্রিশ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক; ২। পদকের একটি রেপ্লিকা; ৩। চার লক্ষ টাকা; এবং ৪। একটি সম্মাননাপত্র।
০৩।	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার	কৃষি মন্ত্রণালয়	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।
০৪।	বেগম রোকেয়া পদক	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১। আঠার ক্যারেট মানের পঁচিশ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক; ২। পদকের একটি রেপ্লিকা; ৩। চার লক্ষ টাকা; এবং ৪। একটি সম্মাননাপত্র।

মানক্রম	পুরস্কার/পদকের নাম	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রদেয়সমূহ
০৫।	জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার	তথ্য মন্ত্রণালয়	১। আঠার ক্যারেট মানের পনের গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক; ২। পদকের একটি রেপ্লিকা; ৩। একটি সম্মাননাপত্র; এবং ৪। (ক) আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্তকে তিন লক্ষ টাকা; (খ) শ্রেষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রযোজককে দুই লক্ষ টাকা; (গ) শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রযোজককে দুই লক্ষ টাকা; (ঘ) শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রযোজককে দুই লক্ষ টাকা; (ঙ) শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালককে দুই লক্ষ টাকা; (চ) অন্যান্য ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা।
০৬।	জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১। আঠার ক্যারেট মানের পঁচিশ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক; ২। এক লক্ষ টাকা; এবং ৩। একটি সম্মাননাপত্র।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পুরস্কার/পদক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৪। স্বাধীনতা পুরস্কার এবং একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করিবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। অন্যান্য সকল জাতীয় পুরস্কার/পদক প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করিবেন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব।

৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় পুরস্কার/পদক প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ, মনোনয়নপত্রের ছক, মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের প্রক্রিয়া ইত্যাদি তথ্য সংবলিত নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

৬। ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’ প্রাপকের তালিকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হইবে। অন্যান্য জাতীয় পুরস্কার/পদক প্রাপকের তালিকা ‘জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’র সুপারিশক্রমে চূড়ান্ত করা হইবে।

৭। জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা পুরস্কার, জাতীয় শিশু পুরস্কার, জাতীয় সমবায় পুরস্কার, জাতীয় যুব পুরস্কার ও রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার জাতীয় পর্যায়ে প্রদান অব্যাহত থাকিবে। এইগুলি জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এই নির্দেশাবলির আওতা-বহির্ভূত থাকিবে। এই সকল পুরস্কার প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রচলিত নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্বক নতুন নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮। এই নির্দেশাবলি অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৪.১১/১৯
(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭১২.২৩.০০২.১৬-১২১

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ১৯ নভেম্বর ২০১৯

বিষয় : **স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।**

কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করিতে পারেনঃ

১.০১ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ।
১.০২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।
১.০৩ চিকিৎসাবিদ্যা।
১.০৪ শিক্ষা।
১.০৫ সাহিত্য।
১.০৬ সংস্কৃতি।
১.০৭ ক্রীড়া।
১.০৮ পল্লী উন্নয়ন।
১.০৯ সমাজসেবা/জনসেবা।
১.১০ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
১.১১ জনপ্রশাসন।
১.১২ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ।
১.১৩ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ক্ষেত্র।

২। বিদ্যমান নির্দেশাবলিতে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ অনুযায়ী প্রাথমিক মনোনয়ন প্রস্তাব আহবান করা হইবে। তবে, স্বাধীনতা পুরস্কার দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিধায় এই পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচনকালে দেশ ও মানুষের কল্যাণে অসাধারণ অবদান রাখিয়াছেন, এমন সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকেই বিবেচনা করা হইবে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব (lifetime achievement) সবচাইতে বেশি গুরুত্ব পাইবে।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা পোষণ করিলে কোন বৎসর এই পুরস্কার প্রদানের সংখ্যা বা ক্ষেত্রের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। পুরস্কারের সংখ্যা সাধারণভাবে কোন বৎসরে ১০ (দশ)-এর অধিক হইবে না এবং কেবল বাংলাদেশের নাগরিকগণ কিংবা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহ স্বাধীনতা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হইবেন/হইবে।

৪। স্বাধীনতা পুরস্কার হিসাবে ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ৫০ (পঞ্চাশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হইবে। পুরস্কার প্রাপকদেরকে দেয় সম্মাননাপত্র সংলাগ 'গ' নমুনানুসারে হইবে।

৫। পুরস্কারের জন্য মনোনীত কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে বা নির্দিষ্ট তারিখে পুরস্কার গ্রহণ করিবেন/করিবে মর্মে কোন সুনিশ্চিত সম্মতি পাওয়া না গেলে নির্বাচিত ব্যক্তি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম পুরস্কারপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না। অর্থাৎ তাঁহার/তাঁহাদের নাম পুরস্কারপ্রাপ্ত হিসাবে ঘোষণা করা হইবে না।

৬। কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মৃত ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে (মরণোত্তর) মনোনীত করা হইলে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণের জন্য যদি তাঁহার যথাযথ উত্তরাধিকারী খুঁজিয়া পাওয়া না যায় সেই ক্ষেত্রে ঘোষিত পুরস্কারটি সংরক্ষণের জন্য সাধারণভাবে জাতীয় যাদুঘরে প্রেরণ করা হইবে। তবে, কোন সময় পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃত ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা পেশাগতভাবে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ঘোষিত পুরস্কার এবং পুরস্কারের পদক, অর্থ ও সম্মাননাপত্র সেই প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রদান করা যাইবে। প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধান কিংবা উহার মনোনীত প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৭। স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবেঃ

৭.০১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব আহবান করিয়া সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ইতঃপূর্বে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তদের নিকট পত্র প্রেরণ করিবে।

৭.০২ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিজ নিজ কার্যসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য এবং ইতঃপূর্বে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/ স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তগণ নির্ধারিত যে কোন ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবে/পারিবেন।

৭.০৩ পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংলাগ-'ক' এবং প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ক্ষেত্রে সংলাগ-'খ'-তে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া প্রতিটি প্রস্তাবের ৩০ (ত্রিশ) প্রস্থ অনুলিপি নভেম্বর মাসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পৌঁছাইতে হইবে।

৭.০৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/ স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হইবে। যাচাই-বাছাই করার পর প্রস্তাবসমূহ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

৭.০৫ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।

৭.০৬ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগদানকারী পুরস্কার প্রাপক বা উপ-অনুচ্ছেদ ৭.০৭ ও ৭.০৮ এ বর্ণিত ব্যক্তি নিজ আবাসস্থল হইতে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানস্থল (বিদেশে অবস্থানকারীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাস) পর্যন্ত যাতায়াত বাবদ রেল, নৌ বা সড়ক পথে ভ্রমণের জন্য প্রথম শ্রেণির প্রকৃত ভাড়া, আকাশ পথে ভ্রমণের জন্য ইকোনমি শ্রেণির প্রকৃত ভাড়া এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/দূতাবাস প্রধান এই দাবি পরিশোধের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ পরিশোধিত অর্থ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ হইতে পুনর্ভরণ করা হইবে। দ্রব্যমূল্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সরকার সময় সময় ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতার হার নির্ধারণ করিবে।

৭.০৭ মরণোত্তর পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপক অনিবার্য কারণবশত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে অপারগ, সে সকল ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপকের স্ত্রী বা স্বামী অথবা যথাযথ উত্তরাধিকারী পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

৭.০৮ যদি পুরস্কার প্রাপক অথবা মরণোত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির যথাযথ উত্তরাধিকারী এমন কোন দেশে অবস্থান করেন যেখানে বাংলাদেশের দূতাবাস রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান দূতাবাসে অনুষ্ঠিত হইবে এবং দূতাবাস প্রধান পুরস্কার প্রদান করিবেন। পুরস্কারের অর্থ দূতাবাস কর্তৃক পুরস্কার প্রাপককে প্রদান করা হইবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দূতাবাসকে উক্ত অর্থ পুনর্ভরণ করিবে।

৭.০৯ যদি পুরস্কার প্রাপক বা মরণোত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির যথাযথ উত্তরাধিকারী এমন কোন দেশে অবস্থান করেন যেখানে বাংলাদেশের দূতাবাস নাই, সেই ক্ষেত্রে বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে পুরস্কার তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইবে। পুরস্কারের অর্থ বাংলাদেশী মুদ্রার বিনিময় হারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রায় অথবা মার্কিন ডলার/পাউন্ড স্টার্লিং এ প্রদান করা হইবে।

৭.১০ কোন পুরস্কার প্রাপক বা মরণোত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির যথাযথ উত্তরাধিকারী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে সক্ষম না হইলে তিনি পুরস্কারটি বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁহার নিকট প্রেরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

৮। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারিকৃত নির্দেশাবলি এতদ্বারা বাতিল/সংশোধন করা হইল।

স্বাক্ষরিত/-
১৯-১১-২০১৯
(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সংলাগ-ক

স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য ছক

প্রস্তাবিত ব্যক্তির পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য

১। ব্যক্তিগত তথ্যঃ

১.০১ নাম বাংলায়ঃ
ইংরেজিতেঃ

১.০২ পিতার নামঃ

১.০৩ মাতার নামঃ

১.০৪ জন্ম তারিখঃ

১.০৫ মরণোত্তর পুরস্কারের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মৃত্যুর তারিখঃ

১.০৬ নাগরিকত্বঃ

১.০৭ স্থায়ী ঠিকানাঃ

১.০৮ বর্তমান ঠিকানাঃ

১.০৯ ল্যান্ড ফোন নম্বরঃ অফিস/আবাসিক
মোবাইল ফোন নম্বরঃ

১.১০ ফ্যাক্স নম্বরঃ

১.১১ ই-মেইল ঠিকানাঃ

২। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষার স্তর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	শিক্ষা জীবনের বিশেষ কৃতিত্ব (যদি থাকে)
১.	প্রাথমিক বিদ্যালয়		
২.	এস,এস,সি/সমমান		
৩.	এইচ,এস,সি/সমমান		
৪.	স্নাতক/সমমান		
৫.	স্নাতকোত্তর/সমমান		
৬.	উচ্চতর ডিগ্রি		

৭.	উল্লেখযোগ্য অন্য কোন সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা		

৩। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা/প্রবন্ধ/বই ইত্যাদির বিবরণঃ

ক্রমিক নং	প্রকাশিত গবেষণা/ প্রবন্ধ/বই ইত্যাদির শিরোনাম	প্রকাশক/জার্নালের নাম, প্রকাশনার স্থান ও বৎসর	মন্তব্য
১.			
২.			

১০.			

৪। প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার/সম্মাননা/পদক ইত্যাদির বিবরণঃ

ক্রমিক নং	পুরস্কার/সম্মাননা/পদকের নাম ও প্রাপ্তির বৎসর	পুরস্কার/সম্মাননা/পদক যে কাজের জন্য পাইয়াছেন	মন্তব্য
১.			
২.			

১০.			

৫। সামাজিক/সাংস্কৃতিক/রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিলে পদের নাম ও সময়কাল	বিশেষ কৃতিত্ব (যদি থাকে)
১.			
২.			

১০.			

৬। যে ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করা হইতেছে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যক্তির অবদানঃ

৭। উল্লেখ করার মত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকিলে তার বিবরণঃ

৮। প্রস্তাব বিবেচনাকালে জরুরি কোন তথ্যের জন্য বা অন্য যে কোন প্রয়োজনে যাহার সঙ্গে যোগাযোগ করিতে হইবেঃ

৮.০১ নামঃ
৮.০২ বর্তমান ঠিকানাঃ
৮.০৩ ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বরঃ
৮.০৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ
৮.০৫ ই-মেইল ঠিকানাঃ

৯। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনিবার্য কারণে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যিনি পুরস্কার গ্রহণ করিবেনঃ

৯.০১ নামঃ
৯.০২ পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কঃ
৯.০৩ বর্তমান ঠিকানাঃ
৯.০৪ ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বরঃ

৯.০৫ ফ্যাক্স নম্বরঃ

৯.০৬ ই-মেইল ঠিকানাঃ

১০। প্রস্তাবঃ

....(প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম)..........সম্পর্কে উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। দেশ ও জাতির কল্যাণে অনন্যসাধারণ অবদান ও সামগ্রিক জীবনের অর্জন বিবেচনায় তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার পাইবার যোগ্য। আমি ২০........সালে..............................ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করিতেছি।

তারিখঃ

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর
(..........প্রস্তাবকারীর নাম..........)
সীল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১১। প্রস্তাবকারীর তথ্যঃ

১১.০১ প্রস্তাবকারী স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত হইলে পুরস্কারপ্রাপ্তির বৎসরঃ

১১.০২ প্রস্তাবকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইলে স্বাক্ষরকারীর পদবি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ

১১.০৩ বর্তমান ঠিকানাঃ

১১.০৪ ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বরঃ

১১.০৫ ফ্যাক্স নম্বরঃ

১১.০৬ ই-মেইল ঠিকানাঃ

প্রস্তাব ছক পূরণ বিষয়ে নির্দেশিকা

ক. মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিবেন।

খ. প্রস্তাবের সকল পাতায় এবং সংলাগসমূহে প্রস্তাবক অনুস্বাক্ষর করিবেন।

গ. প্রস্তাব A4 আকারের কাগজের একদিকে কম্পিউটার কম্পোজ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে এবং Nikosh Font−এ পেন ড্রাইভে ওয়ার্ড ফাইলে (স্ক্যান ফাইল গ্রহণ যোগ্য নয়) প্রস্তাবের সফট কপি প্রেরণ করিতে হইবে।

ঘ. প্রস্তাবিত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্ম সনদের ফটোকপি এবং মরণোত্তর পুরস্কারের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদের ফটোকপি প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে।

ঙ. প্রস্তাব ছকের ৬ ও ৭ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে (অনধিক ৩০০ শব্দ) সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনে ঐ সকল বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পৃথক কাগজে প্রস্তাবের সহিত সংলাগ আকারে প্রদান করা যাইবে।

চ. ছকের যে সকল বিষয় প্রস্তাবিত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় সে সকল বিষয়ে ‘‘প্রযোজ্য নয়’’ এবং যেগুলি নাই সেগুলির ক্ষেত্রে ‘‘নাই’’ লিখিতে হইবে।

ছ. ছকটি http.//www.cabinet.gov.bd ঠিকানা হইতে ডাউনলোড করিয়া ব্যবহার করা যাইবে।

সংলাগ-খ

স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য ছক

প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান প্রধানের পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি এবং প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম সংযুক্ত করিতে হইবে।

১। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যঃ

১.০১ নাম বাংলায়ঃ
ইংরেজিতেঃ

১.০২ পূর্ণ ঠিকানাঃ

১.০৩ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও রেজিস্ট্রেশনের বৎসর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১.০৪ প্রধান নির্বাহীর নামঃ

১.০৫ প্রধান নির্বাহীর পদবিঃ

১.০৬ ল্যান্ড ফোন নম্বরঃ অফিস/আবাসিক
মোবাইল ফোন নম্বরঃ

১.০৭ ফ্যাক্স নম্বরঃ

১.০৮ ওয়েবসাইট ঠিকানাঃ

১.০৯ ই-মেইল ঠিকানাঃ

২। প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং অর্জন/অবদান/কৃতিত্বসমূহঃ

৩। প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার/সম্মাননা/পদকঃ

ক্রমিক নং	পুরস্কার/সম্মাননা/পদকের নাম ও প্রাপ্তির বৎসর	পুরস্কার/সম্মাননা/পদক যে কাজের জন্য পাইয়াছে	মন্তব্য
১.			
২.			

১০.			

৪। যে ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করা হইতেছে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

৫। উল্লেখ করিবার মতো অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকিলে উহার বিবরণঃ

৬। সংযোজিত রিপোর্টসমূহ [টিক (√) অথবা নাই (×) সূচক চিহ্ন দিন]:

৬.০১ .... সালের বার্ষিক প্রতিবেদন (সর্বশেষটি)।

৬.০২ .... সালের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (সর্বশেষটি)।

৬.০৩ .... সালের অডিট প্রতিবেদন (সর্বশেষটি)।

৬.০৪ ....

ও ....তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব গভর্নরস/বোর্ড অব ডাইরেক্টরস/ম্যানেজিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী (সর্বশেষ ৫টি)।

৭। প্রস্তাব বিবেচনাকালে জরুরি কোন তথ্যের জন্য বা অন্য যে কোন প্রয়োজনে যাহার সহিত যোগাযোগ করিতে হইবেঃ

৭.০১ নামঃ
৭.০২ পদবিঃ
৭.০৩ ঠিকানাঃ
৭.০৪ ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বরঃ
৭.০৫ ফ্যাক্স নম্বরঃ
৭.০৬ ই-মেইল ঠিকানাঃ

৮। প্রতিষ্ঠান প্রধান পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকিতে না পারিলে তাহার স্থলে উপযুক্ত যিনি পুরস্কার গ্রহণ করিবেনঃ

৮.০১ নামঃ
৮.০২ পদবিঃ
৮.০৩ ঠিকানাঃ
৮.০৪ ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বরঃ
৮.০৫ ফ্যাক্স নম্বরঃ
৮.০৬ ই-মেইল ঠিকানা

৯। প্রস্তাবঃ

.... (প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নাম) ....সম্পর্কে উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। দেশ ও জাতির কল্যাণে অনন্যসাধারণ অবদান বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা পুরস্কার পাইবার যোগ্য। আমি ২০....... সালে .... ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করিতেছি।

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর

তারিখঃ (......প্রস্তাবকারীর নাম.......)

সীল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১০। প্রস্তাবকারীর তথ্যঃ

১০.০১ প্রস্তাবকারী স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত হইলে পুরস্কার প্রাপ্তির বৎসরঃ
১০.০২ প্রস্তাবকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইলে স্বাক্ষরকারীর পদবি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ
১০.০৩ বর্তমান ঠিকানাঃ
১০.০৪ ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বরঃ
১০.০৫ ফ্যাক্স নম্বরঃ
১০.০৬ ই-মেইল ঠিকানাঃ

<u>প্রস্তাব ছক পূরণ বিষয়ে নির্দেশিকা</u>

ক. মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিবেন।

খ. প্রস্তাবের সকল পাতায় এবং সংলাগসমূহে প্রস্তাবক অনুস্বাক্ষর করিবেন।

গ. প্রস্তাব A4 আকারের কাগজের এক দিকে কম্পিউটার কম্পোজ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে এবং Nikosh Font−এ পেন ড্রাইভে ওয়ার্ড ফাইলে (স্ক্যান ফাইল গ্রহণ যোগ্য নয়) প্রস্তাবের সফট কপি প্রেরণ করিতে হইবে।

ঘ. প্রস্তাব ছকের ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে (অনধিক ৩০০ শব্দ) সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনে ঐ সকল বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পৃথক কাগজে প্রস্তাবের সহিত সংলাগ আকারে প্রদান করা যাইবে।

ঙ. ছকের যে সকল বিষয় প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য নয় সে সকল বিষয়ে ‘‘প্রযোজ্য নয়’’ এবং যেগুলি নাই সেগুলির ক্ষেত্রে ‘‘নাই’’ লিখিতে হইবে।

চ. ছকটি http.//www.cabinet.gov.bd ঠিকানা হইতে ডাউনলোড করিয়া ব্যবহার করা যাইবে।

সংলাগ-গ

৮০—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতা পুরস্কার

সম্মাননা পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার .... কে .... ক্ষেত্রে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ .... সালের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী

..............................বঙ্গাব্দ

.............................খ্রিস্টাব্দ

নিকার শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.২১.১১৬

তারিখ: ০৭ ভাদ্র ১৪২৮ / ২২ আগস্ট ২০২১

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৬ জুলাই ২০২১ তারিখের ১১৭তম নিকার সভার প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়ন।

২৬ জুলাই ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১১৭তম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নরূপ অনুশাসন প্রদান করেন:

> ''নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে কোনো উপজেলা স্থাপনের প্রস্তাব যেন উপস্থাপন না করা হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে''।

০০। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬৪৪

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার-১ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০২.১৮(অংশ).১৪৬

তারিখ: ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
২৮ নভেম্বর ২০১৮

বিষয় : নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভার বিবিধ আলোচনায় নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) নতুন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত প্রাথমিক প্রস্তাবে প্রথমেই প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)/নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(২) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)/নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগে প্রেরণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সম্পর্কিত একটি পত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবে।

২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৩৭০

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। ভারপ্রাপ্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৮। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৯। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১০। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার শাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০১৬-৫৯

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ / ১৬ মে ২০১৬

বিষয় : চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১১২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন (১) চরলক্ষ্যা (২) চরপাথরঘাটা (৩) জুলধা (৪) বড়উঠান ও (৫) শিকলবাহা ইউনিয়ন সমন্বয়ে কর্ণফুলী থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছে:

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক)সংরক্ষিত (খ)হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা (পুলিশ স্টেশন)	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজসেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট =	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

০২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কর্ণফুলী উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৩। কর্ণফুলী উপজেলার সদর দপ্তর উপজেলার শিকলবাহা মৌজায় (জে এল ০৮) স্থাপন করতে হবে।

বিজয় ভট্টাচার্য্য
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০১৬-৫৯(২০)

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ / ১৬ মে ২০১৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ।
৩। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
৯। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
১১। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১২। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১৩। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
১৪। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
১৫। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১৬। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৭। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১৮। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৯। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
২০। ভারপ্রাপ্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
২১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১৩৬৪৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০১৬-১৯

তারিখ: ০৩ মাঘ ১৪২৩
১৬ জানুয়ারি ২০১৭

বিষয় : কুমিল্লা জেলায় "লালমাই" নামে নতুন উপজেলা গঠন।

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক)সংরক্ষিত (খ)হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা (পুলিশ স্টেশন)	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজসেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট =	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১১৩তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন, যথা: ১. বাগমারা (উত্তর) ২. বাগমারা (দক্ষিণ) ৩. ভুলইন (উত্তর) ৪. ভুলইন (দক্ষিণ) ৫. পেরুল (উত্তর) ৬. পেরুল (দক্ষিণ) ৭. বেলঘর (উত্তর) ৮. বেলঘর (দক্ষিণ) এবং লাকসাম উপজেলার ১টি ইউনিয়ন, যথা বাকই (উত্তর) ইউনিয়ন সমন্বয়ে "লালমাই" নামে নতুন উপজেলা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছে:

০২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে লালমাই উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৩। লালমাই উপজেলার সদর দপ্তর উপজেলার ৪৭ নং জয়নগর মৌজায় স্থাপন করতে হবে।

এ কে মহিউদ্দিন আহমদ
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)।

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০১৬-১৯(২০)

তারিখ: ০৩ মাঘ ১৪২৩ / ১৬ জানুয়ারি ২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ।
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
৯। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১৩। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৪। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
১৫। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
১৬। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
১৭। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৮। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১৯। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
২০। ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.২১.১০৩

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮ / ২৯ জুলাই ২০২১

প্রজ্ঞাপন

বিষয় : কক্সবাজার জেলায় ঈদগাঁও নামক উপজেলা গঠন।

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক) সংরক্ষিত (খ) হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা (পুলিশ স্টেশন)	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজসেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট =	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১১৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুয়াযী সরকার কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ১০ (দশ)টি ইউনিয়নের মধ্য হতে ০৫ (পাঁচ)টি ইউনিয়ন যথা: ১. ইসলামপুর, ২. পোকখালী, ৩. ইসলামাবাদ, ৪. ঈদগাঁও এবং ৫. জালালাবাদ ইউনিয়ন সমন্বয়ে ঈদগাঁও উপজেলা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছে:

০২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ঈদগাঁও উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৩। ঈদগাঁও উপজেলার সদর দপ্তর ঈদগাঁও মৌজায় স্থাপিত হবে।

মোঃ রাহাত আনোয়ার
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৮২২৭৭

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.২১.১০৩

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮ / ২৯ জুলাই ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ।
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ।
৫। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৬। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৭। সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
৯। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
১৩। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
১৪। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
১৫। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
১৬। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১৭। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
১৮। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
১৯। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২০। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
২১। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২২। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
২৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৬৪৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.২১.১০৫

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮ / ২৯ জুলাই ২০২১

বিষয় : মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার “ডাসার” থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক)সংরক্ষিত (খ)হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা (পুলিশ স্টেশন)	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজসেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট =	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১১৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুয়াযী সরকার মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার ১টি পৌরসভা এবং ১৫টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫টি ইউনিয়ন যথা: ১. গোপালপুর ২. বালিগ্রাম ৩. ডাসার ৪. নবগ্রাম ও ৫. কাজীবাকাই সমন্বয়ে 'ডাসার' থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছে:

০২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ডাসার উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৩। ডাসার উপজেলার সদর দপ্তর ২৯নং পূর্ব নবগ্রাম এবং ৩০নং বাকাই মৌজায় স্থাপিত হবে।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ রাহাত আনোয়ার
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৮২২৭৭

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.২১.১০৫

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮ / ২৯ জুলাই ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ।
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ।
৫। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৬। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৭। সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
৯। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
১৩। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
১৪। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
১৫। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
১৬। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১৭। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
১৮। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
১৯। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২০। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
২১। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২২। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
২৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৬৪৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.২১.১০৪

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮ / ২৯ জুলাই ২০২১

বিষয় : সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার 'মধ্যনগর' থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১১৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুয়াযী সরকার সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে ০৪টি ইউনিয়ন যথা: ১. মধ্যনগর, ২. চামরদানী, ৩. উত্তর বংশীকুন্ডা এবং ৪. দক্ষিণ বংশীকুন্ডা-এর সমন্বয়ে ‘মধ্যনগর’ থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছে:

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক)সংরক্ষিত (খ)হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা (পুলিশ স্টেশন)	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজসেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট =	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

০২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর মধ্যনগর উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৩। মধ্যনগর উপজেলার সদর দপ্তর 'মধ্যনগর' মৌজায় স্থাপিত হবে।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ রাহাত আনোয়ার
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৮২২৭৭

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.২১.১০৪

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮ / ২৯ জুলাই ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ।
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ।
৫। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৬। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৭। সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
৯। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
১৩। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
১৪। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
১৫। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
১৬। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১৭। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
১৮। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
১৯। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২০। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
২১। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২২। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
২৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৬৪৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার শাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.১৮.১৮২(১)

তারিখ: ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ / ০৫ ডিসেম্বর ২০১৭

বিষয় : হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১১৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ১টি পৌরসভা (শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভা) ও ৩টি ইউনিয়ন, যথা: (১) ৭নং নুরপুর, (২) ৮ নং শায়েস্তাগঞ্জ ও (৩) ১১নং ব্রাহ্মণডোরা ইউনিয়ন সমন্বয়ে "শায়েস্তাগঞ্জ" থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য নিম্নরূপ অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়েছে:

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	কর্মকর্তা-কর্মচারী		
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক) সংরক্ষিত (খ) হস্তান্তরিত	১	১৫	১৬
২.	উপজেলা ভূমি অফিস	১	১১	১২
৩.	থানা (পুলিশ স্টেশন)	১	২৫	২৬
৪.	উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	১	৩	৪
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিস	৩	৩	৬
৬.	উপজেলা প্রকৌশল অফিস	১	১৬	১৭
৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিস	১	২	৩
৮.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস	১	২	৩
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	১	১	২
১০.	উপজেলা খাদ্য অফিস	১	৩	৪
১১.	উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস	-	৩	৩
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস (হাসপাতালসহ)	১০	৩৭	৪৭
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিস	৩	২৪	২৭
১৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	২	৭	৯
১৫.	উপজেলা মৎস্য অফিস	১	৪	৫
১৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২	৮	১০
১৭.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১	৭	৮
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	১	১	২
১৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	২	১	৩
২০.	উপজেলা সমাজসেবা অফিস	১	৯	১০
২১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	২	৪	৬
২২.	উপজেলা সমবায় অফিস	১	৩	৪
২৩.	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	১	৩	৪
২৪.	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	১	৬	৭
	সর্বমোট =	**৪০**	**১৯৮**	**২৩৮**

০২। উপর্যুক্ত সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা স্থাপনের লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৩। শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার সদর দপ্তর উপজেলার '১৫২ নং বড়চড়' মৌজার মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হবে।

এ কে মহিউদ্দিন আহমদ
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.১৮.১৮২(২৩)

তারিখ: ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ / ০৫ ডিসেম্বর ২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ।
৮। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৯। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
১১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
১২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১৩। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৪। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
১৫। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১৬। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৭। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
১৮। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ।
১৯। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
২০। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
২২। ভারপ্রাপ্ত সচিব, অর্থ বিভাগ।
২৩। ভারপ্রাপ্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১৩৩৭০

বাঃসঃমুঃ-২০২১/২২-৩২১৩ (কম/সি-২)—১,০০০ বই, ২০২২।